

ଆକ୍ଷମ୍ବାନ୍ଦି

ତାଙ୍ଗପର୍ଯ୍ୟ ସହିତ

ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଖণ୍ଡ

ଦଶମ ସଂକ୍ରଣ

କଲିକାତା

ସାଧାରଣ ଆକ୍ଷମ୍ବାନ୍ଦି

୨୧୧, କର୍ଣ୍ଣାଳିମ୍ ସ୍ଟ୍ରୀଟ

୧୯୪୯

সাধারণ ব্রাহ্মণজ হইতে
স্পাদক শ্রীজ্যোতিরিজ্ঞনাথ দাস
কৃষ্ণক প্রকাশিত

মুদ্রা—৫ টাকা

প্রিণ্টার—শ্রীদেবেজ্ঞনাথ বাগ
ব্রাহ্ম মিশন প্রেস
২১১ কর্ণওয়ালিস স্ট্রিট, কলিকাতা

দশম সংস্কৃতগের প্রকাশকের নিবেদন

‘ত্রাঙ্গিধর্ম’ গ্রন্থের নবম সংস্করণ আচার্য সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী
জহাশয় সম্পাদন করেন। সেই সংস্করণ সম্পূর্ণ নিঃশেষিত ছইয়া
ষাওয়াতে উহুর পুনর্মুদ্রণ আবশ্যিক হইয়াছে।

আচার্য সতীশচন্দ্র সম্পাদিত সংস্করণে মহাধৰ্ম শেষ সংস্করণের
(‘৬ষ্ঠ সংস্করণ’), পাঠ নথাসন্তু অব্যাহত রাখিয়া, কেবল সন্ধিবদ্ধ
সংস্কৃত বাক্য বচ্ছলে ‘বিমুক্ত’ করিয়া মুদ্রিত রূপে হইয়াছিল।
ইহাতে অনেকেরই পাঠে একটু অনুবিধা বোধ হইতেছিল।
এইভজ্ঞ বর্তমান সংস্করণে মূল শ্লোকের সন্ধিবদ্ধ সংস্কৃত বাক্যগুলি
পুনর্বার ঘূর্ণ করিয়া ৬৯ সংস্করণের অনুরূপ মুদ্রিত হইল। এবং
বালা অক্ষবে মুদ্রিত বলিয়া দেখানে ‘য়’ উচ্চারণ করিতে হয়,
সেখানে ‘ম’ স্থলে ‘য়’ মুদ্রিত হইল।

‘৬ষ্ঠ সংস্করণে’র অন্তর্য, বঙ্গভূবাদ ও তাঁপর্যে ধেকে করা,
সেমিকোলনাদি ছিল, আচার্য সতীশচন্দ্র সম্পাদিত নবম সংস্করণে
তাহার একটু পরিবর্তন স্থানে স্থানে লক্ষিত হইয়াছে। অর্থ বোধের
সাহায্যের জন্য তাহা অধিকতর উপযোগী বলিয়া বর্তমান সংস্করণেও
করা সেমিকোলনাদি নবম সংস্করণের অনুরূপ রক্ষিত হইল।

নবম সংস্করণে আচার্য সতীশচন্দ্র, এই গ্রন্থ রচনা সম্পর্কে
মহাধি দেবেন্দ্রনাথের অস্তরের ভাব, বিভিন্ন অংশ রচনার ইতিহাস,
পূর্ব পূর্ব সংস্করণের বিবরণ, বচনাবলীর মূল এবং ইহার কোন
কোন বচন অবলম্বনে মহাধিদেবের ও অন্তর্গত কর্মকর্তন আচার্যের

(8)

ଅନ୍ତର୍ବାଦ ବାଖ୍ୟାନ-କୁଚୀ ତୃନଟି ପରିଶିଷ୍ଟେ ସମ୍ବଲିପି କରିଯାଇଲେନ ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂକ୍ଷରଣୋତ୍ତମ ମେହି ପରିଶିଷ୍ଟ ଯୋଜିତ ହଇଲ । ପରବର୍ତ୍ତୀ
ଅନୁମନ୍ତାନେବ ଫଳେ ଯେ ସାମାଜିକ ନୂତନ ତଥ୍ୟବ ସଙ୍କାନ ପାଓଯା ଗିଯାଇଲ,
ତାହା ପରିଶିଷ୍ଟେର ଶେଷେ ଅତିରିକ୍ତ ପବିଶିଷ୍ଟକୁଠିପେ ଅକାଶ କରା ହଇଲ ।

ଅଷ୍ଟମ ସଂକ୍ଷରଣ (ପକେଟ ସଂକ୍ଷରଣ, ୨୫ଶେ ଜାନୁଆରୀ ୧୯୨୦ ଟଙ୍କା
୧୧ଟି ମାସ, ୧୮୪୧ ଶକ) ୧୮୪୬ ଶକେର ୪ୱୀ ମାସ ପୁନର୍ମୁଦ୍ରିତ ହଇଯା
ନବମ ସଂକ୍ଷରଣକୁଠିପେ ଆଦି ବ୍ରାହ୍ମମାଜ କର୍ତ୍ତକ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲ । କିନ୍ତୁ
ଆଚାର୍ୟ ମତ୍ତୀଶ୍ୱର ଏଇ ସଂକ୍ଷରଣକୁଠିପେ ଅଷ୍ଟମ ସଂକ୍ଷରଣରେ ଛବିର ଅନୁକରଣ
ବାଲିଯା ହୁତମ୍ଭୁ ସଂକ୍ଷରଣକୁଠିପେ ନା ଧରିଯା ତୋହାର ସମ୍ପାଦିତ ସାଧାରଣ
ବ୍ରାହ୍ମମାଜ ହଇତେ ୧୯୩୭ ମାର୍ଚ୍ଚ ଅକାଶିତ ସଂକ୍ଷରଣକେଇ ନବମ
ସଂକ୍ଷରଣ ବାଲିଯା ପ୍ରକାଶ କରିଯାଇଲେନ । (ଏଇ ସଂକ୍ଷରଣର ୩୪୨
ପୃଃ ସଂଶୋଧନ ପତ୍ର (correction slip) ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ) । ଏଇ ସଂଶୋଧନ
ପତ୍ର ନବମ ସଂକ୍ଷରଣର ମକଳ ପୁସ୍ତକେ ସାଁଟି ନାହିଁ । କୁତରାଂ
ଅନୁମନ୍ତିକିମ୍ବୁ ପାଠକେବୁ ହଇଟି ସଂକ୍ଷରଣି ନବମ ସଂକ୍ଷରଣ ଦେଖିଯା
—ବିଭାସ୍ତ ହଇତେ ପାରେନ । ମେହି ଜନ୍ମ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂକ୍ଷରଣର ପରିଶିଷ୍ଟେ
୮ମ 'ସଂକ୍ଷରଣର ବର୍ଣନାୟ ସଂଶୋଧିତ ବିବରଣ ଦେଓଯା ହଇଲ । ଯାହା
ହିଁକ, ମତ୍ତୀଶ୍ୱର ସମ୍ପାଦିତ ସଂକ୍ଷରଣକେ 'ନବମ' ଧରିଯା ଲାଇସେ ବର୍ତ୍ତମାନ
ସଂକ୍ଷରଣକେ ଦଶମ ସଂକ୍ଷରଣକୁଠିପେ ଅକାଶ କରା ହଇଲ ।

୬୬ ଭାଦ୍ର ୧୭୫୬

୨୩ଶେ ଆଗଷ୍ଟ ୧୯୪୯

ଜ୍ୟୋତିରିଜ୍ଞନାୟ ଦାସ,

ସମ୍ପାଦକ, ସାଧାରଣ ବ୍ରାହ୍ମମାଜ

অধ্যায়ের বিষয়

প্রথম খণ্ডের অধ্যায়ের বিষয় অষ্টম সংস্করণ অনুসরণে, ও দ্বিতীয় খণ্ডের অধ্যায়ের বিষয় মহিলা আজ্ঞাবলীর তৃতীয় সংস্করণের ১৮২, ১৮৩ পৃষ্ঠা অনুসরণে প্রদত্ত হইল।

প্রথম খণ্ড	দ্বিতীয় খণ্ড
১ম অধ্যায় আনন্দ	১ম অধ্যায় ব্রহ্মনির্ণয় গৃহস্থ
২ম সৃষ্টি	২ম গার্হস্থ সম্বন্ধ
৩ম অক্ষর	৩ম কল্প সম্বন্ধে কর্তব্য
৪র্থ ব্যতিরেক	৪র্থ ধর্মনীতি
৫ম অনুয়	৫ম সঙ্গোষ্য
৬ষ্ঠ স্বক্রপ	৬ষ্ঠ সত্যপালন ও সত্য ব্যবহার
৭ম ঘোগ	৭ম সাক্ষ্য
৮ম বিশ্বক্রপ	৮ম সাধুভাব
৯ম দ্বৈত	৯ম দান।
১০ম ধ্যান	১০ম রিপুদমন
১১শ স্বপ্রকাশ	১১শ ধর্মোপদেশ
১২ম অপ্রতিম	১২শ পরমিলা নিষেধ
১৩শ ছায়াতপ	১৩শ ইন্দ্ৰিয়সংমতি
১৪শ মতিমা	১৪শ পাপ-পরিহার
১৫শ প্ৰেম-প্ৰেম	১৫শ বাক্য মন ও শরীরের সংযম
১৬শ অমৃত	১৬শ ধর্মো মতি
শাস্তিবাচন।	
শাস্তিবাচন	

সূচীপত্র

বিষয়	পত্রাঙ্ক
আধ্যাপত্র	(১)
দর্শম সংস্করণের প্রকাশকের নিবেদন	(৩)
অধ্যায়ের বিষয়	(৫)
[সূচীপত্র]	[(৬) — (১৮)]
প্রাতঃস্মর্তব্যঃ	৩
ত্রাঙ্কধর্মবৌজ্ঞম্	৪
ত্রাঙ্কধর্মবৌজ	৫
ত্রাঙ্কধর্মগ্রহণম্	৬
ত্রাঙ্কধর্মগ্রহণ	৭
প্রতিজ্ঞাস্মরণার্থশ্লোকা	৮
ত্রাঙ্কোপাসনা	৯
অর্চনা	১০
প্রণামঃ	১০
সমাধানম্	১০
ধ্যানম	১২
স্তোত্রম্	১২
প্রার্থনা	১৬
স্বাধ্যাযঃ	১৪
উপসংহারঃ	১৬

প্রথমথঙ্গ, উপনিষৎ

শ্লোকের আদি	শ্লোকসংখ্যা	পত্রাঙ্ক
অগ্নেরণীয়ান্ গইতোমভীয়ান্	৬৯	১০৪
অনুষ্ঠমবাবহার্মামগ্রাহঃ	৭৭	১১৩
অনুষ্ঠোদষ্টাহ কৃতঃ শ্রোতা।	১১৩	১৫৫
অনুন্ধানাম তে শোক।	১৩৯	১৮৪
অনেকুদেক অনসো জবীষে।	৩৬	৬০
অপনা পাগেদোবজুবেদঃ	১৫	৩২
অপাণিপাদোজবনোগ্রীতা।	৬৭	২০২
অশক্তমস্পর্শমুপমব্যয়ঃ	৯৬	১৩৪
অশ্চিন স্থোঃ পৃথিবী চান্তুরীক্ষমোত্তঃ	৫৮	৮১
আকাশেননাম নানকুপয়োঃ	১২৭	১৭৩
আয়াননেব প্রিয়মুপাসীত	৮০	১১৭
আয়া বা অরে দৃষ্টব্যঃ শ্রোতবো।	৮১	১১৬
আনন্দাদ্বোব ধৰ্মানি	৩	১৯
আপ্যাযন্ত ময়াঙ্গানি	১৫৭	২০১
উদং বা অগ্রে নৈব কিঞ্চিদাসীং	১০	২৭
উত চেদনেদৌদগ সত্যমন্তি	৩৪	৫৬
ইতৈব সম্প্রোত বিদ্যুস্তদয়ঃ	৮৫	১২১
ঈশাবাস্ত্রমিদং সর্বং মৎ কিঞ্চ	৩৫	৫৯
উক্তা ত উপনিষৎ ব্রাহ্মীং বাব	১৫৭	২০০
উত্তিষ্ঠত কাগ্রত আপ্য বরান্	০ ৯৯	১৩৭
একবৈধবান্তুদৃষ্টবামেতদপ্রমেয়ঃ	৫৪	৮৭
একোদেবঃ সর্বভূতেমু গৃঢঃ	১০৩	১৪২
একোবশী সর্বভূতান্ত্বাদ্বা।	০ ৭০	১০৫

(৮)

ଆକ୍ଷାଧିର୍ମଃ

ଶୋକେର ଆଦି	ଶୋକସଂଖ୍ୟା	ପତ୍ରାଳ
ଏତଜ୍ଞେୟଃ ନିତ୍ୟମେଲାଆସଂହ୍ରଃ	୧୫୬	୧୯୬
ଏତବୈ ତଦକ୍ଷରଃ ଗାର୍ଗି ବ୍ରାକ୍ଷଣା	. ୧୭	୭୪
ଏତସ୍ଵାଞ୍ଜାଯତେ ଥାଗୋମନଃ	୧୨	୨୯
ଏତସ୍ତ ବା ଅକ୍ଷରଶ୍ରୁତଃ .. ଦ୍ୟାବାପୃଣିବୋ	୦୧୯	୭୮
" ନିମେଷା ଯୁହୁର୍ତ୍ତାଃ	୨୦	୩୯
" ପ୍ରାଚୋହୃତ୍ତାଃ	୨୧	୩୯
" ... ଶ୍ରୀଯାଚ୍ଛ୍ରମସୌ	୧୮	୭୭
ଏତୈକୁପାରୈର୍ଯ୍ୟତତେ ସମ୍ପତ୍ତି	୧୫୦	୧୯୪
ଏସଦେବୋନିଶ୍ଵରର୍ମୀ ମହାତ୍ମା	୫୧	୮୩
ଏସ ସୁର୍ବେଶ୍ୱର ଏସ ଭୂତାଧିପାତିଃ	୫୭	୮୦
ଏସମନ୍ଦେଶ୍ୱର ଭୂତେଶ୍ୱର ଗୃଟୋହୟା	୯୭	୧୩୫
ଏସାନ୍ତ ପରମା ଗତିରେଷାନ୍ତ ପରମା	୯	୨୫
ଅତଃ ପିବନ୍ତୋ ଶୁକ୍ଳତନ୍ତ ଶୋକେ	୧୧୬	୧୫୭
ଶୁଙ୍ଗ ବ୍ରକ୍ଷବାଦିନୋବଦନ୍ତି	୧	୧୭
ଓମିତି ବ୍ରନ୍ଦ ସର୍ବେହଶୈୟ ଦେବାଃ	୯୦	୧୨୮
ଓମିତ୍ୟେବଃ ଧ୍ୟାୟଥ ଆତ୍ମାନଃ	୯୧	୧୨୯
କୋହେବାତ୍ମାଃ କଃ ପ୍ରାଣ୍ୟାଃ	୬	୧୨
<u>ତଳ୍ଲଦ୍ଵିଷ୍ଟଃ ଗୃତମନୁପ୍ରଲିଷ୍ଟଃ</u>	୫୨	୮୪
ତ୍ରେ ବେନ୍ତଃ ପୁରୁଷଃ ବେନ ଯମା ମା	୯୪	୧୦୨
ତତ୍ତଃ ପରଃ ବ୍ରକ୍ଷ ପରଃ ବୃହତ୍ତଃ	୮୭	୧୨୯
ତତୋବ୍ଦ ତ୍ରତ୍ର ତରଃ ତଦକୁପନ୍ଥ	୮୬	୧୨୭
ତ୍ରସଦିତୁର୍ବରେଣ୍ୟଃ ଭର୍ଗୋଦେବତ୍ତ	୯୨	୧୭୦
ତଦେଜତି ତତୈଜତି ତୁନ୍ଦୁରେ	୭୭	୬୨
ତଦେତ୍ର ପ୍ରେସଃ ପୁତ୍ରାଃ ପ୍ରେସୋ ବିତ୍ତାଃ	୭୮	୧୧୫
ତଦେତନ୍ ବ୍ରକ୍ଷାପୃକ୍ଷଃ ଏତଦୟତମ୍	୧୦୦	୧୩୮
ତନ୍ତ୍ରଥା ରଥନାଭୋ ଚ ବୁଦ୍ଧନେମୋ ଚ	୮୩	୧୧୯

সূচীপত্র

(৯)

শ্লোকের আদি	শ্লোকসংখ্যা	পত্রাঙ্ক
তত্ত্বা এতদক্ষরং গার্গ্যদৃষ্টং	২৪	৪৩
তত্ত্বিজ্ঞানার্থৎ স শুরুমেব	১৪	৫১
তদ্ বিষেণঃ পরমং পদং সদা পশ্চাত্তি	১৩৮	১৮৪
তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসন্ন	৪০	৬৮
তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং	৪৮	৭৯
তস্ত হ বা এতস্ত ব্রহ্মণোনাম	১২৪	১৬৮
ত্রিকুলতৎ স্থাপ্য সমং শরীরং	৬৩	৮৭
দিব্যোহৃত্মূর্তিঃ পুরুষঃ সবাহ্যাভ্যন্তরঃ	১১১	১৫৩
হা সুপর্ণী সযুজ্জা সধায়ী সমানং বৃক্ষং	৭৩	১০৯
ধর্ম্মং চর ধর্ম্মাং পরং নাস্তি	১৪৫	১৯১
ন চক্ষুবা গৃহতে নাপি বাচা	৪৭	৭৭
ন জ্ঞায়তে ত্রিয়তে বা বিপশ্চিন্নায়ং	৫৯	৯২
ন তত্ত্ব চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাগ্ গচ্ছতি	২৮	৪৮
ন তত্ত্ব স্মর্যোভাতি ন চক্ষুতারকং	৪৪	৭৩
ন তস্ত কশ্চিঃ পতিরন্তি শ্লোকে	৫০	৮২
ন তস্ত কার্যাং করণঞ্চ বিষ্টতে	৪৯	৮০
ন সন্দুশে ত্রিষ্টতি কূপমস্ত	১০৬	১৪৬
নায়মাজ্জা প্রবচনেন লভ্যে।	৯৮	১৩৬
নাবিরতোহশ্চরিতাগ্নাশান্তঃ	১৩০	১৭৭
নাহং মন্তে স্মৃবেদেতি নো ন	৩২	৫৩
নিত্যোহনিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাং	৭১	১০৬
নৈনং পাপ্তা তরতি সর্কং পাপ্তানং	১৪১	১৮৭
নৈনঘূর্জং ন তিষ্যঞ্চ ন মধ্যে	১০৫	১৪২
নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্তুং শক্যঃ	১২৮	১৭৩
পরমেবাক্ষরং প্রতিপন্থতে স যোহ	৭৬	১১৩
পরাচঃ কামানমুষ্যন্তি বালাণ্তে	১০৮	১৪৯

ଶୋକର ଆଦି	ଶୋକସଂଖ୍ୟା	ପତ୍ରାଳ
ଅଗବୋଧମୁଃ୍ସରୋହାଞ୍ଚ୍ଚା ବ୍ରକ୍ଷ	୬୧	୯୪
ଆଗନ୍ତ୍ର ଆଗମୁତ ଚକ୍ରମଚକ୍ରରୁତ ଶ୍ରୋତ୍ରଣ୍ଠ	୫୬	୮୬
ଆଗେହେୟୟଃ ସର୍ବଭୂତୈକିଭାତି	୪୫	୭୪
ଭୟାଦଶ୍ରାଗିନ୍ଦ୍ରପତି ଭୟାଭିପତି ସ୍ଵର୍ଯ୍ୟାଃ	୧୬	୩୦
ଭୌଷାହସ୍ତାଦ୍ଵାତଃ ପବତେ ଭୌଷୋଦେତି ସ୍ଵର୍ଯ୍ୟାଃ	୨୯	୪୪
ମହାନ୍ ପ୍ରଭୁରୈ ପୁରୁଷଃ ମନ୍ତ୍ରଶ୍ଲେଷ୍ୟଃ	୮୯	୧୨୭
ମାତୃଦେବୋଭବ ପିତୃଦେବୋ ଭବ	୧୪୭	୦୯୨୨
ମାହ୍ୟ ବ୍ରକ୍ଷ ନିରାକୁମାଃ ମା ମା ବ୍ରକ୍ଷ	୯୭	୧୬୧
ସ ଆହ୍ସାହ୍ସପହତପାପ୍ୟା ବିଜରୋବିଗୃତ୍ତାଃ	୧୨୬	୧୭୧
ସ ଶ୍ରୀକୋତ୍ସବଣୋବହୁଧା ଶକ୍ତିଯୋଗାଃ	୧୨୦	୧୬୨
ସ ଏଷମୁପ୍ରେମୁ ଜାଗତି କାମଃ କାମଃ ପୁରୁଷଃ	୬୮	୧୦୩
ସଃ ମର୍ବଙ୍ଗଃ ମର୍ବବିଃ ... ଆନନ୍ଦକୁମାମମୁତଃ	୪୨	୭୧
ସତୋ ବା ଇମାନି ଭୂତାନି ଜାୟତ୍ତେ ଯେନ	୦	୧୮
ସତୋବାଚୋନିବନ୍ତତ୍ୱେ . କୁତ୍ତଚନ	୪	୨୦
ସତୋବାଚୋ ନିବନ୍ତତ୍ୱେ . କନ୍ଦାଚନ	୮	୨୫
ସତ୍ତଦ୍ରେଶ୍ମଗ୍ରାହଗଗୋତ୍ତବଣମ	୧୬	୩୩
ସଗାକାରୀ ସଥାଚାରୀ ତଥା ଭବତି	୧୭୨	୧୭୯
ସଥାଚୌମ୍ୟ ବୟାଂସି ଦାମୋଦରକଃ	୧୦୨	୧୪୧
ସଦ୍ଵିଚିମଦ୍ ସଦ୍ଵିଭୋହମୁ ସମ୍ମିନ୍ ଲୋକାଃ	୬୦	୯୩
ସଦା ପଶ୍ୟଃ ପଶ୍ୟତେ କଳ୍ପନର୍ଣ୍ଣ କନ୍ଦାରମୌଶଃ	୭୫	୧୧୧
ସଦା ସର୍ବେ ପ୍ରଭିତ୍ୟତ୍ୱେ ହଦୟତ୍ୱେହଗତ୍ସଃ	୭୨	୧୦୭
ସଦାହୋତ୍ରେବ ଏତମ୍ଭୁମଦ୍ଭେଦନାହ୍ୟୋ	୭	୨୪
ସଦିନଃ କିଞ୍ଚି ଜଗଃ ସର୍ବଃ ପ୍ରାଣ ଏଜତି	୨୬	୦୪୫
ସଦି ମତ୍ସେ ଶ୍ରେଦ୍ଧେତି ଦର୍ଶଯେବାପି	୩୧	୫୧
ସଦୈତମମୁପତ୍ରତ୍ୟାଞ୍ଚାନଃ ଦେବମଞ୍ଜମା	୧୧୯	୧୨୫
ସମ୍ବାଚାନଭ୍ୟାଦିତଃ ମନ ନାଗଭ୍ୟାତେ	୨୯	୪୯

লোকের আদি	শ্লোকসংখ্যা	পঞ্চাঙ্গ
যদ্যনসা ন মমুতে যেনাভৰ্মনোব্রতম্	১০	৫০
বশ্চায়মশ্চিমাকাশে তেজোময়োভ্যুতময়ঃ	১৫৬	১৯৯
মন্ত্র বিজ্ঞানবান् ভবতি যুক্তেন মনসা সদা	১৭৩	১৮১
ইত্বিজ্ঞানবান् ভবত্যমনস্থঃ সদাহৃষ্টিঃ	১৭৫	১৮২
মন্ত্র সর্বাণি ভূতান্যাহ্বেবামুপশ্চাতি	৩৮	৬৪
মন্ত্র বিজ্ঞানবান্ ভবতি সমনস্থঃ সদা শুচিঃ	১৩৬	১৮২
যন্ত্রবিজ্ঞানবান্ ভবত্যযুক্তেন মনসা সদা	১৩৩	১৮০
যদ্যাদর্ক্ষাক্ সৎবৎসরোহতোভিঃ	৫৫	৮৮
মন্ত্রাগতঃ তন্ত্র মতঃ গতঃ বস্তু ন বেদ সঃ	৩৩	৫৪
মাত্তনবদ্যানি কর্ম্মাণি তানি সেবিতব্যানি	১৪৮	১৯৩
মাত্তস্মাকং সুচরিতানি তানি ইয়োপাস্তানি	১৪৯	১৯৩
যুক্তে বাঃ ব্রহ্ম পূর্কাঃ নমোভিঃ	৮৪	১২০
যেনাতঃ নামৃতু স্ত্রাঃ কিমহং তেন	১০৯	১৫০
যোদেবানামদিপোমশ্চিন্মোকা	১১২	১৫৪
যো দেবোহগ্রো ঘোপ্সু মোবিষ্ঠঃ	৯৫	১৩২
যোবা এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিহাস্তালোকাঃ	২৩	৮২
যোবা এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিহাতশ্চিন্মোকে	২২	৪০
মোবৈ ভূমা তৎ স্তুথঃ নামে স্তুথমস্তি	১৭	১৯৯
রসোবৈ সঃ। রসৎ হেবায়ং লবধ্বা	৫	২১
বিজ্ঞানসারণ্যস্ত মনঃ প্রগ্রহবান্নরঃ	১৩৭	১৮৩
বিজ্ঞানাহ্বা সহ দেবৈশ্চ সক্রিঃ	১৫৫	১৯৮
বিখ্যুতশ্চক্রকৃত বিখ্যতোমুখঃ	৬৭	২৯
বৃক্ষ ঈব স্তকোদিবি তিষ্ঠত্যোকঃ	১০১	১৫০
বৃহচ্ছত্ত্বিনামচিন্ত্যাক্লপঃ	৪৬	৭৬
বেদাহগেত পুরুষং মহাস্তম্	১৫২	১৯৫
শাস্ত্রোদাস্ত উপরতত্ত্বিক্ষুঃ	৯৪০	১৮৬

ଆଙ୍କଳିତ୍ୟଃ	ଶ୍ଲୋକମଂଥା	ପରିଚ୍ୟା
ଶୁଦ୍ଧତ ବିଶେଷମୃତସ୍ତ ପୁତ୍ରା ଆୟେ ଧାମାନି	୧୫୧	୧୯୪
ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦେସ୍ୱମ ଅଶ୍ରୁକୃଷ୍ଣ ଅଦେସ୍ୱମ	୧୫୬	୧୯୨
ଶ୍ରୀବଗାଯାପି ବର୍ହଭର୍ତ୍ତର୍ଯୋନ ଲଭ୍ୟଃ	୧୦୭	୧୪୭
ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମନୁଷ୍ୟମେତ୍ତେ ସମ୍ପର୍କୀତା	୧୧୧	୧୭୮
ଶ୍ରୋତ୍ରସ୍ତ ଶ୍ରୋତ୍ରଃ ମନ୍ମୋହନୋ ସନ୍ଧାଚୋ	୨୭	୪୭
ଶ୍ରେଷ୍ଠାଧିଷ୍ଟାଃ ମୁଦ୍ରପରିଷ୍ଠାଃ ମପ୍ରଚାରଃ	୧୩୯	୧୬୦
ଶ୍ରେଷ୍ଠନେତି ନେତ୍ୟାଶ୍ଵାହଗ୍ରହୋନହି	୧୧୪	୧୫୬
ଶ୍ରେଷ୍ଠମର୍ମତ୍ସ୍ତେଶାନଃ ମର୍ମତ୍ସ୍ତାଧିପତିଃ	୧୧୯	୧୫୭
ଶ୍ରେଷ୍ଠାପ୍ୟନମୁଷ୍ୟୋଜାନତୃପ୍ତାଃ	୧୫୪	୧୯୭
ଶ୍ରେଷ୍ଠମୁଖୋହୃମୃତ ଉଶ ସଂତୋଜଃ	୧୨୩	୧୬୬
ଶ୍ରେଷ୍ଠପୋହିତପାତ ଶ୍ରେଷ୍ଠପ୍ରତିପଦଃ	୧୧	୨୮
ଶ୍ରେଷ୍ଠଃ ଜ୍ଞାନମନ୍ତଃ ବ୍ରକ୍ଷ ଯୋବେନ ନିହିତଃ	୪୧	୬୯
ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବଦ୍ର ମୂଳୋବା ଏବ ପରିଶ୍ରମିତି	୧୪୪	୧୯୦
ଶ୍ରେଷ୍ଠମେବ ଜୟତେ ନାନୃତମ୍ । ଶ୍ରେଷ୍ଠନ ଲଭାଃ	୧୧୦	୧୯୨
ଶ୍ରେଷ୍ଠାର ପ୍ରମଦିତବ୍ୟଃ ଧର୍ମାର ପ୍ରମଦିତବ୍ୟଃ	୧୪୬	୧୮୯
ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପର୍ଯ୍ୟଗାଚ୍ଛତ୍ରମକାମୁମତ୍ରଣମ୍	୩୯	୬୫
ଶ୍ରେଷ୍ଠଗବଃ କଞ୍ଚିନ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତଃ	୧୧୮	୧୬୦
ଶ୍ରେଷ୍ଠନେ ବୃକ୍ଷେ ପୁରୁଷୋନିମଗ୍ନଃ	୭୪	୧୧୦
ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶୁଚୋ ଶର୍କରା ବଞ୍ଚିବାଲୁକାବିବଜିତେ	୬୧	୯୫
ଶ୍ରେଷ୍ଠମତେ ମୋଦନୀଯଃ ହି ଲବଧ୍ୟଃ	୧୪୨	୧୮୮
ଶ୍ରେଷ୍ଠମାତ୍ରାନଃ ପ୍ରିୟଃ କ୍ରବାଣଃ	୭୯	୧୧୬
ଶ୍ରେଷ୍ଠଃ ପାଣିପାଦମୃତ ଶ୍ରେଷ୍ଠତୋତ୍କଞ୍ଜି	୬୫	୧୦୦
ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବଶୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠମେଶାନଃ	୫୬	୮୯
ଶ୍ରେଷ୍ଠା ଦିଶ ଉର୍କମଧିଚ	୧୦୪	୧୪୪
ଶ୍ରେଷ୍ଠନଶିରୋଗ୍ରୀବଃ ଶ୍ରେଷ୍ଠତୃତ୍ୱହାଶୟଃ	୬୬	୧୦୧
ଶ୍ରେଷ୍ଠକ୍ରିୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠମଃ ମବୋଦ୍ରୁଷ୍ୱବିବଜିତ୍ୱ	୮୮	୧୨୯

সূচীপত্র

(১৩)

গোকের আদি	গোকসংখ্যা	পঞ্চাঙ্গ
সবা অয়মাহ্যা সর্বেষাং ভৃত্যানাম্	৮২	১১৯
সবিশ্বল্লিখবিদাহ্যোনিঃ	১২১	১৬৫
স বৃক্ষকাণাক্তিভিঃ পরোহন্তঃ	১২১	১৬৭
স সেতুবিহুভিরেষাং শোকানাম্	১২৫	১৭০
হিরণ্যে পরে কোষে বিরজঃ	৪০	৭২

দ্বিতীয়খণ্ড অনুশাসনম्

অক্রোধেন জয়েৎ ক্রোধম্	৬৪	২৭২
অঙ্গাতপতিমর্যাদামজ্ঞাতপতিমেবনাম	২৬	১২০১
অতিবাদাংস্তিভিক্ষেত নাবমগ্নেত	৮	২১৩
অদ্ভুতানামুপাদানং ত্রিসা চৈব	১২৭	৩৭২
অস্ত্রীগ্রাণি শুধাস্তি মনঃ সত্যেন	৫৫	২৬৩
অধর্ম্মদ গ্রন্থ লোকে ঘশোঘৃৎ	২২	৩০০
অদ্যেন্দেশ্মতে তাৎক্ষণ্যে ভদ্রাণি	১৩২	৩৭৬
অধাৰ্ম্মিকে। নরো যো হি যস্ত	১৩০	৩৩৫
অনর্থমর্থতঃ পশুমর্থ ক্ষেত্রে	৮৭	২৯৬
অনস্ময়ঃ কৃতজ্ঞত্ব কল্যাণানি চ	৯০	২৯৯
অনন্দঃ স্বথযাপ্ত্রোতি স্বতন্ত্রঃ	৭৮	২৮৬
অন্তান্ পরিবদন্ সাধুর্মগ্নি	৯৬	৩০৪
অন্তায়াৎ সমুপাত্তেন দানধ্যেৰাধনেন	৯৪	২৮৭
অগ্নেহন্তস্তাব্যভিচারোভবেৎ	১২	২১৭
অরক্ষিতা গৃহে কৃক্ষাঃ	২১	২২১
অবিদ্বাঃসমগ্নং লোকে বিদ্বাঃসমপি	১০৬	৩১৩
অবিসংবাদকোদক্ষঃ কৃতজ্ঞোমতিমান	৬৯	২১১

ଶୋକେର ଆଦି	ଶୋକସଂଖ୍ୟା	ପତ୍ରାଙ୍କ
ଅମନ୍ତୋଷପେରା ମୃଟୀଃ ସନ୍ତୋଷଃ ଯାଣି	୪୩	୨୪୯
ଟେଞ୍ଜିମାଣାଂ ବିଚରତାଂ ବିଷରେସପହାରିଷୁ	୧୦୧	୩୦୯
ଟେଞ୍ଜିମାଣାଂ ହି ଟିରତାଂ ସମନୋହମୁବିଧୀରତେ	୧୦୨	୩୦୯
ଇଞ୍ଜିମାଣାନ୍ତ ସର୍ବେଷାଂ ସଦ୍ୟେକଃ	୧୦୩	୩୧୧
ଅତଃ ବଦିଷ୍ୟାଗି ସତ୍ୟଃ ବଦିଷ୍ୟାଗି	ଶାନ୍ତିପାଠ	୩୪୧
ଏକ ଏବ ଶୁଦ୍ଧକଷ୍ମୋନିଧନେହପି	୧୦୭	୩୧୭
ଏକୋଧର୍ମଃ ପରଃ ଶ୍ରେଷ୍ଠଃ କ୍ଷମୈକଃ	୧୨୩	୦୦୩୨୯
ଏକୋହମଶ୍ରୀତ୍ୟାତ୍ୟାନଃ ସତ୍ୱଃ କଲ୍ୟାଣ	୬୨	୦ ୨୬୯
ଏକଃ ଅଜ୍ଞାୟତେ କୁତ୍ରବେକ ଏବ ପ୍ରଳୀୟତେ	୧୩୧	୩୧୯
ଏଁ ଆଦେଶ ଏଷ ଉପଦେଶ ଏତଃ	୧୩୮	୩୪୨
ଏତେ ଅତ୍ୟାର୍ଥୀହମୁହେବାସିନମ	୧	୨୦୫
ଦେଷଃ ପର୍ଯ୍ୟାମାତାରଃ	୭୯	୨୮୭
କଞ୍ଚାପୋବଃ ପାଲନୀୟଃ ଶିକ୍ଷଣୀୟଃ	୧୯	୨୩୨
କୁତଃ କୁତୁତ୍ସ ସଶଃ କୁତଃ ସ୍ଥାନଃ	୭୦	୨୭୮
କୁଶଲଃ ସ୍ଵର୍ଥତଃସେ ସାଧୁଂଶ୍ଚାପି	୬୫	୨୭୧
କୁତ୍ତା ପାପଃ ତି ସନ୍ତପ୍ଯ ତ୍ସାଂ ପାପଃ	୧୨୯	୩୩୭
କ୍ରୋଧଃ ସ୍ତର୍ଦର୍ଜ୍ୟଃ ଶକ୍ରଲୋଽତଃ	୮୭	୧୯୧
କ୍ଷମା ନଶୀକୃତିଲୋଽକେ କ୍ଷମା ତି	୯୭	୩୦୧
ଶୁରୁଣାଈକବ ସର୍ବେଷାଃ ମାତଃ ପବମକଃ	୫	୨୧୦
ଶୃହସ୍ତଃ ପାଲଯେ ଦାରାନ ଦିଦ୍ୟାମ	୨୩	୨୨୯
ଛାୟେବାନ୍ତଗତା ସ୍ଵଜ୍ଞା ସଗ୍ନୀବ	୧୬	୨୨୨
ତଥା ନିତାଂ ସତ୍ୟୋତାଂ ଦ୍ଵୀପୁଃଦୌ	୧୩	୨୧୯
ତ୍ସାଂ ପାପଃ ନ କୁର୍ବାତଃ ପୁରୁଷଃ	୧୨୧	୩୨୬
ତ୍ସାନ୍ତର୍ମଃ ସହାୟାର୍ଥଃ ନିତ୍ୟଃ ସକିନ୍ତୁଯଃ	୧୩୭	୩୪୧
ତ୍ରିଦ୍ଵୁମେତଙ୍ଗିକିପ୍ର୍ୟ ସର୍ବଭୂତେମୁ	୧୨୮	୩୩୧
ଦାନାମ ଦୁଃରଃ ତାତ ପୁରିବ୍ୟାମନ୍ତି	୧୦	୨୮୨

সূচীপত্র

(১৫)

সোকের আলি	সোকনংথা	পঞ্চাঙ্গ
দাস্তঃ শমপরঃ শশৎ পরিক্রেশঃ	৮৪	২৯২
দেৱমাণ্ডল্য শৱনং পরিশ্রান্তষ্ঠ চাসনম	৭৭	২৮৬
ধৰ্ম এব হতোহস্তি ধৰ্মোরক্ষতি	১৩৬	৩২৪
ধৰ্ম্মৎ শৈলঃ সংক্ষিপ্তাদ বর্ণাকগ্নিঃ	১৭৭	৩৩৮
ধৰ্ম্মকার্যাদ বতন শক্ত্যা নোচেৎ	১০০	১০৮
ধৰ্ম্মনিতাঃ প্রশ্নস্তাদ্বা কার্য্যাধোগ	৭৬	২৪১
ধৰ্ম্মার্থৈবঃ পবিত্যাক্ষা স্তাদ	৭১	২৪২
ধৰ্ম্মিঃ ক্ষণা দমোহস্ত্রেয়ঃ শোচন	৮৮	২৯৭
ন কল্পায়াঃ পিতা বিদ্঵ান্ গৃহীয়াদ	১৭	২৩২
ন কেনচিং বিবদেচ অপ্রলাপ	১৭	১২৩
ন জ্ঞাতু কামঃ কামানামুপভোগেন	১০৬	৩১০
ন তৈগেতানি শকাস্তে সংনিয়ন্তুম	১০৫	১১২
ন তেন বৃক্ষোভবতি মেনাস্ত পলিতঃ	২৮	২৩৪
ন ধৰ্ম্মাস্ত্রাতি মন্বানাঃ শুচিন	১১৮	৩২৪
ন নিতাৎ লভতে দৃঃখ্যঃ ন নিতা-	৪৫	২৫১
ন বিভেতি রণাদধোবৈ সংগ্রামে	১১	২৬১
ন সৌদর্যাপ ধৰ্ম্মেণ মানোচধ্যে	১৩১	৩৭৫
ন আক্ষ্যানমন্মনোভ পূজাভিঃ	৬০	১৩৬
নাভিনাদেত মন্বনং নাভিনাদেত	৬১	২৪৭
নামৃত হি সহায়াগৎ পিতঃ মাতৃঃ ৫	১৩৬	৩৭৬
নাস্তি সত্তাসমো ধৰ্ম্মান সত্তাদ	৮৭	২৬১
নিমেবতে প্রশ্নস্তানি নিন্দিতানি ন	১২২	৩২৮
নোচিদ্বাদাদ্বানোমূলঃ পরেবাদ	৩২	২৩৮
ঙাঘোপাঞ্জিত বিবেন কন্তবাদ	৯৫	২৮৪
পতিপ্রিয়হিতে যুক্তা স্বাচারা	১৮	২২৪
পরদ্বোধভিদ্যানং গনমাহনিষ্ঠচিন্তনম	১২৪	৩৩০

ଶ୍ଲୋକର ଆଦି	ଶ୍ଲୋକସଂଖ୍ୟା	ପାତ୍ରାଙ୍କ
ପାତ୍ରଙ୍ଗ ହିରିଶେଷେଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାନତରୈବ	୭୨	୨୮୧
ପାପଃ କୁର୍ବନ୍ ପାପକୀର୍ତ୍ତିଃ ପାପମ୍	୧୨୦	୩୨୯
ପାପଃ ଚିତ୍ତସତେ କୁବେ ବ୍ରଵିତି ଚ କରୋତ୍ତି ଚ	୧୦୧୦	୩୧୬
ପାକ୍ଷବାମନ୍ତ୍ରକୈବ ତୈପଶ୍ରମକାପି	୧୨୬	୩୩୧
ପୁଣଃ କୁର୍ବନ୍ ପୁଣାକୀର୍ତ୍ତିଃ ପୁଣ୍ୟସ୍ଥାନଃ	୧୦୯	୬୧୫
ପୂର୍ବଃ ବସି ତେ କୁର୍ଯ୍ୟାଏ ଯେନ ବୁଦ୍ଧଃ	୪୦	୨୪୫
ଅଜନାର୍ଥଃ ମହାଭାଗାଃ ପୂଜାର୍ଥାଃ	୧୦	୦୦୨୧୫
ଅଜ୍ଞୟା ମାନସଃ ଦୁଃଖଃ ତତ୍ତ୍ଵାଂ	୮୧	୨୮୯
ଅଜ୍ଞାଚକ୍ରନ୍ତିର ଇହ ଦୋଷାନ୍ତରୈବ	୧୧୪	୩୨୦
ଆଜ୍ଞୋଧସ୍ମେଣ ରମତେ ଧର୍ମକୈକିବ	୧୧୨	୩୧୮
ଆପାଚାପୁନ୍ତମଃ ଜନ୍ମ ଲବ୍ଧବୀ ଚ	୬୯	୨୪୪
ପ୍ରିଯେନାତିତ୍ତଃ ହସ୍ୟୋଦର୍ଶିଯେ ନ୍ତଚ	୪୭	୨୫୩
ପ୍ରିୟୋଭବତି ଦାନେନ ପ୍ରିୟବାଦେନ	୫୮	୨୬୫
ବହୁବୋହବିନ୍ୟାମିଷ୍ଟାବାଜାନଃ	୯୮	୩୦୬
ବକ୍ଷୁବାଦ୍ୟାଦ୍ୟାନସ୍ତ୍ର୍ୟ ଯୈନେବ	୩୮	୨୪୭
ବ୍ରଜନିଷ୍ଠୋଗ୍ରହଣଃ ସ୍ତାଂ କର୍ମଜାନପରାୟନଃ	୨	୨୦୬
ଭାତା କୋଷଃ ସମଃ ପିତ୍ରା ଭାର୍ଯ୍ୟା	୭	୨୧୨
ଭାତ୍ରିର୍ଜୋଷ୍ଟସ୍ତ ଭାର୍ଯ୍ୟା ଯା ଶ୍ରବ୍ନପତ୍ରୀ	୨୨	୨୨୮
ମାତରଃ ପିତଃକୈବ ସାକ୍ଷାଂ ପ୍ରତାକ୍ଷ	୩	୨୦୮
ମାତୃବଃ ପରଦାରାଃ ଚ ବନ୍ଦବ୍ୟାଣି	୯୫	୬୦୩
ମାନଃ ହିତା ପ୍ରିୟୋଭବତି	୮୨	୨୯୦
ମିତ୍ରକୃ ଦୃଷ୍ଟଃ ବନ୍ଦ ନାନ୍ଦିକୋହପ	୮୬	୨୯୪
ମୃତଃ ଶରୀରମୁଂହଙ୍ଗ୍ୟ କାଞ୍ଚଲୋଷ୍ଟମଃ	୧୦୬	୩୪୦
ମୋହଜାଲନ୍ତ ଯୋନିର୍ତ୍ତି ମୂର୍ଚ୍ଛରେବ	୬୬	୨୭୪
ମୌନାମ୍ର ସମୁନିର୍ବତି ନାରଣ୍ୟବସନାଂ	୨୯	୨୩୯
ସଂ ମାତାପିତରୌ କ୍ଲେଶଃ ସହେତେ ସମ୍ଭବେ	୬	୨୧୧

শ্লোকের আদি	শ্লোকসংখ্যা	পত্রাঙ্ক
ম ঈশুঃ পরবিদ্রেষু কৃপে বৃীৰ্য্যে	৮৫	১৯৩
যৎক্ষ্য কুৰ্বতোহ্শু স্তাং	৯৯	৩০৭
যৎ কল্যাণমভিধ্যায়ে তত্ত্বাঞ্চানং	৬১	২৭৩
বগাঞ্ছতৎ যথাদৃষ্টঃ সর্বম্	৬০	২৬৮
ষট্টেণ্ডনাহ্ব। পরস্তত্বৎ দ্রষ্টব্যঃ	৯৪	৩০২
বদা ন কুৰত্তে গাপৎ সর্বভূতেষু	১০৮	৩১৫
যুক্ত নিঃশ্বেষমং বাক্যং মোগান্ন	৬৭	২৭৬
যস্ত বাহুনসী স্তাতাং সম্যক্	৩৫	২৪০
যস্ত বিদ্বান् তি বদত্তঃ ক্ষেত্রজ্ঞঃ	৬১	২৬৮
যস্তাহ্ব। বিৱতঃ পাপাং কল্যাণে চ	১১৩	৩১৯
যাদিগ শুণেন ভাৰ্তা স্তৰী সংযুক্ত্যেত	২৫	২৩০
যাবশ্ব বিন্দতে জায়াং তাৰদক্ষোভবেৎ	৯	২১৫
যুবৈব ধৰ্মালং স্তাং অনিত্যং থলু	৩৩	২৩৯
যে পাপানি ন কুৰ্বস্তি মনো বাক্	১১১	৩১৭
মোহন্তথা সন্তুষ্মাহ্বানমন্তপা	৫৬	২৬৪
বশে কুঠেন্দ্রিয়গ্রামং সংযম্য চ মনঃ	১০৭	৩১৪
বার্যমাণোহ্পি পাপেভাঃ পাপাহ্বা	১১৫	৩২৩
বিপত্তিস্বব্যগোচক্ষে নিত্যম্	৯৭	৩০৫
বিৱত্তঃ পরদারেষু নিষ্পৃহঃ পরবস্তুষু	৮২	২৬০
শস্ত্রঃ পরজনে দাতা স্বজনে	৮০	২৮৮
শস্ত্র্যানুদানং সততঃ তিতিক্ষা	৯৬	২৮৪
শুভ্রাঞ্জলিমু ক্ষ্য মনোবাগ্মেহ	১২৪	৩২৯
শ্রাদ্যযেন্মু দৃশ্যাং ধীণীং সর্বদা প্রিয়ম্	০৪	২০৯
সংবিলক্ষ্মা চ দাতা চ ভোগবান্	৯১	২৮০
সত্তাং মতমভিক্রম্য যোহসত্তাং	৬৮	২৭৬
সত্যাঃ ক্রয়াং প্রিয়ং ক্রয়াং ন ক্রয়াং	৫৪	২৬২

ଆକ୍ଷାଧର୍ମର ଆଦି	ଶ୍ଲୋକମଂଧା।	ପତ୍ରାଳ
ସତ୍ୟଂ ମୃଦୁ ପ୍ରିୟଂ ଲାକ୍ୟଂ ଧୀରଃ	୫୦	୨୫୭
ସତ୍ୟଯେବ ବ୍ରତଂ ସଞ୍ଚ ଦୟା ଦୌନେଷୁ	୫୧	୨୫୯
ମୁନ୍ତାପାଦ୍ଭ୍ରଗ୍ରତେ କ୍ଲପଂ ମୁନ୍ତାପାଦ୍	୪୮	୨୫୮
ମୁନ୍ତଷ୍ଠୋଭାର୍ଯ୍ୟା ଭର୍ତ୍ତା ଭର୍ତ୍ତା ଭାର୍ଯ୍ୟା	୧୪	୨୨୦
ମୁନ୍ତୋଷଂ ପରମାହ୍ତାର ମୁଖ୍ୟାର୍ଥୀ ସଂସ ତଃ	୪୨	୨୫୮
ସମକ୍ଷ ଦର୍ଶନାଂ ସାକ୍ଷ୍ୟଂ ଶ୍ରବଣାଂ	୫୨	୨୬୭
ସର୍ବଃ ପରବଶଂ ଦୃଃଥଃ ସର୍ବମାଞ୍ଚବଶଃ	୩୧	୨୩୭
ସର୍ବାବସବମଞ୍ଜୁଣାଂ ଶୁଭ୍ରଭାବୁଦୁହେ	୧୧	୨୧୬
ସର୍ବୋଦ୍ଗୁର୍ଜିତୋଲୋକୋଦର୍ଶିତଃ	୧୧	୨୯୯
ସାଂଭାର୍ଯ୍ୟା ସା ପତିପ୍ରାଣା ସା ଭାର୍ଯ୍ୟା	୧୫	୨୨୧
ଶୁଖଃ ବା ଯଦି ବା ଦୃଃଥଃ ପ୍ରିୟଂ ବା ଯଦି	୪୬	୨୫୨
ଶୁଖଃ ହବମତଃ ଶେତେ ଶୁଖଃ	୧୧୯	୭୨୪
ଶୁଖଦୃଃଥଃ ହି ପୁରୁଷଃ ପର୍ମାୟାଯେଣ	୪୪	୨୫୦
ଶୁଭ୍ରଭଃ ଶୀଳମଞ୍ଜଳଃ ଅମର୍ମାହ୍ୟା	୩୪	୨୪୦
ଶୁକ୍ଲେତ୍ୟୋହପି ଅମଙ୍ଗେଭାଃ ଦ୍ଵିଯଃ	୧୦	୨୨୬
ଦ୍ଵୀଭିର୍ଭର୍ତ୍ତବଚଃ କାର୍ଯ୍ୟମ୍ ଏଷଧର୍ମଃ	୧୨	୨୨୫
ଶ୍ରୀଯଂ ଧଶଃ ପୌରୁଷକୁ ଗୁପ୍ତୟେ କଥିତକୁ	୪୯	୨୫୬
ଶ୍ରୀମନ୍ ହି ପାପଂ ଅଦେଷ୍ଟି	୮୯	୨୯୮

বিষয়	পত্রাঙ্ক
পরিশিষ্ট	৩৪৫
গ্রন্থনির্দেশ প্রভৃতির জন্ম ব্যবহৃত সঙ্কেত	৩৪৬
প্রথম পরিশিষ্ট, ব্রাহ্মধর্মগ্রন্থ রচনা	৩৪৯

দেবেন্দ্রনাথ এই গ্রন্থে নিজ নাম যুক্ত করেন নাই,
 ৩১৭। দেবেন্দ্রনাথের অন্তরে এই গ্রন্থ রচনার প্রয়োজন
 • শীভূতভূতি, ৩১৮। ব্রাহ্মধর্মের ভিত্তি উপনিষদ নহে, সহজ
 জ্ঞান ও আত্মপ্রত্যয়, ৩২০। এই গ্রন্থেরও ভিত্তি
 উপনিষদ নহে,— দেবেন্দ্রনাথের স্বামুভূতি; তবে তিনি প্রথম
 খণ্ডে উপনিষদের মন্ত্র কেন গ্রহণ করিলেন, ৩২২।
 ‘ব্রাহ্মধর্ম’ গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে উপনিষদের বাক্যসকুলের
 নৃতন বিচ্ছান্ন, ৩২৫। প্রথম খণ্ডে দেবেন্দ্রনাথ-কৃত সংকলন-
 গ্রন্থ মাত্র নহে; তাঁর হৃদয়-নিঃস্ত নৃতন ‘ব্রাহ্মী
 উপনিষৎ’, ৩২৭। ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে ‘ব্রাহ্মধর্ম’
 গ্রন্থের স্থান, ৩২৮। বর্তমান সংস্করণে বচনাবলীর মূল
 নির্দেশের উদ্দেশ্য, ৩৩২। এই গ্রন্থের বিভিন্ন অংশের
 বচনা ও ঘোষনা, ৩৩৩। ‘ব্রাহ্মধর্ম’ গ্রন্থের বিভিন্ন
 সংস্করণ, ৩৩৫। দেবেন্দ্রনাথ-কর্তৃক ব্রাহ্মধর্ম-গ্রহণের
 প্রতিজ্ঞাপত্রের ক্রমিক সংস্কার, ৩৪৩। দেবেন্দ্রনাথ-রচিত
 ব্রহ্মোপাসনা-প্রণালীর ক্রমিক সংস্কার, ৩৪৬।

দ্বিতীয় পরিশিষ্ট, বচনাবলীর মূল	৩৪৫
তৃতীয় পরিশিষ্ট, ব্যাখ্যা-সূচী	৩৪৯
অতিরিক্ত পরিশিষ্ট	৪০৭

প্রাতঃশুর্ব্বযম্, ত্রাক্ষধর্মবীজম্,
ত্রাক্ষধর্মগহণম্, প্রতিষ্ঠাশুরণার্থশ্লোকাঃ,

: ত্রক্ষোপাসনা

প্রাতঃস্মর্তব্যম्

লোকেশঃ চৈতন্যময়াধিদেব,
মঙ্গল্য বিষ্ণো, ভবদাঙ্গৈব
হিতায় লোকস্থ, তব প্রিয়ার্থং,
সংসারযাত্রামনুবর্তযিষ্যে ।

হে লোকেশঃ, চৈতন্যময় অধিদেব ! হে মঙ্গলময়
বিষ্ণো ! তোমার আঙ্গানুস্মারে লোকেরঃ হিতের
নিশ্চিন্তে এবং তোমার প্রতির নিশ্চিন্তে সংসারযাত্রা
নির্বাহ করিতে প্রবৃত্ত হই ।

ଆଜ୍ଞଧର୍ମବୌଜିମ୍

୧ ଓ ବ୍ରଦ୍ଧ ବା ଏକମିଦମଗ୍ର ଆସୀୟ, ନାହ୍ୟତ୍
କିଞ୍ଚିନାସୀୟ । ତଦିଦଂ ସର୍ବମୟଜ୍ଞେ । :

୨ ତଦେବ ନିତ୍ୟଃ ଜ୍ଞାନମନ୍ତ୍ରଃ ଶିବଃ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ରଃ
ନିରବୟବମେକମେବାଦ୍ଵିତୀୟଃ ସର୍ବବ୍ୟାପି-ସର୍ବନିୟନ୍ତ୍ର-
ସର୍ବାଶ୍ୟ-ସର୍ବବିନ୍ଦ-ସର୍ବଶକ୍ତିମଦ୍ ତ୍ରୈବଃ ପୂର୍ଣ୍ଣମପ୍ରତିମ-
ମିତି । ୦

୩ ଏକଷ୍ଟ ତତ୍ତ୍ଵେବୋପାସନ୍ୟା ପାରତ୍ରିକମୈହିକଙ୍କ
ଶୁଭମ୍ ଭବତି ।

୪ ତତ୍ୱିନ୍ଦ୍ରିୟ- ପ୍ରାତିସ୍ଥିତ୍ୟ ପ୍ରୟକାର୍ଯ୍ୟସାଧନଙ୍କ
ତତ୍ତ୍ଵପାସନମେବ ।

ବ୍ରାହ୍ମିଧର୍ମବୀଜ

• ୧ ପୂର୍ବେ କେବଳ ଏକ ପରାତ୍ମକ ମାତ୍ର ଛିଲେନ୍ ;
ଅଶ୍ଵ ଆରୁ କିଛୁଇ ଛିଲ ନା ; ତିନି ଏହି ସମୁଦୟ ସୃଷ୍ଟି
• କିମ୍ବିଲେନ ।

• ୨ ତିନି ଜ୍ଞାନସ୍ଵରୂପ, ଅନ୍ତର୍ଗ୍ରହଣସ୍ଵରୂପ, ମଙ୍ଗଳସ୍ଵରୂପ, ନିତ୍ୟ,
ନିୟମତ୍ତା, ସର୍ବଜ୍ଞ, ସର୍ବବ୍ୟାପୀ, ସର୍ବାଶ୍ରମ, ନିରବସ୍ଥବ, ନିର୍ବିକାର,
ଏକମାତ୍ର ଅଦ୍ଵିତୀୟ, ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର, ଓ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ;
କାହାର ଓ ସହିତ ତାହାର ଉପମା ହୟ ନା ।

୩ ଏକମାତ୍ର ତାହାର ଉପାସନା ଦ୍ୱାରା ଐତିହିକ ଓ
ପାରତ୍ରିକ ମଙ୍ଗଳ ହୟ ।

୪ ତାହାକେ ପ୍ରାତି କରା ଏବଂ ତାହାର ପ୍ରିୟକର୍ଯ୍ୟକୁ
ସାଧନ କରାଇ ତାହାର ଉପାସନା ।

ବ୍ରାହ୍ମଧର୍ମଗ୍ରହଣମ्

ଓ ୨୯୯୯

୧ ଓ ଭଲ ବୁ ଏକମିଦମତ୍ର ଆସୀଁ, ନାହିଁ କିମନାସୀଁ । ତଦିନଃ
ସର୍ବମହୂଜ୍ଞ ।

୨ ତଦେବ ନିତାଂ ଜ୍ଞାନମନ୍ତ୍ରଃ ଶିବঃ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ରଃ ନିରବସ୍ଥମେକମେବାଦ୍ଵିତୀୟଃ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ-
ସର୍ବବିନ୍ଦ୍ୟନ୍ତ୍ର-ସର୍ବାତ୍ୟ-ସର୍ବବିଂ-ସର୍ବବିନ୍ଦ୍ୟନ୍ତ୍ରଃ ଦ୍ଵବ୍ୟଃ ପୂର୍ଣ୍ଣମପ୍ରତିମମିତି ।

୩ ଏକନ୍ତ ତତ୍ତ୍ଵେବୋପାସନଯା ପାରତିକମୈହିକଙ୍କ ଶ୍ରୀଭବ୍ମ ଭବତି ।

୪ ତତ୍ତ୍ଵିନ୍ଦ୍ରିୟାତ୍ମିକ ପ୍ରିୟକାର୍ଯ୍ୟସାଧନକ ତତ୍ପାସନମେବ ।

— ଅନ୍ତିମ ବ୍ରାହ୍ମଧର୍ମବୌଜେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଧର୍ମଃ ଗୃହୁଃମି ।

୧ ଓ ସୃଷ୍ଟିଷ୍ଠିତିପ୍ରଳୟକର୍ତ୍ତର ମୁକ୍ତିକାବଣେ ସର୍ବଜ୍ଞେ ସର୍ବବ୍ୟାପିନି ।
ପୂର୍ଣ୍ଣାନନ୍ଦମଙ୍ଗଲେ ନିରବସ୍ଥବ ଏକମାତ୍ରାଦ୍ଵିତୀୟେ ପରବ୍ରକ୍ଷଣ ପ୍ରୀତ୍ୟା,
ତେଜିଯକାର୍ଯ୍ୟସାଧନେନ ଚ, ତତ୍ପାସମ୍ୟାମି ।

୨ ସର୍ବପ୍ରତ୍ୟେ ପରବ୍ରକ୍ଷେତି ସୃଷ୍ଟଃ କିଞ୍ଚିତ୍ବାବାଧ୍ୟିଦ୍ୟାମି ।

୩ ଅରୁଂଗ୍ରାହବିପଲଶେଚ୍ ପ୍ରତିଦିନଃ ଯଦୀ ଚିତ୍ରକାଗ୍ରତା, ତଦୀ
ପ୍ରକଳ୍ପା ପ୍ରୀତ୍ୟା ୫ ପରବ୍ରକ୍ଷଣ ମନଃ ମନ୍ଦାମ୍ୟାମି ।

୪ ମୁଦ୍ରତୁର୍ଢାନାୟ ଚ ଯତିଯେ ।

୫ ତୁନ୍ତତିଭ୍ୟା ନିବୃତ୍ତୋ ଘରବାନ୍ ଭବିଦ୍ୟାମି ।

୬ ବଦି ମୋହାର କୁକଞ୍ଚ କିଞ୍ଚିତ୍ କୁତ୍, ଶ୍ରାଵ, ତଦୈକାନ୍ତତ
ଶ୍ରଦ୍ଧାମୁକ୍ତିମନ୍ତ୍ରିଚନ୍ନ ନ ପ୍ରମଦିଦ୍ୟାମି ।

୭ ବର୍ଷେ ବର୍ଷେ, ମନୀଯେ ଚ ତାନଃ ସାଂସାରିକ-ଶ୍ରୀଭକ୍ତିମୂଳି,
ବ୍ରାହ୍ମମନ୍ଦାଜ୍ଞାୟ ଦାଶ୍ୟାମି ।

ତେ ପରମାତ୍ମନ, ନାଃ ପ୍ରତି ଏତେପରମଧର୍ମ-ପ୍ରତିପାଳନମାର୍ଥ୍ୟଗର୍ଭ ।

• ଓ ଏକମେନାଦ୍ଵିତୀୟମ

ବ୍ରାହ୍ମଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ

ଓ ତୃତୀୟ

୧ ପୁର୍ବେ କେବଳ ଏକ ପ୍ରବ୍ରଜ୍ଞ ମାତ୍ର ଛିଲେନ . ଅଣ୍ଠାର ଶକ୍ତିତ୍ତ ଛିଲ ନା ,
ତିନିଇ ଏହି ସମ୍ବଦ୍ୟ ସ୍ଥାନ କରିଲେନ ।

୨ ତିନି ଜ୍ଞାନଶ୍ଵରପ, ଅନୁଷ୍ଠାନପ, ମଙ୍ଗଳଶ୍ଵରପ, ନିତ୍ୟ, ନିୟମ୍ବା, ସର୍ବଜ୍ଞ,
ସର୍ବବ୍ୟାପୀ, ସର୍ବଶ୍ରିୟ, ନିରବସ୍ତବ, ନିର୍ବିକାବ, ଏକମାତ୍ର, ଅଦ୍ଵିତୀୟ, ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ,
ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଓ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, କାହାରେ ନହିଁତ ଟାହାର ଉପମା ହୟ ନା ।

୩ ଏକମାତ୍ର ଟାହାର ଉପାସନା ଦ୍ୱାରା ଐତିହିକ ଓ ପାରତ୍ରିକ ମଙ୍ଗଳ ହୟ ।

୪ ଟାହାଟି ପ୍ରୀତି କରିବ ଏବଂ ଟାହାର ପ୍ରିୟକାର୍ୟ ସାଧନ କରାଇ ଟାହାର
ଉପାସନା ।

—ଆମି ଏହି ବ୍ରାହ୍ମଧର୍ମବୀଜେ ବିଶ୍ୱାସପୂର୍ବକ ବ୍ରାହ୍ମଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ
କବିତେଛି ।

୧ ଶୁଣ୍ଟି-ଶିତ୍ତ-ପ୍ରଲୟ-କର୍ତ୍ତା, ଐତିହିକ ପାରତ୍ରିକ ମଙ୍ଗଳମାତ୍ରା,
ସର୍ବଜ୍ଞ, ସର୍ବବ୍ୟାପୀ, ମଙ୍ଗଳ-ଶ୍ଵରପ, ନିରବସ୍ତବ, ଏକମାତ୍ର, ଅଦ୍ଵିତୀୟ
ପରବ୍ରକ୍ଷେର ପ୍ରତି ପ୍ରୀତି ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଟାହାର ପ୍ରିୟକାର୍ୟ ସାଧନ୍ ଦ୍ୱାରା
ଟାହାର ଉପାସନାତେ ନିୟମିତ ଥାକିବ ।

୨ ପରବ୍ରଜ୍ଞ ଜ୍ଞାନ କବିଯା ସ୍ଥଟି କୋନ ବନ୍ଧୁର ଆରାଧନା କରିବ ନା ।

୩ ରୋଗ ବା କୋନ ବିପଦେର ଦ୍ୱାରା ଅକ୍ଷମ ନା ହଇଲେ ପ୍ରତି-
ଦିବସ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ପ୍ରୀତିପୂର୍ବକ ପରବ୍ରକ୍ଷେ ଆୟ୍ମା ସୁମାଧୁନ କରିବ ।

୪ ସଂକର୍ମୟ ଅମୃତାନେ ସହଶୀଳ ଥାକିବ ।

୫ ପାପ କମ୍ବ ଶତତେ ନିବନ୍ଧ ଥାକିବେ ତେଣୁ ସଚେଷ୍ଟ ହଇବ ।

୬ ଗଦି ମୋହବଶତ: କଥନ କୋନ ପାପାଚରନ କରି, ତବେ
ତମିଗିତେ ଅକ୍ରତିଗ ଅନୁଶୋଦନ ପୂର୍ବକ ତାତା ହଇତେ ବିରତ ହଇବ ।

୭ ବ୍ରାହ୍ମଦୟୟେନ ଉତ୍ସତି ସାଧନାଥେ ବର୍ଣ୍ଣ ବସେ ବ୍ରାହ୍ମସମାଜେ
ଦାନ କରିବ ।

୮ ହେ ପରମାତ୍ମା ! ସମ୍ମାନ କୁପେ ଏହି ପରମ ଧର୍ମ ପ୍ରତିପାଦନ
କରିବାର କ୍ଷମତା ଆମାର ପ୍ରତି ଅଧିଗ୍ନ କର ।

୯ ଏକମେବାଦ୍ଵିତୀୟମ୍

প্রতিজ্ঞাস্মরণার্থশ্লোকঃ

যদস্ত্ব জগতো জন্ম-স্থিতি-ভঙ্গাদিকাৱণম্,
অমৃতস্ত চ যন্মূলমেকং ব্ৰহ্ম সন্তানম্,
প্ৰীত্যা পৱনয়া, তস্ত প্ৰিয়কাৰ্য্যনিষেবয়া,
উপাস্যং তন্ময়া, নান্তৎ স্মৃটং কিঞ্চন তাৰ্দ্ধয়া ।
ষদা কদা প্ৰতিদিনং নাপমুচ্ছেন্নৱেগবান्,
শ্ৰদ্ধাৰ্পীত্যুতং চিত্তং সৰ্মাধাম্যে তদেশ্বৱে ।
সদনুষ্ঠাননিৱতো বিৱতশ্চ তথাহসতঃ,
সৰ্ববিদাহং ভবিষ্যামি প্ৰীণনায় পৱাহ্নঃ ।
অজ্ঞানাদ যদি বা মোহাঃ কুৰ্য্যাঃ কৰ্ম্ম বিগৃহিতম্
ত্তেজ্ঞাদ্বিমুক্তিমন্বিচ্ছন্ন নাচৱিষ্যামি তৎ পুনঃ ।
প্ৰতিবৰ্মে, তথা চৈব মদগৃহে শুভকৰ্ম্মণি,
দেয়ং ব্ৰাহ্মসমাজায়,— প্ৰতিজ্ঞাতগিদং ময়া ।

ବ୍ରଜୋପାସନା

ଅର୍ଜନା

ଓ ପିତା ନୋହିସି, ପିତା ନୋ ବୋଧି,
ନମଶ୍କେହସ୍ତ, ମା ମା ହିଂସୀଃ ।
ବିଶ୍ୱାନି ଦେବ ସବିତରୁରିତାନି ପରାମ୍ବବ,
ସନ୍ଦୁଦ୍ରଂ ତମ ଆମ୍ବବ ।

ନମଃ ଶଙ୍କରାୟ ଚ ମଯୋଭବାୟ ଚ,
ନମଃ ଶଙ୍କରାୟ ଚ ମସଙ୍କରାୟ ଚ,
ନମଃ ଶିବାୟ ଚ ଶିବତରାୟ ଚ

ତୁମি ଆମାଦେର ପିତା, ପିତାର ନ୍ୟାୟ ଆମାଦିଗିକେ
ଜ୍ଞାନ-ଶିକ୍ଷା ଦାଉ ; ତୋମାକେ ନମଶ୍କାର । ଆମାକେ ମୋହ
ପାପ ହଟିତେ ରଙ୍ଗା କର, ଆମାକେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଓ ନା,
ଆମାକେ ବିନାଶ କରିଓ ନା ।

ହେ ଦେବ ! ହେ ପିତା ! ପାପ ସକଳ ମାର୍ଜନା କର ।
ଯାହା କଲ୍ୟାଣ, ତାହା ଆମାଦେର ମଧ୍ୟ ପ୍ରେରଣ କର ।

ତୁମି ଯେ ଶୁଖକର କଲ୍ୟାଣକର, ଶୁଖ-କଲ୍ୟାଣେର ଆକର,
କଲ୍ୟାଣ ଓ କଲ୍ୟାଣତର, ତୋମାକେ ନମଶ୍କାର ।

ପ୍ରଗାମଃ

ଓ ଯୋ ଦେବୋହର୍ମୋ ଯୋହପ୍ରସ୍ତ୍ର
 ଯୋ ବିଶ୍ୱଂ ଭୁବନମାବିବେଶ,
 ଯ ଓସଧିରୁ ଯୋ ବନ୍ଦ୍ପତିରୁ,
 ତୈସେ ଦେବାୟ ନମୋ ନମଃ ।

ଯେ ଦେବତା ଅଗିତେ, ଯିନି ଜଲେତେ, ଯିନି ବିଶ୍ୱ
 ସଂସାରେ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହଇଯା ଆଛେନ, ଯିନି ଓସଧିତେ, ଯିନି
 ବନ୍ଦ୍ପତିତେ, ସେଇ ଦେବତାକେ ବାରବାର ନମଙ୍କାର କରି ।

ସମାଧାନମ्

। । ।
 ଓ ସତ୍ୟଂ ଜ୍ଞାନମନ୍ତ୍ରଂ ବ୍ରଙ୍ଗ
 ଆନନ୍ଦରୂପମୟତ୍ତଂ ସହିଭାତି

।
 ଶାନ୍ତତ୍ତ୍ଵ ଶିବମହୈତମ୍

ଯିନି ଆମାଦେର ଶ୍ରଷ୍ଟା, ପାତା ଓ ସର୍ବମୁଖଦାତା ; ଯିନି
 ଆମାଦେର ଜୀବନେର ଜୀବନ ଓ ସକଳ କଲ୍ୟାଣେର ଆକର ;
 ଆମରା ଯାହାର ପ୍ରସାଦେ ଶରୀର ମନ, ଯାହାର ପ୍ରସାଦେ ବୃଦ୍ଧି
 ବଳ, ଯାହାର ପ୍ରସାଦେ ଜ୍ଞାନ ଓ ଧର୍ମ ଲାଭ କରିଯାଛି ; ଯିନି
 ଆମାଦେର ଶରୀର ଓ ମନ ଓ ଆହ୍ଵାକେ ନାନା ପ୍ରକାର ବିଦ୍ଵା
 ହଇତେ ସର୍ବଦାହି ରକ୍ଷା କରିତେଛେ ;—ତିନି ସତ୍ୟ-ସ୍ଵରୂପ,
 ଜ୍ଞାନ-ସ୍ଵରୂପ, ଅନନ୍ତ-ସ୍ଵରୂପ ପରବ୍ରଙ୍ଗ ; ତିନି ଆନନ୍ଦରୂପେ

অমৃতরূপে প্রকাশ পাইতেছেন ; তিনি শাস্তি, মঙ্গল,
অদ্বিতীয় । অনন্তমনা হইয়া প্রীতি-পূর্বক স্বীয় আত্মাকে
সেই অদ্বিতীয় মঙ্গল-স্বরূপে সমাধান করিব।

ॐ স পর্যগাচ্ছুক্রমকায়মত্রণ-
মন্ত্রাবিরঞ্জ শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্,
কবিমন্ত্রীষী পরিভৃঃ স্বয়স্তু

ধীথাতথ্যতোহর্থান্ব ব্যদধাচ্ছাশতীভ্যঃ সমাভ্যঃ ॥

এতস্মাজ্জায়তে প্রাণে মনঃ সর্বেন্দ্রিয়াণি চ ।

থং বাযুজ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্ত ধারণী ॥

ভয়াদস্ত্রাগ্নিস্তপতি, ভয়ান্তপতি সূর্যঃ ।

ভয়াদিন্দ্রশ্চ বাযুশ্চ, মৃত্যুর্ধাৰ্বতি পঞ্চমঃ ॥

তিনি সর্বব্যাপী, নির্মল, নিববহুব, শিরা ও ব্রহ্মরঞ্জিত, শুদ্ধ,
অপাপবিদ্ধ ; তিনি সর্বদশী, মনের নিয়ন্ত্রণ ; তিনি সকলের শ্রেষ্ঠ
এবং স্বপ্রকাশ ; তিনি সর্বকালে প্রজাদিগকে যথোপযুক্ত অর্থ-
সকল বিধান করিতেছেন ।

ইহাঁ তইতে প্রাণ, মন ও সমুদায় টেলিয় এবং আকাশ, বাযু
জ্যোতি, জল ও সকলের আধার এই পৃথিবী উৎপন্ন হয় ।

ইহাঁর ভয়ে অগ্নি প্রজ্ঞলিত হইতেছে, ইহাঁর ভয়ে সূর্য উত্তৃপ
ন্তিতেছে, ইহাঁর ভয়ে মেঘ বারি বর্ষণ করিতেছে, বাযু সঞ্চলিত
হইতেছে এবং মৃত্যু সঞ্চরণ করিতেছে ।

ধ্যানম্

ওঁ ভূত্তুবঃ স্বঃ । তৎসবিতুর্বরেণ্যঃ ।

ভর্গো দেবস্তু ধীমহি । ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ ।

সর্বলোকপ্রকাশক সর্বব্যাপী সেই পূর্ণ-মঙ্গল জগৎ-
প্রসবিতা পরম দেবতার বরণীয় জ্ঞান ও শক্তি ধ্যান করিঃ,
যিনি আমাদিগকে বৃক্ষিবৃত্তি সকল প্রেরণ কবিতেছেন ।

স্তোত্রম্

ওঁ নমস্তে সত্তে তে জগৎকারণায়
নমস্তে চিতে সর্বলোকাশ্রয়ায় ।
নমোহৈবৈতত্ত্বায় মুক্তিপ্রদায়
নমো ক্রস্তবে ব্যাপিনে শাশ্঵তায় ॥
ত্বমেকং শরণ্যং ত্বমেকং বরেণ্যং
ত্বমেকং জগৎপালবং স্বপ্রকাশম্
ত্বমেকং জগৎকর্ত্তৃ-পাত্ত-প্রকর্তৃ
ত্বমেকং পরং নিশ্চলং নিবিক্ষলম् ॥
ত্বযুনাং ত্বয়ং ভীষণং ভীষণানাং
গতিঃ প্রাণিনাং পাবনং পাবনানাম্ ।
মহোচ্চেঃ পদানাং নিয়ন্তু ত্বমেকং
পরৈষাং পরং রক্ষণং রক্ষণানাম্ ॥

বয়স্ত্বাং স্মরামো বয়স্ত্বান্তজামো
 বয়স্ত্বাং জগৎসাক্ষিরূপং নমামঃ ।
 সদেকং নিধানং নিরালম্বমীশং ।
 ভবান্তোধি-পোতং শরণ্যং অজামঃ ॥

তুমি সৎস্বরূপ ও জগতের কারণ এবং জ্ঞানস্বরূপ
 ও সকলৈর আশ্রয়, তোমাকে নমস্কার ; তুমি মুক্তিদাতা,
 অদ্বিতীয়, নিত্য ও সর্বব্যাপী ব্রহ্ম, তোমাকে নমস্কার ।
 তুমিই সকলের আশ্রয়স্থান, তুমিই কেবল বরণীয়, তুমিই
 এক এই জগতের পালক ও স্বপ্রকাশ ; তুমিই জগতের
 সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কর্তা তুমিই সকলের শ্রেষ্ঠ, নিশ্চল ও
 দ্বিধাশূন্য । তুমিই সকল ভয়ের ভয় ও ভয়ানকের ভয়ানক ;
 তুমিই প্রাণিগণের গতি ও পাবনের পাবন ; তুমিই মহোচ্চ
 পদ সকলের নিয়ন্তা, শ্রেষ্ঠ হইতে ও শ্রেষ্ঠ এবং রক্ষকদিগের
 রক্ষক । আমরা তোমাকে স্মরণ করি, আমরা তোমাকে
 ভজনা করি, তুমি জগতের সাক্ষী, আমরা তোমাকে
 নমস্কার করি । সত্তাস্বরূপ, আশ্রয়স্বরূপ, অবলম্বরহিত,
 সংসারসাগরের তরণী, অদ্বিতীয় ঈশ্বরের শরণাপন্ন হই ।

প্রার্থনা

হে পরমাত্ম ! মোহকৃত পাপ হইতে মুক্ত করিয়া
 এবং দুর্ঘতি হইতে বিরত রাখিয়া তোমার নিয়মিত ধর্ম

ପାଲନେ ଆମାଦିଗକେ ସତ୍ତ୍ଵଶୀଳ କର, ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ପ୍ରିତି ପୂର୍ବକ ଅହରହ ତୋମାର ଅପାର ମହିମା ଏବଂ ପରମ ମଙ୍ଗଳ ସ୍ଵରୂପ ଚିନ୍ତନେ ଉତ୍ସାହଯୁକ୍ତ କର; ଯାହାତେ କ୍ରମେ ତୋମାର ସହିତ ନିତ୍ୟ ସହବାସ-ଜନିତ ଭୂମାନନ୍ଦ ଲାଭ କରିଯାଇଥାରୁ କୃତାର୍ଥ ହଇତେ ପାରି ।

ଅମତୋ ମା ସଦ୍ଗମଯ, ତମସୋ ମା ଜ୍ୟୋତିର୍ଗମଯ,
ସ୍ଵତ୍ୟୋମ'ହୟୁତଂ ଗମଯ । ଆବିରାବୀର୍ମ ଏଧି । ରୁଦ୍ର,
ସତ୍ତ୍ଵରେ ଦକ୍ଷିଣଂ ମୁଖଂ, ତେନ ମାଂ ପାହି ନିତ୍ୟମ ।

ଅସଂ ହଇତେ ଆମାକୁ ସଂସକ୍ରମପେ ଲାଇଯା ଯାଉ, ଅନ୍ଧକାର
ହଇତେ ଆମାକେ ଜ୍ୟୋତିଃସ୍ଵରୂପେ ଲାଇଯା ଯାଉ, ମୃତ୍ୟୁ
ହଇତେ ଆମାକେ ଅମୃତସ୍ଵରୂପେ ଲାଇଯା ଯାଉ । ହେ ସ୍ଵପ୍ରକାଶ !
ଆମାର ନିକଟ ପ୍ରକାଶିତ ହେ । ରୁଦ୍ର ! ତୋମାର ଯେ
ପ୍ରସମ ମୁଖ, ତାହାର ଦ୍ୱାରା ଆମାକେ ସର୍ବଦୀ ରକ୍ଷା କର ।

୬ ଏକମେବାଦ୍ଵିତୀୟମ

ସ୍ଵାଧ୍ୟାୟଃ

ଓ ବ୍ରହ୍ମବାଦିନେ ବଦନ୍ତି । ଯତୋବା ଇମାନି ଭୂତାନି
ଜୀବନ୍ତେ । ୧ୟେନ ଜାତାନି ଜୀବନ୍ତି । ୧୯ ପ୍ରଯନ୍ତ୍ୟାଂଶୁ-
ବିଶନ୍ତି । ୨୦ ତୁର୍ବିଜିତ୍ତାସମ୍ବ ତଦ୍ ବ୍ରହ୍ମ । ୨୧ ଆନନ୍ଦାଦ୍ୱୟବ

খল্লিমানি ভূতানি জায়ন্তে । আনন্দেন জ্যোতানি
 জীবন্তি । আনন্দং প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি । যতো বাচে
 নিবর্ত্তন্তে । অপ্রাপ্য মনসা সহ । আনন্দং অঙ্গাণে
 বিদ্বান্ । ন বিভেতি কুত্তচন । রসো বৈ সঃ । রসত
 হেবাযং লব্ধাহনন্দি ভবতি । কোহেবান্যাঃ, কঃ
 প্রাণ্যাঃ । যদেয আকাশ আনন্দা ন স্থাঃ । এষহে
 বা নন্দযাতি । যদাহেবেষ এতস্মিন্দশ্যেহনাহ্যে
 ইনিরক্তেহনিলয়নেহভযং প্রতিষ্ঠাঃ বিন্দতে । অথ
 সোহভযং গতোভবতি । যতো বাচে নিবর্ত্তন্তে ।
 অপ্রাপ্য মনসা সহ । আনন্দং অঙ্গাণে বিদ্বান् ।
 ন বিভেতি কদাচন ।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরিঃ ॐ

এষাস্ত্র পরমা গতিরেষাস্ত্র পরমা সম্পাদ এষো-
হস্ত পরমোলোক এষোহস্ত পরম আনন্দঃ ।
এতইষ্টবন্দস্তান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি ।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ

উপসংহারঃ

ওঁ য একোহবর্ণো বহুধাশক্তিযোগাত
বর্ণাননেকান্নিহিতার্থো দধাতি ।
বিচৈতি চান্তে বিশ্বমার্দো স দেবঃ
স মো বুদ্ধ্যা শুভ্যা সংযুন্তু ।

যিনি এক এবং বর্ণহীন, এবং যিনি প্রজাদিগের
প্রয়োজন জানিয়া বহুপ্রকার শক্তি যোগে বিবিধ কাম্য
বস্ত্র বিধান করিতেছেন, সমৃদ্ধায় অঙ্গাণ আদ্যস্তমধ্যে
�ঁাহাতে বাপ্ত হইয়া রহিয়াছে, তিনি দীপ্যমান
পরমেশ্বর, তিনি আমারদিগকে শুভ বৃক্ষ প্রদান
করুন ।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ম ।

ওঁ তৎসৎ

ব্রাহ্মণধর্মঃ
প্রথমবিষয়
উপনিষৎ

প্রথমোহধ্যায়ঃ

>

ওঁ ব্রহ্মবাদিনোবদন্তি ॥ ১ ॥

‘ওঁ ব্রহ্মবাদিনঃ বদন্তি’ ॥ ১ ॥

ব্রহ্মবাদিরা বলেন ॥ ১ ॥

ব্রহ্মজ্ঞান-কূপ স্বর্গীয় অগ্নি সকলেরই হৃদয়ে নিহিত আছে, সকলের আশ্চর্যেতেই ব্রহ্মের অনন্ত মঙ্গল-ভাব অবিনগ্ন অঙ্গের লিখিত আছে। বিশ্ব-কার্যের আলোচনা দ্বারা তাহা প্রজ্ঞানিত করিলেই অনন্ত মঙ্গল-স্বরূপ উপরকে দর্শন পাই। তিনি আপনার বিশুক মঙ্গল-কূপ এই তাৎক্ষণ্য ভৌতিক পদার্থে এবং মনুষ্যের মানস-পটে মুদ্রিত করিয়া রাখিয়াছেন। যে সকল ভাগ্যবান् সন্তুষ্টি-সম্পন্ন নিষ্পাপ ঘৃতশীল মহাত্মা তাহা প্রতীতি করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাহারাটি ব্রহ্মবিঃ ; এবং যাহারা এই রূপে প্রতীতি করিয়া উপদেশ করেন, তাহারা ব্রহ্মবাদী। ব্রহ্মবিঃ ও ব্রহ্মবাদী হইবাব জন্তু দেশ-বিশেষ কি কাল-বিশেষ কি জাতি-বিশেষের অপেক্ষা নাই। সকল দেশীয় ব্রহ্মবাদিদিগেরই ব্রহ্মবিষয়ে উপদেশ দিবার অধিকার আছে। ভারতবর্ষের পূর্বতন ব্রহ্মবাদী ঋষিরা ব্রহ্মবিষয়ে যে সকল যথার্থ তত্ত্ব ও আত্মপ্রত্যয়-সিদ্ধ সত্ত্বের উপদেশ করিয়া গিয়াছেন, তাহাই এই ব্রাহ্মধর্মের প্রথম খণ্ডে সংকলিত হইয়াছে। অতএব ইহার প্রথমেই আছে যে, “ব্রহ্মবাদিরা বলেন” ॥ ১ ॥

>

যতে বী ইমানি ভূতানি জাযন্তে যেন জাতানি
জীবন্তি এবং প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসন্ত
তদ্ব্রক্ষ ॥ ২ ॥

‘যতঃ’ যদ্বাৎ ‘বৈ’ ‘ইমানি ভূতানি জাযন্তে’, ‘যেন’ চ তানি
‘জাতানি’ ‘জীবন্তি’ প্রাণান্তি ধারযন্তি, অন্তে চ ‘যৎ’ ব্রক্ষ ‘প্রযন্তি’
প্রতিগচ্ছন্তি, ‘অভিসংবিশন্তি’ তমেব প্রতিপদ্ধন্তে, প্রাপ্তু বস্তৌত্যর্থঃ ;
‘তৎ’ ‘বিজিজ্ঞাসন্তি’ বিশেষেণ জ্ঞাতুমচ্ছন্ত, ‘তৎ ব্রক্ষ’ ॥ ২ ॥

যাহা হইতে এই ভূত-সকল উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়া
যাহার দ্বারা জীবিত রহে, এবং প্রলয়-কালে, যাহার প্রতি
গমন করে ও যাহাতে প্রবেশ করে ; তাহাকে বিশেষ-রূপে
জানিতে ইচ্ছা কর, তিনি ব্রক্ষ ॥ ২ ॥

যাহা হইতে এই স্থাবর জন্ম সমুদায় বস্ত স্থৃত হইয়াছে,
এবং যাহাকে আশ্রয় করিয়া তাহারা সকলে স্থিতি করিতেছে,
এবং যাহার ইচ্ছা হইলে তাহারদিগের এক কণামাত্রও পাকিতে
পারে না ; তিনিই ব্রক্ষ, তিনিই সত্য, তিনিই আমারদের প্রভু ।
সেই সর্বশক্তিমান् পরমেশ্বর সত্যকাম ও সত্য-সংকলন ; তিনি
যাহা ইচ্ছা করেন, তাহাই হয় । যে পূর্ণ পুরুষের শক্তি হইতে
এই সকল বস্ত উৎপন্ন হইয়া স্বীয় স্বীয় শক্তি লাভ করিয়াছে, যদি
তিনি তাহার দিগকে সংহার করিবার ইচ্ছা করেন, তবে স্বীয়

স্বীয় শক্তির সহিত সেই সমুদয় বস্তু তাহার শক্তিতে লম্ব হইয়া তাহাতেই পুনর্বার গমন করিবেক, তাহারদিগের চিহ্নাত্মক কুত্রাপি দৃষ্ট হইবেক না। স্থষ্টি-শিতি-প্রয়োগ-কর্তা কেবল একমাত্র পরমেশ্বর। আমরা কতকগুলি বস্তু প্রাপ্ত হইলেও তাহারদিগের গুণ, অবগত হইয়া এবং তাহারদিগকে উপবৃক্ত মত সংযোগ করিয়া কোন এক অপূর্ব যন্ত্র নির্মাণ করিতে পারি বটে, এবং তাহাকে পুনর্বার অনায়াসে ভগ্ন করিতেও পারি; কিন্তু আমারদিগের এমন শক্তি নাই যে, আমরা এক রেণু বালুকাকে স্থষ্টি করিতে পারি, অথবা এক রেণু বালুকাকে ধ্বংস করিতে পারি। স্থষ্টি-শিতি-প্রয়োগের শক্তি কেবল একমাত্র অধিভৌতির পরমেশ্বরেতেই আছে ॥ ২ ॥

৩

আনন্দাদ্বয়ে খলিমানি ভূতানি জ্ঞান্তে
আনন্দেন জাতানি জীবন্তি আনন্দং প্রয়ন্ত্য-
ভিসংবিশন্তি ॥ ৩ ॥

‘আনন্দাং হি এব খলু ইমানি ভূতানি জ্ঞান্তে, আনন্দেন
জাতানি জীবন্তি, আনন্দং প্রয়ন্ত্য অভিসংবিশন্তি’ ॥ ৩ ॥

আনন্দ-স্বরূপ পরব্রহ্ম হইতে এই ভূত সকল উৎপন্ন
হয়, উৎপন্ন হইয়া আনন্দ-স্বরূপ ব্রহ্মকর্তৃক জীবিত রহে,
এবং প্রলয়-কালে আনন্দ-স্বরূপ ব্রহ্মের প্রতি গমন করে
ও তাহাতে প্রবেশ করে ॥ ৩ ॥

এই শঙ্কি-শিতি-প্রলয়-কর্তা নির্বিশেষ পরমেশ্বরের কোন বিশেষ নাম নাই। যে সকল পূর্বতন ব্রহ্মবাদিরা আপনার অস্তরে সেই নিরতিশয় মহান् সর্বব্যাপী সর্বগত মঙ্গলমঙ্গল পুরুষকে সাক্ষাৎ অনুভব করিয়া তজ্জনিত বিমলানন্দ উপভোগ করিয়াছেন, তাহারা তাহাকে আনন্দ-স্বরূপ বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন। আমরাও যখন তাহার প্রেমে মগ্ন হইয়া আনন্দ-রসে দ্রব হই, তখন আমরাও তাহাকে আনন্দ-স্বরূপ বলিতে থাকি ॥ ৩ ॥

৮

যতোবাচোনিবর্ত্তনে অপ্রাপ্য মনসা সহ ।

আনন্দং ব্রহ্মণোবিদ্বান্ ন বিভেতি কৃতশ্চন ॥ ৪ ॥

‘যতঃ বাচঃ নিবর্ত্তনে অপ্রাপ্য মনসা সহ ।

আনন্দং ব্রহ্মণঃ বিদ্বান্ ন বিভেতি কৃতশ্চন’ ॥ ৪ ॥

মনের সহিত বাক্য যাহাকে না পাইয়া যাহা হইতে নিবৃত্ত হয়, সেই পরব্রহ্মের আনন্দ যিনি জানিয়াছেন, তিনি আর কাহা হইতেও ভয় প্রাপ্ত হন না ॥ ৪ ॥

সেই অনন্ত জ্ঞান-স্বরূপ পরমেশ্বর পরিমিত বস্তু নহেন, তিনি জড়ও নহেন এবং মনও নহেন। অতএব মন তাহাকে গ্রহণ করিতে পারে না ; মন যদি তাহাকে গ্রহণ করিতে না পারিল, তবে বাক্যও স্ফূর্তরাঙ্গ তাহাকে বলিতে পারে না। মন তাহাকে

অনন করিতে গিয়া নিরুত্ত হয়, এবৎ বাক্য তাঁহাকে বর্ণনা করিতে গিয়া নিরস্ত হয়। সেই অনস্ত পুরুষকে কেবল জনের ঘম বলিয়া, বাক্যের বাক্য বলিয়া, সকলের চেতনাবান् কারণ ও আশ্রয় বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে। বিনি এই নির্বিশেষ সর্ব-ব্যাপী আনন্দ-স্বরূপকে আপনার অস্তরে সর্বক্ষণ সাক্ষাৎ পাইয়া ভূমানন্দ উপভোগ করিতেছেন, তাঁহার সকল কামনার পরিমাণাপ্তি হইয়াঁচে। তিনি আপনার প্রিয়তমের সহবাসে পরিত্পু হইয়া আপ-কাম হইয়াছেন। তিনি তাঁহার শরণাগত অনুগত দাস হইয়া তাঁহার প্রিয় কার্য সাধনেই তৎপর থাকেন। তিনি লোকাপবাদ, কি দৃঃসঙ্গ অপমান, কি অযোগ্য তিরস্কার, কি দুর্নিবার অত্যাচার-ভয়ে ভীত হইয়ী তাহা হইতে কদাচিৎ পরাঞ্জুখ হয়েন না। সেই প্রিয়তমের আজ্ঞাপালন জন্ত প্রাণ দেওয়া তাঁহার পক্ষে অতি সহজ ব্যাপার, অতএব তাঁহাকে কে আৱ ভয় প্রদর্শন করিতে পারে? তিনি আপনার প্রাণদাতাৰ হস্তে প্রাণ অপর্ণ করিয়া নির্ণয় হইয়াছেন; সর্ব-সংহারক ভয়ানক মৃত্যু হইতেও তিনি ভয় প্রাপ্ত হন না ॥ ৪ ॥

৫

ৰসোবৈ সঃ । ৰসঃ হেবায়ঃ লব্ধ্যানন্দী-
ভবতি ॥ ৫ ॥

‘ৰসঃ’ আনন্দকরস্তুপ্রিহেতুঃ ‘বৈ’ ‘সঃ’ পর আস্তা। ‘ৰসঃ হি এব’ ‘অয়ঃ’ জৌবঃ ‘লব্ধ্যা’ প্রাপ্য ‘আনন্দী’ স্মৃথী ‘ভবতি’ ॥ ৫ ॥

সেই পরমাত্মা রস-স্বরূপ তৃপ্তি-হেতু। সেই
রস-স্বরূপ পরব্রহ্মকে লাভ করিয়া জীব আনন্দিত
হয়েন ॥ ৫ ॥

যে মঙ্গলময়ের প্রেমরস লাভ করিয়া জীব পরমানন্দে
মগ্ন থাকেন, বাকা তাহাকে আপনা হইতেই রস-স্বরূপ বলিয়া
উঠে ॥ ৫ ॥

৬

কোহেবান্তাং কঃ প্রাণ্যাং যদেষ আকাশ
আনন্দেন স্থাং। এষহেবানন্দবাতি ॥ ৬ ॥

‘কঃ’ হি এব’ লোকে ‘অন্তাং’ চেষ্টাঃ কৃষ্যাং, ‘কঃঃ’ বা ‘প্রাণ্যাং’
প্রাণনঃ কৃষ্যাং, ‘যঃ’ যদি ‘এষঃ আকাশে’ ‘আনন্দঃ’ আনন্দকৃপঃ
পরঃ আত্মা ‘ন স্থাং’। ‘এষঃ’ পরমাত্মা ‘হি এব’ ‘আনন্দবাতি’
আনন্দবাতি স্মৃথবাতি লোকং ধর্মানুরূপম্ ॥ ৬ ॥

কে বা শরীর-চেষ্টা করিত, কে বা জীবিত থাকিত,
যদি আকাশে এই আনন্দ-স্বরূপ পরমাত্মা না থাকিতেন।
ইনিই লোকসকলকে আনন্দ বিতরণ করেন ॥ ৬ ॥

পরমাত্মা থাক্যতেই এই অমুপম জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে এবং
জীবসকল জীবনের উপায় লাভ করিয়াছে। তিনি না থাকিলে
ইহার কিছুই হইত না। কোথায় বা ভূলোক, কোথায় বা
হ্যলোক, কোথায় বা এই সকল প্রাণিঙ্গম, কোথায় বা

তাহাদিগের ক্রিয়াকলাপ, কোথায় বা স্থু-সৌভাগ্য থাকিত,
যদি সর্ব-শৃষ্টা, সর্বাশ্রম, মঙ্গল-স্বরূপ পরমেশ্বর এই জগৎ সংসার
মুজন না করিয়া এ প্রকার সুনিষ্ঠম-প্রণালী সংস্থাপন না
করিতেন। তিনিই লোকসকলকে আনন্দ বিতরণ করেন।
মঙ্গল-স্বরূপ বিশ্বপাতা আমারদিগের সকলের স্থু উদ্দেশ করিয়া
যাহাতে যে প্রকার স্থু সংযোগ করিয়া দিয়াছেন, আমরা তাহা
হইতেই সেই প্রকার স্থু লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতেছি।
জগতের শোভা দর্শন, সুস্বাদ অন্নের রসাস্বাদন, পিতামাতার
স্নেহ ও বন্ধুদিগের প্রণয় লাভ, জ্ঞান-শিক্ষা, ধর্মানুষ্ঠান, ইত্যাদি
যে বস্তু হইতে যে উপায়ে যত প্রকার স্থু লাভ করি, সকলই
তাহারই প্রসাদাঃ। আহা ! তাহার কি করুণা ! তিনি কেবল
বিষয় দ্বারা নানাপ্রকার স্থু প্রেরণ করিয়া শাস্তি হন নাই,
প্রার্থী হইলে তিনি স্বয়ং আপনাকেও প্রদান করিয়া আমারদের
প্রাণকে শীতল করেন, মনকে পূর্ণ করেন, এবং স্মৃহাকে তৃপ্ত
করেন। যে সকল শাস্তি-প্রকৃতি ধীরের। বিষয়-স্থুখে তৃপ্ত হন
তাহাই অনুক্ষণ তাহাকে প্রার্থনা করেন, তিনি অচিরাত্ হৃদয়-ধার্মে
আবিভূত হইয়া তাহারদের নয়ন-যুগলের শোকসন্তপ্ত অশ্র-সকল
মার্জন করেন, এবং প্রচুর অমৃত-বারি বর্ষণ করিয়া তাহারদের
শুক্ষ .হৃদয়-পদ্মকে বিকসিত করেন। আহা ! যিনি ক্ষণকালের
নিমিত্তেও সেই অমৃতময় পূর্ণ পুরুষকে আপনার অন্তরে সাক্ষাৎ
পাইয়া বিমলানন্দ উপভোগ করিয়াছেন, তিনিই তাহার মহিমা
জানিয়াছেন ॥ ৬ ॥

যদা হেবেষএতশ্চিন্দন্তেহনাত্মেহনিরুক্তে-
'হনিলয়নেভযং প্রতিষ্ঠাং বিন্দতে । অথ সোভযং
গতো ভবতি ॥৭॥

'যদা' যশ্চিন্দন্তে 'হি এব' 'এমঃ' সাধকঃ 'এতশ্চিন্দন্তে'
'অদৃশ্যে' অবিষয়ভূতে, 'অনাত্ম্যে' অশরৌরে, 'অনিকৃক্তে' অবিশেষে
বিশেষে হি নিরুচ্যতে, অবিশেষঞ্চ ব্রহ্ম তস্মাদনিরুক্তম্ 'অনিলয়নে'
অনাধারে ব্রহ্মণি 'প্রতিষ্ঠাং' স্থিতিম্ 'অভযং' যথা শ্রাং তথা
'বিন্দতে'; 'অগ' তদা 'সঃ' অভযং গতঃ ভবতি' অভযং
প্রাপ্নোতি ॥ ৭ ॥

যৎকালে সাধক এই অদৃশ্য, নিরবয়ব, অনিবর্চনীয়,
নিরাধার পরব্রহ্মে নির্ভয়ে স্থিতি করেন, তখন তিনি
অভয় প্রাপ্ত হয়েন ॥ ৭ ॥

‘যেমন শিশু সন্তানেরা ভয় প্রাপ্ত হইলে গাত্-ক্রোড়ে ঘাইয়া
নির্ভয় হয়, তদুপ আমরা সেই অমৃতময় পুরুষের সর্বত্র-প্রসাৱিত
ক্রোড়কে আশ্রয় কৰিয়া এই ভয়াকীর্ণ সংসারের ভয় হইতে
পরিত্বাণ পাই । তখন আমরা নির্ভয় হইয়া অদৃশ্য অথচ সকলের
জ্ঞান, নিরাধার অগচ বিশ্বের আধার, সর্বাশ্রম পরমেশ্বরকে একমাত্র
সুহৃৎ ও সহায় জানিয়া তাহাতে আত্মমূর্খণ করি, এবং তাহারই
আজ্ঞামুবর্ত্তী থাকিয়া অপ্রতিহত চিন্তে তাহার প্রদর্শিত পথে বিচরণ
করিতে থাকি ॥ ৭ ॥

৮

যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ ।
 আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান् ন বিভেতি কদাচন ॥৮॥
 ‘যতঃ বাচঃ নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ ।
 আনন্দং ব্রহ্মণঃ বিদ্বান্ ন বিভেতি কদাচন’ ॥ ৮ ॥

‘মনের সহিত বাক্য যাহাকে না পাইয়া যাহা হইতে
 নিবৃত্ত’ হয়, সেই পরব্রহ্মের আনন্দ যিনি জানিয়াছেন,
 তিনি কদাপি তয় প্রাপ্ত হন না ॥ ৮ ॥

পরমেশ্বরের মঙ্গল-স্বরূপে যাহার বিশ্বাস নাই এবং যিনি
 তাহার প্রকৃত অভিপ্রায় অবগত না থাকেন, তিনি অথগুনীয়
 পরিপাটী শৃঙ্খলাবন্ধ জগতের মধ্যে থাকিয়াও অন্ধকারময় আগারস্থিত
 ব্যক্তির হ্যায় নানা ভয়ে ভীত হন ; কিন্তু যিনি পরম-মঙ্গলাকর
 পরমেশ্বরের মঙ্গল-জ্যোতি বিশ্বসৎসারে বিকীর্ণ দেখিয়াছেন, তিনি
 কদাপি তয় প্রাপ্ত হন না ॥ ৮ ॥

৯

এষান্ত পরমা গতিরেষান্ত পরমা সম্পদেবৈহ্য
 পরমোলোক এষোহ্য পরম আনন্দঃ । এতস্তে-
 বানন্দস্থান্তানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি ॥ ৯ ॥

‘অন্ত’ জীবন্ত ‘এষা’ ‘পরমা গতিঃ’ আনন্দরূপঃ পর আঠাত্তুব
 পরমা গতিঃ । সর্বাসাং সম্পদাং বিভূতীনাং মধ্যে ‘এষা অন্ত পরমা

সম্পৎ’ ! যেহেতু কর্মফলাশ্রয়া লোকাস্তেহস্তাপরমাঃ, ‘এষঃ’ পর আত্মা তু ‘অস্তি’ পরমঃ লোকঃ’। যাত্ত্বানি বিষয়েন্দ্রিয়সম্বন্ধ-জনিতানি আনন্দজাতানি তাত্ত্বপেক্ষ্য, ‘এষঃ অস্তি পরমঃ আনন্দঃ’। ‘এতস্ত এব’ ‘আনন্দস্ত’ ‘মাত্রাং’ কলাঃ অংশঃ ‘অত্তানি তৃতানি’ ‘উপজীবস্তি’ অনুভবস্তি ॥ ৯ ॥

ইনি এই জীবের পরম গতি, ইনি এই জীবের পরম সম্পদ, ইনি ইহার পরম লোক, ইনি ইহার, পরম আনন্দ। এই পরমানন্দের কণামাত্র আনন্দকে অন্য অন্য জীবসকল উপভোগ করে ॥ ৯ ॥

‘যত প্রকার সদগতি আছে, তন্মধ্যে পরমেশ্বরই আমারদিগের পরম গতি ; তাহাকে প্রাপ্তি হওয়া পুণ্যের শেষ পুরস্কার। যত প্রকার সম্পদ আছে, তন্মধ্যে পরমেশ্বর আমারদের পরম সম্পদ ; এ সম্পদই বোধ হয় না। যত যত লোক আছে, তন্মধ্যে পরমেশ্বর আমারদিগের পরমাশ্রয়-স্বরূপ পরম লোক ; তাহাতে যিনি বাস করেন, তিনি আর কোন অনিত্য পরিমিত লোকের অস্তায়ী অপূর্ণ সুখ প্রার্থনা করেন না। যত প্রকার আনন্দ আছে, তন্মধ্যে পরমেশ্বর-লাভ আমারদিগের পরমানন্দের বিষয় ; এই ব্রহ্মলাভ-জনিত পরমানন্দের তুলনায় জীবদিগের আর আর সমুদায় আনন্দ এক কণা মাত্র ; তথাপি সেই কণা-মাত্র আনন্দকে উপভোগ করিয়া জীব-সকল জীবিত রহিয়াছে ॥ ৯ ॥

ଦ୍ଵିତୀୟୋହିଧ୍ୟାୟ

୧୦

ଇଦଃ ବା ଅଗ୍ରେ ନୈବ କିଞ୍ଚିଦାସୀ୯ । ସଦେବ
ସୋମ୍ୟେନମଗ୍ର : ଆସୀଦେକମେବାଦ୍ଵିତୀୟମ୍ । ସବା ଏଥ
ମହାନଙ୍କ ଆଶ୍ଚାହ୍ଜରୋହିମରୋହିମୁତୋହିଭ୍ୟଃ ॥ ୧ ॥

‘ଇଦଃ’ ଜଗଃ ‘ବୈ’ ‘ଅଗ୍ରେ’ ପୁରା ‘ନ ଏବ କିଞ୍ଚିଂ ଆସୀ’ ।
‘ସଃ’ ଅଷ୍ଟିତାମାତ୍ରଃ ବସ୍ତ୍ର, ନିର୍ବିଶେଷଃ ନିରବସ୍ଥବଃ, ‘ଏବ’ ହେ ‘ସୋମ୍ୟ’,
ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ, ‘ଇଦମଗ୍ରେ’ ଅଶ୍ଚାଗ୍ରେ, ଜଗତଃ ପ୍ରାଣ୍ୱପଦ୍ମଃ, ‘ଆସୀ’
‘ଏକମ୍ ଏବ’, ତୁ ଏକଶ୍ରୀ ସତଃ ସହବାରିକାରଣଃ ଦ୍ଵିତୀୟଃ ଅନାଦି
ବସ୍ତ୍ରରଃ ପ୍ରାପ୍ତଃ । ପ୍ରତିଷିଧ୍ୟତେ ‘ଅଦ୍ଵିତୀୟମ୍’ ଇତି । ସତ୍ୟ ସଃ ‘ସଃ
ବୈ ଏମଃ ମହାନ୍ ଅଜଃ ଆଶ୍ଚା ଅଜରଃ ଅମରଃ ଅଯୃତଃ ଅଭରଃ’ ॥ ୧ ॥

ଏଇ ଜଗଃ ପୂର୍ବେ କିଛୁଇ ଛିଲ ନାହିଁ । ଏଇ ଜଗଃ
ଉଂପତ୍ତିର ପୂର୍ବେ, ହେ ପ୍ରିୟ ଶିଖ୍ୟ ! କେବଳ ଏକଇ ଅଦ୍ଵିତୀୟ
ସଂ-ସ୍ଵରୂପ ପରବ୍ରକ୍ଷ ଛିଲେନ । ତିନି ଜନ୍ମ-ବିହୀନ, ମହାନ୍
ଆଶ୍ଚା ; ତିନି ଅଜର, ଅମର, ନିତ୍ୟ ଓ ଅଭୟ ॥ ୧ ॥

ଶୃଷ୍ଟିର ପୂର୍ବେ କେବଳ ଏକମାତ୍ର ସଂ ପଦାର୍ଥ ପରବ୍ରକ୍ଷ ଛିଲେନ, ତତ୍ତ୍ଵମ୍
ଆର ଦ୍ଵିତୀୟ ବସ୍ତ୍ର ଛିଲ ନା ; ଶୃଷ୍ଟିର ପରେଓ ଚେତନାଚେତନ ସମୁଦୟ ବସ୍ତ୍ର
କେବଳ ଏକମାତ୍ର ଝାହାରଇ ଆଶ୍ରମେ ଶ୍ରି କରିତେଛେ ; ଏ ନିମିତ୍ତେ
ତିନି ଏକମାତ୍ର ଅଦ୍ଵିତୀୟ ବଲିମ୍ବା ଉକ୍ତ ହଇଯାଇଛେ । ଯିନି ସଂସକ୍ରମ
ଏକମାତ୍ର ଅଦ୍ଵିତୀୟ, ତିନି ଚେତନ ପଦାର୍ଥ ; ତିନି ଆପନାକେ ଆପନି

ଜୀନିତେଛେନ ; ଏହି ହେତୁ ତିନି ଆତ୍ମା ଶବ୍ଦେ ଉତ୍ତ ହଇଯାଛେନ ।
କିନ୍ତୁ ସେହି ଆତ୍ମା ଆମାଦେର ଆତ୍ମାର ଗ୍ରାୟ କୁନ୍ଦ ନହେନ ; ଇହା ଜ୍ଞାପନ
. କରିବାର ନିମ୍ନଲିଖିତ ପରେ ଉତ୍ତ ହଇଯାଛେ ସେ ତିନି ଜନ୍ମ-ବିହୀନ, ମହାନ୍
ଆତ୍ମା ; ଅଜର, ଅମର, ନିତ୍ୟ ଓ ଅଭୟ । ଜୀବାତ୍ମା ଯେମନ ପରମାତ୍ମାର
ଇଚ୍ଛାତେ ପରିମିତ ଶକ୍ତି ଧାରଣ କରିଯା ତୋହା ହିତେ ଜନିଯାଛେ,
ଏବଂ ତୋହାରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାମୁଦ୍ରାରେ ତୋହାକେ ଆଶ୍ରୟ : କରିଯା ଜୀବିତ
ରହିଯାଛେ, ଏବଂ ଯାବଂ ତୋହାର ମେହି ଇଚ୍ଛା ଥାକିବେକ, ତାବଂ ମେ
ଜୀବିତ ରହିବେ, ପରମାତ୍ମାର ସ୍ଵରୂପ ମେଳପ ନହେ ; ତିନି ସ୍ଵଯନ୍ତ୍ର,
ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର, ଏବଂ ନିତ୍ୟ ଓ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ॥ ୧ ॥

୧୧

ସ ତପୋହତପ୍ୟତ ମ ତପନ୍ତପ୍ତ୍ର । ଇଦଂ ସର୍ବମୟୁଜତ
ସଦିଦଂ କିଞ୍ଚି ॥ ୨ ॥

‘ସଃ’ ଅଜ ଆତ୍ମା ‘ତପଃ ଅତପ୍ୟତ’ ଜଗଂମୁଣ୍ଡିବିଷୟାମାଲୋଚନାମ-
କରୋଣ । ‘ସଃ’ ଆତ୍ମା ‘ତପଃ ତପ୍ତ୍ର’ ଏବମାଲୋଚ୍ୟ ଆଣିକର୍ମାଦି-
ନିମିତ୍ତମ, ‘ଇଦଂ ସର୍ବଃ’ ଜଗଂ ଦେଶତଃ କାଳତୋନାତ୍ମା କ୍ରପେଣ ଚ,
‘ଅମୁଜତ’ ମୁଣ୍ଡବାନ୍, ‘ସତ ଇଦଂ କିଞ୍ଚି’ ଯଥକିଞ୍ଚେଦମନବଶିଷ୍ଟମ ॥ ୨ ॥

ତିନି ବ୍ରିଶ-ମୁଖନେର ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କରିଲେନ, ତିନି
ଆଲୋଚନା କରିଯା ଏହି ସମୁଦୟ ଯାହା କିଛୁ ମୁଣ୍ଡ କରିଲେନ ॥ ୨ ॥

ମୁଣ୍ଡର ପୂର୍ବେ ପରବ୍ରକ୍ତ ଭିନ୍ନ ଅନ୍ତିମ କୋନ ପଦାର୍ଥ ଛିଲ ନା, ମୁତରାଂ
ତିନି ନିର୍ମାତାର ଗ୍ରାୟ ଅନ୍ତିମ କୋନ ବନ୍ଧର ସହାୟତା ଗ୍ରହଣ କରିଯା ମୁଣ୍ଡ

করেন নাই। তিনি স্থষ্টি-ক্রিয়া বিষয়ে আলোচনা করিলেন, এবং আলোচনা করিয়া এই সমুদয় জগৎসংসার স্থষ্টি করিলেন। আমরা মৃৎ-পাষাণ-শৌহাদি দ্বারা দ্রব্যবিশেষ নির্মাণ করিতে, পারি, কিন্তু তাহাকে স্থষ্টি বলা যায় না। অন্ত কোন বস্তুর সাহায্য ব্যতিরেকে স্বীয় ইচ্ছা দ্বারা বস্তুর উৎপাদন করার নাম স্থষ্টি। স্বতরাং আমারদের কোন পদার্থ স্থষ্টি করিবার শক্তি নাই। স্থষ্টি করিবার শক্তি কেবল এক পরমাত্মারই আছে; তিনি একাকী কেবল আপনার স্বাভাবিক জ্ঞানশক্তি-ক্রিয়া দ্বারা চেতনাচেতন সমস্ত বস্তু স্থষ্টি করিয়া এই অশ্চর্য বিশ্ব-ষষ্ঠি নির্মাণ করিয়াছেন ॥ ২ ॥

১২

এতস্মাত্ত্বায়তে প্রাণেণ মনঃ সর্বেন্দ্রিয়াণি চ ।

থং বাযুজ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্ত ধারিণী ॥ ৩ ॥

‘এতস্মাত্ত্বাং’ পুনর্মাং ‘জ্যোতি’ উৎপন্নতে ‘প্রাণঃ’, এবং ‘মনঃ’ ‘সর্বেন্দ্রিয়াণি চ’ সর্বাণি চ ইন্দ্রিয়াণি। তথা ‘থং’ আকাশঃ, ‘বায়ঃ’, ‘জ্যোতিঃ’ অগ্নিঃ, ‘আপঃ’ উদকং, ‘পৃথিবী’ ‘বিশ্বস্ত’ সর্বস্তু ‘ধারিণী’ ॥ ৩ ॥

উহাঁ হইতে প্রাণ, মন ও সমুদ্বায় ইন্দ্রিয় এবং আকাশ, বায়ু, জ্যোতি, জল ও সকলের আধার এই পৃথিবী উৎপন্ন হয় ॥ ৩ ॥

জল, বায়ু, অগ্নি প্রভৃতি বিশ্ব-নির্মাণের সকল উপকরণ এবং

প্রাণ, মন ও সমুদয় ইঙ্গিয়, কেবল সেই সর্বশক্তিমান् পূর্ণ পুরুষই
আপন ইচ্ছাতে স্থিত করিলেন ॥ ৩ ॥

১৩

ভয়াদস্ত্রাগ্নিস্তপতি ভয়ান্তপতি সূর্যঃ ।

ভয়াদিন্দ্রশ্চ বাযুশ্চ মৃত্যুর্ধাৰতি পঞ্চমঃ ॥ ৪ ॥

‘ভয়াৎ’ ভীত্যা ‘অস্ত’ পরমেশ্বরস্ত ‘অগ্নিঃ তপতি’ ‘ভয়াৎ তপতি
সূর্যঃ’। ‘ভয়াৎ ইঙ্গঃ চ বাযুঃ চ মৃত্যঃ ধাবতি পঞ্চমঃ’ ॥ ৪ ॥

ইহার ভয়ে অগ্নি প্রজ্বলিত হইতেছে, ইহার ভয়ে
সূর্যা উত্তাপ দিতেছে, ইহার ভয়ে মেঘ, ও বাযু ও মৃত্যু
ধাবিত হইতেছে ॥ ৪ ॥

সর্বনিষ্ঠা পরমেশ্বরের ইচ্ছার অনুগত হইয়া অগ্নি উত্তাপ
দিতেছে, সূর্য প্রকাশ পাইতেছে, মেঘ বারি বর্ষণ করিতেছে,
বাযু সঞ্চালিত হইতেছে, এবং মৃত্যু সঞ্চরণ করিতেছে। কোন
পদার্থ তাহার ইচ্ছা, তাহার শাসন, অতিক্রম করিতে পারে না;
চন্দ্ৰ সূর্য, গ্রহ নক্ষত্র, জল বাযু, ইহারা জড় পদার্থ হইয়াও তাহার
ভয়ে স্ব স্ব কর্ষ্মে ধাবমান হইতেছে ॥ ৪ ॥

তৃতীয়োৎধ্যায়ং

১৪

তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ ।
 তন্মে স বিদ্বানুপসন্নায় সম্যক্
 প্রশান্তচিত্তায় শমান্বিতায়
 যেনাক্ষরং পুরুষং বেদ সত্যং
 প্রোবাচ তাং তত্ত্বতোত্ত্ববিদ্যাম् ॥ ১ ॥

নিত্যেনামৃতেনাভয়েন কুটস্থেনাচলেন ঝৰণার্থী শনি, ‘সঁ’
 ব্রহ্মজিজ্ঞাসুঃ অভ্যং শিবমযুতং ব্রহ্ম ষৎ ‘তদ্বিজ্ঞানার্থং’ তপ্ত
 বিশেষণাধিগমার্থং ‘গুরুং’ আচার্যঃ ব্রহ্মনিষ্ঠং শবদমাদিসম্পন্নং
 ‘এব’ ‘অভিগচ্ছেৎ’। ‘তন্মে’ ব্রহ্মজিজ্ঞাসবে ‘স বিদ্বান्’ ‘গুরু
 ব্রহ্মবিং ‘উপসন্নায়’ উপগতায় ‘সম্যক্’ ‘প্রশান্তচিত্তায়’ উপরতকাম-
 কোধাদি-দোষায় ‘শমান্বিতায়’ শমেন ইঙ্গি-চাঙ্গল্য-রহিতেন ত
 যুক্তায়, ‘যেন’, বিজ্ঞানেন ষয়া বিষ্টয়া পরয়া, ‘অক্ষরং’ অক্ষরত্বাং,
 ‘পুরুষং’ পূর্ণত্বাং, ‘সত্যং’ পারমার্থ-স্বাভাব্যাং, ‘বেদ’ জানাতি,
 ‘তাং’ ‘ব্রহ্মবিদ্যাং’ ‘তত্ত্বতঃ’ যথাবৎ ‘প্রোবাচ’ প্রক্রমাং ॥ ১ ॥

পরব্রহ্মের বিশেষ জ্ঞান লাভার্থে আচার্য-সন্নিধানে
 শিষ্য গমন করিবেন। সেই জ্ঞানাপন্ন আচার্য উপস্থিত
 শিষ্যকে সম্যক্ শান্ত শমান্বিত-চিত্ত দেখিয়া, যে বিদ্বা

দ্বারা অক্ষর সত্য পুরুষকে জানা যায়, তাহার উপদেশ
করিবেন ॥ ১ ॥

সকলের কর্তব্য, মনকে সৎ করিয়া প্রশান্ত হইয়া পরব্রহ্ম-
বিষয়ে উপদেশ প্রাপ্তির নিমিত্তে ব্রহ্মবিঃ শুরুর নিকটে গমন
করেন; এবং সেই শুরুর কর্তব্য যে, যে জাতীয় যে কোন শাস্তি
ব্যক্তি ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসু হইয়া তাহার নিকট আগমণ করেন, তিনি
তাহাকে যথাবৎ উপদেশ প্রদান করেন; তাহাতে অল্পেলো
না করেন ॥ ১ ॥

১৫

অপরা ঋগ্বেদোঘুর্বেদঃ সামবেদোঃ পর্ণবেদঃ
শিক্ষাকল্লোব্যাকরণঃ নিরুক্তঃ ছন্দোজ্যাতিষ্মিতি
অথ পরা যয়া তদক্ষরমনিগম্যতে ॥ ২ ॥

‘অপরা’ অশ্রেষ্ঠা বিদ্যা ঋগ্বেদঃ ঘুর্বেদঃ সামবেদঃ পর্ণবেদঃ
ইত্যতে চতুর্বোবেদাঃ। ‘শিক্ষা কল্লঃ ব্যাকরণঃ নিরুক্তঃ ছন্দঃ
জ্যোতিষম ইতি’ অঙ্গানি ষট্। ‘অথ’ ‘পরা’ শ্রেষ্ঠা নিদ্যা ‘যয়া’
‘তৎ অক্ষরঃ’ ব্রহ্ম ‘অনিগম্যতে’ জ্ঞায়তে ॥ ২ ॥

ঋগ্বেদ, ঘুর্বেদ, সামবেদ, অথববেদে, শিক্ষা, কল্ল,
ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ, জ্যোতিষ, এ সমুদয় অশ্রেষ্ঠ
বিদ্যা। যাহার দ্বারা অক্ষর পুরুষকে জানা যায়, তাহাই
শ্রেষ্ঠ বিদ্যা ॥ ২ ॥

পরমেষ্ঠারের স্বরূপ ও অভিপ্রায় বিষয়ক জ্ঞানলাভ মনুষ্যের পরম পুরুষার্থ। মে দে বিদ্যা অধ্যয়ন করিলে সৈই পরম প্রার্থনীয় জ্ঞান-রত্ন লাভ করা যায় তাহাই প্রকৃত বিদ্যা; তাহাই শ্রেষ্ঠ বিদ্যা। আর আর সমুদায় অশ্রেষ্ঠ বিদ্যা। এ কারণ আক, যজুঃ, সাম, অথর্ব, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ, ও জ্যোতিষ, এসমুদায় অশ্রেষ্ঠ বিদ্যা বলিয়া উক্ত হইয়াছে। আক যজুঃ সাম প্রতির যে যে ভাগ এবং অন্তর্ভুক্ত যে সকল বিদ্যা ব্রহ্ম-বিষয়ক যথার্থ তত্ত্বের উপদেশ করে, তাহাটি শ্রেষ্ঠ বিদ্যা, তাহা সর্ববিদ্যারণের শিক্ষণীয় ॥ ২ ॥

১৬

যত্তদদ্রেশ্যমগ্রাহনগোত্রমবর্ণমচক্ষুঃশ্রোত্রঃ
তদপাণিপাদঃ নিত্যঃ বিভুত্ত সর্বগত্তু স্মৃক্ষমঃ
তদব্যয়ঃ যদ্বৃত্তবোনিঃ পরিপন্থ্যন্তি ধীরাঃ ॥ ৩ ॥

তদ অক্ষরঃ বিশিষ্টি 'তৎ তৎ' ইতি বক্ষ্যন্নাণঃ বুদ্ধৌ সংহত্যা সিদ্ধবৎ পরামুশতি। 'অদ্রেশ্যম' অদ্রেশ্যঃ, সর্বেবাঃ বুদ্ধীক্ষিয়ানাঃ ন গম্যম, 'অগ্রাহঃ' কল্পেক্ষিযাবিসংয়ঃ, 'অগোত্রঃ' অনস্বয়ঃ, 'অবর্ণঃ' শুক্রাংস্যোহবিদ্যমানা বর্ণ যন্ত তৎ। চক্ষুশ শ্রোতৃশ নামকুপবিষয়ে করণে সর্বজনুনাঃ, তে অবিদ্যমানে যন্ত তৎ 'অচক্ষুঃশ্রোত্রম'। 'তৎ' অপাণিপাদঃ কল্পেক্ষিয়রহিতঃ, 'নিত্যঃ' অজ্ঞবিনাশি, 'বিভুঃ' ব্যৱপিনঃ, 'সর্বগতঃ' আকোশবৎ, 'স্মৃক্ষমঃ' কৃপাদিত্বাত্ত্বাঃ। 'তৎ'

ন-ব্যেতীতি ‘অবাযং’, ন হনস্ত স্বাঙ্গাপচয়-লক্ষণোব্যয়ঃ সন্তবতি
শ্বৰীরস্তেব। নাপি পূর্ণস্বভাবস্ত গুণদ্বাৱকোব্যয়ঃ সন্তবতি মনস ইব।
‘ষৎ’ এবন্তুতলক্ষণং, ‘ভূতঘোনিঃ’ ভূতানাং কাৱণং, ‘পরিপঙ্গস্তি’
সৰ্বতঃ পঙ্গস্তি, ‘ধীরাঃ’ ধীমস্তঃঃ ॥ ৩ ॥

যিনি জ্ঞানেন্দ্ৰিয়ের অবিষয়, কৰ্মেন্দ্ৰিয়ের অতীত,
জন্ম-রহিত, রূপ-রহিত, চক্ষুঃ-শ্বেত-বিহীন, সেই হস্ত-
পদ-শূণ্য, জন্ম মৃত্যু-বজ্জিত, সৰ্বব্যাপী, সৰ্বগত, “অতি
সূক্ষ্ম-স্বভাব, হ্রাস-রহিত, সৰ্ব ভূতেৰ কাৱণ পৰত্বকে
ধীৱেৱা সৰ্বতোভাবে দৃষ্টি কৱেন ॥ ৩ ॥

তিনি স্থষ্টিৰ অতীত পদাৰ্থ; চক্ষু দ্বাৱাও দৃশ্য হন না, হস্ত
দ্বাৱাও গ্ৰাহ হন না; তিনি কোন ইন্দ্ৰিয়েই গোচৱ নহেন।
তথাপি ব্ৰহ্মপৰায়ণ ধীৱেৱা সেই সৰ্বভূতেৰ কাৱণকে এই স্থষ্টিৰ
মধ্যে সৰ্বতোভাবে উপলক্ষি কৱেন ॥ ৩ ॥

১৭

৮

এতৈ তদক্ষরং গাগি ত্রাঙ্গণ। অভিবদ্ধন্তি ।

অস্তুলমনগুচ্ছস্বমদীর্ঘমলোহিতমন্ত্রেহমচ্ছায়ম-
তমোহবায়ুনাকাশমসঙ্গমৱসমগন্ধমচক্ষুক্ষমশ্বেত-
বাগমনোহংজন্মপ্রাণমমুখমমাত্ৰম् ॥ ৪ ॥

‘এতৎ বৈ তৎ’ ন ক্ষৰতীতি ‘অক্ষরং’। হে ‘গাগি’, গাগী নাম
কাচিং ব্ৰহ্মজিজ্ঞাসুঃ, তস্মাঃ সম্বোধনং; ষৎ ‘ত্রাঙ্গণঃ অভিবদ্ধন্তি’।

‘অস্তুলং’, তৎ স্তুলাদগ্রহং। তর্হি অণু ? ন তৎ, ‘অনণু’। অস্তু তর্হি হৃষ্ণং ? ন, ‘অহৃষ্ণং’। এবং তর্হি দৌর্যং ? নাপি দৌর্যং ‘অদৌর্যং’। এইচেতুভিক্রিশেষণেঃ পরিমাণং প্রতিষিদ্ধম্। অস্তু তর্হি লোহিত-গুণবিশিষ্টং ? ততোহপ্যগ্রহং, ‘অলোহিতং’। ভবতু তর্হি অপাঙ্গমেহনং ? ন, ‘অন্মেহং’। অস্তু তর্হি ছায়া ? সর্বথাপ্যনির্দেশুগ্রহং ছায়ায়া অপ্যগ্রহং, ‘অচ্ছায়ং’। অস্তু তর্হি তমঃ ? ‘অতমঃ’। ভবতু বাযুস্তুংহি ? ‘অবায়ুঃ’। ভবেত্তর্হি আকাশঃ ? ‘অনাকাশং’। ভবতু তর্হি সঙ্গাত্মকং ? ‘অসঙ্গং’। রসোহস্তু তর্হি ? ‘অরসং’। তথা ‘অগন্ধম্’। অস্তু তর্হি চক্ষুস্কং ? ‘অচক্ষুষ’ ; ন হি চক্ষুরস্তু করণং বিশ্বাতে ; পশ্চত্যচক্ষুরিতি তথা। ‘অশ্রোত্রং’, স শৃণোত্যকর্ণ ইতি। ভবতু তর্হি সবাক্ত ? ‘অবাক্ত’। তথা ‘অমনঃ’। ‘অতেজস্তম্’, অবিদ্যমানং তেজোহস্ত ; ন হগ্যাদিতেজোবদস্তু তদ্বিদ্যাতে। শারীরকঃ প্রাণবায়ুঃ প্রতিষিদ্যাতে, ‘অপ্রাণং’। ন হস্ত মুখমিতি ‘অমুখং’। মৌয়তে যেন তন্মাত্রং ; ন তেন কিঞ্চন্মৌয়তে, ‘অমাত্রম্’ ॥ ৪ ॥

হে গাগি ! ব্রাহ্মণেরা যাহাকে অভিবাদন করেন, তিনি এই অবিনাশী ব্রহ্ম। তিনি স্তুল নহেন, তিনি অণু নহেন, তিনি হৃষ্ণ নহেন, তিনি দৌর্য নহেন। তিনি অলোহিত, অন্মেহ, অচ্ছায়, অতমঃ, অবায়ু, অনাকাশ, অসঙ্গ, অরস, অগন্ধ, অচক্ষু, অকর্ণ, অবাক্ত। তিনি মনোবিহীন, তেজোবিহীন, শারীরিক-প্রাণবিহীন, মুখবিহীন। কাহারে। সহিত তাহার উপমা হয় না ॥ ৪ ॥

তিনি স্থুল নহেন, তিনি অণু নহেন, তিনি হৃষ্ট নহেন, তিনি দীর্ঘ নহৈন; তাহাতে কোন পরিমাণ নাই। তিনি অলোহিত, তাহাতে রক্তাদি কোন বর্ণ নাই। তিনি অশ্রেহ, তিনি জলীয় বস্তু নহেন; তিনি অবায়, ব্যয়বীয় পদাৰ্থও নহেন; তিনি রসও নহেন, তিনি গন্ধও নহেন। এ সংকল বাহু জড় বস্তুর প্রভাব। তিনি কদাপি জড় নহেন, স্ফুতরাঙ্গ এ সকল কিছুই তাহাতে নাই। তিনি যেমন জড় বস্তু নহেন, সেইরূপ আমারদিগের ত্বায় জড়-শরীর-বিশিষ্টও নহেন; তাহাতে শারীরিক প্রাণ নাই, এবং তাহার মুখাদি অঙ্গও নাই। আমারদিগের যেমন শরীর আৱ গমনেতে পৰম্পৰ সম্বন্ধ আছে, এবং এই সম্বন্ধ জন্ম যেমন আমৰা দশন কৱি, শ্রবণ কৱি, বাক্য কহি, পৰমেশ্বৰ তেমন শরীর-গন-মিলিত কোন জীব নহেন; স্ফুতরাঙ্গ আমারদিগের ত্বায় তিনি চক্ৰ দ্বাৰা দৰ্শন কৱেন না, এবং মুখ দ্বাৰা ও বাক্য কৱেন না; তিনি অচক্ষুঃ, অকৰ্ণ, অবাকৃ। তিনি মনোবিহীন। তিনি দেহশৃঙ্খল মনও নহেন, তাহাতে মনেৱ কাৰ্য্য কিছুই নাই। তিনি অসঙ্গ, সাংসারিক স্বৰ্থ হৃৎখে লিপ্ত নহেন। তিনি যদি জড়ও নহেন এবং মনও নহেন, তবে তিনি কি ছায়া, কি অঙ্ককার, কি আকাশেৱ ত্বায় কোন অবস্থ হইবেন? না; তিনি ছায়া, কি অঙ্ককার কি আকাশেৱ ত্বায় কোন অবস্থ নহেন। তিনি নিত্য সত্য বস্তু, তিনি অনন্ত-স্বরূপ, জ্ঞান-স্বরূপ; তাহার সহিত কাহারো উপমা হয় না। জড় হইতে যেমন মন প্ৰেষ্ঠ, মন হইতে ভজন সেই জ্ঞান-স্বরূপ পৰমাত্মা অনন্ত গুণে

শ্রেষ্ঠ । তাহার জ্ঞান, স্বচ্ছ মানসিক জ্ঞানের গ্রাম নহে ; জ্ঞানক্রিয়া তাহার স্বভাবসিক । কোন বস্তু জ্ঞানিবার জগ্ন সেই সর্বজ্ঞ পুরুষের ইঙ্গিয় আবশ্যক করে না ; পূর্ব-বৃত্তান্ত জ্ঞানিবার নিমিত্তেও তাহার শুভি-শক্তি আবশ্যক হয় না । তিনি এক কালে সমুদয় বস্তু জ্ঞানিতেছেন । আমারদিগের গ্রাম তাহার ক্ষেত্রে নাই, দ্বেষও নাই, ঘৃণাও নাই, শ্রেকও নাই, এবং আমারদিগের গ্রাম তাহার দয়াও নহে, স্বেহও নহে, প্রেমও নহে, উর্ধ্বও নহে । তিনি মঙ্গল-স্বরূপ ; তাহার সেই মঙ্গল-ভাবের অন্তর্ভৃত স্বেহ, করুণা, প্রীতি, স্তোত্ব হইতে বহমান হইয়া জগৎকে সিক্ত রাখিয়াছে । তিনি আমারদিগের মানসিক বৃত্তি গ্রাম, দয়া, স্বেহ, প্রেমকে অনন্ত গুণে অতিক্রম করেন । আমারদিগের প্রেম অনন্ত প্রেমের কণামাত্র ॥ ৪ ॥

১৮

এতস্ত বা অক্ষরস্ত প্রশাসনে গার্গি সূর্য্যা-
চন্দ্রমসৌ বিধৃতো তিষ্ঠতঃ ॥ ৫ ॥

যথা রাজ্ঞঃ প্রশাসনে রাজ্যম্ অস্ফুটিতং নিয়তং বর্ততে, এবং ‘এতস্ত বৈ অক্ষরস্ত প্রশাসনে’, হে ‘গার্গি’, সূর্য্যাচ চন্দ্রমাচ ‘সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ’, অহোরাত্রশোর্ণোকপ্রদৌপৌ, লোক-প্রশোভন-বিজ্ঞানবতা নির্মিতো ; ‘বিধৃতো’ ‘তিষ্ঠতঃ’ বর্ততে ॥ ৫ ॥

এই অক্ষর পুরুষের শাসনে, হে গার্গি ! সূর্য্য চন্দ্র
বিধৃত হইয়া স্থিতি করিতেছে ॥ ৫ ॥

কাহার শাসনে সূর্য সৌর-জগতের মধ্যস্থিত হইয়া প্রদীপবৎ তাহার অন্তর্বর্তী ভূলোক ও গ্রহাদি অন্তর্গত লোককে স্বীয় জ্যোতি দ্বারা প্রকাশ করিতেছে, স্বায় শক্তি দ্বারা তাহারদিগকে নিজ নিজ পথে আকৃষ্ট করিয়া রাখিয়াছে, এবং তেজ বিতরণ দ্বারা পশুপক্ষ্যাদি জন্ম ও বৃক্ষলতাদি উদ্ভিজ্জের জীবন ধারণ করিতেছে। সকলের রমণীয় সুধাংশু চন্দ্রও কাহারই নিয়মে বন্ধ থাকিয়া শূন্ত-পথে বিচরণ করিতেছে, এবং প্রতি রঞ্জনীতে নৃতন নৃতন বেশ ধারণ করিয়া সকলের অনুভূতির প্রকৃত্ব করিতেছে, ও স্বীয় মনোহৰ আলোক প্রদান দ্বারা উদ্ভিজ্জদিগকে সতেজ ও সজীব রাখিতেছে ॥ ৫ ॥

১৯

এতস্ত বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গাঁগি দ্বাবা-
পৃথিব্যো বিধৃতে তিষ্ঠতঃ ॥ ৬ ॥

‘এতস্ত বৈ অক্ষরস্য প্রশাসনে’ হে ‘গাঁগি’ দ্যৌচ পৃথিবী চ
‘দ্বাবাপৃথিব্যো’ ‘বিধৃতে’ ‘তিষ্ঠতঃ’। এতক্ষণক্ষরং সর্ব-ব্যবস্থা-
মেতুঃ সর্ব-মর্যাদা-বিধরণম্। অতোনাক্ষরস্য প্রশঃসনং দ্বাব-
পৃথিব্যা-বতিক্রমিত্বং শক্তুতঃ ॥ ৬ ॥

এই অক্ষর পুরুষের শাসনে, হে গাঁগি ! দ্বালোক
ও ভূলোক বিধৃত হইয়া স্থিতি করিতেছে ॥ ৬ ॥

ভূলোক ভিন্ন সূর্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্রাদি অন্তর্গত যত জ্যোতির্বিশিষ্ট

লোক, সমুদায়ের সাধারণ নাম দ্যলোক। আমারদেব পদতলে
যে এই ভূলোক, এবং মন্ত্রকের উপরে যে দ্যলোক, স্কলই সেই
মঙ্গলস্বরূপ বিশ্বপাত্তির প্রশাসনে নিয়ত স্থিতি করিতেছে। তাহাদের
এক কণামাত্রও তাঁহার নিয়মের বহিভূত হইতে পারে না ॥ ৬ ॥

২০

“এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গাঁগি নিমেষা-
মুহূর্তা অহোরাত্রাণ্ডিমাসামাসা ঝতবঃ সংবৎসরা-
ইতি বিধৃতাস্তিষ্ঠন্তি ॥ ৭ ॥

‘এতস্য বৈ অক্ষরস্য প্রশাসনে’ হে ‘গাঁগি’ ‘নিমেষা’ মুহূর্তা。
অহোরাত্রাণি অন্ডগামাঃ মাসাঃ ঝতবঃ সংবৎসরাঃ ইতি’ এতে
কালাবয়বাঃ ‘বিধৃতাঃ তিষ্ঠন্তি’ ॥ ৭ ॥

এই অক্ষর পুরুষের শাসনে, হে গাঁগি ! নিমেষ;
মুহূর্ত, অহোরাত্র, পক্ষ, মাস, ঝতু, সংবৎসর, সমুদায়
বিধৃত হইয়া স্থিতি করিতেছে ॥ ৭ ॥

কালে কালে যে সমুদায় ঘটনা ঘটিতেছে, তাহা তাঁহারই
নিয়মে ঘটিতেছে। তাঁহার অনতিক্রমণীয় নিয়মের বহিভূত হইয়া
স্বল্প-মাত্র ঘটনাও ঘটিতে পারে না ॥ ৭ ॥

২১

এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গাঁগি প্রাচ্যে-

হস্তানন্দঃ শুন্দন্তে শ্বেতেভ্যঃ পর্বতেভ্যঃ প্রতীচ্যে-
ইত্যাঃ ॥ ৮ ॥

তথা ‘এতস্ত নৈ অক্ষরস্ত প্রশাসনে’ হে ‘গার্গি’ ‘প্রাচ্যঃ’
‘আগঞ্জনাঃ পূর্বদিগঘনাঃ ‘নন্দঃ’ ‘শুন্দন্তে’ স্বৰ্ণস্তি ‘শ্বেতেভ্যঃ’
হিমবদ্বাদিভাঃ ‘পর্বতেভ্য’ গিরিভাঃ ‘প্রতীচ্যঃ’ প্রতীচিদিগঘনাঃ
‘অন্ত্যাঃ’ নন্দঃ শুন্দন্তে বহুভ্যঃ পর্বতেভ্যাঃ। তাংস্তা নন্দোযথা
প্রবর্ণিতা এবং নিয়তাঃ প্রবর্তন্তে ॥ ৮ ॥

এই অক্ষর পুরুষের শাসনে, হে গার্গি ! অনেকানেক
পূর্ববাহিনী পশ্চিমবাহিনী নদী শ্বেত পর্বতসকল হইতে
স্যন্দমান হইতেছে ॥ ৮ ॥

পরম মঙ্গল্য পরমেশ্বরের নিয়মে দেগবতৌ নদসকল তুষারা-
বৃত উচ্চ উচ্চ পর্বত হইতে নিঃস্থত এবং প্রবাহিত হইয়া অসংখ্য
জীবজন্মদিগের অতি উপকারিণী ও কল্যাণদায়িনী হইয়াছে।
দৃষ্টি-বহিভূত কোন অপরিজ্ঞাত পর্বতের কোন অনিদিষ্ট স্থানে
দে জলরাশি সঞ্চিত হয়, আমরা তাহা হইতে শত শত ঘোড়ান
দূরে থাকিয়াও তাহা অনায়াসে প্রাপ্ত হইতেছি ॥ ৮ ॥

২২

যোবা এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাহস্মিন্ম লোকে
জুহোতি যজ্ঞতে তপস্তপ্যতে বহুনি বর্ষসহস্রাণ্য-
স্তবদেবাস্তু তন্তুবতি ॥ ৯ ॥

‘ষঃ বৈ’ ‘এতদক্ষরৎ’ হে ‘গার্গি’ ‘অবিদিত্বা’ অবিজ্ঞায় ‘অশ্চিন্তোকে জুহোতি যজ্ঞতে তপস্তপ্যতে’ যদ্যপি ‘বহুনি বর্ষসহস্রাবণি’ তথাপি ‘অস্তবৎ এব অস্ত্র’ ‘তৎ’ ফলঃ ‘ভবতি’ ॥ ৯ ॥

হে গার্গি ! যে ব্যক্তি এই অবিনাশী পুরুষকে না জানিয়া যদিও বহু সহস্র বৎসর এই লোকে হোম যাগ তপস্তা করে, তথাপি সে স্থায়ী ফল প্রাপ্ত হয় না ॥ ৯ ॥

মঙ্গল-স্বরূপ পরমেশ্বরকে হৃদয়ে সাক্ষাং জানিয়া তাহার সহিত প্রীতি-ভাব নিবন্ধ করিতে হইবে ; জানিয়া শুনিয়া তাহার কার্য্যে যোগ দিতে হইবে ; তবে তাহার সহবাস জনিত অনন্ত ফল লাভ করা আয় । তাহাকে না জানিয়া অভ্যনন্দ ও বিষয়সম্বৃদ্ধ হইয়া বাহা আড়স্বরের সহিত দিবারাত্রি তাহার উপাসনা করিলেও, বালোকরঞ্জন বৃগ্নি যাগ যজ্ঞ ক্রিয়া-কলাপে শরীর ও মনকে নিপাত করিলেও, অগবং মান মর্যাদা ষশঃ কীর্তি প্রাপ্তির আশ্বাসে আপনার যথা-সর্বস্ব বিতরণ করিয়া দিলেও, ইশ্বরের সহিত তাহার কিছুমাত্র সম্বন্ধ নিবন্ধ করা হয় না ; সুতরাং তাহার অনন্ত ফল লাভ হব না । যে ব্যক্তি পরমেশ্বরের জ্ঞান লাভ পূর্বক এবং তাহাকে প্রীতি পূর্বক তাহার প্রিয় কার্য্য সম্পাদন করিবার উদ্দেশ্যে তাহার প্রতিষ্ঠিত ধর্মাচরণ করেন, তাহাতে, ধর্মের সমুদ্রে লক্ষণ প্রাপ্ত হয়, এবং তিনি অনন্ত কাল পর্যন্ত পরম প্রার্থনীয় অক্ষয় ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করিতে থাকেন ॥ ৯ ॥

যোবা' এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাস্মাল্লোকাং প্রেতি
স কৃপণঃ । অথ য এতদক্ষরং গার্গি বিদিত্বাস্মাল্লোকাং
প্রেতি স ত্রাক্ষণঃ ॥ ১০ ॥

'ষঃ বৈ এতৎ অক্ষরং' হে 'গার্গি' 'অবিদিত্বাঃ অস্মাং লোকাং
প্রেতি' 'সঃ' 'কৃপণঃ' পণ্ডক্রীত ইব দাসঃ । 'অথ ষঃ এতৎ 'অক্ষরং'
হে 'গার্গি বিদিত্বা অস্মাং লোকাং প্রেতি' 'সঃ ত্রাক্ষণঃ' ॥ ১০ ॥

হে গার্গি ! যে ব্যক্তি এই অবিনাশী পুরুষকে
নথ জানিয়া এ লোক হইতে অবস্থত হয়েন, তিনি
কৃপাপাত্র, অতি দীন । আর যিনি এই অবিনাশী
পুরুষকে জানিয়া এ লোক হইতে অবস্থত হয়েন, তিনি
ত্রাক্ষণ ॥ ১০ ॥

ভূমগুলে যাবতীয় জীব আছে, তন্মধ্যে কেবল মনুষ্যটি ব্রহ্ম-
জ্ঞান-লাভে অধিকারী । পরাম্পর পরমেশ্বরকে এবং তাহার
প্রতিষ্ঠিত ধর্মসমুদায়কে জানিবার অধিকার আছে বলিয়াই মনুষ্য-
নামের এত গৌরব হইয়াছে । যিনি এই পরমোংকৃষ্ট মনুষ্য-জন্ম
প্রাপ্ত হইয়াও তাঁগাকে জানিতে না পারিলেন, তাহার অপেক্ষা
হতভাগ্য আরু কে আছে ? পরম-প্রাপ্তি-ভাজন পরমেশ্বরকে
উপলক্ষি করিয়া যে অনিবিচ্ছিন্নীয় আনন্দ অনুভূত হয়, তাহার
স্বাদ গ্রহেও যিনি সমর্থ না হইলেন, তাহার অপেক্ষায় দীন আর

কোন্ ব্যক্তি ? তিনি কুপামাত্র, অতি দীন ! তাহার জন্ম ভার-
বাহক পশ্চ-জন্ম। আর যিনি তাহাকে জানিয়া এ লোক হইতে
প্রস্থান করেন, তিনি পরম ভাগ্যবান् ; তিনি মহুষদিগের মধ্যে
শ্রেষ্ঠ, তিনিই ব্রাহ্মণ ॥ ১০ ॥

২৪

তদ্বা এতদক্ষরং গার্গাদৃষ্টং দ্রষ্ট শ্রতৃঃ শ্রোত্রমতং
মন্ত্রবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাত্রেতশ্চিন্ন খলক্ষরে গার্গাকাশ
ওতশ্চ প্রোতশ্চ ॥ ১১ ॥

‘তৎ বৈ এতং অক্ষরং’ হে ‘গার্গি’ ‘অদৃষ্টং’ ন কেনাচ্চ দৃষ্টং
অবিষয়ত্বাং ; ‘স্বযন্ত্র ‘দ্রষ্ট’ ; তথা ‘অশ্রুতং’ শ্রোত্রস্থাবিষয়ত্বাং,
স্বযন্ত্র ‘শ্রোতৃ’ ; তথা ‘অমতং’ মনসোহবিষয়ত্বাং, স্বযন্ত্র ‘মন্ত্’ ;
তথা ‘অবিজ্ঞাতং’ বুদ্ধিবিষয়ত্বাং ; স্বযন্ত্র ‘বিজ্ঞাতৃ’। ‘এতশ্চিন্ন
উ খলু অক্ষরে’ হে ‘গার্গি’, ‘আকাশঃ’ ‘ওতঃ চ প্রোতঃ চ’ সর্বতো-
ব্যাপ্ত ইত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

হে গার্গি ! এই অবিনাশী পুরুষকে কেহ দর্শন
করে নাই, কিন্তু তিনি সকলই দর্শন করেন ; কেহ
তাহাকে শ্রতিগোচর করে নাই, কিন্তু তিনি সকলই
শ্রবণ করেন ; কেহ তাহাকে মনন করিতে সমর্থ হয়
নাই, কিন্তু তিনি সকলকেই মনন করেন ; কেহ তাহাকে

জ্ঞাত হয় নাই, কিন্তু তিনি সকলই জানেন। হে গার্গি !
আকাশ এই অবিনাশী পরমেশ্বরেতে ওত প্রোত ভাবে
ব্যাপ্ত রহিয়াছে ॥ ১১ ॥

আমরা দর্শন শ্রবণ মনন প্রভৃতি ধাবতীয় ব্যাপার দ্বারা যাহা
কিছু জানিতে পারি, তাহা তিনি জানিতেছেন : এবং আমরা
যাহা না জানিতে পারি, তাহা ও তিনি জানিতেছেন। কিন্তু তিনি
কাহারও দর্শন শ্রবণ মনন বিজ্ঞানের বিষয় নহেন। তিনি
আপনাকে আপনি বেমন জানিতেছেন, তেমন করিয়া তাহাকে
আর কেহই জানিতে পারে না ; অনন্ত-স্বরূপকে বুদ্ধি বুঝিয়া
অন্ত করিতে পারে না। এই অনন্ত অক্ষর পুরুষের দ্বারা আকাশ
ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। এমত স্থান নাই, যেখানে এই সর্বব্যাপী
পরমেশ্বর নাই ॥ ১১ ॥

২৫

ভীষাহস্মাদ্বতঃ পবতে ভীষোদেতি সূর্যঃ ।

ভীষাহস্মাদগ্নিশেচ্ছৃঞ্চ মৃত্যুধার্বতি পঞ্চমঃ ॥ ১২ ॥

‘ভীষা’ ভয়েন ‘অশ্বাঃ’ ব্রহ্মণঃ ‘বাতঃ পবতে’, ‘ভীষা উদেতি
সূর্যঃ’। ‘ভীষা অশ্বাঃ অগ্নিঃ চ ইঙ্গঃ চ মৃত্যঃ ধার্বতি পঞ্চমঃ’।
নিগ্রন্মেনান্ত ব্রহ্মণোগহার্তাঃ বাতাদযঃ পবনাদিকার্য্যেষু নিরুন্তরং
প্রবর্ত্তন্তে ॥ ১২ ॥

ইহার ভয়ে বায়ু প্রবাহিত হইতেছে ; ইহার ভয়ে

সূর্য উদয় হইতেছে ; ইহার ভয়ে অগ্নি ও মেষ ও মৃত্যু
ধাবিত হইতেছে ॥ ১২ ॥

সেই গঙ্গাকর অক্ষর পুরুষের শাসনে বায়ু, সূর্য, অগ্নি, মেষ,
মৃত্যু প্রভৃতি সকলে মিলিয়া এই জগতের উপকার-সাধনে নিরুত্ত
প্রবৃত্ত রহিয়াছে ॥ ১২ ॥

২৬

যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্বং প্রাণ এজতি নিঃস্ততং ।
মহন্তয়ং বজ্রমুদ্যতং য এতদ্বিদুরমৃতান্তে ভবন্তি ॥ ১৩ ॥

‘য়’ ‘কিঞ্চ’ ‘ইদং’ ‘জগৎ সর্বং’ “প্রাণে” পরাম্পরা ব্রহ্মণি সতি
‘এজতি’ কম্পতে, নিয়মেন চেষ্টতে, অতএব ‘নিঃস্ততং’ নির্গতম্।
যদেব জগদ্বপ্ত্যাদিকারণং ব্রহ্ম, তৎ ‘মহন্তয়ং’, মহচ্ছ তৎ ভয়ঞ্চ,
বিভেত্যস্মাদিতি, ‘বজ্রং উদ্যতং’ উদ্যতমিব বজ্রং। যদা বজ্রোদ্যত-
করং স্বামিনমভিমুখীভূতং দৃষ্টু। দ্রুত্যা নিয়মেন তচ্ছাসনে প্রবর্ণন্তে,
তথেদং চক্রাদিত্য-গ্রহ-নক্ষত্রাদি-লক্ষণং জগৎ নিয়মেনা বিশ্রাম্য
বর্ততে ইত্যুভং ভবতি। ‘যে’ ‘এতৎ’ স্বাচ্ছ-প্রভৃতি-সাক্ষিভূতং
একং ব্রহ্ম ‘বিদুঃ’ বিজানন্তি, ‘অমৃতাঃ’ অগরণ-ধর্মাণঃ ‘তে
ভবন্তি’ ॥ ১৩ ॥

এই প্রাণ-স্বরূপ পরমেশ্বরের অধিষ্ঠান প্রযুক্ত তাঁহা
হইতে নিঃস্তত এই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড যথা-নির্দিষ্ট নিয়মে

প্রবর্তিত রহিয়াছে। তিনি উদ্গত বজ্জের শ্বায় মহাভয়ানক।
ঁাহারা টাঁহাকে জানেন, তাঁহারা অমর হয়েন ॥ ১৩ ॥

পরমেশ্বর এই জগতের প্রাণ; তাঁতা হইতে সকলে উৎপন্ন
হইয়া এবং একমাত্র তাঁহাকেই অবলম্বন করিয়া সকলে জীবিত
রহিয়াছে। কেহই তাঁহার ইচ্ছাকে অতিক্রম করিতে পারে না;
সকলেই তাঁহার শাসনে আপন আপন কর্মে নিযুক্ত রহিয়াছে।
যে ব্যক্তি পাপে আসক্ত হইয়া তাঁগার প্রতিষ্ঠিত ধর্মসেতু লভ্যন
করিতে প্রবৃত্ত হয়, তাঁহার নিকটে তিনি উদ্বাত বজ্জের শ্বায়
মহা-ভয়ানক হয়েন। ঁাহারা এই পরমেশ্বরকে জানেন, তাঁহারা
অমর হয়েন ও অক্ষয় ব্ৰহ্মানন্দ উপভোগ কৰেন ॥ ১৩ ॥

চতুর্থাংধ্যায়ঃ

২৭

শ্রোতৃস্ত শ্রোতৃং মনসোমনো যদ্বাচো হ বাচম্ ।
স উ প্রাণস্ত প্রাণচক্ষুষচক্ষুঃ ॥ ১ ॥

‘শ্রোতৃস্ত শ্রোতৃং,’ অস্তি বিদ্বুদ্বিগম্যং সর্বান্তরতমং কুটহম্
অজরম্ অমৃতম্ অভয়ম্ অজং শ্রোতৃস্তাপি শ্রোতৃং তৎসামর্থ্য-
নিমিত্তম্ ইতি । তথা ‘মনসঃ মনঃ’ ‘যৎ’ ব্রহ্ম । ‘বাচঃ হ’ ‘বাচং’
বাক্, তথা ‘সঃ উ প্রাণস্ত প্রাণঃ’ তথা ‘চক্ষুঃ চক্ষুঃ’ ॥ ১ ।

যিনি শ্রোত্রের শ্রোতৃ, মনের মন, বাক্যের বাক্য ;
তিনি প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু ॥ ৯ ॥

পরমেশ্বর হইতেই চক্ষুঃ, শ্রোতৃ, বাগিক্রিয়, মন, প্রাণ, আপন
আপন শক্তি লাভ করয়াছে, এবং তাহার আশ্রয়ে থাকিয়াই
তাহারা সেই সকল শক্তিকে স্ব স্ব কার্য্যে নিয়োগ করিতে
পারিতেছে । অতএব তিনি শ্রোত্রের শ্রোতৃ, মনের মন, বাক্যের
বাক্য, প্রাণের প্রাণ, ও চক্ষুর চক্ষু বলিয়া উক্ত হইয়াছেন ।
তিনি যেমন চক্ষুর চক্ষু কিন্তু স্বয়ং চক্ষু নহেন, শ্রোত্রের শ্রোতৃ
কিন্তু স্বয়ং শ্রোতৃ নহেন, তদ্বপ মনের মন কিন্তু স্বয়ং মন
নহেন । তিনি অপরিমিত-জ্ঞান-স্বরূপ । তিনি সকলের কারণ
ও আশ্রয় ॥ ১ ॥

২৮

ন তত্ত্ব চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাগ্ গচ্ছতি নোমনো ন
বিদ্যোন “বিজানীমোয়ায়েতদনুশিষ্যাত্ । অন্তদেব
তবিদিতাদথে অবিদিতাদধি । ইতি শুক্রম পূর্বেবষাঃ
যে নস্তদ্ব্যাচচক্ষিরে ॥ ২ ॥

যশ্চাঽ শ্রোত্রাদেরপি শ্রোত্রাদি ব্রহ্ম, অতঃ ‘ন’ ‘তত্ত্ব’ তস্মিন्
ব্রহ্মণি ‘চক্ষুঃ গচ্ছতি,’ তথা ‘ন বাক্ গচ্ছতি’: অভিধেয়ং প্রতি
‘বাগ্ গচ্ছতি, ব্রহ্ম তু অনভিধেয়ম্, অতো ন বাগ্ গচ্ছতি; ‘নো
মনঃ’ গচ্ছতি । ইজ্জিয়মনোভ্যাঃ হি বস্তুনোবিজ্ঞানঃ, তদগোচর-
ত্বাঃ ‘ন বিদ্যঃ’ তৎ ব্রহ্ম । ইত্যতঃ ‘ন বিজানীমঃ’ ‘নথা’ ষেন
প্রকাবেণ ‘এতৎ’ ব্রহ্ম ‘অনুশিষ্যাত্’ উপদিশে শিষ্যায় । ‘অন্তৎ’
প্রথক্ত ‘এব’ ‘তৎ’ প্রকৃতৎ ব্রহ্ম ‘বিদিতাত্’ জ্ঞাতাত্ বস্তুনঃ; ‘অথে’
অপি ‘অবিদিতাত্’ অজ্ঞাতাত্, ‘অধি’ উত্ত্বপর্যার্থে, অন্তৎ । ‘ইতি
শুক্রম’ শুক্রবস্ত্রেবয়ং ‘পূর্বেবাঃ’ আচার্য্যাণাঃ বচনঃ, ‘ষে’
আচার্য্যাঃ ‘নঃ’ অস্ত্বভ্যাঃ ‘তৎ’ ব্রহ্ম ‘ব্যাচচক্ষিরে’ ব্যাখ্যাতবস্তঃ,
বিস্পষ্টঃ কথিতবস্তঃ ॥ ২ ॥

তিনি চক্ষুর গম্য নহেন, বাক্যের গম্য নহেন, এবং
মনেরও গম্য নহেন । আমরা তাহার বিশেষ কিছুই
জানি না; এবং ইহাও জানি না যে কি প্রকারে তাহার
উপদেশ দিতে হয় । তিনি বিদিত কি অবিদিত তাৰৎ

বস্ত হইতে ভিন্ন। ষে সকল পূর্ব পূর্ব আচার্যোরা
আমারদিগকে ব্রহ্ম-বিষয় ব্যক্ত করিয়া ‘কহিয়াছেন,
তাহারদিগের সন্ধিধানে এই প্রকার শুনিয়াছি ॥ ২ ॥

যিনি চক্ষুর চক্ষু হইয়াও চক্ষুর অগোচর, বাক্যের বাক্য হইয়াও
বাক্যের অগোচর, মনের মন হইয়াও মনের অগোচর, তাহার
বিষম্লেষ্টপদেশ এই মাত্র যে, তিনি বিদিত কি অবিদিত তাৎক্ষণ্য
বস্ত হইতে ভিন্ন। আমাদিগের নিকটে যত বস্ত বিশেষ রূপে
বিদিত আছে, তিনি তাহার কিছুই নহেন; এবং যত পরিমিত
স্থৃত বস্ত অবিদিত আছে, তাহারও তিনি কিছুই নহেন। তিনি
বিদিত কি অবিদিত সমুদয় পরিমিত বস্তর সৃষ্টিকর্তা, অশ্রিয়দাতা
ও নির্বাহিতা, ও সকলের অস্তর্গত, এবং সকল হইতে ভিন্ন ও
স্বতন্ত্র। পূর্ব পূর্ব আচার্যদিগেরও এই উপদেশ ॥ ২ ॥

২৯

যদ্বাচানভূদিতং যেন বাগভূত্যতে ।

তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্বি নেদং যদিদমুপাসতে ॥ ৩ ॥

‘ষৎ’ ব্রহ্ম ‘বাচা’ ‘অনভূদিতং’ অপ্রকাশিতং, ‘যেন’ ব্রহ্মণা
‘বাক্’. বিবক্ষিতেহর্থে ‘অভূত্যতে’ প্রকাশতে প্রযুক্ত্যত ইত্যে-
তৎ। ‘তৎ এব’ ভূমাখ্যং ‘ব্রহ্ম’ বিদ্বি বিজানীহি ‘তৎ’। ‘ন
ইদং’ ব্রহ্ম ‘ষৎ’ ‘ইদং’ ইঙ্গিয়মনোগ্রাহং দেখকালপরিচ্ছন্নং
‘উপাসতে’ ॥ ৩ ॥

যিনি বাক্যের বচনীয় নহেন, বাক্য যাহার দ্বারা
প্রেরিত হয়, তাহাকেই তুমি ব্রহ্ম বলিয়া জ্ঞান ; লোকে
যে কিছু পরিমিত পদার্থের উপাসনা করে, তাহা
কখন ব্রহ্ম নহে ॥ ৩ ॥

বাক্য যাহা হইতে কহিবার শক্তি পাইয়াছে, তিনি ব্রহ্ম।
যাহার অধিষ্ঠানে বাক্য প্রকাশিত হয়, কিন্তু বাক্য দ্বারা তিনি
প্রকাশিত হন না। লোকে ‘এই’ বলিয়া নির্দেশ করত যে
সকল পরিমিত পদার্থের উপাসনা করে, তাহা তিনি নহেন।
কেহ কেহ জল বায়ু, অগ্নি শিলা, পশ্চ পক্ষী, বৃক্ষ লতার
উপাসনা করে : কেহ বাচন্ত্র সূর্য গ্রহ নক্ষত্রের উপাসনা করে :
কেহ ঘনঃ-কল্পিত দেব দেবীর প্রতিমূর্তির উপাসনা করে ; কত
লোকে অসামান্য-ক্ষমতাপন্ন মহাযু-বিশেষকে ঈশ্঵রাবতার জ্ঞান
করিয়া উপাসনা করে ; কিন্তু ইহার কিছুই ব্রহ্ম নহে। ইহাদের
উপাসনাতে ব্রহ্মের উপাসনা হয় না ॥ ৩ ॥

৩০

যমনসা ন মনুতে যেনাহৃষ্ণনোমতম् ।

তদেব ব্রহ্ম তৎ বিদ্ধি নেদং যদিদভুপাসতে ॥ ৪ ॥

‘যৎ’ মনসোহবভাসকং ব্রহ্ম ‘মনসা’ ‘ন’ ‘মনুতে’ সঙ্কল্পযুক্তি
‘মনঃ’ ‘যেন ব্রহ্মণা ‘গতৎ’ বিষবৌক্ততঃ ‘আহিঃ’ কথয়ন্তি ব্রহ্মবিদঃ ।

‘তৎ এব’ মনসোমনঃ ‘ত্রক্ষ’ ‘বিদ্বি’ ‘তৎ’। ‘ন’ ‘ইদং’ ত্রক্ষ
‘যৎ ইদং’ পরিচ্ছব্বং ‘উপাসতে’ ॥ ৪ ॥

ত্রক্ষাখিৎ আচার্য্যেরা কহেন,—লোকে মনের দ্বারা •
যাহাকে মনন করিতে পারে না, যিনি মনের প্রত্যেক
মননকে জানেন, তাহাকেই ত্রক্ষ বলিয়া জ্ঞান ; লোকে
যে কিছু পরিমিত পদার্থের উপাসনা করে, তাহা কখন
ত্রক্ষ নহে ॥ ৪ ॥

পরিগিত পদার্থকেই মন মনন করিতে পারে। কিন্তু অনন্ত-
জ্ঞান-স্বরূপ যে ত্রক্ষ, তাহাকে মন কি শ্রকারে মনন করিবে ?
তিনি মনের বিদ্য নহেন। সেই পূর্ণ-স্বরূপকে কেহ মনন করিতে
পারে না ; কিন্তু তিনি সকলকেই মনন করেন। তিনি আমার-
দিগের সমুদয় ভাব, সমুদয় ইচ্ছা, সমুদয় কর্মের সাক্ষি-স্বরূপ ;
তাহার নিকটে অঙ্ককার কুকুরকে আচ্ছব করিতে পারে না, এবং
অপবাদও সৎ কম্বকে স্নান করিতে পারে না ॥ ৪ ॥

৩১

যদি মন্ত্রসে স্ববেদেতি দ্বিমেবাপি লুন তৎ
বেথ ত্রক্ষণোরূপম্ ॥ ৫ ॥

অহং স্বস্ত বেদ ত্রক্ষেতি প্রতিপত্তিঃ মৈধ্যেব, তদেবেহ
প্রতিপাদিতং। ‘যদি’ কদঃচিং ‘মন্ত্রসে’ ‘স্ববেদ ইতি’, অহং ত্রক্ষ

স্তু বেদেতি, ‘দ্বঃ’ অলং ‘এব অপি মূনং’ ‘তঃ’ ‘বেথ’ জানীবে
‘ত্রক্ষণঃ কৃপম্॥ ৫॥

যদি এমন মনে কর যে আমি ত্রক্ষকে সুন্দর রূপে
জানিয়াছি, তবে নিশ্চয় তুমি ত্রক্ষের স্বরূপ অতি অল্প
জানিয়াছ ॥ ৫ ॥

যিনি মনে করেন, আমি ত্রক্ষকে সুন্দর রূপে জানিয়াছি,
তিনি ত্রক্ষের বিষয় অতি অল্পই জানিয়াছেন ; কারণ ইহা তাহার
জানা হয় নাই যে, অনন্ত-স্বরূপ ত্রক্ষকে সুন্দর রূপে জানা যায়
না । তিনি হয়তো ত্রক্ষকে কোন মুক্তিমান् পদার্থ-তুল্য বোধ
করিয়াও তৃপ্ত আছেন । কিংবা তাহা হইতে যদি স্মৃত বুঝিয়া
থাকেন, তবে দেহ-শৃঙ্গ পরিমিত মনের মত কোন পদার্থ বোধ
করিয়া থাকিবেন । তিনি কদাপি ইহা জানিতে পারেন নাই
যে, তাহার শরীরও নাই, এবং মনও নাই । তাহার শরীর
থাকিলে তিনি প্রত্যক্ষের বিষয় হইতেন, এবং মন থাকিলেও
মনের গ্রাহ হইতেন । অনেক লোক এমন আছেন যে, ত্রক্ষের
যে শরীর নাই, তাহা বুঝিয়াছেন ; কিন্তু তাহার যে মন নাই,
তাহা স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারেন নাই । তাঙ্গারা সেই শুক মুক্ত
অনন্ত-জ্ঞান-স্বরূপে পরিগতি মনের বৃত্তিমূল আরোপ করেন ।
তাঙ্গারা মনে করেন যে, তাহার ক্রোধ আছে, তাহার ব্রেষ
আছে, তাহার প্রেহ আছে, তাহার করুণা আছে, তাহার
পক্ষপাতিতা আছে । তাহাতে এই সকল মনের ধর্ম থাকিলে
তাহাকে সুন্দর রূপে জানা যাইত । স্মৃতরাং যাহারা মনে করেন

বে, তাঁহাকে সুন্দর রূপে জানিয়াছি, তাঁহারা তাঁহাতে এই সকল
মনের ধর্ম, এবং তন্মধ্যে যাহারা সৃলদশী, ত্বংগারা। তাঁহাতে
শরীরের ধর্ম আরোপ করেন। মন যে বস্ত, তাহা প্রত্যক্ষের
অগোচর, অতি শূল্ক বস্ত। তাহা হইতে শূল্ক বস্ত যিনি, যাহাতে
মনেরও কোন ধর্ম নাই, তাঁহাকে আমরা কি প্রকারে সুন্দর
রূপে জানিতে পারি? এই সমুদয় জগৎ-কোশলের কারণ যিনি,
তাঁহার অবশ্য জ্ঞান আছে; কিন্তু সে জ্ঞান কি আমারদের মানসিক
জ্ঞানের গ্রায় পরিমিত? সেই অনন্ত জ্ঞানকে আমরা আমারদের
ক্ষুদ্র বুদ্ধি দ্বারা কি আয়ত্ত করিতে পারি? তিনি এই জগৎ
স্থষ্টি করিয়াছেন, এবং অদ্যাপি রক্ষা করিতেছেন, সুতরাং
প্রতীতি হইতেছে যে, তাঁহার সূজীন ও রক্ষণের শক্তি আছে।
কিন্তু সে শক্তি কি আমারদের শক্তির গ্রায় পরিমিত? তাঁহার
সেই অচিন্ত্য শক্তি কি আমরা মনেতে ধারণা করিতে পারি?
যিনি এই স্থষ্টির মঙ্গলের নিমিত্তে দয়া, স্নেহ, প্রেমের স্থষ্টি
করিয়াছেন, তাঁহার প্রেম কি আমারদিগের এই ক্ষুদ্র মানসিক
প্রেমের গ্রায়? সেই সত্য সুন্দর মঙ্গলস্বরূপের দুরবগাহ গন্তব্য
প্রেমে কোন বাক্তি বুদ্ধি নিবেশ করিতে পারে? ৫॥

নাহং মন্ত্যে স্ববেদেতি নো ন বেদেতি বেদ চ।

যোনস্তব্বেদ তত্ত্বেদ নো ন বেদেতি বেদ চ॥ ৬॥

‘ন অহং মন্ত্রে সুবেদ’ ব্ৰহ্ম ‘ইতি’। নৈবং, তহি বিদিতং
অয়া ব্ৰহ্মেত্যুক্ত আহ, ‘নো ন বেদ ইতি’। বেদৈবেতি, ‘বেদ
চ’, নো। ‘যঃ’ কশ্চিং, ‘নঃ’ অস্মাকং মধ্যে, ‘তৎ’ উক্তং বচনং,
তত্ততঃ ‘বেদ’, সঃ ‘তৎ’ ব্ৰহ্ম ‘বেদ’। কিং পুনস্তদ্বচনমিত্যাহ,
‘নো ন বেদেতি বেদ চ’ ইতি ॥ ৬ ॥

আমি ব্ৰহ্মকে সুন্দৱ রূপে জানিয়াছি, এমন মনে
কৰি না। আমি ব্ৰহ্মকে যে না জানি এমনো নহে, জানি
যে এমনো নহে। “আমি ব্ৰহ্মকে যে না জানি” এমনো
নহে, জানি যে এমনো নহে” এই বাক্যের মৰ্ম্ম যিনি
আমাদিগের মধ্যে জানেন, তিনিই তাহাকে জানেন ॥ ৬ ॥

“আমি ব্ৰহ্মকে যে না জানি এমনও নহে”, অর্থাৎ আমি যে
ব্ৰহ্মের ভাব একেবাবে কিছুই জানিতে পাবি নাই, এগত নহে।
আর্মি জ্ঞান-প্ৰসাদে তাহার অনাদ্যনন্দ পূৰ্ণ ভাব, তাহার সত্তা-সুন্দৱ-
মঙ্গল ভাব প্রতীতি কৰিয়াছি ; কিন্তু পরিমিত পদাৰ্থেৰ গ্রায় বিশেষ
কৰিয়া তাহাকে বুদ্ধিৰ আয়ত্ত কৰিতে পারি নাই। যিনি বিশুদ্ধ
জ্ঞান-নেত্ৰ দ্বাৰা তাহাকে সাক্ষাৎ দেখিয়া তাহার পূৰ্ণ ভাব জানিয়াছেন,
তিনি এই বচনেৰ মৰ্ম্ম সম্বৰ্ক রূপে বুঝিয়াছেন ॥ ৬ ॥

‘যদ্র’ ব্রহ্মবিদঃ ‘অমতঃ’ অবিজ্ঞাতঃ অবিদিতঃ ব্রহ্মেতি ‘তদ্র’
‘মতঃ’ জ্ঞাতঃ সম্যক্ ব্রহ্মেত্যভিপ্রায়ঃ। ‘যদ্র’ পুনঃ ‘মতঃ’
জ্ঞাতঃ, বিদ্বিতঃ মধ্যা ব্রহ্মেতি নিশ্চয়ঃ, ‘ন’ ব্রহ্ম ‘বেদ’ বিজ্ঞানাতি
‘সঃ’। অবিজ্ঞাতঃ’ অমতঃ অবিদিতমেব ব্রহ্ম ‘বিজ্ঞানতাঃ’ সম্যক্
বিদিতবতামিত্যেতৎ। ‘বিজ্ঞাতঃ’ বিদিতঃ ব্রহ্ম ‘অবিজ্ঞানতাঃ’
অসম্যদশিনাঃ ॥ ৭ ॥

ঠাহারা একুপ নিশ্চয় হয় যে আমি ব্রহ্ম-স্বরূপ
জানি নাই, ঠাহারই ব্রহ্মকে জানা হইয়াছে। আর
ঠাহার একুপ নিশ্চয় হয় যে আমি ব্রহ্ম-স্বরূপ জানিয়াছি
ঠাহার ব্রহ্মকে জানা হয় নাই। উভয় জ্ঞানবান् ব্যক্তির
বিশ্বাস এই যে, আমি ব্রহ্ম-স্বরূপ জানি নাই। যে ব্যক্তি
তাদৃশ জ্ঞানবান् নহে, তাহার এই বিশ্বাস যে আমি ব্রহ্ম-
স্বরূপ জানিয়াছি ॥ ৭ ॥

ব্রহ্মের স্বরূপকে আমরা আমারদের পরিমিত ক্ষুদ্র বুদ্ধির দ্বারা
বিশেষ করিয়া যে বুঝিতে পারি না, ইহা বুঝিলেই ঠাহার অনা-
দ্যনস্ত পূর্ণ-স্বরূপ জানা হইল। যে জ্ঞানবান् পূর্ণ স্বীয় বিশ্ব
জ্ঞান-নেত্র দ্বারা সেই সত্য-সুন্দর-মঙ্গলের পূর্ণভাব প্রত্যক্ষবৎ
প্রতীতি করিয়াছেন, তিনিই জানেন যে ঠাহার ভাবের অন্ত
পাওয়া যায় না ॥ ৭ ॥

ଇହ ଚେଦବେଦୀଦଥ ସତ୍ୟମନ୍ତି
ନ ଚେଦିହାବେଦୀମହତୌ ବିନଷ୍ଟିଃ ।
ଭୂତେସୁ ଭୂତେସୁ ବିଚିନ୍ତ୍ୟ ଧୀରାଃ
ପ୍ରେତ୍ୟାମ୍ବାଲୋକାଦମୃତା ଭବନ୍ତି ॥ ୮ ॥

‘ଇହ’ ଏବ, ‘ଚେଦ’ ସଦି, ମନ୍ତ୍ରଗ୍ଯ ‘ଅବେଦୀ’ ବିଦିତବାନ् (ସଥୋକ୍ତ-
ଲଙ୍ଘଣଂ ବ୍ରଜ), ‘ଅଥ’ ତଦା, ‘ଅନ୍ତି’ ‘ସତ୍ୟ’ ପରମାର୍ଥତଃ । ‘ଇହ’
ଜୀବନ्, ‘ଚେଦ’ ସଦି, ‘ନ’ ‘ଅବେଦୀ’ ବିଦିତବାନ्, ‘ମହତୀ’ ଦୀର୍ଘା,
‘ବିନଷ୍ଟି’ ବିନଶନଂ । ତମାଦେବଂ ‘ଶୁଣଦୋଷୋ’ ବିଜାନନ୍ତଃ, ‘ଭୂତେସୁ’
ଭୂତେସୁ ସ୍ଥାବରେସୁ ଚରେସୁ ଚ, ଏକଂ ବ୍ରଜ ‘ବିଚିନ୍ତ୍ୟ’ ବିଜ୍ଞାଯ ସାକ୍ଷାଂ-
କ୍ରତ୍ୟ, ‘ଧୀରାଃ’ ଧୀମନ୍ତଃ ‘ପ୍ରେତ’ ଉପରମ୍ୟ ‘ଅମ୍ବାଂ ଲୋକାଂ’ ‘ଅମୃତାଃ
ଭବନ୍ତି’ ॥ ୮ ॥

ଏଥାନେ ତାହାକେ ଜାନିତେ ପାରିଲେ ଜନ୍ମ ସାର୍ଥକ ହୟ,
ମା ଜାନିତେ ପାରିଲେ ମହାନ୍ ଅନର୍ଥ ଉପଶ୍ଚିତ ହୟ । ଅତଏବ
ଧୀରେରା ସ୍ଥାବର ଜଙ୍ଗମ ସମୁଦ୍ରାଯ ବନ୍ଧୁତେ ଏକମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱରକେ
ଉପଲବ୍ଧି କରିଯା ଏ ଲୋକ ହଇତେ ଅବସ୍ଥତ ହଇୟା ଅମର
ହେଁନ ॥ ୮ ॥

ସଦିଓ ଆମାରଦିଗେର କୃଦ୍ର ବୁଦ୍ଧି ବ୍ରକ୍ଷେର ସ୍ଵକ୍ରପକେ ପରିମିତ
ପଦାର୍ଥେର ତ୍ରାୟ ବିଶେଷ କରିଯା ଆୟତ୍ତ କରିତେ ପାରେ ନା, ତଥାପି
ଆମରା ବୁଦ୍ଧିର ଭୂମି ସହଜ-ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ସକଳ କାରଣେର କାରଣ ଓ

সকল আধাৰেৱ মূলাধাৰ এবং সকল মঙ্গলেৱ নিদান-ভূত বলিয়া তাহার পূৰ্ণ মঙ্গল-ভাৱকে নিঃসংশয় কৃপে প্ৰতীতি কৰিয়া থাকি। জীবাত্মা ক্ষীণ-পাপ হইয়া সেই অনন্ত-স্বৰূপ জ্ঞান-স্বৰূপ মঙ্গল-স্বৰূপকে আপনাৰ অন্তৰে সকলেৱ আশ্রয়-কৃপে সাক্ষীৎ উপলক্ষ্য কৰিতে পাৱে। এই প্ৰকাৰে এই পৃথিবীতেই ঘাকিয়া তাহাকে জানিতে পাৱিলে জন্ম সাৰ্থক হয়। তাহাকে জানা অপেক্ষা আমাৰদিগেৱ জন্মেৱ সাৰ্থক্য আৱ কিমে হইতে পাৱে? তিনি যে আমাৰদিগকে তাহাকে জানিবাৰ অবিকাৰ প্ৰদান কৰিয়াছেন, ইহা তাহার সকল কৃপাৰ প্ৰবান কৃপা। আমাৰ এই ক্ষুদ্ৰ তিমিৱাৰুত পৃথিবীৰ জন্তু হইয়া সকলেৱ অতীত, সত্য সুন্দৰ মঙ্গল পুৰুষকে জানিতেছি, ইহা অপেক্ষা আমাৰদিগেৱ সৌভাগ্যেৰ বিষয় আৱ কি আছে? জগৎ-কোশল দেখিয়া কৌশল-কৰ্ত্তাৰ অনন্ত জ্ঞানেৱ পৰিচয় পাইতেছি, শুভোদেশ নিৰূপ-সূকল দেখিয়া নিয়ন্তাৰ মঙ্গল অভিপ্ৰায় অবগত হইতেছি, ও তাহার প্ৰতিষ্ঠিত ধৰ্মাচৰণ কৰিয়া আজ্ঞাকে উন্নত কৰিতেছি। এবং আমাৰদেৱ সকলেৱ প্ৰতি তাহার প্ৰেম দেখিয়া কৃতজ্ঞ হইয়া তাহার প্ৰেমে মগ্ন হইতেছি। তাহাকে যদি এখনে ঘাকিয়া না জানিলাম ও তাহার প্ৰেমে মগ্ন না রহিলাম, এবং তাহার প্ৰতিষ্ঠিত ধৰ্মাচৰণ না কৱিলাম, তবে আমাৰদেৱ কি হইল? কতকগুলিন সুবৰ্ণ-মুদ্ৰা সংগ্ৰহ কৱিয়া, কি বিপুল ষশো-মান লাভ কৱিয়া, অথবা নিঙ্কষ্ট-ইন্দ্ৰিয়সুখ ভোগ কৱিয়া কি মনুষ্যেৰ আজ্ঞা তৃপ্তি হইতে পাৱে? ভঙ্গুৰ মৃগ্য পদাৰ্থে বা দোষ-গুণ-

বিশিষ্ট অপূর্ণস্বভাবে প্রেম স্থাপন করিয়া কি. প্রেমের সার্থক্য হইতে পারে? যে ব্যক্তি সেই ব্রহ্মকে না জানিয়া, তাঁহার সহবাসজনিত নিত্য ভূমানন্দ হইতে বঞ্চিত হইয়া, পৃথিবীর কোন মলিন স্থখে লিপ্ত থাকে, তাহার মহান् অনর্থ উপস্থিত হয়। সে পুণ্যলোক হইতে বহু দূরে ভ্রমণ করে।

স্থাবর জঙ্গম সমুদ্রায় বস্ত্র কৌশল ও উদ্দেশ্য আলোচনা করিয়া ব্রহ্মজ্ঞানকে উদ্বীপন করিবেক, এবং আত্মপ্রসংস্কারকে পোষণ করিবেক। স্থাবর জঙ্গম সমুদ্রায় বস্ত্র তাঁহারই সৃষ্টি, তাঁহারই কৌশল। তাঁহারা তাঁহারই গঙ্গলভাব অকাশ করিতেছে, তাঁহারই মহিনা প্রসার করিতেছে, তাঁহারই নাম ঘোষণা করিতেছে। কি জ্যোতির্বিদ্যা, কি ভৃত্য বিদ্যা, কি চিকিৎসা-বিদ্যা, কি মনোবিজ্ঞান, কি আত্মতত্ত্ব, কি ধর্মনীতি. সকল বিদ্যাটি তাঁহার অনন্ত জ্ঞান ও গঙ্গল ভাবের উপদেশ দিতেছে। এই সমুদ্রায় বিদ্যা হইতে সকল বিদ্যার প্রতিষ্ঠা পরিশুল্ক ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিয়া ব্রহ্মবান् হইবেক, এবং এ লোক হইতে অবস্থৃত হইয়া অমৃতের আশ্রয়ে অমর হইবেক ॥ ৮ ॥

পঞ্চমোইধ্যায়

৩৫

ঈশা-বাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জ্ঞগৎ ।

তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃহঃ কস্তস্তিক্ষনং ॥ ১ ॥

‘ঈষ্টে ইতি’ ঈট, তেন ‘ঈশা’ পরমেশ্বরেণ; ‘আবাস্থং’
আচ্ছান্দীয়ং; ‘ইদং সর্বং’ ‘যৎ কিঞ্চ’ যং কিঞ্চিং, ‘জগত্যাং-
ব্রহ্মাণ্ডে, ‘জ্ঞগৎ’ তৎ সর্বং। ‘তেন ত্যক্তেন’ পাপ-পৰণা-ত্যাগেন
‘ভুঞ্জীথাঃ’ পরমাত্মানং। ‘মা গৃহঃ’ গৃহিম্ আকাঙ্ক্ষাং মা কাৰ্য্যাঃ,
ত্বং, ‘ধনং’ ‘কস্তস্তিক্ষনং’ কস্তস্তিক্ষনং ॥ ১ ॥

এই ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত যে কিছু পদার্থ, সমুদায়ই
পরমেশ্বর দ্বারা বাপা রহিয়াছে। পাপ-চিন্তা ও বিষয়-
লালসা পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মানন্দ উপভোগ কর;
কাহারও ধনে লোভ করিণ না ॥ ১ ॥

যেমন পক্ষিরা - আপনার শাবকদিগকে স্বীয় পক্ষ দ্বারা
আচ্ছাদন করিয়া রাখে, এবং বিবিধ বিষ্ণু হইতে তাহারদিগকে
রক্ষা করে, সেই প্রকার পরমেশ্বর দ্বারা এই সমুদায় জ্ঞগৎ
আচ্ছাদিত ও ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে এবং নিয়ত রক্ষা পাইতেছে।
তিনি জগতের বাজাধিরাজ, তিনি আমারদের পিতা পাতা
ও বন্ধু, তাহার শাসন সর্বত্র ব্যাপ্ত রহিয়াছে, তাহার প্রেম
সর্বত্র প্রকাশ পাইতেছে। পাপচিন্তা ও বিষয়-লালসা পরিত্যাগ

করিয়া সেই প্রেমান্পদকে লাভ কর, এবং পরমানন্দ উপভোগ কর। যেমন শরীরের বিকার রোগ, তদ্বপ মনের বিকার পাপ। রোগ হইলে যেমন অন্নাহারে প্রবৃত্তি থাকে না, তদ্বপ পাপাচরণ করিলে ত্রক্ষানন্দ উপভোগেরও ইচ্ছা হয় না। অতএব পাপ চিন্তা পাপানুষ্ঠান পরিত্যাগ দ্বারা মনকে সুস্থ ও পবিত্র করিয়া ত্রক্ষানন্দ উপভোগ করিবে। অপরাধী ও অসৎ পুত্র স্বীয় পিতার প্রতি কদাপি প্রেম করিতে পারে না; এবং আপনার প্রতি তাহার প্রেমও উপলক্ষ্মি করিতে পারে না; তাহার শাসনেই সর্বদা ব্যাকুল থাকে। তদ্বপ পাপাচারী ব্যক্তি অহরহ পরম পিতার প্রতিষ্ঠিত ধর্ম-মেতু লঙ্ঘন করিয়া, উপযুক্ত দণ্ড প্রাপ্ত হইয়া, সর্বদা খানই থাকে। তাহার শাস্তি-স্বরূপ, তাহার পবিত্র-স্বরূপ, তাহার সঙ্গল-স্বরূপ, অমুভব করিয়া স্বীয় চঙ্গল ও ক্ষুক অপবিত্র চিন্তকে কি প্রকারে তাহার প্রেম-রসে আর্দ্ধ করিবে? অতএব যাহাব ত্রক্ষকে লাভ করিবার বাসনা থাকে, তিনি বিষয়-লালনা পরিত্যাগ করিবেন। তিনি সর্বতোভাবে পাপচিন্তা, পাপালাপ, পাপানুষ্ঠান হইতে নিরস্ত থাকিবেন। তিনি অন্তের সহিত অগ্নায় ব্যবহার করিবেন না, অন্তের স্তৌর প্রতি কুস্তিপাত করিবেন না, অন্তের ধনে লোভ করিবেন না ॥ ১ ॥

তদ্বাবতোহন্ত্যেতি তিষ্ঠত-
স্মিন্পোমাতরিশ্বা দধাতি ॥ ২ ॥

‘অনেজৎ’ ন এজৎ ; এজ কম্পনে, কম্পনং চলনং স্থিরত-
প্রচুতিঃ, তদ্বিজিতৎ । ‘একৎ’ প্রজ্ঞানঘনৎ, ‘যনসঃ’ ‘জবীরঃ’
জববন্তরৎ, মনস্য তদ্ব অপ্রাপ্যম্ ইত্যার্থঃ । দ্যোতনাং ‘দেবাঃ’
চক্রবাদীনি ইন্দ্রিয়াণি ; ‘এনৎ’ এতৎ প্রকৃতৎ ব্রহ্ম সর্বস্তৎ ; ‘ন’
‘আপুবন্ম’ প্রাপ্তবন্মস্তঃ ; ‘পূর্বং অষ্টৎ’ পূর্বম্ এব গতৎ, জবনাং
মনসোহপি ; ‘তৎ’ ব্রহ্ম, ‘ধাৰতঃ’ দ্রুতৎ গচ্ছতঃ, ‘অগ্নান্ম’ মনো-
বাগিন্নিয়-প্রভৃতীন্ম ‘অত্যৈতি’ অতীতা গচ্ছতীব ; ‘তিষ্ঠৎ’ স্বয়ম্ভ
অবিকৃতম্ এব সৎ । ‘তশ্মিন্ম’ ব্রহ্মণি সতি ; ‘মাতরিশ্বা’ মাতরি
অস্তুরীক্ষে শ্বয়তি গচ্ছতীতি বাযুঃ সর্বপ্রাণভৃৎ, ‘অপঃ’ কর্ম্মাণি,
প্রাণিনাং চেষ্টালক্ষণানি ‘দধাতি’ বিভজতীত্যার্থঃ । সর্বা হি
বিক্রিয়ঃ সর্বাস্পদভূতে নিত্যে ব্রহ্মণি সত্যেব ভবন্তীত্যার্থঃ ॥ ২ ॥

পরব্রহ্ম এক-মাত্র । তিনি অচল, অথচ মন হইতে
বেগবান ; ইন্দ্রিয়সকল সেই অগ্রগামী পরব্রহ্মকে প্রাপ্তি
হয় নাই । তিনি স্থির থাকিয়াও ঐ দ্রুতগামী মন ও
ইন্দ্রিয়সকলকে অতিক্রম করিয়া গমন করেন । তাঁহার
অধিষ্ঠানেতে বাযু প্রাণিদিগের দেহ-চেষ্টা সকল বিধান
করিতেছে ॥ ২ ॥

এক স্থান হইতে অন্ত স্থানে গমনের নাম চলা । সেই
একমাত্র পরব্রহ্ম সর্বজ্ঞ সমান রূপে ও পূর্ণ-ক্রপে বর্তমান আছেন ।

এমত ସ্থାନ ନାହିଁ, ଯେଥାନେ ତିନି ନାହିଁ । ଶୁତରାଂ ଏକ ସ୍ଥାନ ହିତେ ଶ୍ଵରାନ୍ତରେ ତୋହାର ଗମନେର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ । ଅତଏବ ତିନି ଅଚଳ, ତିନି ଚଲେନ ନା । ତିନି ଅଚଳ ହଇୟାଓ ମନ ହିତେ ବେଗବାନ୍ ହେବେ; ମନ ତୋହାକେ ଧରିତେ ପାରେ ନା । ଟଙ୍କିଯମକଳୀ ଓ ତୋହାକେ ଗ୍ରହଣ କରିତେ ପାରେ ନା । ଦ୍ରୁତଗାମୀ ମନ ଓ ଇଞ୍ଜିଯ-
ମକଳ ତୋହାକେ ଧରିବାର ଜଣ୍ଠ ସତ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ତିନି ପ୍ରିୟ-
ଥାକିଯାଓ ସେବ ତାତାଦିଗକେ ଅତିକ୍ରମ କବିଯା ଗମନ କରେନ ।
ବାୟୁ ପ୍ରାଣିଦିଗେର ଦେହ-ଚେଷ୍ଟା ମକଳ ବିଧାନ କରିତେଛେ । ବାୟୁର
ଅଭାବେ ଅତି ଅନ୍ଧକାଳ ମଧ୍ୟେଟ ଶରୀର ବିକଳ ହଇୟା ପଡେ ।
କିନ୍ତୁ ବାୟୁ ଯାହା ହଟିତେ ଏହି ଶକ୍ତି ଆପ୍ତ ହେବାରେ, ତିନି ବନ୍ଦମାନ
ନା ଥାକଲେ ମେ ଆର କାହା ହଟିତେ ଶକ୍ତି ପାଇୟା ତଦ୍ଵାରା
ଆଣିଗଣେର ଶରୀର ରକ୍ଷା କରିତେ ପାରିତ ? ଅତଏବ ଉକ୍ତ ହେବାରେ
ବେ “ତୋହାର ଅଧିକାନେତେ ବାୟୁ ପ୍ରାଣିଦିଗେର ଦେହ-ଚେଷ୍ଟା ମକଳ
ବିଧାନ କରିତେଛେ” ॥ ୨ ॥

୩୭

ତଦେଜତି ତମୈର୍ଜତି ତଦ୍ବୁଦ୍ଧରେ ତଦ୍ସମ୍ମିକେ ।

ତଦ୍ସମ୍ମାନ୍ୟ ସର୍ବସ୍ୟ ତତ୍ତ୍ଵ ସର୍ବସ୍ୟାସ୍ୟ ବାହୁତଃ ॥ ୩ ॥

‘ତ୍ର’ ବ୍ରକ୍ଷ ସଂ ପ୍ରକ୍ରତମ୍, ‘ଏଜତି’ ଚଲତି, ‘ତ୍ର’ ଏବ ଚ ‘ନ
ଏଜତି’ ନୈବ ଚଲତି, ଅଚଳମ୍ ଏବ ସଂ ଚଲତୌତ୍ୟର୍ଥଃ । କିଞ୍ଚ,
‘ତ୍ର ଦୂରେ’, ‘ତ୍ର ଉ ଅସ୍ତିକେ’ ସମୀପେତ୍ୟତ୍ୟତ୍ସମ୍ ଏବ । ନ କେବଳମ୍

অস্তিকে ; ‘তৎ’ ‘অস্তঃ’ অভ্যন্তরে, ‘অস্ত সর্বস্তু’ জগতঃ । ‘তৎ’ ‘উ’ অপি ‘সর্বস্তু অস্ত বাহুতঃ ব্যাপকত্বাং আকাশবৎশা ৩ ॥০

তিনি চলেন, তিনি চলেন না ; তিনি দূরে আছেন, *
তিনি নিকটেও আছেন ; তিনি সকলের অস্তরে
আছেন, তিনি এই সকলের বাহিরেও আছেন ॥ ৩ ॥

যেকে স্থানান্তর প্রাপ্তির নিমিত্তে গমন করিয়া থাকে ; তিনি
সর্বস্থানে বিদ্যুগ্মান থাকাতেই গমনের প্রয়োজন এক কালে সিদ্ধ
হইয়া রহিয়াছে । অতএব উক্ত হইয়াছে “তিনি চলেন”, অর্থাৎ
তাহার চলন ব্যাপার সম্পন্ন হইয়া রহিয়াছে । তিনি জড়ের
স্থায় অচল নহেন, তিনি মৃতের স্থায় নিশ্চেষ্ট নহেন । তিনি
অমৃত, তিনি প্রাণ-স্বরূপ ; তিনি জাগ্রত জীবস্তু দেবতা ; তিনি
মুক্ত-স্বভাব, মহানায়া । কিন্তু লোকেরা যেমন এক স্থান হইতে
অগ্ন স্থানে চলে, তদ্বপ তিনি চলেন না ; কারণ, তিনি সর্বত্র পূর্ণ
রূপে বিদ্যমান আছেন,—তিনি অপরিবর্তনীয় ক্ষেত্র সত্য সনাতন ।
অতি দূরস্থ যে নক্ষত্র, স্থানেও তিনি আছেন । তিনি কেবল
দূবেতে নাই, তিনি আমারদিগের নিকটেও আছেন । এত
নিকটে যে, আমারদের অস্তরে আছেন ; এবং যেমন আমারদিগের
সকলের অস্তরে আছেন, তেমনি বাহিরেও আছেন । যেমন
কোন রাজা স্বীয় সিংহাসনে বসিয়া তথা হইতে আপনার রাজ্য
শাসন করেন, তদ্বপ তিনি পরিমিত কোন এক স্থান-স্থায়ী
নহেন । তিনি একই সময়ে সর্বস্থানে সমান রূপে স্থায়ী হইয়া
বিশ্ব সংসারকে পালন করিতেছেন ॥ ৩ ॥

୩୮

ସମ୍ପ୍ର ସର୍ବାଣି ଭୂତାନ୍ୟାହନ୍ୟେବାନୁପଣ୍ଡତି ।
ସର୍ବଭୂତେଷୁ ଚାହାନ୍ତତୋନ ବିଜୁଣ୍ଣପ୍ରତେ ॥ ୪ ॥

‘ସଃ ତୁ’ ମୁଦ୍ରକୁଃ ‘ସର୍ବାଣି ଭୂତାନି’ ପରମେ ‘ଆହୁନି’ ବ୍ରଙ୍ଗନି ‘ଏବ ଅନୁପଣ୍ଡତି’, ‘ସର୍ବଭୂତେଷୁ ଚ’ ପରମେ ‘ଆହାନ୍ୟ’ ନିର୍ବିଶେଷ୍ୟ: ବ୍ରଙ୍ଗ ପଣ୍ଡତି; ସଃ ‘ତତଃ’ ତଥାଂ ଏବ ଦର୍ଶନାଂ, ‘ନ ବିଜୁଣ୍ଣପ୍ରତେ’ ଜୁଣ୍ଣପ୍ରାଂ ସ୍ଥଣାଂ ନ କରୋତି ॥ ୪ ॥

ଯିନି ପରମାତ୍ମାତେଷେ ସକଳ ବନ୍ଧୁର ଅବହିତି ଦେଖେନ,
ଏବଂ ସକଳ ବନ୍ଧୁତେ ପରମାତ୍ମାର ସତ୍ତ୍ଵ ଉପଲବ୍ଧି କରେନ,
ତିନି ଆର କାହାକେଓ ଅବଜ୍ଞା କରେନ ନା ॥ ୫ ॥

ପରମାତ୍ମାତେ ସକଳ ବନ୍ଧୁ ଅବହିତି କରିତେଛେ ; ତିନି ଯାବତୀୟ ବନ୍ଧୁର ଆଶ୍ୟ-ସ୍ଵରୂପ ; ତୀହାକେଇ ଅବଲମ୍ବନ କବିଯା ସକଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଯାଛେ । ଯିନି ପରମାତ୍ମାକେ ସକଳେର ଆଶ୍ୟ-ସ୍ଵରୂପ ଜାନେନ,
ଏବଂ ସର୍ବଭୂତେତେ ତୀହାକେ ବିଦ୍ୟମାନ ଦେଖେନ, ତିନି ଆର କାହାକେଓ ଅବଜ୍ଞା କରେନ ନା । ତିନି ଦେଖେନ ଯେ, ଆମରା ସକଳେଇ ମେହି ଅୟତ ପୁରୁଷେର ପୁତ୍ର ; କେହିଁ ସର୍ବ ନିଯନ୍ତ୍ରା ବିଶ୍ଵପାତାର ଅବଜ୍ଞେଷ୍ୟ ଓ ତ୍ୟାଜ୍ୟ ନହେ । ଅତଏବ ତିନି କାହାକେଓ ଅବଜ୍ଞା ଓ ସ୍ଥଣା କରେନ ନା । ଉତ୍ସମାଧିମ ଶୁଣାନୁସାରେ ଯାହାର ପ୍ରତି ଯେ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର କରାକର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ତାହାଇ ତିନି କରେନ ॥ ୫ ॥

৩৯

স পর্যগাচ্ছুক্রমকায়মত্রণমন্মাবিরত্ত শুদ্ধমপাপবিদ্ধম् ।
কবিষ্মনীষী পূরিভূঃ স্বয়স্তুর্ধাথাতথ্যতোহর্থান্ ।
ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ ॥৫॥

‘সঃ’ পরমাঞ্জা, ‘পর্যগাং’ পরি সমস্তাং অগাং গতবান्,
আকাশবৎ বাপীত্যর্থঃ । ‘শুক্রম’ শুক্রঃ শুদ্ধঃ, ‘অকায়ম’ অকায়ঃ
অশরীবঃ, ‘অত্রণম’ অত্রণঃ অক্ষতঃ । ‘অন্মাবিরম্ অন্মাবিরঃ,
স্নাবাঃ শিরাঃ যশ্চিন্ন ন বিদ্যন্তে ইতি । ‘শুদ্ধম’ শুদ্ধঃ নির্মলঃ,
‘অপাপবিদ্ধম’ অপাপবিদ্ধঃ । ‘কবিঃ’ ক্রান্তদশী সর্বদৃক, ‘মনীষী’
মনস ঈষিতা, সর্বজ্ঞ ঈধর ইত্যর্থঃ । ‘পরিভূঃ’ সর্বেষাম্ পরি
উপরি ভবতীতি । স্বয়ম্ এব ভবতীতি ‘স্বয়স্তুঃ’ । সঃ নিত্য-
মুক্ত ঈধরঃ । যথাতথাভাবে যাথাতথ্যঃ, ততঃ ‘যাথাতথ্যতঃ’;
যথাভূত-কর্মসাধনতঃ । ‘অর্থান্’ ফলানীত্যার্থঃ, ‘ব্যদধাং’ বিহিতবান,
যথানুরূপং ব্যভজদিত্যর্থঃ; ‘শাশ্বতীভ্যঃ’ নিত্যাভঃ, ‘সমাভ্যঃ’
সৎবৎসরাখ্যেভ্যঃ প্রজাভ্যঃ, প্রজাপতিভ্য ইত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

তিনি সর্বব্যাপী, নির্মল, নিরবয়ব, শিরা ও ত্রণ-
রহিত, শুদ্ধ, অপাপবিদ্ধ ; তিনি সর্বদশী, মনের
নিয়ন্ত্রা ; তিনি সকলের শ্রেষ্ঠ ও স্বপ্রকাশ ; তিনি
সর্বকালে প্রজাদিগকে যথোপযুক্ত অর্থ সকল বিধান
করিতেছেন ॥ ৫ ॥ .

ପରମାତ୍ମା ସର୍ବବ୍ୟାପୀ, ତିନି ସକଳ ସ୍ଥାନେତେହ ଆଛେନ । ତିନି ନିର୍ମଳ, ତିନି ନିଷକ୍ଲଙ୍ଖ, ତିନି ନିର୍ଲିପ୍ତ; କୋନ କଳଙ୍କ କି ପାନି ତୁହାକେ ସ୍ପର୍ଶ କରିତେ ପାରେ ନା । ତିନି ନିରବସ୍ତ୍ର, ତୁହାର କୋନ ଅବସ୍ତବ ନାହିଁ; ସୁତରାଂ ତିନି ଶିରା-ରହିତ, ତୁହାର ଶିରା ନାହିଁ; ଏବଂ ବ୍ରଣ ଓ କ୍ଷତ ରହିତ, ତୁହାର ଶାରୀରିକ କୋନ ପୀଡ଼ା ବା ସ୍ତ୍ରଣୀ ନାହିଁ । ତିନି ସେମନ ଶରୀରବିହୀନ, ତନ୍ଦ୍ରପ ମନୋବିହୀନ; ସୁତରାଂ ମନଃପୀଡ଼ା ଯେ ପାପ ଓ ଶୋଚନା, ତାହାଓ ତୁହାତେ ନାହିଁ । ‘ଆମରା ଯେମନ ରୋଗେ ଆତୁର, ଶୋକେ ବ୍ୟାକୁଳ, ପାପେ ତାପିତ, ତନ୍ଦ୍ରପ ତିନି ନହେନ । ତୁହାର ରୋଗ ନାହିଁ, ଶୋକ ନାହିଁ, ପାପ ନାହିଁ; ତିନି ଅବ୍ରଣ, ତିନି ଶୁଦ୍ଧ, ତିନି ଅପାପବିନ୍ଧ । ତିନି ସର୍ବଦଶୀ, ତିନି କବି । କି ସୌର ଜଗତେର ପରିପାଠି ଶୃଜଳା, କି ସୁଧାକର ପୂର୍ଣ୍ଣ-ଚନ୍ଦ୍ରର ରମଣୀୟ ଶୋଭା; କି ଜ୍ଞାନ ଓ ଧର୍ମ ରୂପ ରତ୍ନେର ଅପୂର୍ବ ମନୋରମ ଭାବ; ସକଳହି ତୁହାର ସୁନିପୁଣ ଆଚର୍ଯ୍ୟ ରଚନା । ତିନି ମନୀଷୀ, ତିନି ମନେର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ । ଏହି ମନେର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପରମ ପୁରୁଷ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜାତୀୟ ଜନ୍ମଦିଗେର ମନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନିୟମ ସଂହାପନ କରିଯାଇଛେ ।
 *କିନ୍ତୁ ଅବିଭାଗେ ସେହି ଦୟଦାୟ ନିୟମ ସ୍ଥାପନେର ଏହି ଏକହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟେ, ତାହାରା ସକଳେ ସ୍ଵର୍ଗେ ଥାକେ । ବିଶେଷତଃ ତିନି ମନୁଷ୍ୟେର ମନକେ ଏମତ ଆଚର୍ଯ୍ୟ ନିୟମେ ଅଧୀନ କରିଯା ଦିଇଯାଇଛେ ଯେ, ତନ୍ଦ୍ରାର ଜ୍ଞାନ-ଧର୍ମେର ଉନ୍ନତିର ସତି ତାହାର ଆହ୍ଵାର ଉନ୍ନତି ହିତେ ପାରେ । ମନୁଷ୍ୟେର ଆତ୍ମା ତୁହାର ଅତି ଯତ୍ନେର ଧନ; ତିନି ଅତି ନିପୁଣ ରୂପେ ତାହାକେ ରକ୍ଷା କରିତେଛେ । ଯାହାତେମେ ମୋହ-ତରଙ୍ଗ ହିତେ, ଦୁଃଖ ଶୋକ ହିତେ, ପାପ ତାପ ହିତେ, ମୃତ୍ୟୁ-ମୁଖ ହିତେ, ନିସ୍ତବ୍ଧ ପାଇୟା

ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মানন্দ লাভ করিতে পারে, এমত ধর্মনিয়ম সকল
অতিষ্ঠিত করিয়াছেন, এবং দণ্ড পুরস্কার নিয়ত বিধার করিতেছেন।
তিনি পরিভূত, তিনি সকলের শ্রেষ্ঠ। তিনি স্বয়ম্ভূত, তিনি স্বপ্রকাশ;
যাবতীয় জন্ম তাহার কর্তৃক সৃষ্ট এবং প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি
জন্মরহিত, অনাদি, তিনি কাহারও কর্তৃক সৃষ্ট হন নাই, এবং
প্রকাশিত হন নাই; তিনি চিরকালই স্বয়ং প্রকাশবান্ম আছেন।
তিনি সর্বকালে প্রজাদিগকে যথোপযুক্ত অর্থসকল বিধান
করিতেছেন। যে সকল কৌটি পতঙ্গ পিপীলিকা, মৎস্য কচ্ছপ
কুস্তীর, পশু পক্ষী মনুষ্য,—অনস্ত কোটি অদ্যুগ্ম সূক্ষ্ম জীব দ্বারা জল,
স্থল, আকাশ, বিবর, গহৰ পরিপূর্ণ, তিনি সেই সকলকেই
তাহারদিগের স্বীয় স্বীয় অভিলম্বিত অন্ন পানাদি বিবিধ ভৌগের
সামগ্ৰী যথা-উপযুক্ত রূপে, অতি গ্রাহ্য রূপে, চিরকাল বিধান
করিতেছেন। তাহারা তাহা লাভ করিয়া ইতস্ততঃ স্বথে সঞ্চৱণ
করিতেছে ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ

৪০

তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসন্ধি ! ব্রহ্মবিদাপ্নোতি
পরম ॥ ১ ॥

‘তপসা’ মনস একাগ্রতয়া, ‘ব্রহ্ম’ ‘বিজিজ্ঞাসন্ধি’ বিশেষেণ জ্ঞাতুম্
ইচ্ছন্তি । ‘ব্রহ্মবিদ আপ্নোতি’ ‘পরম’ ব্রহ্ম ॥ ১ ॥

একাগ্রচিত্ত হইয়া ব্রহ্মকে জানিতে ইচ্ছা কর ।
ব্রহ্মজ্ঞানী ব্রহ্মকে প্রাপ্তি হয়েন ॥ ১ ॥

পরব্রহ্মের জ্ঞান-লাভার্থে অনন্তমনে পুনঃ পুনঃ তাঁহাকে
আলোচনা করিবেক ; এবং শান্ত সমাহিত হইয়া অন্তদৃষ্টি দ্বারা
তাঁহার সত্য সুন্দর মঙ্গল ভাব প্রতীতি করিবেক ; তবেই তাঁহাকে
লাভ করিয়া তোমরা আপুকাম হইবে । পরব্রহ্ম অন্তর বাহিরে
সর্বত্র সমান-রূপে বিদ্যমান আছেন । তাঁহাকে প্রাপ্তি হইবার
নিমিত্তে স্থানান্তরে গাগন করিতে হয় না ; তাঁহাকে সাক্ষাৎ
জানাই তাঁহাকে প্রাপ্তি হওয়া । মনুষ্য-লোকে তাঁহাকে জানিতে
আরম্ভ করা যায়, কিন্তু অনন্ত কালেও তাঁহাকে জানার শেষ
হয় না । এ লোক হইতে লোকান্তরে যতই তাঁহাকে জানিতে
পারি, ততই উৎকৃষ্টতর পবিত্র ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করিয়া
কৃতার্থ হই ॥ ১ ॥

४१

सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म
योवेदु निहितं गुहायां परमे ब्रोग्न् ।
सोऽश्वुते सर्वान् कामान्
सह ब्रक्षणा बिपच्चिता ॥ २ ॥

‘सत्यः’ ब्रह्म, ‘ज्ञानः’ ब्रह्म, ‘अनन्तः’ ब्रह्म, ‘यः’ ‘ब्रेद’ बिजानाति, ‘निहितः’ श्वितः; ‘परमे’ ‘ब्रोग्न्’ ब्रोग्नि देहाकाशे, ‘गुहायाः’ आश्वनि। ‘सः’ एवं बिजानन्, ‘अश्वुते’ भूंक्ते, ‘सर्वान्’ ‘कामान्’ भोगान्, ‘ब्रक्षणा’ ‘बिपच्चिता’ मेधाबिना सर्वज्ञेन, ‘सह’ ॥ २ ॥

यिनि सत्य-स्वरूप ज्ञान-स्वरूप अनन्त-स्वरूप ब्रह्मকे स्वीय शरौरैरर परमाकाशे आश्वस्तु करिया जानेन, तिनि सेइ सर्वज्ञ परमेश्वरैरर सहित कामनार समृद्धय बिषय उपभोग करेन ॥ २ ॥

परमेश्वर मूल सत्य; ताहा हইতে आর सকল सत्य निःश्वत হইয়া তাহার অধিষ্ঠানে শ্বিতি করিতেছে। তিনি আদি সত্য, অনাদি সত্য; তিনি সত্যের সত্য, পরম সত্য, ধ্রুব সত্য সন্তান।

আপনাকে আপনি যে জানে না, সেই জড় পদার্থ; আর যিনি আপনাকে আপনি জানেন, তিনি জ্ঞান-পদার্থ। মৃত্তিকা প্রস্তর ধাতু বৃক্ষ প্রভৃতি আপনাকে জানে না, এই হেতু সে

সকল জড় পদার্থ ; আর জীবাত্মা ও পরমাত্মা আপনাকে এবং
অন্তর্কে জানেন, এ হেতু শাহারা জ্ঞান-পদার্থ। কিন্তু ইহার
মধ্যে স্বপ্রকাশ পরমাত্মার অপরিমেয় স্বাভাবিক জ্ঞানের সহিত
জীবাত্মার পরিমিত ক্ষুদ্র মানসিক জ্ঞানের তুলনাই হইতে পারে না।
পরিমিত জীবাত্মার জ্ঞানও আছে, অজ্ঞানও আছে, এবং ভ্রম প্রমাদ
মোহ আছে ; কিন্তু ভূমা পরমাত্মার ভ্রম নাই, প্রমাদ নাই,
মোহ নাই, অজ্ঞান নাই। তিনি শুন্দ-বুন্দ-মুক্ত-স্বভাব, তিনি
জ্ঞানেতে পরিপূর্ণ।

তিনি অনন্ত-স্বরূপ। তিনি জ্ঞানেতে অনন্ত, শক্তিতে অনন্ত,
মঙ্গলভাবে অনন্ত,—দেশেতে অনন্ত, কালেতে অনন্ত।

যিনি এই সত্য-স্বরূপ জ্ঞান-স্বরূপ অনন্ত-স্বরূপ-ব্রহ্মকে অতি নিকটে আপনার আত্মাতে সাঙ্গাং প্রতীতি করেন, এবং তাঁহার ইচ্ছার সহিত আপনার ইচ্ছার যোগ দেন, তিনি তাঁহার সহিত কামনার সমুদয় বিষয় উপভোগ করেন। পরম পিতা পরমেশ্বর যে প্রকার উদার দৃষ্টিতে জগৎ দৃষ্টি করেন, এবং ক্ষুদ্রতম কীট পর্যন্ত সকলের মঙ্গল সঞ্চালন করেন, তিনিও সেই প্রকার দৃষ্টি ও ইচ্ছার অনুকরণ করেন। যাহা যাহা পরমেশ্বরের অভিপ্রেত, তাহাই তাঁহার কামনা, এবং তাহাই তাঁহার কার্য। পরমেশ্বরের অভিপ্রায় অবশ্যই সম্পূর্ণ হয়, সুতরাং তাঁহার কামনা ও সিদ্ধ হয়। অতএব তিনি পরমেশ্বরের সহিত কামনার সমুদয় বিষয় উপভোগ করেন ; এবং আপ্তকাম হইয়া, তাঁহার সহচর অনুচর হইয়া, তাঁহার বিশুद্ধ সহবাসে পরিতৃপ্ত হয়েন ॥ ২ ॥

४२

यः सर्वज्ञः सर्वविं यश्चेष्य महिमा भुवि दिव्ये ।
तद्विज्ञानेन परिपश्यन्ति धीरा।
आनन्दरूपममृतं यद्विभाति ॥ ३ ॥

‘यः सर्वज्ञः सर्वविं’, ‘यश्च’ ‘एषः’ असिद्धः ‘महिमा’, ‘भुवि’
लोके, ‘दिव्ये’ द्युलोके । कोहसौ महिमा ? स्थावरं जग्मङ्ग
यश्च प्रश्नासने नियतम् अस्ति ; तथार्त्त्वोऽयनेहकाशं यश्च शासनं
नातिक्रामस्ति ; तगा कर्त्तारः कर्माणि फलङ्गं यच्छासनां स्वं स्वं कालं
नातिवर्त्तत्त्वे ; ‘ते’ ब्रह्म, ‘विज्ञानेन’ विशिष्टेन ज्ञानेन, ‘परिपश्यन्ति’
सर्वतः पूर्णं पश्यन्ति, उपलब्धत्वे, ‘धीराः’ विवेकिनः ; ‘आनन्दरूपं’
स्वयम्भूतपरं, ‘अमृतं यं’ ‘विभाति’ विशेषेण अस्तर्वाहे सर्वत्रैव
भाति ॥ ३ ॥

यिनि सामान्य रूपे ओ विशेष रूपे सर्व वस्तु
जानितेहेन, भूलोके ओ द्युलोके याहार एই महिमा,
यिनि आनन्द-रूपे अमृत-रूपे प्रकाश पाइतेहेन,
ज्ञान द्वारा धीरेरा ताहाके सर्वत्र दृष्टि करेन ॥ ३ ॥

तिनि सर्वज्ञ सर्वविं । तिनि समुदायेर वास्तविक स्वरूप
एवं यगार्थ तत्त्व जानितेहेन, एवं आमरा ओ ये पदार्थके येरूप
प्रत्यक्ष करितेहि, ताहाओ तिनि जानितेहेन । उपरे अनुष्टुप
कोटि नक्षत्रलोक, एथाने एই आश्चर्य भूलोक ; एই भूलोके ओ

হালোকে তাহারই এই মহিমা। তিনি সর্বত্র আনন্দ-রূপে, অমৃত-রূপে প্রকাশ পাইতেছেন। ধৌরের তাহাকে সমুদ্রের তরঙ্গে, নদীর লহরীতে, স্থর্যের প্রকাশে, চন্দ্রের সৌন্দর্যে, মহুষের মুখশ্রীতে, পতিত্রতা সতীর পবিত্র প্রেমে, অস্তর্কাহে, জ্ঞান-চক্ষু দ্বারা সর্বত্র দৃষ্টি করেন ॥ ৩ ॥

৪৩

হিরণ্যে পরে কোষে বিরজং ত্রঙ্গ নিষ্কলম্ ।
তচ্ছুভং জ্যোতিষাং জ্যোতিস্তদ্ যদাত্মবিদো বিহুঃ ॥৪॥

‘হিরণ্যে’ জ্যোতিষ্যে বিজ্ঞানপ্রকাশে আত্মনি ; ‘পরে’ পরম অভ্যন্তরস্তাৎ, তম্ভিন् ; ‘কোষে’ কৈকোষ ইব অসেঃ ব্রহ্মপলক্ষ্মানস্তাৎ, তম্ভিন् ; ‘বিরজং’ অবিদ্যাদিদোষ-রজোমলবজ্জিতং ; ‘ত্রঙ্গ’ সর্ব-মহস্তাৎ ; ‘নিষ্কলং’ নির্গতাঃ কলাঃ মস্তাং তৎ, নিরবয়বম্ ইত্যর্থঃ । ‘তৎ’ ‘শুভ্’ শুক্রং, ‘জ্যোতিষাং’ সর্বপ্রকাশাত্মনাং আদিত্যাদীনাম্ অপি, ‘জ্যোতিঃ’ অবভাসকম্ । ‘তৎ’ হি পরং জ্যোতিঃ, পরং ত্রঙ্গ, ‘আত্মবিদঃ’ আত্মানং শক্তাদিবিষয়-বুদ্ধি-প্রত্যয়-সাক্ষিণং যে বিবেকিনো বিদ্বঃ জানত্তি, তে ; ‘যৎ’ ‘বিহুঃ’ জানত্তি ॥ ৪ ॥

ঝাঁহারা স্বীয় আত্মাকে জানেন, তাহারা আত্ম-রূপ উজ্জ্বল ও শ্রেষ্ঠ কোষ মধ্যে মেই নিষ্কল, নিরবয়ব, জ্যোতির জ্যোতি, শুভ পরমাত্মাকে উপলক্ষি করেন ॥ ৪ ॥

জ্ঞান-জ্যোতিতে উজ্জ্বল ও ধর্ম-ভূবনে ভূঃ বিত মহুষের যে আত্মা,

তাহাতে তিনি সুন্দর প্রকাশিত হয়েন ; এ নিমিত্তে আমাৱদেৱ
আঘাৰ পৱনাঘাৰ শ্ৰেষ্ঠ কোষ। তিনি নিৰ্মল ও শুভ। তিনি
জ্যোতিৰ জ্যোতি, তিনি আঘাৰ জ্যোতি, তিনি জ্ঞান-জ্যোতি
পৰাৰক্ষ। মে জ্যোতিৰ রূপও নাই, এবং অবয়বও নাই। ব্ৰহ্মবিৰ
ব্যক্তিৱা জ্ঞান-চক্ৰ দ্বাৰা স্বীয় আঘাৰতে সেই সত্যেৱ জ্যোতি
উপলক্ষি কৱেন ॥ ৫ ॥

৪৪

ন তত্ত্ব সূর্যোভাতি ন চন্দ্ৰতাৱকং
নেমা বিদ্যুতোভাস্তি কুতোইয়মগ্নিঃ ।
তমেব ভাস্তুমনুভাতি সৰ্বং
তন্ত্র ভাসা সৰ্বমিদং বিভাতি ॥ ৫ ॥

‘ন’ ‘তত্ত্ব’ তম্ভিন् ব্ৰহ্মণি, সৰ্বাবভাসকোহিপি ‘সূৰ্যঃ’ ‘ভাসি’,
তদ্ব্ৰহ্ম ন প্ৰকাশযতীত্যৰ্থঃ। ‘ন চন্দ্ৰতাৱকং’, ‘ন ইমাঃ বিদ্যুতঃ
ভাস্তি’। ‘কুতঃ অয়ঃ অগ্নিঃ’ অশ্বদেৱাচৱঃ ? যদিদং জগৎ ভাতি,
তৎ ‘সৰ্বং’, ‘তম্ এব’ পৱনেৰ পৰমেৰ, ‘ভাস্তং’ দীপ্যমানং, ‘অনুভাতি’
অনুদীপ্যতে। ‘তন্ত্র ভাসা’ দীপ্যা, ‘সৰ্বম্ ইদং’ সূৰ্য্যাদি জগৎ,
‘বিভাতি’ ॥ ৫ ॥

সূৰ্য্য তাহাকে প্ৰকাশ কৱিতে পাৱে না, চন্দ্ৰ-তাৱাও
তাহাকে প্ৰকাশ কৱিতে পাৱে না, এই বিদ্যুৎসকলও
তাহাকে প্ৰকাশ কৱিতে পাৱে না ; তবে এই অগ্নি

ତାହାକେ କି ପ୍ରକାରେ ପ୍ରକାଶ କରିବେ ? ସମସ୍ତ ଜଗৎ ମେହି ଦୀପ୍ୟମାନ ପରମେଶ୍ୱରେରଇ ପ୍ରକାଶ ଦ୍ଵାରା ଅନୁପ୍ରକାଶିତ ହଇଯା ଦୀପ୍ତି ପାଇତେଛେ । ଏହି ସମୁଦ୍ରାୟ ତାହାର ପ୍ରକାଶେତେ ପ୍ରକାଶିତ ହଇତେଛେ ॥ ୫ ॥

ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରର ଆଲୋକେ ପରମାତ୍ମା ପ୍ରକାଶିତ ହୁନ୍ତା ; ଆମାଦେର ଆତ୍ମାର ଜ୍ୟୋତିତେ, ଅନ୍ତଦ୍ରିଷ୍ଟିତେ ତିନି ପ୍ରକାଶିତ ହେଯେନ । ସମସ୍ତ ଜଗৎ ମେହି ଦୀପ୍ୟମାନ ପରମେଶ୍ୱରେରଇ ପ୍ରକାଶ ଦ୍ଵାରା ଅନୁପ୍ରକାଶିତ ହଇଯା ଦୀପ୍ତି ପାଇତେଛେ ; ତାହା ହଇତେ ବିଯୁକ୍ତ ହଇଲେ ଏ ସକଳଟି ବିନଷ୍ଟ ହୟ ॥ ୫ ॥

‘୪୫’

ପ୍ରାଣୋହେସୟଃ ସର୍ବଭୂତୈର୍ବିଭାତି
ବିଜାନନ୍ ବିଦ୍ୱାନ୍ ଭବତେ ନାତିବାଦୀ ।
ଆତ୍ମକ୍ରୀଡ ଆତ୍ମରତିଃ କ୍ରିୟାବାନେୟ-
ବ୍ରଙ୍ଗବିଦାଂ ବରିଷ୍ଠଃ ॥ ୬ ॥

‘ପ୍ରାଣଃ ତି’ ‘ୟ’ ପରମେଶ୍ୱରଃ, ‘ସଃ’ ‘ସର୍ବଭୂତୈଃ’ ସର୍ବଭୂତତ୍ସଃ, ‘ବିଭାତି’ । ତଃ ‘ବିଜାନନ୍’ ‘ବିଦ୍ୱାନ୍’ ‘ଅତିବାଦୀ’ ପରବ୍ରଙ୍ଗ ଅତୀତ୍ୟ ବଦିତୁଃ ଶୀଳମ୍ ଅନ୍ତେତି, ‘ନ’ ‘ଭବତେ’ ଭବତି । ସ ଏବଃ ପ୍ରାଣସ୍ତ
ପ୍ରାଣଃ ସାଙ୍କାଂ ବେଦ, ମୋହତିବାଦୀ ନ ଭବତୀତ୍ୟର୍ଥଃ । କିଞ୍ଚ,
ପରମାତ୍ମାନ୍ତେବ କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ରୀଡ଼ନଃ ସ୍ତ୍ରୀ, ସଃ ‘ଆତ୍ମକ୍ରୀଡ଼ଃ’ । ପରମାତ୍ମାନ୍ତେବ
ରତି ରମଣଃ ସ୍ତ୍ରୀ, ସଃ ‘ଆତ୍ମରତିଃ’ । ଶୁଭକ୍ରିୟା ବିଦ୍ୟାତେ ସ୍ତ୍ରୀ, ସଃ

‘ক্রিয়াবান्’। যঃ এবং লক্ষণে হনতিবাঞ্চাঅক্রীড় আভুরতিঃ
ক্রিয়াবান্ ব্রহ্মনির্ণয়ঃ, সঃ ‘এষঃ’ ‘ব্রহ্মবিদ্যাঃ’ সর্বেষাং ‘বরিষ্ঠঃ’
প্রধানঃ ॥ ৬.॥

ইনি প্রাণ-স্বরূপ, যিনি এই সর্বভূতে প্রকাশ
পাইতেছেন। ‘জ্ঞানী ব্যক্তি ইহাকে অতিক্রম করিয়া
কোন’ কথা কহেন না। ইনি পরমাত্মাতে ক্রীড়া করেন,
ইনি পরমাত্মাতে রমণ করেন, এবং সর্বকর্মশীল হয়েন।
ইনিই ব্রহ্মোপাসকদিগের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ॥ ৬ ॥

সর্বস্তোষ সর্বাশয় পরব্রহ্মের অভাবে কিছুই হইত না, কিছুই
থাকিত না; ইনি সকলের প্রাণ-স্বরূপ। কি সচল চন্দ্ৰ স্থৰ্য,
কি সতেজ বৃক্ষ লতা, কি সবল পশু পক্ষী, সকলের কারণ-কূপে,
সকলের আশয়-কূপে, সকলের প্রাণ-কূপে সর্বভূতে তিনি প্রশংশ
পাইতেছেন। ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি জানেন যে পরমেশ্বর তাঁহার পরম
বন্ধু। তিনি সেই প্রিয় সুহৃদের গুণ-কৌর্তন করিয়া সদাই আনন্দিত
থাকেন। কেবল তাঁহারি কথা কহিতে তাঁহার অত্যন্ত প্রীতি জন্মে;
কেবল তাঁহার প্রসঙ্গ করিতে তাঁহার মন সর্বদা ব্যগ্র থাকে; অনন্ত-
মনা হইয়া তাঁহার স্বরূপ-চিহ্ন করিতে ঘেমন তাঁহার আমোদ
উপস্থিত হয়, এমন আর কিছুতেই হয় না। ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি জানেন
যে পরমেশ্বর তাঁহার পরম পিতা, তিনি পরম পৃজনীয়; তাঁহারি
আজ্ঞা পাঁচন করা কর্তব্য, তদ্বিন্দ্র আর কিছুই কর্তব্য নহে।
অতএব তিনি তাঁহার মঙ্গল অভিপ্রায় অবগত হইবার জন্ত সততই

যত্ত করেন। যে কথা দ্বারা তাঁহার মঙ্গল স্বরূপ প্রকাশ পায়, এবং তাঁহার শুভ অভিপ্রায় অবগত হওয়া যায়, তাহার আন্দোলন করেন; তাহাই শিক্ষা করেন, এবং তাহারই উপদেশ দেন। তিনি তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া কোন কথা কহেন না। পরমেশ্বরে তাঁহার সম্পূর্ণ অনুরাগ, এবং তাঁহাতেই তাঁহার নিত্য আমোদ। অতএব উক্ত হইয়াছে, ‘ইনি পরমাত্মাতে জ্ঞানী করেন, ইনি পরমাত্মাতে রমণ করেন’। কিন্তু ইহাদের মধ্যে তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ, যিনি কেবল তাঁহাতে প্রীতি করিয়া ও তাঁহার অভিপ্রায় অবগত হইয়া জ্ঞানু থাকেন না; কিন্তু তাঁহার সেই অভিপ্রায় অনুসারে তাঁহার প্রিয় কার্য সাধন করিতে প্রবৃত্ত থাকেন, এবং সৎকর্মশীল হয়েন। আমার মিগের মধ্যে তাঁহার প্রতি যাঁহার যত অনুরাগ জন্মিবে, এবং তাঁহার অভিপ্রায় যত কর্ম করিতে যাঁহার যত যত্ত হইবে, ততই তাঁহার শ্রেষ্ঠতা হইবেক, এবং ততই তাঁহার মনুষ্যজন্মের সার্থকতা হইবেক। এই আমারদের কার্য্য, এই আমারদের লক্ষ্য ॥ ৬ ॥

৪৬

বৃহচ্চত্ত্বিদ্ব্যমচিন্ত্যরূপঃ
সূক্ষ্মাচ্চ তৎ সূক্ষ্মতরং বিভাতি ।
দূরাং স্বদূরে তদিহান্তিকে চ
পশ্যৎস্মিতৈব নিহিতং শুহায়াম্ ॥ ৭ ॥

‘বৃহৎ চ’ মহৎ সর্বব্যাপিত্বাং, ‘তৎ’ প্রকৃতং ব্রহ্ম, ‘দিব্যং’ স্বয়ম্প্রভৎ, ‘অচিন্ত্যরূপং’ সর্বজ্ঞিয়াণাম্ অগোচরত্বাং। ‘সূক্ষ্মাং চ’

मनसोऽपि, 'तৎ सूक्ष्मतरः विभाति' । किञ्च, 'दूरांशु दूरे' वर्तते, अविद्याम् अत्यन्तागम्यताः । 'तৎ' एक, 'इह' 'अन्तिके च' समीपे च । 'पश्यःश्च' चेतनाबङ्ग, 'इह एव' 'निहितं' स्थितं, 'गुहायाः', आआनि ॥ ७ ॥

तिनि महৎ, प्रकाशबान् ओ अचिन्त्य-स्वरूप, एवं सूक्ष्म हइतेऽसूक्ष्म । तिनि दूर हइतेऽसूक्ष्म दूरे आचेन, एवं एই निकटेऽसौ तिनि वर्तमान । तिनि एथानेइ यावत् बुद्धिजीवी जीवदिगेर आआते स्थिति करितेछेन ॥ ७ ॥

तिनिह बृहৎ, तिनिह महৎ; ताहार निकटे आर किछुह बृहৎ नहे, आर केहइ महৎ नहे । मेह दौप्यमान परमेश्वर सर्वत्र प्रकाश पाहितेछेन । ताहार स्वरूप अचिन्तनीय । तिनि सूक्ष्म हइतेऽसूक्ष्म । अति दूष्ट नक्षत्र हइतेऽसौ तिनि दूरे आचेन, एवं एই अति निकटेऽसौ आचेन; आमारदिगेर सकलेर आआर अभ्यन्तरे तिनि स्थिति करितेछेन । तिनि साक्षि-स्वरूपे सर्वत्र वर्तमान रहियाछेन ॥ ७ ॥

४७

न चक्षुषा गृहते नापि वाचा
नात्यैदैवेस्तपसा कर्मणा वा ।
ज्ञानप्रसादेन विशुद्धिसन्तु-
स्तुतस्तु तं पश्यते निष्कलं ध्यायमानः ॥८॥

‘ନ ଚକ୍ରସା ଗୃହତେ’ କେନଚିଦପି, ଅକ୍ଲପତ୍ରାଂ । ‘ନ ଅପି’ ଗୃହତେ ‘ବାଚ୍ୟ’, ଅନଭିଧେଯତ୍ରାଂ । ‘ନ ଅଶ୍ରେ: ଦେବୈ: ଇତରେତ୍ରିଶେ:’, ‘ତପସା’ ଗୃହତେ; ‘କର୍ମଣା ବା’ ନ ଗୃହତେ । କିଂ ପୁନ୍ତ୍ରନ୍ତ ଗ୍ରହଣ-ସାଧନମ्? ଇତ୍ୟାହ, ‘ଜ୍ଞାନପ୍ରସାଦେନ’ ଜ୍ଞାନସ୍ତ ପ୍ରସାଦଃ, ତେନ । ‘ବିଶ୍ଵକ୍ରମସତ୍ତ୍ଵଃ’ ବିଶ୍ଵକ୍ରମସତ୍ତ୍ଵଃକରଣଃ, ଯୋଗ୍ୟୋତ୍ରକ ଦ୍ରଷ୍ଟୁଂ, ସମ୍ମାଂ; ‘ତତ୍ତ୍ଵ’ ତମ୍ମାଂ, ‘ତମ୍’ ଉତ୍ସରଂ, ‘ନିଷଳଂ’ ସର୍ବାବସ୍ଥବବର୍ଜିତଂ; ‘ପଶ୍ଚତେ’ ଉପଲଭତେ, ‘ଧ୍ୟାଯମାନଃ’ ଚିନ୍ତ୍ୟନ । ବ୍ରକ୍ଷାବବୋଧନ-ସମର୍ଥମ୍ ଅପି ସ୍ଵଭାବେନ ସର୍ବମନୁଷ୍ୟାଗାଂ ଜ୍ଞାନଂ, ବାହୁବିଷୟ-ରାଗାଦିଦୋଷ-କଲୁଷିତମ୍ ଅପ୍ରସମ୍ମାନମ୍ ଅଶୁଦ୍ଧଂ ସଂ ନାବବୋଧରୁତି ॥ ୮ ॥

କିନି ଚକ୍ରର ଗ୍ରାହ ନହେନ, ବାକ୍ୟେର ଓ ଗ୍ରାହ ନହେନ, ଏବଂ ଅପରାପର ଇତ୍ରିଯେର ଓ ଗ୍ରାହ ନହେନ, ତପସ୍ତ୍ରା ବା ଯଜ୍ଞାଦି କର୍ମ ଦ୍ଵାରା ତୀହାକେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଯା ଯାଯା ନା । ଜ୍ଞାନଶୁଦ୍ଧି ଦ୍ଵାରା ଶୁଦ୍ଧସତ୍ତ୍ଵ ବ୍ୟକ୍ତି ଧ୍ୟାନ-ୟୁକ୍ତ ହେଇଯା ନିରବସ୍ଥବ ବ୍ରକ୍ଷାକେ ଉପଲବ୍ଧି କରେନ ॥ ୮ ॥

ଜ୍ଞାନାଲୋଚନା ଓ ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ ଦ୍ଵାରା ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧ ହଟିଲେ ତୀହାକେ ଆପନାର ଆହ୍ଵାତେ ସାକ୍ଷାଂ ଲାଭ କରା ଯାଏ । ସାଗଗଜ୍ଞ ବ୍ରତାନୁଷ୍ଠାନ କିମ୍ବା ଅନଶ୍ଵନ ଅଗ୍ନିସେବାଦି ତପସ୍ତ୍ରା କରିଲେ ତୀହାକେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଯା ଯାଏ ନା । ଏ ସକଳ ପଥ ତୀହାର ପ୍ରାପ୍ତିର ପଥ ନହେ । ଜ୍ଞାନକ୍ରମ ପଗଇ ତୀହାର ପଥ ॥ ୮ ॥

সপ্তমোইধ্যায়

৪৮

তমীশ্঵রাণাং পরমং মহেশ্বরং
তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্ ।
পতিঃ পতীনাং পরমং পরস্তাঽ
বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যং ॥১॥

‘তম্’ ‘ঈশ্বরাণাং’ প্রভূনাং, পরমং মহেশ্বরং’, ‘তং’ ‘দেবতানাং’
গ্রোতনাঞ্চকানাং, ‘পরমং চ দৈবতং’ ; ‘পতিঃ’ ‘পতীনাং’
অজাপতীনাং ; ‘পরম’ ‘পরস্তাঽ’ * পরতঃ ; ‘বিদাম’ ‘দেবং’
গ্রোতনাঞ্চকং পরমেশ্বরং, ‘ভুবনেশং’ ভুবনানাম् ঈশং, ‘ঈড্যং’
স্তত্যং ॥ ১ ॥

• •

সকল ঈশ্বরের যিনি পরম মহেশ্বর, সকল দেবতার
যিনি পরম দেবতা, সকল পতির যিনি পতি ; সেই
পরাংপর, প্রকাশবান् ও স্তবনীয় ভুবনেশ্বরকে আমরা
জ্ঞাত হই ॥ ১ ॥

তিনি ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি, রাজাধিরাজ, সকলের ঈশ্বর । তাহার
ঐশ্বর্যের সীমা নাই । জগতে ঘাহার যত ঐশ্বর্য আছে, সকলই
তাহার ঐশ্বর্য ; যত ঐশ্বর্যের প্রভু আছে, সকলেরি তিনি প্রভু ;
সকলের তিনি মহেশ্বর ! তিনি এই পৃথিবীর রাজেশ্বরদিগেরও

ଈଶ୍ୱର, ଏବଂ ଏହି ଭୂ-ଲୋକ ଅପେକ୍ଷା ଅଗ୍ର ଅଗ୍ର ଶ୍ରେଷ୍ଠ-ଲୋକ-ନିବାସୀ ଦେବତାଦିଗେର ଓ ଅଧୀଶ୍ୱର । ଜଗତେର ସେ ଭାଗେ ସେ ଲୋକେ ଯହୁଷ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ଜ୍ଞାନ-ଧର୍ମ-ପ୍ରୀତିତେ ଉନ୍ନତ ସତ ଉତ୍କୃଷ୍ଟତର ଜୀବ ଆଛେ, ତୁମ୍ହାରା ସକଳେ ଦେବ-ଶକ୍ତିର ବାଚ୍ୟ । ସେହି ସକଳ ଦେବତାଦିଗେର ଓ ତିନି ପରମ ଦେବତା, ପରମ ପୂଜନୀୟ, ଏବଂ ନିଃସ୍ତା । ତିନି ସକଳ ପ୍ରତିପାଳକଦିଗେର ପ୍ରତିପାଳକ । ତିନି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହିଁତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ; ତୁମ୍ହାର ପର ଆର କେହ ନାହିଁ । ତିନି ଆମାରଦିଗେର ସେବନୀର୍ବ, ତିନି ଆମାରଦିଗେର ସ୍ଵବନୀୟ, ତିନି ଆମାରଦିଗେର ଅତି ଶ୍ରୀଦେଵ ପରମ ପୂଜନୀୟ ହେଁନ ॥ ୧ ॥

"

୪୯

ନ ତ୍ସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟଂ କରଣଙ୍କ ବିଦ୍ୟତେ
 ନ ତ୍ସମଶ୍ଚାଭ୍ୟଧିକଶ୍ଚ ଦୃଶ୍ୟତେ ।
 ପରାସ୍ତ ଶକ୍ତିର୍ବିବିଦୈବ ଶ୍ରୀୟତେ
 ସ୍ଵାଭାବିକୀ ଜ୍ଞାନବଲକ୍ରିୟା ଚ ॥ ୧ ॥

‘ନ ତ୍ସ୍ତ’ ‘କାର୍ଯ୍ୟ’ ଶରୀରଂ, ‘କରଣଙ୍କ’ ଚକ୍ରାଦି, ‘ବିଦ୍ୟତେ’; ‘ନ’ ‘ତ୍ସମଶ୍ଚ’ ତେନ ସମଃ ‘ଚ’ ନ ତତଃ ‘ଅଭ୍ୟଧିକଃ’ ‘ଚ’ ଦୃଶ୍ୟତେ’ । ‘ପରା ଅଶ୍ରୁ ଶକ୍ତିଃ’, ‘ବିବିଦା’ ବିଚିତ୍ରା, ‘ଏବ ଶ୍ରୀୟତେ’ । ଅଶ୍ରୁ ଜ୍ଞାନକ୍ରିୟା ବଲକ୍ରିୟା ଚ ‘ଜ୍ଞାନବଲକ୍ରିୟା ଚ’, ‘ସ୍ଵାଭାବିକୀ’ ॥ ୨ ॥

ତୁମ୍ହାର ଶରୀର ଓ ଇଞ୍ଜିଯ ନାହିଁ, ଏବଂ କାହାକେ ଓ ତୁମ୍ହାର ସମାନ ବା କାହାକେ ଓ ତୁମ୍ହା ହିଁତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦେଖା ଯାଯି ନା ।

উহার বিচিত্র ও মহতী শক্তি সর্বত্র শৃঙ্খল হয়, এবং
জ্ঞান-ক্রিয়া ও বল-ক্রিয়া উহার স্বভাবসিদ্ধ ॥ ২ ॥

শরীর এক যন্ত্র-বিশেষ, এক কার্য-বিশেষ। পরমেশ্বরের
শরীর-কৃপ যন্ত্র নাট ; তিনি কোন শরীর-কৃপ যন্ত্রের অধীন নহেন,
তিনি কাহারও কার্যও নহেন। তাহারি কার্য সমুদায় ; তিনি
এক-শাজ কানণ-স্বকৃপ। তাহার শরীর নাট ও তাহার ইন্দ্রিয় নাট,
অগচ তিনি সকল দেশিতেছেন এবং জানিতেছেন। তিনি এক
মাত্র সকল তটতে শ্রেষ্ঠ ; তাহার কেহ সমান নাই, তাহা হইতে
কেহ অধিক নাট। তিনি এই সকলের শ্রষ্টা, আব সকল বস্তুই
সৃষ্টি। তিনি এই বিশ্ব-কৃপ মহারাজের রাজা, আব সকলে তাহার
প্রজা। তিনি আমাদিগের প্রতি, আমরা সকলে তাহার
সন্তান : তিনি আমাদিগের প্রভু, আমরা তাহার আজ্ঞাদীন ভৃত্য।
সকলি তাহার নিয়মাধীন ; তাহার নিয়মালুমালে উৎপন্ন হইতেছে,
এবং তাহারি নিয়মালুমালে ভগ্ন হইতেছে। কি নভোমণ্ডল-
পর্যায়েনকাবী জ্যোতির্লেখা, কি ভৃগুর্ভাষ্মসন্ধানকারী ভূতল-বেত্তা,
কি শাব্দিক নিয়ম-নিরূপক শাব্দীরবিদ্যান-বেত্তা, কি ভৌতিকপদাৰ্থ-
তত্ত্ব-নির্ণয়ক পদাৰ্থবিদ্যাবিশারদ পত্তিত্বেরা, কি আত্মতত্ত্ব-সন্ধায়ী
সূজ্ঞদশী সুধীগণ, সকলেই তাহার আশ্চর্য অচিন্ত্য শক্তি কীর্তন
কৰিতেছেন। তাহারদের সকলের নিকট হইতেই সর্বত্র তাহার
মহীয়সী শক্তির বিপ্রাণির বণ্ণনা শৃঙ্খল হওয়া যায়।

আমরা যেমন ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রতাক্ষ করিয়া অল্পে অল্পে বুদ্ধির
যুক্তি-পরম্পরা ক্রমে এক এক বিষয় বিবেচনা করি, তাহার জ্ঞান-

କ୍ରିୟା ସେରପ ନହେ । ଆମରା ସେମନ ଶରୀରେର ମାଂସପେଣୀ ଦ୍ଵାରା ବଲପ୍ରକାଶ କରି, ତୋହାର ବଲକ୍ରିୟା ସେରପ ନହେ । ତିନି ସ୍ଵଭାବତଃ ଆପନାରିହ ପ୍ରଭାବେ ସମୁଦ୍ରାୟ ଜ୍ଞାନିତେଛେନ, ଏବଂ କେବଳ ଆପନାର ଏକ ଇଚ୍ଛାର ବଲେ ସ୍ତ୍ରୀୟ ମଙ୍ଗଳାଭିପ୍ରାୟ ସମ୍ପାଦନ କରିତେଛେନ । କୋନ ବିଷୟ ଜ୍ଞାନିବାର ନିମିତ୍ତେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପ୍ରଭୃତି ଅନ୍ତେର ଉପର ତୋହାକେ ନିର୍ଭର କରିତେ ହ୍ୟ ନା, ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀୟ ଶକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିବାର ନିମିତ୍ତେ ତୋହାର ଅନ୍ତ କୋନ ଉପକରଣ ଓ ଆବଶ୍ୱକ କରେ ନା । ତୋହାର ଜ୍ଞାନ-କ୍ରିୟା ଏବଂ ବଲ-କ୍ରିୟା ସ୍ଵଭାବସିନ୍ଧୁ । ସ୍ଥାହା ହିତେ ଜ୍ଞାନ-ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ଅସଂଖ୍ୟ ଜୀବ-ସକଳ ଉତ୍ସନ୍ନ ହଇଯାଛେ, କି ଆଶ୍ରଯ ତୋହାର ଜ୍ଞାନ ; ଏବଂ ସ୍ଥାହା ହିତେ ଏହି ବନ୍ଧୁ ସକଳ ସ୍ଥଳ ହଇଯା ସ୍ତ୍ରୀୟ ସ୍ତ୍ରୀୟ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହଇଯାଛେ, କି ମହତ୍ତ୍ଵ ତୋହାର ଶକ୍ତି ॥ ୨ ॥

୫୦

ନ ତ୍ସ୍ତ କଞ୍ଚିଂ ପତିରସ୍ତି ଲୋକେ
ନ ଚେଶିତା ନୈବ ଚ ତ୍ସ୍ତ ଲିଙ୍ଗମ୍ ।
ସକାରଣଂ କରଣାଧିପାଧିପୋନ
ଚାସ୍ତ କଞ୍ଚିଜ୍ଞନିତା ନ ଚାଧିପଃ ॥ ୩ ॥

‘ନ ତ୍ସ୍ତ କଞ୍ଚିଂ ପତିଃ ଅସ୍ତି ଲୋକେ’ ; ଅତେବ ‘ନ ଚ’ ତ୍ସ୍ତ ‘ଜ୍ଞାନିତା’ ନିସ୍ତା ; ‘ନ ଏବ ଚ ତ୍ସ୍ତ ଲିଙ୍ଗଃ’ ଯଦ୍ ଦ୍ରଶ୍ୟତେ । ‘ସଃ’ ସର୍ବତ୍ସ୍ତ ‘କାରଣଃ’ ; ‘କରଣାଧିପାଧିପଃ’, କରଣନାମ ଅଧିପୋ ମନଃ, ତ୍ସ୍ତାଧିପଃ ପରମେଶ୍ୱରଃ । ‘ନ ଚ ଅସ୍ତ କଞ୍ଚିଂ’ ‘ଜ୍ଞନିତା’ ଜନ୍ମିତା, ‘ନ ଚ ଅଧିପଃ’ ॥ ୩ ॥

জগতে তাহার কেহ পতি নাই এবং নিয়ন্ত্রণ নাই,
এবং তাহার কোন অবয়বও নাই। তিনি সকলের কারণ
ও মনের অধিপতি। ইহার কেহ জনক নাই, এবং
অধিপতিও নাই ॥ ৩ ॥

তিনি নিত্য, নিরবয়ব, স্বতন্ত্র, জন্ম-রহিত, মহান् আত্মা ॥ ৩ ॥

৫১

এষদেবোবিশ্বকর্ম্মা মহাত্মা
সদা জনানাত্ম হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ ।
হৃদাৎ মনীয়া মনসাভিকৃপ্তে
য এতবিদ্বুরুষ্টাত্মে ভবন্তি ॥ ৪ ॥

‘এষঃ’ ‘দেবঃ’ গ্রোতনাহুকঃ পরমেশ্বরঃ। বিশ্বঃ জগঃ ক্রিয়তে-
হনেনেতি ‘বিশ্বকর্ম্মা’। মহাংশাসৌ আত্মেতি, ‘মহাত্মা’। ‘সদা’
সর্বদা, ‘জনানাত্ম হৃদয়ে’ ‘সন্নিবিষ্টঃ’ সম্যক্ত স্থিতঃ। ‘হৃদা’ হৃৎস্থয়া,
‘মনীয়া’ মনসঃ সকলাদিরূপস্থ ঈষ্টে নিয়ন্ত্রণেনেতি মনীট্, তয়া
বিকল্পবর্জিতয়া; ‘মনসা’ মননকূপেণ সম্যদর্শনেন; ‘অভিকৃপ্তঃ’
জ্ঞাতুৎ শক্যত ইত্যেতৎ। ‘যে’ ‘এতৎ’ ব্রহ্ম ‘বিদ্বঃ’ জানন্তি,
‘অমৃতাঃ’ অমরণধর্ম্মাণঃ ‘তে ভবন্তি’ ॥ ৪ ॥

এই পরমেশ্বর বিশ্বকর্ম্মা ও মহাত্মা; ইনি লোকদিগের
হৃদয়ে সর্বদা সম্যক্রূপে স্থিতি করিতেছেন। ইনি

ହନ୍ତଗତ ସଂଶୟ-ରହିତ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଦୃଷ୍ଟ ହଇଲେ ପ୍ରକାଶିତ
ହେଯେନ । ସ୍ଥାହାରା ଇହାକେ ଜୀବନେ, ତ୍ବାହାରା ଅମର
ହେଯେନ ॥ ୪ ॥

ଏହି ପରମେଶ୍ଵର ବିଶ୍ୱ ସ୍ଵଜନ କରିଯାଛେନ ଏବଂ ରଚନା କରିଯାଛେନ,
ଅତେବ ଇନି ବିଶ୍ୱକର୍ମୀ । ତନି ମହାଦ୍ୱା, ଇନି ଜୀବାତ୍ମାର ହାୟ
କ୍ଷୁଦ୍ର ନହେନ । ଇନି ସକଳ ଲୋକେର ହନ୍ତୟେ ପ୍ରାଣେର ପ୍ରାଣ କୁପେ ସଦାଇ
ହିତି କରିତେଛେନ । ଇନି ସଂଶୟ ରହିତ ନିର୍ମଳ ଜୀବନେ ପ୍ରକାଶିତ
ହେଯେନ । ସ୍ଥାହାରା ଇହାକେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିଯା ଜୀବିତେ ପାରେନ,
ତ୍ବାହାରା ଇହାର ସହବାସଜନିତ ଭୂମାନନ୍ଦ ନିତ୍ୟ କାଳ ଉପଭୋଗ
କରେନ ॥ ୪ ॥

୫୨

ତନ୍ଦୁର୍ଦ୍ଦର୍ଶଃ ଗୃତମନୁପ୍ରବିଷ୍ଟଃ
ଗୁହାହିତଃ ଗହବରେଷ୍ଟଃ ପୁରାଣଃ ।
ଅଧ୍ୟାତ୍ମ୍ୟୋଗାଧିଗମେନ ଦେବଃ
ମତ୍ତା ଧୀରୋହର୍ଷଶୋକୋ ଜହାତି ॥ ୫ ॥

‘ତଃ’ ‘ଦୁର୍ଦ୍ଦର୍ଶ’ ଦୁଃଖେନାୟାମେନ ଦର୍ଶନମ୍ ଅସ୍ତ୍ରେତି ଦର୍ଦ୍ଦର୍ଶଃ, ଅତି-
ଶୃଙ୍ଗାତ୍ମାଃ, ତଃ । ‘ଗୃତ’ ଗହନଃ ; ‘ଅନୁପ୍ରବିଷ୍ଟ’ ବିଷୟବିକାରୈଃ
ପ୍ରକଳ୍ପମ୍, ଇତ୍ୟେତଃ । ‘ଗୁହାହିତ’ ଗୁହାଯାଃ ଆନୁଗୁହାହିତଃ ଶିତମ୍ ।
ଗହବରେ ସ୍ଥାନେ ବିଷମେ, ଅନେକାନର୍ଥ-ସଙ୍କଟେ, ତିର୍ତ୍ତତୀତି ‘ଗହବରେଷ୍ଟ’ ।
‘ପୁରାଣ’ ପୁରାତନମ୍ । ‘ଅଧ୍ୟାତ୍ମ୍ୟୋଗାଧିଗମେନ’,—ବିଷୟେଭ୍ୟଃ ଅତି-

সংহত্য আত্মনঃ পরমাত্মনি সমাধানম্ অধ্যাত্মযোগঃ ; তন্ত্র
অধিগমস্তেন। ‘মহা’ ‘দেবং’ শ্লোতনাত্মকং। ‘ধীরঃ হর্ষশোকে
জহাতি’ ॥ ৫ ॥

তিনি দুর্জের্য, তিনি সমস্ত বস্ত্রে গৃঢ়-কৃপে প্রবিষ্ট
আছেন, তিনি আত্মাতে স্থিতি করেন ও অতি সঞ্চট
স্থানে থাকেন, এবং নিত্য হয়েন। ধীর ব্যক্তি
পরমাত্মাতে স্বীয় আত্মার সংযোগ দ্বারা অধ্যাত্মযোগে
সেই পরম দেবতাকে জানিয়া হর্ষ শোক হইতে মুক্ত
হয়েন ॥ ৫ ॥

তিনি দুর্জের্য ; বিষয়-মোহে হত্ত-চেতন ব্যক্তি তাঁহাকে কোন
অকারেই জানিতে পাবে না। তিনি দর্শন-শাস্ত্রই পড়ুন, আর
তর্ক-শাস্ত্রই পড়ুন, তাঁহার মনের সংশয়চ্ছেদ কখনই হয় না, তাঁহার
জ্ঞান কদাপি তপ্ত হয় না। সত্ত্বের সত্য তাঁহার নিকটে ভার্যার
ন্তায় প্রকাশ পাইতে থাকে। কাছেতে ঘেমন গৃঢ়-কৃপে অশ্বি আছে,
সেইক্রমে তিনি সমস্ত বস্ত্রে গৃঢ়-কৃপে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া প্রচল-
রহিয়াছেন ; বিশুদ্ধস্ত তন্ত্রিষ্ঠ ব্যক্তির নির্মল জ্ঞানে সেই পরম
দেবতা দক্ষদারু-নিঃস্ত প্রজ্জলিত অনলের ত্যায় সহজেই প্রকাশিত
হয়েন। তিনি আত্মার অস্তরাত্মা, তিনি আমারদের আত্মাতে
সর্বদা স্থিতি করিতেছেন। তিনি আকাশেতেও ওতপ্রোত হইয়া
আছেন। তিনি পর্বতের শুভা-গহৰে, তিনি হিমবৎ কৈলাস-
শিখরে, তিনি বিশ্বীণ দাবানলে, তিনি ভৌবণ-সমুদ্র-তরঙ্গে, তিনি

ନିର୍ଜନ ତୁର୍ଗମ ସଙ୍କଟ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥିତି କରେନ ଏବଂ ନିତ୍ୟ ହେଁଲେ । ତିନି ଆମାରଦେର ସାକ୍ଷାତ୍ ପିତା, ତିନି ଆମାରଦେର ପୁରାତନ ପିତାମହ । ଧୀର ବ୍ୟକ୍ତି ଅଧ୍ୟାତ୍ମ୍ୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ମେହି ହଞ୍ଜେଯ ପରମାତ୍ମାକେ ଜୀବିତୀ ହର୍ଷ ଶୋକ ହଇତେ ମୁକ୍ତ ହେଁଲେ । ପରମାତ୍ମାତେ ଜୀବାତ୍ମାର ସଂଯୋଗ କରାକେ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ୍ୟୋଗ କହେ । ଅଧ୍ୟାତ୍ମ୍ୟୋଗେ ସଥଳ ଆମାର ଇଚ୍ଛା ତୀହାର ଇଚ୍ଛାର ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହୟ, ସଥଳ ଜ୍ଞାନ ତୀହାର ସତ୍ୟ-ସ୍ଵନ୍ଦର-ମନ୍ଦିର ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିଯା ତୃପ୍ତ ହୟ, ତଥନ ହନ୍ଦର ତୀହାକେ ପ୍ରୀତି-ଉପହାର ଦିଯା ଆନନ୍ଦ-ସାଗରେ ଲୌନ ହୟ, ଏବଂ ବିଷୟ-କାମନା-ଜନିତ ହର୍ଷ-ଶୋକ ହଇତେ ମୁକ୍ତ ହୟ । ସତହି ତୀହାର ଇଚ୍ଛାର ସହିତ ଆମାର ଇଚ୍ଛାର ଯୋଗ ହୟ, ସତହି ତୀହାର ପ୍ରୀତିର, ସହିତ ଆମାର ପ୍ରୀତିର ଯୋଗ ହୟ, ତତହି ତୀହାର ସହିତ ସଞ୍ଚିଲନେର ଗାଢତା ହୟ, ଏବଂ ତତହି ତୀହାର ପବିତ୍ର ସଞ୍ଚିକର୍ଷ ଉପଲକ୍ଷ କରିଯା ପବିତ୍ର ହୈ । ଏହି ପ୍ରକାର ଯୋଗେତେହି ତୀହାକେ ଜୀବିତେ ପାରି, ଏହି ପ୍ରକାର ଯୋଗେତେହି ତୀହାର ଆଦିଷ୍ଟ ଧର୍ମାମୁଷ୍ଠାନେ ବଳ ପାଇ, ଏହି ପ୍ରକାର ଯୋଗେତେହି ସ୍ଵର୍ଗ ହୟ, ଏହି ପ୍ରକାର ଯୋଗେତେହି ମୁକ୍ତି ହୟ ॥ ୫ ॥

୫୩

ପ୍ରାଣସ୍ତ ପ୍ରାଣମୁତ ଚକ୍ର୍ୟଶ୍ଚକ୍ର୍ରତ ଶ୍ରୋତସ୍ତ ଶ୍ରୋତଃ
ମନ୍ମୋଯେ ମନୋବିଦ୍ଵଃ । ତେ ନିଚିକ୍ୟାତ୍ମକ ପୁରାଣ-
ମତ୍ୟମ୍ ॥ ୬ ॥

‘ପ୍ରାଣସ୍ତ ପ୍ରାଣମ୍’, ‘ଉତ’ ତଥା, ‘ଚକ୍ର୍ୟଃ ଚକ୍ରଃ’, ଉତ ଶ୍ରୋତସ୍ତ

শ্রোত্ৰং’, ‘মনসঃ মনঃ’, ‘যে’ ‘বিদঃ’ জানস্তি, ‘তে’ ‘নিচিকু’
নিশ্চয়েন জ্ঞানবস্তঃ, ‘ব্রহ্ম’ ‘পুরাণং’ চিৰস্তনম্, ‘অগ্র্যং’ শ্রেষ্ঠম্ ॥ ৫ ॥

তাহারা নিশ্চয়-ক্লপে অতি পুরাতন সর্বশ্রেষ্ঠ পৱ-
ব্রহ্মকে জানেন, ‘যাহারা ইহাকে প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু,
শ্রোত্রের শ্রোত্র এবং মনের মন বলিয়া জানেন ॥ ৬ ॥

যাহারা ইহাকে সকলের চেতনাবান् কারণ ও আশ্রয় বলিয়া
জানেন, তাহারা ইহাকে নিশ্চয় কপে জানেন ॥ ৬ ॥

৫৪

একবৈবানু দ্রষ্টব্যমেতদপ্রয়েৱং ধ্রুবম্ ।

বিৱজঃ পৱ আকাশাদজ আত্মা মহান् ধ্রুবঃ ॥ ৭ ॥

‘একধা এব’ একেনেব প্রকাবেণ, বিজ্ঞানঘনেকরসপ্রকারেণ
আকাশবন্ধিরস্তরেণ । ‘অনুদ্রষ্টব্যম্’ ‘এতৎ’ ব্রহ্ম । অত্তেন হি
অগ্নৎ প্রমীলিতে, ইদন্ত ‘অপ্রয়েৱং’ ; ‘ধ্রুবং’ নিত্যাং কুটুম্বম্ ।
‘বিৱজঃ’ বিগতৱজঃ অধৰ্ম্মাদি-গল-ৱহিতৎ ; ‘পৱঃ’ স্তুত্মঃ
‘আকাশাং’ অপি । ‘অজঃ’ ন জায়তে, ‘আত্মা’, ‘মহান्’ মহত্ত্বঃ
সর্বস্তুত্ম, ‘ধ্রুবঃ’ অবিনাশী ॥ ৭ ॥

পৱমেশ্বরকে একই জানিবেক ; ইনি উপমা-ৱহিত
এবং নিত্য । এই নির্মল জন্ম-বিহীন মহান् আত্মা
আকাশের অঙ্গীত, সর্বাপেক্ষা মহৎ এবং অবিনাশী ॥ ৭ ॥

ଇନି ଏକମାତ୍ର ଏବଂ ଉପମା-ରହିତ; ଏମନ କୋନ ବନ୍ଦ ନାହିଁ
ଯେ ତାହାର ସହିତ ତାହାର ଉପଗୀ ଦେଓଯା ଯାଏ । ତିନି ସମସ୍ତ ବନ୍ଦ
ହିତେ ଭିନ୍ନ, 'ତିନି ଆକାଶେ ଅତୀତ, ଏବଂ ଆକାଶେର ମଧ୍ୟ
ଥାକିଯା ତିନି ସମସ୍ତ ସଟିନାକେ ନିୟମିତ କରିତେଛେ ॥ ୭ ॥

୫୫

ସମ୍ମାଦର୍ବାକ୍ ସଂବଂସରୋହିତୋଭିଃ ପରିବର୍ତ୍ତତେ ।

ତଦେବାଜ୍ୟୋତିମାଂ ଜ୍ୟୋତିରାୟୁତୋପାସତେ

ଇମୃତମ् ॥ ୮ ॥

'ସମ୍ମାଦ' ଈଶାନାଂ, 'ଅର୍ଦ୍ଧାକ୍', 'ସଂବଂସର' ସଂବଂସରାବଚ୍ଛିନ୍ନଃ
କାଳଃ, 'ଅହୋଭିଃ' ସାବଧାନବହୋତ୍ତରଃ, 'ପରିବର୍ତ୍ତତେ' । 'ତଃ'
'ଜ୍ୟୋତିମାଂ ଜ୍ୟୋତିଃ' 'ଆୟୁ' 'ଅଗ୍ନତଃ' ବ୍ରକ୍ଷ 'ଦେବାଃ' 'ତି ଆ
ପ୍ରାସତେ' ॥ ୮ ॥

ଯାହାର ଶାସନେ ଅହୋରାତ୍ର ଦ୍ୱାରା ସଂବଂସର ପରିବର୍ତ୍ତ
ହଟିଯା ଆସିଥିଲେ, ମେଠ ଜ୍ୟୋତିର ଜ୍ୟୋତି, ଅମୃତ, ଏବଂ
ସକଳେର ଆୟୁର କାରଣ ପରବ୍ରକ୍ଷକେ ଦେବତାରା ନିୟତ ଉପାସନା
କରେନ ॥ ୮ ॥

ଅଞ୍ଚ ଅଞ୍ଚ ଲୋକେ ମନୁଷ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ଜ୍ଞାନ-ଦୟା-ସ୍ମୀତିତେ ଉପ୍ରତ ଯେ
ସକଳ ଉଂକୁଷ୍ଟ ଜୀବ ଆଛେନ, ତୋଶାବା ପଦବ୍ରକ୍ଷକେ ନିୟତ ଉପାସନା
କରେନ । ସେମନ ଦେବତାରା ପରବ୍ରକ୍ଷେର ଉପାସନା କରେନ, ତତ୍ତ୍ଵପ

মনুষ্যেরও ত্ত্বাকে উপাসনা করিবার অধিকার আছে। ইহা
আমারদিগের সামান্য গৌরব ও সামান্য সৌভাগ্য নহে ॥ ৮ ॥

৫৬

সর্বস্তু বশী, সর্বস্ত্রেশানঃ সর্বস্ত্রাধিপতিঃ । স ন
সাধুনা কর্মণা ভূয়ান্ নো এব অসাধুনা কণীয়ান্ ॥ ৯ ॥

‘সর্বস্তু বশী’, সর্বম অস্ত বশে বস্তি তে ; ‘সর্বস্ত্র ঈশানঃ’, ‘সর্বস্ত্র’
অধিপতিঃ’। ‘সঃ’ পুক্ষে বিজ্ঞানগয়ঃ, ‘ন সাধুনা কর্মণা’ ভূয়ান্’
ভবতি, বর্কতে, ‘নো এব অসাধুনা’ কর্মণা ‘কণীয়ান্’ অল্লতরো
ভবতি। সর্ব-সংসার-ধর্ম-বর্জিতঃ সঃ পুক্ষঃ, পূর্বাবস্থাতো ন
হীয়তে, ন চ বদ্ধত, ইত্যাথঃ ॥ ৯ ॥

সকলট ত্ত্বার বশে রাহিয়াছে, তিনি সকলের নিযন্ত্রণ
এবং সকলের অধিপতি। সাধু কর্মে ত্ত্বার বৃদ্ধি হয়
না, অসাধু কর্মেও ত্ত্বার হ্রাস হয় না ॥ ৯ ॥

পরমেশ্বর বাহাকে যে নিমিত্তে অনীন করিয়া দিয়াছেন, সে
সেই নিমিত্তে রাহিয়াছে ; কেহ ত্ত্বার শাসন অতিক্রম করিতে
পারে না। তিনি সর্বেশ্বর, সর্বনিয়ন্ত্রণ, সর্বাধিপতি। মনুষ্য
বেমন সদনঃ কম্মাত্মাবে উৎকৃষ্ট বা অপকৃষ্ট অবস্থা প্রাপ্ত হয়,
ত্ত্বার মৌলিক অবস্থা-পরিবর্তন ইহার সন্তাননা নাই। ত্ত্বার
স্বরূপ একপ উৎকৃষ্ট যে তদপেক্ষা তাহা আর উৎকৃষ্ট হইতে পারে

না, এবং এ প্রকার অপরিবর্তনীয় যে কদাপি তাহা পরিবর্ত্ত হইয়া
অপকৃষ্ট হইতে পারে না ॥ ৯ ॥

৫৭

এষ সর্বেশ্বর এষ ভূতাধিপতিরেষ ভূতপাল এষ
সেতুবিধরণ এষাং লোকানামসন্তেদায় ॥ ১০ ॥

‘এবঃ সর্বেশ্বরঃ’, ‘এষঃ’ ‘ভূতাধিপতিঃ’ ভূতানাম অধিপতিঃ,
‘এষঃ ভূতপালঃ’ ভূতানাং পালয়িতা, রক্ষিতা। ‘এষঃ সেতুঃ’
‘বিধরণঃ’ সর্ব-সংসার-ধর্ম-ব্যবস্থায়া বিধারয়িতা। ‘এষাং লোকানাং’
ভূরাদি-লোকানাম, ‘অসন্তেদায়’ অসম্ভিষ্ঠ-মর্যাদায়ে। লোকাঃ
সর্বে সম্ভিষ্ঠ-মর্যাদাঃ স্ব্যরতো লোকানাম অসন্তেদায় সেতুভূতোহৃং
পরমেশ্বরঃ ॥ ১০ ॥

ইনি সকলের ঈশ্বর, ইনি সমস্ত বস্তুর অধিপতি, ইনি
সর্বভূতের প্রতিপালক, ইনি লোক-ভঙ্গ-নিবারণার্থে
সেতু-স্বরূপ হইয়া সমুদয় ধারণ করিতেছেন ॥ ১০ ॥

প্রজাপালক পরমেশ্বর এ প্রকাব সৃষ্টি-বন্ধ নিয়ম-প্রণালী সংস্থাপন
করিয়া বিশ্ব-বাঞ্ছ্য পালন করিতেছেন নে, কোন ক্রমেই তাহার
ব্যতিক্রম ঘটিয়া সংসারের উচ্ছেদ-দশা প্রাপ্তিব সন্তোবনা নাই।
পরমেশ্বর “লোক-ভঙ্গ-নিবারণার্থে সেতু-স্বরূপ হইয়া সমুদয় ধারণ
করিতেছেন” ॥ ১০ ॥

৫৮

অশ্মিন् দ্বোঃ পৃথিবী চান্তরীক্ষমোতং
 মনঃ সহ প্রাণেশ সবৈবঃ ।
 তমেবৈকং জ্ঞানথ আত্মানমন্ত্রা
 বাচোবিমুঞ্চথ অমৃতস্ত্রেষসেতুঃ ॥ ১১ ॥

‘অশ্মিন্’ অক্ষরে পুরুষে, ‘দ্বোঃ পৃথিবী চ অন্তরীক্ষম্’, ‘ওতং’
 সম্পিতং, ‘মনঃ, সহ’ ‘প্রাণেশ’ করণেঃ ‘চ’ ‘সবৈবঃ’ । ‘তম্ এব’
 সন্তোষযম্, ‘একম্’ অদ্বিতীয়ং, ‘জ্ঞানথ’ জ্ঞানী ত, ‘আত্মানম্’ অজম্
 একং ব্রহ্ম । ‘অন্ত্রাঃ বাচঃ’ ‘বিমুঞ্চথ’ বিমুঞ্চত পরিত্যজত । যতঃ
 ‘অমৃতস্ত্র’ অমৃতস্ত্র মোক্ষপ্রাপ্তে ‘এষঃ সেতুঃ’, সংসার-মতোদধে-
 কুকুরণ-হেতুত্বাং ॥ ১১ ॥

ইহাতে দ্বালোক, পৃথিবী, অন্তরীক্ষ, এবং মন ও
 ইল্লিয় সমুদয় আশ্রিত হইয়া রহিয়াছে । সেই অদ্বিতীয়
 পরমাত্মাকে জ্ঞান, এবং অন্ত বাক্য-সকল পরিত্যাগ কর ;
 ইনি অমৃতলাভের সেতু ॥ ১১ ॥

ইনি সকলেরই রক্ষক এবং সকলেরই আশ্রয় । ইহাকে জ্ঞান,
 এবং অন্ত বাক্য পরিত্যাগ কর । ইহাকে অতিক্রম করিয়া কোন
 কথা কহিবে না, কোন চিন্তা করিবে না, কোন কার্য্য করিবে না ;
 সম্যক্র রূপে ইহারই শরণাপন্ন হইয়া থাকিবে ; তবে পাপ তাপ
 যোহ হইতে মুক্তি পাইয়া অমৃত লাভ করিবে । ইনি অমৃতের
 সেতু-স্বরূপ ॥ ১২ ॥

୫୯

ନ ଜାଇତେ ଖିଲାଇବୁ
କୁତଶ୍ଚିନ୍ମ ବତ୍ରବ କଣ୍ଠିଃ ॥ ୧୨ ॥

ଏହି ପର ଆହ୍ଵା ‘ନ ଜାଇତେ’ ନୋଂପାଦିତେ ; ‘ଖିଲାଇବୁ’ ନ ଖିଲାଇବୁ ; ‘ବିପଣ୍ଠିଃ’ ମେଧାବୀ ସର୍ବଜ୍ଞଃ ଅପରିଲୁପ୍ତ-ଚୈତନ୍ୟ-ସ୍ଵଭାବତ୍ୱାଃ । କିଞ୍ଚି, ‘ନ’ ‘ଅସମ୍’ ଆହ୍ଵା ‘କୁତଶ୍ଚିନ୍ମ’ କାରଣାନ୍ତରାଃ ବତ୍ରବ । ‘ନ’ ଅପି ଏହି ଆହ୍ଵା ‘ବତ୍ରବ କଣ୍ଠିଃ’ ଅର୍ଥାନ୍ତବତ୍ରତଃ ॥ ୧୨ ॥

ଏହି ପରମାତ୍ମାର ଜନ୍ମ ନାହିଁ, ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ ; ଇନ୍ଦ୍ର ସର୍ବଜ୍ଞ । ଇନ୍ଦ୍ର କୋନ କାରଣ ହଟିଲେ ଉଂପନ୍ନ ତନ ନାହିଁ, ଏବଂ ଆପନିଓ ଅନ୍ୟ କୋନ ବନ୍ଦୁ ହେଯେନ ନାହିଁ ॥ ୧୨ ॥

ଜନ୍ମ-ମୃତ୍ୟୁ-ବିକାବ-ବିହୀନ, ଭ୍ରଗ-ପ୍ରମାଦ-ଶୃଙ୍ଗ, ଶୁଦ୍ଧ ଅପାପବିନ୍ଦ
ପରମାତ୍ମା ହଟିଲେ ଏହି ସମୁଦ୍ରାଯଟି ଉଂପନ୍ନ ତହିୟାଛେ, କିନ୍ତୁ ତିନି ଆପନି
କିଛୁଟି ହେଯେନ ନାହିଁ । ତୁମ୍ଭ ପରିଣତ ତହିୟା ଯେମନ ଦଧି ହୁଏ, ଶୁଦ୍ଧିକା
ରୂପାନ୍ତର ହୁଇୟା ଯେମନ ଘଟ ହୁଏ, ଏବଂ ସ୍ଵର୍ଗ ଅବସ୍ଥାନ୍ତର ହୁଇୟା ଯେମନ
କୁଣ୍ଡଳ ହୁଏ, ତିନି ମେଲିପ କୋନ ବନ୍ଦୁକପେ ପରିଣତ ହେଯେନ ନାହିଁ ।
ରଙ୍ଗୁତେ ଯେମନ ସର୍ପଭ୍ରମ ହୁଏ, ମନୌଚିକାର ଯେମନ ଜଳଭ୍ରମ ହୁଏ, ଏବଂ
ଶୁଦ୍ଧିକାର ଯେମନ ରଜତ-ଭ୍ରମ ହୁଏ, ଟୋହାତେ ମେ ରୂପ ଭ୍ରମ ହୁଇୟା ଯେ
ଏହି ଜଗଂ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲେଛେ, ତାହାଓ ନାହେ । ତିନି ଏହି ସମୁଦ୍ର
ଜଗଂ ସୃଷ୍ଟି କରିଲାଛେନ । ଜଗଂ ଟୋହା ହଟିଲେ ପୃଥିକ ପଦାର୍ଥ । ତିନି
ସ୍ଵୟଂ ଜଡ଼ଓ ହେଯେନ ନାହିଁ, ଏବଂ ଜୀବଓ ହନ ନାହିଁ । ତିନି ମେବ୍ୟ ଓ
ଉପାସ୍ତ, ଏବଂ ଆମରା ସକଳେ ଟୋହାର ମେବକ ଓ ଉପାସକ ॥ ୧୨ ॥

৬০

• যদর্চিমদ্ যদণুভ্যোহণু
 যশ্চিন্ম লোকানিহিতালোকিনশ্চ ।
 তদেতৎ সত্যং তদমৃতং
 তৎ বেদ্ববৎ মোগ্য বিদ্বি ॥ ১৩ ॥

‘যৎ’ শব্দ, ‘অর্চিমৎ’ দীপ্তিমৎ, ‘যৎ অনুভ্যঃ অণ’, ‘যশ্চিন্ম’ ‘লোকাঃ’ ভূবাদৱৎ, ‘নিহিতাঃ’ হিতাঃ, ‘লোকিনঃ চ’ লোক-নিবাসিনোমন্ত্রাদৱৎ । ‘তৎ এতৎ’ সর্বাশ্রয়ৎ, ‘সত্যং’; ‘তৎ’ ‘অনুভ্য’ অবিনাশি; ‘তৎ বেদ্ববৎ’ মনসা তাড়িতব্যৎ, তশ্চিন্ম মনঃসমাধানং কর্তৃত্যম্ ইত্যর্থঃ । যশ্চাদ্ব এবং তশ্চাদ্ব হে ‘সোগ্য’, ‘বিদ্বি’ ব্রহ্মণি মনঃ সমাধ়ন ॥ ১৩ ॥

যিনি জ্যোতিষ্য, যিনি অণু হইতেও সূক্ষ্মতর এবং যাহাতে লোকসকল ও লোকনিবাসী জীব-সকল স্থাপিত রহিয়াছে, তিনিই সত্তা, তিনি অনৃত, তিনি আত্মার দ্বারা বেধনৌয় । অতএব হে প্রিয় শিষ্য ! তোমার আত্মার দ্বারা তাহাকে বিদ্ব কর ॥ ১৩ ॥

হে প্রিয় ! তোমার আত্মাকে সর্বান্তরতম পরমাত্মা হইতে অন্তর করিও না ; তাহা হইতে তাহাকে বিছিন্ন করিয়া দীনভাবে মুহূর্মান হইও না ; কিন্তু তাহাকে পবিত্র করিয়া তাহার নিকটে লইয়া যাও । একাগ্র-চিন্ত হইয়া তাহার দ্বারা

ପରମାତ୍ମାକେ ବିନ୍ଦୁ କର, ଏବଂ ଅଧ୍ୟାତ୍ମଯୋଗ-ଜନିତ ପରମାନନ୍ଦ
ଉପଭୋଗ କର ॥ ୧୩ ॥

୬୧

ପ୍ରଣବୋଧନୁଃ ଶରୋହାତ୍ମା ବ୍ରଙ୍ଗ ତଳକ୍ଷୟଚାତେ ।

ଅପ୍ରମତ୍ତେନ ବେନ୍ଦ୍ରବ୍ୟଂ ଶରବ୍ଦ ତମୟୋଭ୍ବେଦ ॥ ୧୪ ॥

‘ପ୍ରଣବ’ ଉଞ୍ଚାରଃ, ‘ଧନୁ’; ‘ଶବ’ ହି’ ‘ଆତ୍ମା’ ଜୀବାତ୍ମା; ‘ବ୍ରଙ୍ଗ
ତଳକ୍ଷୟମ୍ ଉଚ୍ୟତେ’। ‘ଅପ୍ରମତ୍ତେନ’ ପ୍ରମାଦ-ବର୍ଜିତେନ ଜିତେଜିଯେ
ଏକାଗ୍ରଚିତ୍ତେନ, ତଳକ୍ଷୟଂ ବ୍ରଙ୍ଗ ‘ବେନ୍ଦ୍ରବ୍ୟ’! ତତସ୍ତ୍ରେଧନାଦ୍ ଉର୍କ୍ଷଂ;
‘ଶରବ’ ତମୟଃ ଭବେଦ’; ଯଥା ଶରୋଲକ୍ଷ୍ୟମୟୋ ଭବତି, ତଥା ତଥ
ସାଧକସ୍ୟ ଆତ୍ମା ବ୍ରଙ୍ଗମୟୋ ଭବେଦ ॥ ୧୫ ॥

ପ୍ରଣବ ଧନୁ-ସ୍ଵରୂପ, ଜୀବାତ୍ମା ଶର-ସ୍ଵରୂପ, ଏବଂ ପରବ୍ରଙ୍ଗ
ଲକ୍ଷ୍ୟ-ସ୍ଵରୂପ । ପ୍ରମାଦଶୂନ୍ୟ ହଇଯା ମେହି ପ୍ରଣବ-ଧନୁର
ଅବଲମ୍ବନେତେ ଜୀବାତ୍ମା-ରୂପ ଶର ଦ୍ଵାରା ବ୍ରଙ୍ଗ-ରୂପ ଲକ୍ଷ୍ୟକେ
ବିନ୍ଦୁ କରିବେକ । ଆର, ଯେମନ ଶର ଲକ୍ଷାକେ ବିନ୍ଦୁ କରିଯା
ତାହାର ମଧ୍ୟେ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହଇଯା ତାହାର ଦ୍ଵାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ
ଆବୃତ ହୟ, ତଦ୍ରୂପ ଜୀବାତ୍ମା ବ୍ରଙ୍ଗକେ ବିନ୍ଦୁ କରିଯା, ତାହାର
ମଧ୍ୟେ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହଇଯା, ତାହାର ଦ୍ଵାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆବୃତ
ହଇବେକ ॥ ୧୫ ॥

ଉଞ୍ଚାରକେ ପ୍ରଣବ ବଳେ; ଉଞ୍ଚାରେର ଅର୍ଥ ‘ମୃଷ୍ଟି-ଷ୍ଟିତି-ପ୍ରଳୟ-
କର୍ତ୍ତା’; ଇହା ପରବ୍ରଙ୍ଗେର ପ୍ରତିପାଦକ ଶବ୍ଦ ! ଜୀବାତ୍ମାକେ ଶର-ସ୍ଵରୂପ

কল্পনা করিয়া, এবং শুকার শব্দকে ধনু-স্বরূপ কল্পনা করিয়া জানান
হইয়াছে যে, যেমন কোন লক্ষ্যের প্রতি শর নিংক্ষেপ করিবার
জন্ম ধনুকে অবলম্বন করা আবশ্যিক হয়, সেইরূপ ব্রহ্মকে লক্ষ্য করিয়া
জীবাত্মাকে তাহার সমৈপ করিবার নিমিত্তে তৎপ্রতিপাদক শব্দ
আশু উপকারী হয়। যাহার আত্মা ব্রহ্ম-রূপ লক্ষ্য বিন্দু করিয়া
তাহার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে, তিনি জানিয়াছেন যে, যেমন
তাহার আত্মা পরব্রহ্ম দ্বারা আবৃত রহিয়াছে, সেইরূপ সমুদায়
জগৎ তাহারই দ্বারা আবৃত রহিয়াছে ॥ ১৪ ॥

৬২ •

সমে শুচৌ শর্করা বহিবালুকা-
বিবর্জিতে শব্দজলাশয়াদিভিঃ ।
মনোহনুকূলে ন তু চক্ষুপীড়নে
গুহানিবাতাশ্রয়ণে প্রযোজয়ে ॥ ১৫ ॥

‘সমে’ নিরোহিত-রহিতে দেশে ; ‘শুচৌ’ শুক্রে ; ‘শর্করা-বহি-
বালুকা-বিবর্জিতে’,—শর্করাঃ ক্ষুদ্রোপলাঃ, বহিবালুকাঃ তপ্ত-
বালুকাঃ তাভ্যো বিবর্জিতে। ‘শব্দজলাশয়াদিভিঃ’,—বিহঙ্গাদৌনাঃ
শব্দঃ, জলঃ, আশ্রয়োমণ্ডপম্, ইত্যাদিভিঃ ; ‘মনোহনুকূলে’
মনোরমে স্থানে। ‘ন তু’ ‘চক্ষুপীড়নে’ চক্ষুঃপীড়নে, প্রতিবাঞ্ছ-
নভিমুখে ; ‘গুহানিবাতাশ্রয়ণে’—গুহায়াম্ একাস্তে, নিবাতে

ପ୍ରଚଣ୍ଡ-ବାୟୁ-ବର୍ଜିତେ, ଆଶ୍ରଯଣେ ଆଶ୍ରଯେ । ‘ପ୍ରୟୋଜଯେ’ ପ୍ରୟୁଷୀତ
ଚିତ୍ତଂ ପରମେ ବ୍ରକ୍ଷଣି ॥ ୧୫ ॥

କଞ୍ଚରଶୂନ୍ୟ ତପ୍ତ-ବାଲୁକା-ବର୍ଜିତ ସମାନ ଓ ଶୁଚି ଦେଶେ
ଉତ୍ତମ ଜଳ ଉତ୍ତମ ଶକ୍ତି ଓ ଆଶ୍ରୟାଦି ଦ୍ୱାରା ମନୋରମ
ସ୍ଥାନେ, ପ୍ରତିବାଦୀର ଅନଭିମୁଖେ, ଓ ଶୁନ୍ଦର ବାୟୁସେବିତ
ବିରଳ ସ୍ଥାନେ ପ୍ରିତି କବିଯା ପବରକ୍ଷେ ଆଜ୍ଞା ସମାଧାନ
କରିବେକ ॥ ୧୫ ॥

ସେ ସ୍ଥାନେ ଅବସ୍ଥିତି କରିଲେ ଅନ୍ତଃକବଳ ପ୍ରଶନ୍ତ ହୟ, ଏବଂ ପବିତ୍ର
ପୁରୁଷେତେ ଅନାୟାସେ ଆହ୍ୟାତ ସଂଘୋଗ ହୟ, ମେଟେ ସ୍ଥାନେ ଉପବିଷ୍ଟ
ହଇୟା ଉପାସନା କରାଇ ବିଦେବ । ଦୁର୍ଗକୁ, ଉତ୍ତପ୍ତ, ଅପରିନ୍ଦ୍ରିୟ, ଅଶୁଚି
ସ୍ଥାନେ ଅବସ୍ଥିତି କରିଲେ ଅନ୍ତଃକବଳେ ମାଲିନ୍ୟ ଜୟେ, ଏବଂ ଉପଗୁରୁ
ମୂର୍ତ୍ତ ଈଶ୍ଵରେତେ ଆହ୍ୟାର ଅଭିନିବେଶ ହୟ ନା । କିନ୍ତୁ ସେ ସ୍ଥାନ ଅଭି
ବିରଳ, ପବିତ୍ର ପରିନ୍ଦ୍ରିୟ ପରିଚନ, ଶ୍ରିଦ୍ଵିଷ ଓ ଅବକ୍ଳବ, ମେଘାନେ ଉତ୍ତମ
ଜ୍ଞାନ, ସେଥାନେ ବାୟୁନ ଉପଦ୍ରବ ନାହିଁ, ମେଘାନେ ବିହଞ୍ଜମଦିଗେର ସୁଶ୍ରାବ୍ୟ
ଶକ୍ତ ହୟ, ଏବଂ ମେଘାନେ ବିପଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ଯତି ଚକ୍ରଃପୀଡ଼ାର କୋନ ବିଷୟ
ନାହିଁ, ମେ ସ୍ଥାନ ଅପେକ୍ଷାର ଆବ କୋନ ସ୍ଥାନ ଅଧିକ ମନଃପୃତ ହଇତେ
ପାରେ ? ଏ ପ୍ରୟୁକ୍ତ ଏଟିକଣ ପବିତ୍ର ସୁଧକର ସ୍ଥାନେ ଅବସ୍ଥିତି କରିଯା
ଉପାସନା କଣା ବ୍ରକ୍ଷବାଦିଦିଗେର ଅଭିନିତ । ସେ ସ୍ଥାନେ ମନ ପ୍ରଶନ୍ତ
ପବିତ୍ର ଓ ନିର୍ମଦ୍ଧିଷ୍ଠ ଗାକିତେ ପାରେ, ଏମନ ସ୍ଥାନେଟେ ଉପାସନା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ;
କାରଣ, ମନ ଉଦ୍ଵିଗ୍ନ ଓ ଉତ୍ୟକ୍ରମ ଓ ମଲିନ ହଇଲେ ପବିତ୍ରମ୍ବଳପ ଈଶ୍ଵରେର
ଉପାସନା ସୁତ୍ତାରୁ ରାପେ ମଞ୍ଚାନ ହୟ ନା ॥ ୧୫ ॥

৬৩

ত্রিকুলতত্ত্ব স্থাপ্য সমগ্র শরীরগ্ৰ
 হন্দীক্ষিয়াণি মনসা সন্নিবেশ্য ।
 ব্রহ্মোডুপেন প্রতরেত বিদ্বান्
 শ্রোতাংগ্রসি সর্বাণি ভয়াবহানি ॥ ১৬ ॥

আণি উরো-গ্রীবা-শিরাংসি উন্নতানি যদ্বিন् শরীরে, তৎ
 ‘ত্রিকুলতৎ’ ; ‘শরীরং’ ‘সমং’ ‘স্থাপ্য’ সংস্থাপ্য । ‘হন্দি’ ‘ইক্ষিয়াণি’
 চক্ষুরাদীনি ‘মনসা’ ‘সংনিবেশ্য’ সংনিয়ম্য ; ‘ব্রহ্মোডুপেন’ ব্রহ্মেব
 উড়ুপং তরণ-সাধনং, তেন ; ‘প্রতরেত’ অতিক্রমেৎ, ‘বিদ্বান্’ ।
 ‘শ্রোতাংসি সর্বাণি’ সংসার-সাগরস্য, ‘ভয়াবহানি’ ১৬ ॥

বক্ষঃ, গ্রীবা ও শিরোদেশ উন্নত করত সমভাবে শরীর
 স্থাপন করিয়া মনের সহিত চক্ষুরাদি ইক্ষিয়সকল হৃদয়েতে
 সন্নিবেশ পূর্বক সংসারার্গবের ভয়াবহ শ্রোত-সকলকে
 ব্রহ্ম-স্বরূপ ভেলকের দ্বারা অতিক্রম করিবেক ॥ ১৬ ॥

পুর্বে যেকুপ উপাসনার উপযুক্ত স্থানের বিষয় কথিত
 হইয়াছে, মেইকুপ উপাসনা-কালে কি প্রকারে উপবেশন করিবেক,
 তাহাও এই বচনে প্রাপ্ত হইতেছে । বক্ষঃ, গ্রীবা ও শিরোদেশ
 উন্নত করিয়া আজু হইয়া বসিলে শরীর ও মনের কোন ব্যতিক্রম
 ঘটে না । অতএব উপাসনা-কালে এই প্রকারে উপবেশন করিয়া

ଇଞ୍ଜିଯ়-ପ୍ରବୃତ୍ତି ଓ ତାବৎ ମନୋବ୍ରତିକେ ହଦୟେ ସମ୍ବିବେଶ କରିବେକ,
ତାହାରଦିଗକେ ନାନା ପ୍ରକାର ବାହ୍ୟ ବିଷୟ-ବ୍ୟାପାରେ ବ୍ୟାପୃତ ହଇତେ ନା
ଦିଯା। ମନେର ସହିତ ଆହ୍ୱାକେ ପରମାଣୁତେ ସମାଧାନ କରିବେକ,
ଏବଂ ହଦୟେର ଶ୍ରୀତି ତୀହାତେ ଅର୍ପଣ କରିଯା କୃତାର୍ଥ ହଇବେକ ॥ ୧୬ ॥

অষ্টমোঃধ্যায়ঃ

৬৪

বিশ্঵ত্ত্বক্ষুরুত বিশ্বতোমুখে।
 বিশ্বতোবাহুরুত বিশ্বতস্পাতি।
 সংবাহুভ্যাং ধমতি সম্পত্তৈত্রে।
 দ্বাৰাভূমী জনযন্ম দেব একঃ ॥ ১ ॥

সর্বত্র চক্ষুঃষি বিশ্বস্তে অস্যৈতি ‘বিশ্বত্ত্বক্ষুঃ’। ‘উত’ তথা ; সর্বত্র মুখানি বিশ্বস্তে অস্যৈতি ‘বিশ্বতোমুখঃ’ ; সর্বত্র বাহুবোবিশ্বস্তে অস্যৈতি ‘বিশ্বতোবাহঃ’। ‘উত’, সর্বত্র পাদা বিশ্বস্তে অস্যৈতি ‘বিশ্বতস্পাতি’। সঃ পরমেশ্বরঃ ‘বাহুভ্যাং’ ‘সং ধমতি’ সংধমতি সংযোজযতি মহুষ্যান् ; ‘পত্তৈত্রঃ’ পত্তৈনঃ ‘সং’ধমতি পক্ষিণঃ। ‘দ্বাৰাভূমী’ দ্বাৰা-পৃথিবী, ‘জনযন্ম’ সৃষ্টিবান্ম, ‘দেবঃ একঃ’ ॥ ১ ॥

সর্বত্র তাঁহার চক্ষু, সর্বত্র তাঁহার মুখ, সর্বত্র তাঁহার বাহু, সর্বত্র তাঁহার পদ বিশ্বমান রহিয়াছে। তিনি মমুষ্য-দেহে বাহু সংযোগ করেন, এবং পক্ষিশরীরে পক্ষ সংযোগ করেন ; অদ্বিতীয় পরমেশ্বর দ্ব্যলোক ও ভূলোক সৃষ্টি করিয়াছেন ॥ ১ ॥

সর্বত্রই তাঁহার চক্ষু ; তিনি সকলের সাক্ষী ; সকলের

ଅନ୍ତରୀହ ତିନି ସମାନ-କୁପେ ଦୃଷ୍ଟି କରିତେଛେ ; ତାମୀ ନିଶାର ଘୋର ଅନ୍ତକାରଓ ତୋହାର ଦୃଷ୍ଟିକେ ଆଚଛନ୍ତି କରିତେ ପାରେ ନା । ସର୍ବତ୍ରିହ ତୋହାର ମୁଖ ; ପାପୀରା ତୋହାର କୁଦ୍ର ମୁଖ ଦେଖିତେ ପାଯ, ପୁଣ୍ୟଜ୍ଞାନାରୀ ତୋହାର ଉଂସାହ-ଜନନ ପ୍ରସନ୍ନ ମୁଖ ଦର୍ଶନ କରେନ । ସର୍ବତ୍ରିହ ତୋହାର ବାହୁ ; ଏହି ବିଶ୍ୱ ସଂମାରେ ସକଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତୋହାରରିହ ବଳ ତୋହାରିହ କୌଣସି ପ୍ରକାଶ ପାଇତେଛେ । ସର୍ବତ୍ରିହ ତୋହାର ପଦ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଯାଛେ । ତିନି ସର୍ବତ୍ରିହ ପୂର୍ଣ୍ଣ କୁପେ ସ୍ଥିତି କରିତେଛେ । ତିନି ମନୁଷ୍ୟ-ଦେହେ ବାହୁ ସଂଯୋଗ କରେନ ଏବଂ ପକ୍ଷି-ଶରୀରେ ପକ୍ଷ ସଂଯୋଗ କରେନ । କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହ ଓ ସ୍ଵତ୍ତ-ସାଧନାର୍ଥେ ଯାହାର ସେ ପ୍ରକାର ଅମେର ପ୍ରୟୋଜନ, ତାହାକେ ସେହି ପ୍ରକାର ଅଙ୍ଗ ଦିଯାଇଛେ । ଅନ୍ତିମ ପରମେଶ୍ୱର ଦ୍ୟାଲୋକ ଓ ଭୂଲୋକ ସ୍ଥିତି କରିଯାଇଛେ ॥ ୧ ॥

୬୫

ସର୍ବତଃ ପାଣିପାଦନ୍ତ୍ରେ ସର୍ବତୋ-ହକ୍ଷିଶିରୋମୁଖମ୍ ।

ସର୍ବତଃ ଶ୍ରତିମଲୋକେ ସର୍ବମାରୁତ୍ୟ ତିଷ୍ଠିତି ॥ ୨ ॥

ସର୍ବତଃ ପାଣୟଃ ପାଦିଂଚ ସମ୍ୟ, ‘ତ୍ୟ’, ‘ସର୍ବତଃ ପାଣିପାଦଂ’ । ସର୍ବତୋହକ୍ଷିଣି ଶିରାଂସି ମୁଖାନି ଚ ସମ୍ୟ, ତ୍ୟ ‘ସର୍ବତୋ-ହକ୍ଷି-ଶିରୋ-ମୁଖ’ । ‘ସର୍ବତଃ’ ଶ୍ରତିଃ ଶ୍ରବନମ୍ ଅମ୍ବେତି ‘ଶ୍ରତିମ୍’ । ‘ଲୋକେ’ ଆଣିନିକାଯେ ; ‘ସର୍ବମ୍ ଆରୁତ୍ୟ’ ସଂବ୍ୟାପ୍ୟ, ‘ତିଷ୍ଠିତି’ ।

ସର୍ବତ୍ର ତୋହାର ହଞ୍ଚ ପଦ, ସର୍ବତ୍ର ତୋହାର ମୁଖ ଚକ୍ର ମଞ୍ଜକ,

সর্বলোকে তাহার শ্রোত্র বিন্দুমান রহিয়াছে। তিনি
সকল জগৎ ব্যাপিয়া স্থিতি করিতেছেন ॥ ২ ॥

তাহাকে সর্বত্র বিন্দুমান জানিয়া, হে মানব সুকল ! শুভ
কর্ম করিতে উৎসাহী হও, এবং পাপাচরণ করিতে ভয় কর ॥ ২ ॥

৬৬

সর্বানন্দশরোগ্রাবঃ সর্বভূতগুহাশয়ঃ ।

সর্বব্যাপী স ভগবান् তস্মাং সর্বগতঃ শিবঃ ॥ ৩ ॥

সর্বাণি আননানি শিরাংসি গ্রীবাশ্চাস্তেতি ‘সর্বানন-শিরো-
গ্রীবঃ’। সর্বেষাং ভূতানাং শুদ্ধায়াং হৃদয়ে শেতে ইতি
‘সর্বভূতগুহাশয়ঃ’। ‘সর্বব্যাপী’ চ ‘সঃ’ ‘ভগবান्’ ঈশ্বরঃ ; যস্মাদ্
এবং ‘তস্মাং সর্বগতঃ’ ‘শিবঃ’ মঙ্গলঃ ॥ ৩ ॥

এই নানা-শিরো-মুখ-গ্রীবা-বিশিষ্ট পরমেশ্বর সর্ব
জীবের হৃদয়ে অবস্থিত আছেন। সেই ঈশ্বর সর্বব্যাপী,
সুতরাং সর্বগত, এবং তিনি মঙ্গল-স্বরূপ হয়েন ॥ ৩ ॥

সর্বব্যাপী ও সর্বসাক্ষী পরমেশ্বর সকলের হৃদয়ে সর্বদাই
স্থিতি করিতেছেন। তিনি সকল জীবের মঙ্গল-উদ্দেশে এই
বিচিত্র স্থষ্টিব রচনা করিয়াছেন। যে ব্যক্তি যাহা কিছু মঙ্গল
লাভ করে, সে সেই মঙ্গল-স্বরূপ পরমেশ্বর হইতেই প্রাপ্ত হয়।
তিনি আমারদিগের জ্ঞান-দাতা, স্বৰ্থ-দাতা, মুক্তি-দাতা ; তিনি
আমারদিগের সকল মঙ্গলের নির্দানভূত ॥ ৩ ॥

৬৭

‘ଅପାଣିପାଦୋଜବନୋଗୁହୀତା ।
 ‘ପଶ୍ଚତ୍ୟଚକ୍ରୁଃ ସଶୃଣୋତ୍ୟକର୍ଣ୍ଣଃ ।
 ସବେଭି ବେଦ୍ୟଂ ନ ଚ ତଷ୍ଠାସ୍ତି ବେଭା
 ତମାହରଗ୍ୟଂ ପୁରୁଷଂ ମହାନ୍ତମ୍ ॥ ୪ ॥

‘ଅପାଣିପାଦଃ’ ‘ଜବନଃ’ ଦୂରଗାମୀ ; ‘ଗୁହୀତା’ ସଦ୍ ଉପାଦେୟଃ ତଷ୍ଠ ।
 ‘ପଶ୍ଚତ୍ୟ’ ସର୍ବମ୍, ‘ଅଚକ୍ରୁଃ’ ଅପି ସନ୍ । ‘ସଃ ଶୃଣୋତ୍ୟ ଅକର୍ଣ୍ଣଃ’ ଅପି ।
 ‘ସଃ ବେଭି ବେଦ୍ୟମ୍’, ଅମନକ୍ଷୋହପି ସର୍ବଜ୍ଞତ୍ୱାଂ । ‘ନ ଚ ତଷ୍ଠ ଅସ୍ତି
 ବେଭା’ । ‘ତମ ଆହଃ’ ‘ଅଗ୍ୟଃ’ ପ୍ରଥମଂ, ସର୍ବକାରଣତ୍ୱାଂ ; ‘ପୁରୁଷଃ’
 ପୂର୍ଣ୍ଣ ‘ମହାନ୍ତମ୍’ ॥ ୫ ॥

ତୀହାର ହତ୍ତ ନାଇ, ତଥାପି ତିନି ଗ୍ରହଣ କରେନ ;
 ତୀହାର ପଦ ନାଇ, ତଥାପି ତିନି ଗମନ କରେନ ; ତୀହାର
 ଚକ୍ର ନାଇ, ତଥାପି ତିନି ଦୃଷ୍ଟି କରେନ ; ଏବଂ ତୀହାର କର୍ଣ୍ଣ
 ନାଇ, ତଥାପି ତିନି ଶ୍ରବଣ କରେନ । ତିନି ଯାବନ୍ ବେଦ୍ୟ
 ବନ୍ତୁ ସମସ୍ତଇ ଜାନେନୁ କିନ୍ତୁ ତୀହାର କେହ ଜ୍ଞାତା ନାଇ ।
 ଧୀରେରା ତୀହାକେ ସକଳେର ଆଦି ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ମହାନ୍ କରିଯା
 ବଲିଯାଛେନ ॥ ୫ ॥

ପରିମିତ ଶୁଦ୍ଧ ଜୀବେର ଶ୍ରାୟ ତୀହାର ହତ୍ତ-ପଦାଦି କୋନ ଅବୟବ
 ନାଇ ; ଅଥଚ ହତ୍ତ ପଦାଦିର କାର୍ଯ୍ୟ ତୀହାର ଅଚ୍ଚତ୍ୟ ଐଶ୍ଵର ଶକ୍ତିର ଦ୍ୱାରା
 ସହଜେଇ ସମ୍ପଦ ହିତେଛେ ॥ ୫ ॥

৬৮

য এষ স্বপ্নে জাগতি কামং কামং পুরুষোনিষ্ঠিমাণঃ ।
তদেব শুক্রং তদ্ব ব্রহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে ।
তশ্চিঁলোকাঃ শ্রিতাঃ সর্বে তহুনাত্যেতি কশ্চন ॥৫॥

‘যঃ এষঃ’ পুরুষঃ, ‘স্বপ্নে’ আণিয়, ‘জাগতি’ ন স্বপিতি।
কথং ? ‘কামং কামং’ তৎ তৎ অভিপ্রেতৎ অন্নপানাদ্যর্থং ; ‘নিষ্ঠিমাণঃ’ নিষ্পাদয়ন् । ‘তৎ এন’ ‘শুক্রং’ শুক্ৰং ; ‘তৎ ব্রহ্ম’, নাহৃৎ শুহৃৎ ব্রহ্মাণ্ডি । ‘তৎ এব’ ‘অমৃতম্’ অবিনাশি ‘উচ্যতে’ । কিঞ্চ, পৃথিব্যাদয়ঃ ‘সর্বে’ ‘লোকাঃ’, ‘তশ্চিন্’ ব্রহ্মণি, ‘শ্রিতাঃ আশ্রিতাঃ’, সর্ব-লোক-কারণজ্ঞান তস্য । ‘তৎ’ ব্রহ্ম ‘উ’ ‘ন’ ‘অত্যেতি’
অভিবর্ত্ততে, ‘কশ্চন’ কশ্চিদ্ব অপি ॥ ৫ ॥

যথন তাৰং প্ৰাণী নিদ্রাতে অভিভূত থাকে, তখন
যে পূৰ্ণ পুরুষ জাগৃত থাকিয়া সকলেৱ প্ৰয়োজনীয়
নান। অৰ্থ নিৰ্মাণ কৱিতে থাকেন, তিনিই শুক্র, তিনিই
ব্রহ্ম, তিনিই অমৃত-ৰূপে উক্ত হয়েন। তাহাতেই
লোক-সকল আশ্রিত হইয়া রহিয়াছে ; কেহ তাহাকে
অতিক্রম কৱিতে পারে না ॥ ৫ ॥

আগৱা জাগৃত থাকি বা নিদ্রিত থাকি, তিনি সর্বক্ষণই জাগৃত
থাকিয়া আমাৱদিগেৱ নানা বিধি প্ৰয়োজনীয় অৰ্থসকল বিধান
কৱিতে থাকেন। যথন আগৱা স্বকীয় মঙ্গল সাধনাৰ্থে শ্ৰম হইতে

ବିରତ ହଇ, ତଥନ ତିନି ବିରତ ହନ ନା । ତିନି ଆମାରଦିଗେର
ଅବିଶ୍ରାନ୍ତ ହିତ-ସାଧନ କରିତେଛେ ॥ ୫ ॥

• ୬୯

ଅଣୋରଣୀଯାନ୍ ମହତୋମହୀଯାନ୍ ।
ଆଜ୍ଞା ଗୁହ୍ୟାଂ ନିହିତୋହସ୍ତ ଜନ୍ମୋଃ ।
ତମକ୍ରତୁଂ ପଶ୍ୱତି ବୀତଶୋକେ ।
ଧାତୁଃ ପ୍ରସାଦାନ୍ମହିମାନମୌଶମ୍ ॥ ୬ ॥

‘ଅଣୋଃ’ ସ୍ଵକ୍ଷାଦ୍ ଅପି ‘ଅୟୀଯାନ୍’ ଅଗୁତବଃ ; ‘ମହତ୍’ ‘ମହୀଯାନ୍’
ମହତରଃ । ସ ଚ ‘ଆଜ୍ଞା’ ପରମେଶ୍ୱରଃ ; ‘ଅଶ୍ର ଜନ୍ମୋଃ’ ଆଣିଜାତଶ୍ର,
‘ଗୁହ୍ୟାଂ’ ହଦୟେ, ‘ନିହିତଃ’ ସ୍ଥିତଃ । ‘ତମ୍’ ‘ଈଶମ୍’, ‘ଅକ୍ରତୁଂ’
ବିଷୟ-ଭୋଗ-ମନ୍ତ୍ର-ରହିତମ୍, ଅଶ୍ର ଚ ‘ମହିମାନଂ’, ‘ପଶ୍ୱତି’ ସଃ, ସଃ
‘ବୀତଶୋକଃ’, ‘ଧାତୁଃ’ ଈଶ୍ୱରଶ୍ର, ‘ପ୍ରସାଦାଂ’ । ପ୍ରମନେ ହି ପରମେଶ୍ୱରେ,
ତଦ୍ ଯାଥାଯାଜ୍ଞାନମ୍ ଉପପଦ୍ୟତେ ॥ ୬ ॥

ପରମାଜ୍ଞା ସୂକ୍ଷ୍ମ ହଇତେ ଓ ସୂକ୍ଷ୍ମ, ଏବଂ ମହେ ହଇତେ ଓ
ମହେ । ତିନି ପ୍ରାଣିଗଣେର ହଦୟେ ବାସ କରେନ । ବିଗନ୍ତ-
ଶୋକ ବ୍ୟକ୍ତି ମେଇ ଭୋଗାଭିଲାଷ-ବର୍ଜିତ ଈଶ୍ୱରକେ ଓ
ତୀହାର ମହିମାକେ ତୀହାରଇ ପ୍ରସାଦେ ଦୃଷ୍ଟି କରେନ ॥ ୬ ॥

ଆମାରଦେର ଆଜ୍ଞା ହଇତେ ଓ ତିନି ସୂକ୍ଷ୍ମ, ଏବଂ ଅସୀମ ଆକାଶ
ହଇତେ ଓ ତିନି ମହାନ୍ । ତୀହାକେ ଦର୍ଶନ କରିବାର ଜନ୍ମ ଦୂରେ ଭ୍ରମଣ

করিতে নয় না ; তিনি আমারদের হৃদয় মন আশ্চাতেই বাস
করিতেছেন । তিনি ভোগাভিলাষ-বর্জিত, নিত্য পরিতৃপ্ত
আনন্দময় ; যে সাধক তাঁহাকে দর্শন পায়, তাহার আর শোক
থাকে না ; তাঁহাকে প্রেমে মগ্ন হইলে তাহার আর কোন অভাব
থাকে না ॥ ৬ ॥

৭০

একোবশী সর্বভূতান্তরাঞ্চা
একঢ় রূপং বহুধা যঃ করোতি ।
তমাঞ্চাঙ্গং যেহনুপশ্চত্তি ধীরা-
স্ত্রেষাং স্ত্রেষাং শাশ্঵তং নেতরেষাম্ ॥ ৭ ॥

স হি পরমেশ্বরঃ সর্বগতঃ স্বতন্ত্রঃ, ‘একঃ’। ‘বশী’ সর্বং হস্ত
জগৎ বশে বর্ততে । ‘সর্বভূতান্তরাঞ্চা’ সর্বেষাং ভূতানাম
অন্তরাঞ্চা । ‘একং রূপং’, ‘বহুধা’ বহু প্রকারং, ‘যঃ করোতি’ স্বাঞ্চ-
সত্ত্বা-মাত্রেণ অচিন্ত্যশক্তিত্বাং । ‘তম’ ‘আঙ্গাঙ্গং’ স্বকীয়ে আঙ্গানি-
স্থিতং ; ‘যে’ ‘ধীরাঃ’ বিবেকিনঃ, ‘অনুপশ্চত্তি’ সাক্ষাদ্ব অনুভবত্তি,
‘ত্রেষাং’, ‘শাশ্বতং’ নিত্যং, ‘স্ত্রেষাং’ আনন্দ-লক্ষণং ভবতি । ‘ন
ইতরেষাম্’ অনেবংবিধানাম্ ॥ ৭ ॥

যিনি এক মাত্র, সকলের নিয়ন্ত্রা, ও সর্বভূতের
অন্তরাঞ্চা, এবং যিনি এক রূপকে বহু প্রকার করেন,
তাঁহাকে যে ধীরেরা স্বীয় আশ্চাতে সাক্ষাৎ দৃষ্টি করেন,

তাঁহারদের নিত্য সুখ হয়, অপর ব্যক্তিদিগের তাহা
কদাপি হয় না ॥ ৭ ॥

সকলেই তাঁহার বশে রহিয়াছে, এবং সকলেরই তিনি নিয়ন্তা ।
তিনি আমারদের সকলের আজ্ঞার অভ্যন্তরে স্থিতি করিতেছেন ।
তিনি একাকী কাহারও সহায়তা না লইয়া এই বিচিত্র জগৎ সৃষ্টি
করিয়াছেন । তিনি নিত্য স্বকৌম স্বরূপে অবিকৃত থাকিয়া আপুনার
এক রূপকে বহু প্রকার করিয়াছেন ; আপনি অন্ত কোন বস্তু হন
নাই । এই এক গাত্র সকলের নিয়ন্তা এবং সর্বভূতের অন্তরাঙ্গাকে
যিনি স্বীয় আঙ্গাতে সাক্ষাৎ পাইয়া তাঁহার সহিত সহবাস লাভ
করিয়াছেন, তাঁহার যেকোন বিষয়াত্তীত শাশ্বত সুখ ভোগ হয়, অপর
ব্যক্তিদিগের তাহা কদাপি হয় না ॥ ৭ ॥

৭১

নিত্যাহনিত্যানাং চেতনশ্চেতনানামেকা
বহুনাং যোবিদধাতি কামান् ।
তমাত্ম স্থং যেহনুপশ্চান্তি ধীরা-
স্তেষাত্ম শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাম ॥ ৮ ॥

‘নিত্যঃ’ অনিত্যানাং ‘চেতনঃ চেতনানাং’ চেতনিতা সর্ব-
জননাম । কিঞ্চ, সর্বেশ্বরঃ সর্বজ্ঞঃ ‘একঃ’ সন्, ‘বহুনাং’ কামিনাং
সংসারিণাং, কর্মাত্মকপং ‘কামান্’ ‘যঃ’ অনায়াসেন ‘বিদধাতি’
দন্মাতি । ‘তম আমাস্থং যে অনুপশ্চান্তি ধীরাঃ, তেষাং শান্তিঃ’
‘শাশ্বতী’ নিত্যঃ, ‘ন ইতরেষাম্’ ॥ ৮ ॥

যিনি তাৰৎ অনিত্য বস্তুৰ মধ্যে কেবল এক মাত্ৰ নিত্য, যিনি সকল চেতনেৱ কেবল ত্ৰিমাত্ৰ চেতনিতা, একাকী ফিনি তাৰতেৱ কাম্য বস্তু বিধান কৰিতেছেন, তাহাকে যে ধৌৰেৱা স্বীয় আত্মাতে সাক্ষাৎ দৃষ্টি কৰেন, তাহাদেৱ নিত্য শাস্তি হয় ; অপৱ ব্যক্তিদিগেৱ তাহা কদাপি হয় না ॥ ৮ ॥

এই জগতেৱ সমুদায় বস্তুই অনিত্য, কেবল তিনি একমাত্ৰ নিত্য। তিনি জীব-সকলকে চেতন দিয়া সৃষ্টি কৰিয়াছেন ; তিনি তাহারদিগকে অন্ন দিয়া পালন কৰিতেছেন ; তিনি এই অসংখ্য প্ৰজাদিগেৱ কামনাসকল একাকী পূৰ্ণ কৰিতেছেন। এই এক পৃথিবী-লোকেতেই তাহার কৰ্ত প্ৰজা, এবং ইহার এক এক প্ৰজাৱহ বা কৰ্ত প্ৰয়োজন। তিনি এই সকলেৱ প্ৰয়োজন যথা-উপযুক্ত রূপে একাকী বিধান কৰিতেছেন। তিনি এক ক্ষুদ্ৰতম কৌটেৱ প্ৰয়োজনও বিশৃঙ্খল নহেন। যাহারা এই সকলেৱ সুন্দৰ কল্যাণ-রূপ পৱন দেবতাকে স্বকীয় হৃদয়-মন্দিৱে সাক্ষাৎ দৰ্শন কৰেন, তাহারদিগেৱ-তৃপ্তি-সৱোবৱ কদাপি শুক্ষ হয় না, সদাই পূৰ্ণ থাকে ; তাহারদেৱ নিত্য শাস্তি লাভ হয় ॥ ৮ ॥

যদা সৰৈ প্ৰভিদ্যন্তে হৃদয়স্তেহ গ্ৰাহ্যঃ ।

অথ মন্ত্রোহ্মতোভবত্যতাৰদনুশাসনম् ॥ ৯ ॥

‘ସଦା ସର୍ବେ’ ‘ପ୍ରଭିତ୍ସନ୍ତେ’ ଭେଦମ୍ ଉପସାଙ୍ଗି, ବିନଶ୍ଚାଙ୍ଗି, ‘ହଦୟନ୍ତ୍ର’ ମନସଃ, ‘ଇହ’ ଜୀବିତେ ଏବ, ‘ଗ୍ରହ୍ୟः’ ଗ୍ରହିବନ୍ଦୁ ଚବଞ୍ଚନନ୍ଦପାଃ ଅଜ୍ଞାନ-
ପ୍ରତ୍ୟୋଗାଃ । ‘ଅଥ ମର୍ତ୍ତାଃ ଅମୃତଃ ଭବତି’, ‘ଏତାବର୍ତ୍ତ’ ଏତାବନ୍ମାତ୍ରମ୍,
‘ଅନୁଶାସନମ୍’ ଅନୁଶାସନପଦେଶଃ ॥ ୯ ॥

ଯେ ସମୟେ ଏଥାନେ ସମୁଦ୍ରାଯ ହଦୟ-ଗ୍ରହି ଭଗ୍ନ ହୟ, ତଥନଇ
ଜୀବ ଅମର ହୟେନ ; ଏତାବନ୍ମାତ୍ର ଉପଦେଶ ଜାନିବେ ॥ ୯ ॥

ଅଜ୍ଞାନ ଓ ମୋହଜାଳ ଆମାଦେର ହଦୟ-ଗ୍ରହି । ପାପାସଂକ୍ଷିତି ଓ
.କୁମଃକ୍ଷାର-ରୂପ ହଦୟ-ଗ୍ରହି ସକଳ ବିନଷ୍ଟ ନା କରିଲେ ପରମ ପବିତ୍ର
.ପୁରୁଷକେ ପ୍ରାପ୍ତ ହଠବାବ ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ । ଯଥନ ଏହି ସକଳ ଦୁଷ୍ଟେନ୍ଦ୍ରିୟ
ହଦୟ-ଗ୍ରହି ଛେଦନ କରିତେ ପାରିବେ, ତଥନଇ ଜାନିବେ ଯେ, ଯେ ଅକୁଣ୍ଡ
ପଥ ଅବଲମ୍ବନ କରିଲେ ତୀହାର ଧର୍ମପଦ ହୋଇବା ଯାଯ ଓ ଅକୁତୋଭୟେ
ପରମାନନ୍ଦେ ତୀହାର ସତି ନିତ୍ୟ ସତ୍ତ୍ଵାସ କରା ଯାଯ, ମେହି ପଥେର
ପଥିକ ହଇସାହି,—ମୃତ୍ୟୁକେ ଅତିକ୍ରମ କରିଯା ପରମ ପୁରୁଷକେ ଲାଭ
କରିଯାଛି । ଏହି ଅନୁଶାସନ, ଏହି ଉପଦେଶ ॥ ୯ ॥

ନବମୋହିଧ୍ୟାୟ

୭୭

ଦ୍ଵାଁ ସୁପର୍ଣ୍ଣୀ ସୟୁଜା ସଥାୟା
ସମାନଂ ବୃକ୍ଷଂ ପରିଷସ୍ତଜାତେ ।
ତଯୋରନ୍ତୁଃ ପିପିଲଙ୍ଗ ସ୍ଵାଦିତ୍ୟ-
ନଶ୍ଵନ୍ତ୍ୟୋହିଭିଚାକଶୀତି ॥ ୧ ॥

‘ଦ୍ଵାଁ’ ଦ୍ଵୀପ ; ‘ସୁପର୍ଣ୍ଣୀ’ ସୁପର୍ଣ୍ଣୀ, ଶୋଭନ-ପତନୀ ପକ୍ଷିଣୀ ; ‘ସୟୁଜା’ ସୟୁଜୀ, ସହେବ ସର୍ବଦୀ ଯୁକ୍ତୀ ; ‘ସଥାୟା’ ସଥାୟୀ, ଆହାରୀ କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ-
ପରମେଶ୍ୱରୀ ; ‘ସମାନମ୍’ ଅବିଶେଷମ୍ ଅଧିଷ୍ଠାନତ୍ୟା ଏକଂ ; ‘ବୃକ୍ଷମ୍’
ଉଚ୍ଛେଦ-ସାମାନ୍ୟାଂ ଶରୀରଂ ; ‘ପରିଷସ୍ତଜାତେ’ ପରିଷସ୍ତକୁବନ୍ତୀ । ‘ତଯୋଃ’
ବୃକ୍ଷଂ ପରିଷସ୍ତକୁରୋଃ, ‘ଅନ୍ତୁଃ’ ଏକଃ, କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞଃ ; ‘ପିପିଲଙ୍ଗ’ କର୍ମନିଷ୍ପନ୍ନ
ଫଳଂ ; ‘ସ୍ଵାଦୁ’ ଯଥା ଭବତି ତଥା ; ‘ଅଭି’ ଭକ୍ଷ୍ୟତି, ଉପଭୂଂକ୍ତେ ।
‘ଅନଶ୍ଵନ୍’ ଅଭୁଜାନଃ ; ‘ଅନ୍ତୁଃ’ ଇତରଃ, ଈଶ୍ୱରଃ ନିତ୍ୟ-ଶୁଦ୍ଧ-ବୁଦ୍ଧ-ମୁଦ୍ର-
ସ୍ଵଭାବଃ ସର୍ବଜ୍ଞଃ ଭୋଜ୍ୟଭୋକ୍ତ୍ରୀଃ ପ୍ରେରଯିତା । ‘ଅଭିଚାକଶୀତି’
ପଣ୍ଡତୋବ କେବଳମ୍ । ଦର୍ଶନମାତ୍ରଂ ହି ତତ୍ତ୍ଵ ପ୍ରେରଯିତୃତ୍ୟଂ ରାଜବନ୍ ॥ ୧ ॥

ଦୁଇ ଶୁନ୍ଦର ପକ୍ଷୀ ଏକ ବୃକ୍ଷ ଅବଲମ୍ବନ କରିଯା ରହିଯା-
ଛେନ ; ତାହାରା ସର୍ବଦୀ ଏକତ୍ର ଥାକେନ, ଏବଂ ଉଭୟ
ପରମ୍ପରେର ସଥା । ତମ୍ଭେ ଏକଟି ଶୁଖେତେ ଫଳ ଭୋଜନ
କରେନ, ଅନ୍ତିମ ନିରଶନ ଥାକିଯା କେବଳ ଦର୍ଶନ କରେନ ॥ ୧ ॥

ହଇ ଶୁନ୍ଦର ପକ୍ଷୀ, ଜୀବାଜ୍ଞା ଆର ପରମାଜ୍ଞା । ପରମାଜ୍ଞାର ସୌନ୍ଦର୍ୟେର ଆଭା ପାଇୟା ଜୀବାଜ୍ଞାଓ ଶୁନ୍ଦର ହଇୟାଛେ । ଜୀବାଜ୍ଞା ତୀହାର ଅନ୍ତର୍ତମ ପରମାଜ୍ଞାର ସହିତ ସର୍ବଦାହି ଏକତ୍ର ଯୁକ୍ତ ଆଛେ ; ତୀହାରଦିଗେର ମଧ୍ୟେ ଆକାଶେରେ ବ୍ୟବଧାନ ନାହିଁ । ତୀହାରୀ ଉଭୟେଇ ଏହି ଶରୀରେ ଅବହିତି କରିତେଛେନ, ଏବଂ ଉଭୟେଇ ପରମ୍ପରେର ସଥା । ପରମାଜ୍ଞା ଜୀବାଜ୍ଞାତେ ସାଙ୍କିଳପେ ଅବହିତି କରିଯା ତାହାକେ କର୍ମଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିତେଛେନ ; ଜୀବାଜ୍ଞା ତାହା ପ୍ରାପ୍ତ ହଇୟା ଉପଭୋଗ କରିତେଛେ । ପରମାଜ୍ଞା ପ୍ରେମ ଦାନ କରିଯା ଜୀବାଜ୍ଞାକେ ପାଗନ କରିତେଛେନ; ଜୀବାଜ୍ଞା ସଂସାରେ ଥାକିଯା ତୀହାକେ ଶ୍ରୀତିପୂର୍ବକ ତୀହାର ପ୍ରିୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିତେଛେ । ପରମାଜ୍ଞା ଶ୍ରଷ୍ଟା, ଜୀବାଜ୍ଞା ଶ୍ରଷ୍ଟ ; ପରମାଜ୍ଞା ନିୟମ୍ତା, ଜୀବାଜ୍ଞା ତୀହାର ଅଧୀନ ; ପରମାଜ୍ଞା ପ୍ରଦାତା, ଜୀବାଜ୍ଞା ଭୋକ୍ତା । ପରମାଜ୍ଞା ଆମାରଦେର ଏକମାତ୍ର ମହାୟ ; ଆମରା ତୀହାର ଅସାଦାଂ ବିଷୟସ୍ଵର୍ଥ, ଆତ୍ମଅସାଦ, ବ୍ରକ୍ଷାନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରିତେଛି । ଜୀବାଜ୍ଞା ଏହି ଶରୀର-ରୂପ ନୌଡ଼େ ଥାକିଯା ଅଥିଲ-ମାତାର କ୍ରୋଡ଼େ ପୁଣ୍ଡ ହଇତେଛେ ; ଉପଯୁକ୍ତ ହଲେ ଏହି ଶରୀର ହିତେ ମୁକ୍ତ ହଇୟା ଏବଂ ତୀହାର ଅମୁଚର ହଇୟା ତୀହାର ସହିତ ନିତ୍ୟ କାଳ ସଞ୍ଚରଣ କରିବେ ॥ ୧ ॥

୭୪

ସମାନେ ବୁକ୍ଷେ ପୁରୁଷୋନିମଗ୍ନେ-

ଇନ୍ଦୀଶ୍ୱରା ଶୋଚତି ମୁହମାନଃ ।

ଜୁଣ୍ଟଂ ସଦା ପଶ୍ୟତ୍ୟନ୍ୟମୀଶମସ୍ୟ

ଅହିମାନମିତି ବୀତଶୋକଃ ॥ ୨ ॥

‘সমানে বৃক্ষে’ একশিন্ন শরীরে ; ‘পুরুষঃ’ ভোক্তা জীবঃ ;
 কাম-কর্ম-ফল-রাগাদি-গুরুভারাক্রান্তঃ, ‘নিমগ্নঃ’। অতঃ, ‘অনী-
 শয়া’,—“পুত্রো যম বিনষ্টো, যৃতা যে ভার্যা, কিং যে জীবিতেন”,
 ইত্যেবং দীনভাবোহনীশা, তয়া ; ‘শোচতি’ সন্তপ্যতে, ‘মুহূর্মানঃ’
 অনেকৈকুরনৰ্থপ্রকারেবিবেকতয়া চিন্তাম আপনুমানঃ। ‘জুষ্টং’
 সেবিতম অনেকৈঃ ; ‘যদা’ যশিন্ন কালে ; ‘পঙ্গতি’ ধ্যায়মানঃ।
 ‘অগ্রম ঈশং’ সর্বস্তু জগতঃ অসৎসারিগ্নম অশনায়া-পিপাসা শোক-
 মোহ-জরা-যৃত্যা-ধৰ্মাতীতম্। ‘অস্ত’ চ পরমেশ্বরস্ত ; ‘মহিমানং’
 বিভূতিম্। ‘ইতি বীতশোকঃ’ তদা ভবতি ॥ ২ ॥

জীবাজ্ঞা শরীর-মধ্যে নিমগ্ন রহিয়া এবং দীন-ক্ষাণ্যে
 মুহূর্মান হইয়া সর্বদাই শোক করিতে থাকে। কিন্তু
 যখন সর্বসেব্য ঈশ্঵রকে ও তাহার মহিমাকে দেখিতে
 পায়, তখন তাহার আর শোক থাকে না।

যখন পরমেশ্বরকে ভুলিয়া কেবল বিষয়-স্মৃথসাধনার্থে সৎসারে
 নিমগ্ন হই, তখন আমারদের পদে পদে শোক হয় ; কিন্তু যখন
 শ্রীতি-পূর্বক সর্ব-সেব্য পরমেশ্বরকে ও তাহার মহিমাকে দেখি, এবং
 শ্রদ্ধা-পূর্বক তাহার প্রতিষ্ঠিত ধর্ম সাধন করিতে থাকি, তখন আর
 শোক থাকে না ; পরমানন্দ উদ্বৃত্ত হয় ॥ ২ ॥

৭৫

যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্ষবর্ণং
 কর্ত্তারমীশং পুরুষং ত্রঙ্গযোনিমু ।

তদা বিদ্বান् পুণ্যপাপে বিধূয়
নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি ।
মহাত্মং বিভূমাত্মানং মত্তা ধীরোন শোচতি ॥ ৩ ॥

‘যদা’ যশ্চিন্ন কালে, ‘পশ্চ’,—পশ্চতি যঃ সঃ, বিদ্বান্ সাধকঃ ;
‘পশ্চতে’ পশ্চতি ; ‘কুলবর্ণং’ কুলস্ত্রেব জ্যোতিরস্ত, স্বয়ং-জোড়িঃ-
স্বত্বাবৎ নিত্যচৈতত্ত্বপৎ । ‘কর্ত্তারং’ সর্বস্ত জগতঃ ; ‘ঈশং পুরুষং
‘ব্রহ্মযোনিং’ ব্রহ্ম তদ্যোনিশামৌ, ব্রহ্মযোনিঃ তম । . ‘তদা’ সঃ
‘বিদ্বান্ পুণ্যপাপে’ ‘বিধূয়’ নিরস্য ; ‘নিরঞ্জনঃ’ নিলেপঃ বিগত-
ক্লেশঃ ; ‘পরমং’ প্রকৃষ্টং, ‘সাম্যাং’ সমতাম, ‘উপৈতি’ প্রপদ্যতে ।
‘গঁহাষ্টং’ ‘বিভূং’ ব্যাপিনম, ‘আত্মানম, ঈশ্বরং, ‘মত্তা’ ‘ধীরঃ’ ধীমান्,
‘ন শোচতি’ ॥ ৩ ॥

যৎকালে জ্ঞানাপন্ন সাধক স্বপ্রকাশ বিশ্বের কর্তা
ও নিয়ন্ত্রা এবং কারণ-স্বরূপ পূর্ণ ব্রহ্মকে দৃষ্টি করেন,
তখন তিনি পুণ্যপাপ পরিত্যাগ পূর্বক নিলিপ্ত হইয়া
পরম সাম্য প্রাপ্ত হয়েন ; ধীর ব্যক্তি মহান् সর্বব্যাপী
পরমাত্মাকে জানিয়া আর শোক করেন না ॥ ৩ ॥

যৎকালে জ্ঞানাপন্ন ধর্মনির্দিষ্ট ব্রহ্মোপাসক স্বীয় জ্ঞাননেত্র দ্বারা
ত্ত্বাকে প্রত্যক্ষবৎ দর্শন করেন, তখন তিনি ত্ত্বাকে লাভ
করিয়া পাপ হইতে মুক্ত হয়েন, এবং পুণ্যের ফলাকাঙ্গী হইয়া
আর কর্ম করেন না । তিনি বিষয়ে নিলিপ্ত হইয়া লোকের হিতের

নিমিত্ত এবং তাহার প্রীতির নিমিত্ত তাহার প্রিয় কার্য সাধন করেন। যখন প্রভু হস্তয়ে অসৌন হন, তখন মনোবৃত্তি সকল সংবত হয়, চিন্তা সাম্য-ভাব প্রাপ্ত হইয়া বিশুদ্ধ হয়। ধীর ব্যক্তি তাহাকে জানিয়া আর দীন-ভাবে মুহূর্মান হইয়া শোক করেন না ॥ ৩ ॥

৭৬

পরমেবাক্ষরং প্রতিপদ্যতে সযোহ বৈ তদচ্ছায়ম-
শরীরমলোহিতং শুভ্রমক্ষরং বেদয়তে ॥ ৪ ॥

‘পরম’ এব অক্ষরং’ সতাঃ পুরুষাদ্যঃ, ‘প্রতিপদ্যতে’ প্রাপ্তোভি, ‘সঃ’ ‘যঃ হ বৈ তৎ, ‘অচ্ছায়ং’ তমোবৃজ্জিতম্, ‘অশরীরং’ শরীর-
বর্জিতম্, ‘অলোহিতং’ লোহিতাদি-গুণ-বর্জিতং, ‘শুভ্রং’ শুক্ষম, ‘অক্ষরং’ ব্রহ্ম, ‘বেদয়তে’ বিজানাতি ॥ ৪ ॥

যিনি সেই ছায়া-রহিত, লোহিতাদি গুণ-রহিত
পরিশুद্ধ, অবিনাশী পরব্রহ্মকে জানেন, তিনি সেই
অক্ষর পুরুষকে প্রাপ্ত হয়েন ॥ ৪ ॥

পরমেশ্বর সর্বদা সর্বত্র বিশ্বমান রহিয়াছেন। বিশুদ্ধচিত্ত হইয়া
তাহাকে জানিলেই তাহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায় ॥ ৪ ॥

৭৭

অদৃষ্টমব্যবহার্যমগ্রাহমলক্ষণম-
চিন্ত্যমব্যপদেশ্যমেকাত্মপ্রত্যয়সারং
প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবমবৈত্যম্ ॥ ৫ ॥

সত্যং জ্ঞানম্, অঙ্গরম্ ‘অদৃষ্টম্ অব্যবহার্যাম্’, ‘অগ্রাহং, কশ্চে-
জ্ঞয়েঃ, ‘অলক্ষণম্’ অলিঙ্গম্, ‘অচিন্ত্যাম্’, ‘অব্যপদেশ্যং’ শব্দেঃ।
একঃ জগৎকারণং ব্রহ্মাণ্ডীতি আভ্যন্তর প্রত্যয়ঃ। সারং প্রমাণং যস্যা-
ধিগমে, তৎ ‘একাত্মপ্রত্যয়সারং’। প্রপঞ্চস্য সংসারস্য, উপশমঃ
উপরতিঃ নিরুত্তিঃ, যত্র, তৎ ‘প্রপঞ্চোপশমং’ সংসারধর্মাভীতং।
‘শাস্ত্রং শিবম্’ ‘অব্রৈতম্’ একম্॥ ৫॥

পরমেশ্বর চক্ষুর অগোচর, কশ্চেজ্ঞয়ের অগ্রাহ, এবং
অব্যবহার্য হয়েন। তিনি কোন লক্ষণ দ্বারা গম্য
নহেন, তিনি কোন শব্দ দ্বারা ব্যপদেশ্য নহেন, তিনি
অচিন্ত্য। এক আত্মপ্রত্যয়টি তাহার অস্তিত্বের প্রতি
প্রমাণ হইয়াছে। তিনি সমুদয় সংসার-ধর্মের অতীত ;
তিনি শাস্ত্র, মঙ্গল, অবিতীয় ॥ ৫॥

মেই অনন্ত-জ্ঞান-স্বরূপ পরমেশ্বর চক্ষুর গোচর নহেন, তাহাকে
হস্ত দ্বারা গ্রহণ করা যায় না, তাহাকে মনের দ্বারা কল্পনা করা যাব
না, তাহাকে পরিমিত বস্তুর গ্রাহ বুদ্ধি দ্বারা বিশেষ করিয়া বুঝা যায়
না। কেবল নির্মল সহজ জ্ঞানে তিনি প্রকাশিত হন, এবং এক
আত্মপ্রত্যয়ের বলে মেই জ্ঞানগোচর সত্য সুন্দর মঙ্গল পুরুষের
অস্তিত্বে আমরা বিশ্বাস করি। জ্ঞান যে অকৃত অমৃত অনন্ত
পুরুষকে প্রকাশ করে, আহ্বা মেই পূর্ণ পুরুষের অস্তিত্বে প্রত্যয় করে।
জ্ঞানেতে সত্য প্রকাশ পায়, এবং মেই সত্যেতে আমারদের আশ্চার
প্রত্যয় হয়। অতএব মেই স্বত্বাব-সিদ্ধ আত্মপ্রত্যয়ই তাহার

অন্তিমের প্রামাণ্য স্থাপনের একমাত্র হেতু। ষথন আত্মপ্রত্যয়-সিদ্ধ অনন্ত পুরুষ সহজ জ্ঞানে প্রকাশিত হন, তথন বুদ্ধি তাঁহার জগৎ-
রচনার কৌশল দেখিয়া তাঁহার বিজ্ঞানের পরিচয় দেয়, এবং জগতের
মঙ্গলোদ্দেশ্য নিয়ম দেখাইয়া সেই নিয়ন্তার মঙ্গল ভাব ব্যক্ত করে।
যদিও পরিমিত বুদ্ধি অনন্ত পুরুষকে বুঝিয়া শেষ করিতে পারে না,
তথাপি সহজ জ্ঞানকে অতিমাত্র প্রোমণ করে। অতএব ব্রহ্ম-
জিজ্ঞাসু মুমুক্ষু ব্যক্তি জগৎ-কার্যের অনুর্বাহের আলোচনা দ্বারা
বুদ্ধিকে মার্জিত করিতে কদাপি অবহেলা করিবেন না। বুদ্ধি
সুমার্জিত হইলে সহজ-জ্ঞান ও আত্মপ্রত্যয়ের অধিকার ও উদ্দেশ্য
আমরা বিশেষ ক্রমে সুস্পষ্ট বুঝিতে পারি।

সংসার যাহা হইতে স্থৃত হইয়া নিয়মিত হইতেছে, তিনি সমুদায়
সংসার-ধর্মের অতীত। তাঁহার রাগ দ্বেষ প্রভৃতি মানসিক ক্ষেত্র
বৃত্তিই নাই, অতএব তিনি শাস্তি। তিনি মঙ্গল-স্বরূপ, তিনি
সকলের মঙ্গলোদ্দেশে এই সংসার নিয়ত পালন করিতেছেন। তাঁহার
সমান বা তাঁহা হইতে অধিক আর দ্বিতীয় কেহ নাই, তিনি
অদ্বিতীয় ॥ ৫ ॥

৭৮

তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাং প্রেয়োবিভাং প্রেয়ো-
ং ন্যস্যাং সর্বস্যাং অন্তরতরং যদয়ম(আ)।

‘তৎ এতৎ’ ব্রহ্ম অক্ষরং, প্রেয়ঃ’ প্রিয়তরং ‘পুত্রাং’; তথা ‘প্রেয়ঃ
বিভাং’ হিরণ্যরঞ্জাদেঃ; তথা ‘প্রেয়ঃ অন্তস্যাং’, যৎ ষৎ ক্ষেত্রে

ପ୍ରିୟତ୍ତେନ ପ୍ରସିଦ୍ଧଃ ତ୍ୱାଂ ; ‘ସର୍ବଶ୍ଵାଂ’ ଅନ୍ତରତରାଂ ‘ଅନ୍ତରତରଂ’ ; ‘ସତ୍ୱ
ଅୟଃ ଆତ୍ମା’ ଯଦ୍ ଏତଃ ବ୍ରଙ୍ଗ । ଯୋ ହି ଲୋକେ ନିରତିଶୟଃ ପ୍ରିୟଃ,
ସର୍ବଷତ୍ତ୍ଵେନ ଲକ୍ଷ୍ୟେ ଭବତି, ତଦ୍ ଏତଃ ବ୍ରଙ୍ଗ, ସର୍ବ-ଲୌକିକ-ପ୍ରିୟେଭ୍ୟଃ
ପ୍ରିୟତମଃ ; ତ୍ୱାଂ ତଞ୍ଚାତେ ମହାନ୍ ଯତ୍ ଆଶ୍ରେୟଃ ॥ ୬ ॥

ସର୍ବାପେକ୍ଷା ଅନ୍ତରତର ସେ ଏହି ପରମାତ୍ମା, ଇନ୍ଦ୍ର ପୁତ୍ର
ହଇତେ ପ୍ରିୟ, ବିନ୍ଦୁ ହଇତେ ପ୍ରିୟ, ଆର ଆର ସକଳ ହଇତେ
ପ୍ରିୟ ॥ ୬ ॥

ତୁମ୍ହା ହଇତେ ଆନ୍ତରିକ ପ୍ରିୟତର ଶୁଦ୍ଧ ଆମାଦେର ଆର କେହ
ନୀହ ॥ ୬ ॥

୭୯

ସଯୋହୃଦ୍ୟମାତ୍ରାନଃ ପ୍ରିୟଂ କ୍ରବାଣଂ କ୍ରୟାଂ “ପ୍ରିୟତ୍
ରୋଽଶ୍ରତୀତି” ଈଶ୍ଵରୋହ ତଥେବ ଶ୍ଵାଂ ॥ ୭ ॥

‘ସଃ ଯଃ’ କର୍ଷିତ ବ୍ରଙ୍ଗପ୍ରିୟବାଦୀ ; ‘ଆତ୍ମାନଃ’ ବ୍ରଙ୍ଗନଃ ସକାଶାଂ,
‘ଅନ୍ତଃ’ ପୁତ୍ରାଦିକଂ, ‘ପ୍ରିୟଃ କ୍ରବାଣଃ’ ; ‘କ୍ରୟାଂ’ । କିଂ କ୍ରୟାଂ ?
“ତବାଭିମତଃ ପୁତ୍ରାଦିଲଙ୍ଘନଃ ‘ପ୍ରିୟଃ’, ‘ରୋଽଶ୍ରତି’ ଆବରଣଃ
ଆଗମଂରୋଧନଃ ଆପଶ୍ରତି, ବିନଜ୍ଜ୍ୟତି, ‘ଇତି’ ।” ସଃ ‘ଈଶ୍ଵରଃ’
ସମର୍ଥଃ, ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତୋହସାବେବଃ ବନ୍ଦୁଃ, ‘ହ’ । ‘ତଥା ଏବ ଶ୍ଵାଂ’, ଯଃ
ତେନୋକ୍ତଃ ଆଗମଂରୋଧନଃ, ତଃ ଆପଶ୍ରତି ॥ ୭ ॥

ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ପରମାତ୍ମା ଅପେକ୍ଷା ଅନ୍ତକେ ପ୍ରିୟ କରିଯା

বলে, তাহাকে যে ব্রহ্মবাদী বলেন, “তোমার যে প্রিয়, সে বিনাশ পাইবে”,—তাহার এ প্রকার বলিষ্ঠার অধিকার আছে। বাস্তবিকগু, তিনি যাহা বলেন, তাহাই হয় ॥ ৭ ॥

পুত্র দারা ধন জন সমুদায়ই অনিত্য। এ সংসারের এই সকল প্রিয় বস্তুর সহিত কখন না কখন অবশ্য বিচ্ছেদ হইবে। কিন্তু অন্তর্গতম প্রিয়তম পরমাত্মার সহিত ইহকালে কি পরকালে কখনই বিচ্ছেদ হইবেক না। ইহা নিঃসংশয় বাক্য যে, যে ব্যক্তি পরমেশ্বর অপেক্ষা অন্তর্কে প্রিয় করিয়া বলে, তাহার প্রিয় অবশ্য বিনাশ পাইবে। বিষয়াসক্ত বিমুক্ত ব্যক্তিদিগের প্রতি জ্ঞানী ব্রহ্মোপাসকদিগের এ উপদেশ দিবার অধিকার আছে, এবং তাহারদিগের উপদেশ যাহারা গ্রহণ না করে, তাহারা তৎপূর্বে পায়। সকলের অন্তর্গত মঙ্গলাকর পরমাত্মাই সর্বাপেক্ষা প্রিয়তর। তাহাকে প্রীতি করিলে তাহার প্রেমাস্পদ সকলকেই প্রীতি করিতে হয়, এবং এই জগৎ-সংসারের মঙ্গলের নিমিত্তে তিনি যাহার প্রতি বিশেষ স্নেহ ও প্রীতি করিতে আদেশ করিয়াছেন, তাহার প্রতি সমধিক প্রীতি ও স্নেহ করিতে হয়। কিন্তু পরমাত্মা অপেক্ষা অন্ত বস্তুকে অধিক প্রীতি করিয়া তাহাতে মুক্ত হওয়া বিশুद্ধ বিহিত প্রীতির রীতি নহে ॥ ৭ ॥

৮-০

আত্মানমেব প্রিয়মুপাসীত । স য আত্মানমেব
প্রিয়মুপাস্তে ন হাস্ত প্রিয়ং প্রমাযুকং ভবতি ॥ ৮ ॥

উজ্বিহা অন্তঃ প্রিয়ম्, ‘আভ্রানম্ এব’ ব্রহ্মেব ; ‘প্রিয়ম্ উপাসীত’। ‘সঃ যঃ’ ‘আভ্রানম্ এব’ ব্রহ্মেব, ‘প্রিয়ম্ উপাস্তে’ ‘ন হ অস্ত প্রিয়ং’ ‘প্রমায়ুকৎ’ প্রমরণশীলঃ ‘ত্বতি’ ॥ ৮ ॥

পরমাঞ্জাকেই প্রিয়-রূপে উপাসনা করিবেক । যিনি পরমাঞ্জাকে প্রিয়-রূপে উপাসনা করেন, তাহার প্রিয় কথনও মরণশীল হন না ॥ ৮ ॥

যিনি আমারদের মানস-ক্ষেত্রে শ্রীতি-পুষ্পের স্বকোমল কলিকা স্থাপন করিয়াছেন, যত্ন-পূর্বক তাহাকে প্রশুটিত করিয়া তদ্বারা তাহার অর্চনা করিবেক । অবিনশ্বর পরমেশ্বর যাহার প্রিয়, তাহার দ্রিষ্টি কদাপি মরণশীল নহেন, তাহার সহিত কোন কালে তাহার বিচ্ছেদের সন্তাবনা নাই ॥ ৮ ॥

৮-১

আভ্রা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যোমন্তব্যো
নিদিধ্যাসিতব্যঃ ॥ ৯ ॥

শ্রীতিরাঞ্জনেব মুখ্যা । তদ্বারা ‘আভ্রা’ বৈ, অরে, দ্রষ্টব্যঃ’ দর্শনার্হঃ, জগজ্ঞপকার্যাদ্বারেণ । ‘শ্রোতব্যঃ’ আচার্যতঃ । ‘মন্তব্যঃ’ তত্ত্বতঃ । ততঃ ‘নিদিধ্যাসিতব্যঃ’ নিশ্চয়েন ধাতব্যঃ ॥ ৯ ॥

পরমাঞ্জার দর্শন শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসন
করিবেক ॥ ৯ ॥

পরমাত্মার দর্শন করিবেক, অর্থাৎ তাহার এই বিশ্বকার্যে তাহার
জ্ঞান শক্তি মহিমা প্রতীতি করিবেক, ও সকলের প্রাণ-ক্রপে তাহাকে
সর্বত্র বর্তমান জানিবেক, এবং আচার্যের নিকটে তাহার মহিমা-
প্রতিপাদক উপদেশ-বাক্য সকল অতি শ্রদ্ধা-পূর্বক শ্রবণ করিবেক।
জগতে তাহার মহিমাদর্শন করিয়া এবং আচার্যের নিকট হইতে
তাহার মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া সেই সকল পুনঃ পুনঃ আলোচনা
পূর্বক তাহার মনন করিবেক; এবং পরে তাহার নিদিধ্যাসন
করিবেক, তাহার সত্ত্বাতে নিঃসংশয় হইয়া তাহাতে আত্মার সমাধান
করিবেক ॥ ৯ ॥

৮২

সবা অয়মাত্মা সর্বেষাং ভূতানামধিপতিঃ
সর্বেষাং ভূতানাং রাজা ॥ ১০ ॥

‘সঃ বৈ অয়ম্’ অজঃ ‘আত্মা’ ‘সর্বেষাং ভূতানাম্ অধিপতিঃ’।
‘সর্বেষাং ভূতানাং রাজা’ ॥ ১০ ॥

সেই যে এই পরমাত্মা, ইনি সকল ভূতের অধিপতি
এবং সর্বভূতের রাজা ॥ ১০ ॥

ইনি সকলকে নিয়মে রাখিতেছেন, এবং উপযুক্ত দণ্ড পুরস্কার
চিরকাল বিধান করিতেছেন ॥ ১০ ॥

৮৩

তদ্যথা রথনাত্তো চ রথনেষো চার্লাঃ সর্বে

সমপিতাঃ । এবমেবাস্মিন্নাত্মনি সর্বাণি ভূতানি
সর্বে দেবাঃ সর্বে লোকাঃ সর্বে প্রাণাঃ সর্ব এত
আত্মানঃ সমপিতাঃ ॥ ১১ ॥

‘তৎ ষথ’ রথনাভৌ চ রথনেগৈ চ অরাঃ সর্বে সমপিতাঃ’ ।
‘এবম् এব’ ‘অস্মিন् আত্মনি’ জন্মাদি-বিক্রিয়া-রহিতে, ‘সর্বাণি
ভূতানি, সর্বে দেবাঃ, সর্বে লোকাঃ, সর্বে প্রাণাঃ’, ‘সর্বে এতে
আত্মানঃ’ প্রতি-শরীরানুপ্রবেশনেজীবাঃ, ‘সমপিতাঃ’ ॥ ১১ ॥

যেমন রথ-চক্রের নাভি-দেশে ও নেমি-দেশে সমুদয়
অর সমপিত থাকে, সেইরূপ এই পরমাত্মাকে সকল
ভূত-ও সকল দেবতা, সকল লোক, সকল প্রাণ, এই
সমুদায় জীব সমপিত হইয়া রহিয়াছে ॥ ১১ ॥

জল বায়ু অগ্নি প্রভৃতি ভূত-সকল, লোকান্তরবাসী মনুষ্য অপেক্ষা
উৎকৃষ্টতর ধর্মজীবী জীবসকল, সূর্য চন্দ্ৰ গ্রহ নক্ষত্র পৃথিব্যাদি
লোকসকল, প্রাণীদিগের প্রাণ-ক্রিয়া-সকল, এবং অসংখ্য-লোক-
স্থিত অনন্ত জীবদিগের আত্মা-সকল, এই পরমাত্মাকে অবলম্বন
করিয়া রহিয়াছে ॥ ১১ ॥

৮৪

যুজে বাং ব্রহ্ম পূর্ব্যং নমোভিঃ ।
অনাদিমৎ ত্বং বিভুত্বেন বর্তমে
যতো জাতানি ভূবনানি বিশ্বা ॥ ১২ ॥

‘যুজে’ অহং সমাদধে ; ‘বাং’ বঃ, যুশ্চাকং কাৰণভূতং, ‘ৰক্ষ’ (অস্মাকম্ অপি), ‘পূৰ্ব্যং’ চিৰস্তনং, ‘নমোভিঃ’। হে ‘আনাদিমং’ আগ্নে শুশ্রূত পরমাঞ্জনু ; ‘তৎ’ ‘বিভূত্তেন’ ব্যাপকত্বেন ‘বৰ্তমে’ ; ‘বতঃ’ অন্তঃ ; ‘জাতানি ভুবনানি’ ‘বিশ্বা’ বিশ্বানি ॥ ১২ ॥

•

আমি নমস্কার পূৰ্বক তোমারদিগের ও আমারদের চিৰস্তন পরৱৰ্তকের সহিত আমার সমাধান কৰি। হে অনাদিমং পরমাঞ্জন ! তুমি সৰ্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছ, তোমা হইতে এট সমুদায় ভুবন উৎপন্ন হইয়াছে ॥ ১২ ॥

ৰক্ষবাদী আচার্য শিষ্যদিগকে কহিতেছেন, আমি নমস্কার পূৰ্বক তোমারদিগের ও আমারদের চিৰস্তন পরৱৰ্তকের সমাধি~~করি~~ ; তোমরা ও আমার সহিত স্তোত্র সমাবি~~করি~~ কৰ ॥ ১৩ ॥

৮-৫

ইহৈব সন্তোথ বিদ্যুস্তুত্যং
ন চেদবেদিমহতৌ বিনষ্টিঃ ।
য এতদ্বিদুরম্ভত্বাস্তে ভবন্তি
অথেতুরে দুঃখমেবাপিযন্তি ॥ ১৩ ॥

‘অথ’ ‘ইহ এব সন্তঃ’, অহো ‘বয়ং’ কৃতার্থাঃ, ‘তৎ’ ৰক্ষ ‘বিদ্যঃ’ বিজ্ঞানীমঃ ! তৎ ‘ন চে’ বেদিতবন্তোবয়ং, ততেঃহম্ ‘অবেদিঃ’ স্থাম্। বেদনং বেদঃ ; বেদোহস্তাস্তৌতি বেদৌ। বেদেব বেদিঃ। ন বেদিঃ অবেদিঃ। যদ্বেদিঃ স্থাং, কো দোষঃ স্থাং ? ‘মহতী’

‘विनष्टिः’ विनाशनम् । अहो वयम् अस्यान्नहतोविनाशनान्निष्ठुत्ताः, ये तेऽत्र बयं बिदितवस्तः । ‘ये एते विद्वः अस्याः ते भवस्ति’ । ‘अथ’ ये पूनर्नैव भ्रक्त विद्वः, ते ‘इतरे’, भ्रक्तविदोहत्ते, ‘द्वःथम् एव’ ‘अपियस्ति’ प्रतिपन्थस्ते ॥ १३ ॥

এখানে থাকিয়াই আমরা তাহাকে জানিয়াছি ! যদি আমরা তাহাকে না জানিতাম, তবে মহাবিনাশ প্রাপ্ত হইতাম । যাহারা টাঁহাকে জানেন, তাহারা অমর হয়েন ; তদ্বিন্দি আর সকলেই দুঃখ পায় ॥ ১৩ ॥

কি আশ্চর্য ! আমরা এখানে থাকিয়াই তাহাকে জানিয়াছি, এই ~~অন্ত~~ অন্তকারণময় সংসারে মিমগ্ন ও আচ্ছন্ন হইয়াও আমাদের জ্ঞান-চক্ষু সেই সত্যজ্ঞান-জ্যোতিকে গ্রহণ করিতে পারিতেছে, এবং হৃদয় তাহাকে বিশুদ্ধ প্রীতি অর্পণ করিয়া পাপ-তাপ হইতে পরিতাণ পাইতেছে । টাঁহা হইতে আর আশ্চর্য কি আছে ! ইহাতে আমরা ধৃত হইয়াছি । তিনি এই ভূলোকে আর আর যত জন্ম স্থষ্টি করিয়াছেন, তাহারদিগকে এ প্রকার ক্ষমতা ও অধিকার প্রদান করেন নাই আমারদিগকে অতীব কৃপা করিয়া এই সকল দিয়াছেন । ইহাতে আমরা কৃতার্থ হইয়াছি, ইহার দ্বারা আমরা সকল সম্পদ প্রাপ্ত হইয়াছি । যদি আমরা তাহাকে এখানে জানিতে না পারিতাম ও তাহার সহিত অকাট্য নিতা সম্বন্ধ নিবন্ধ না করিতাম, তবে আমরা অশেষ দুর্গতি প্রাপ্ত হইতাম । তাহা হইলে এই সংসারের বিপদ-সাগরে পতিত হইমা আর কোথায়

আশ্রয় পাইতাম ! লোকের নিকট হইতে নিষ্ঠুর আঘাত পাইবা
আর কোথায় শীতল হইতাম ! পাপ তাপ হইতে, মৃত্যু-ভয় হইতে
আমারদিগকে আর কে পরিত্বাণ করিত ! ॥ ১৩ ॥

• ৮৬ •

ততোঘদ্বুত্তরঃ তদ্রূপমনাময়ম् ।

য এতবিদ্বুরমৃতাস্তে ভবস্তি

অথেতরে দুঃখমেবাপিযস্তি ॥ ১৪ ॥

‘ততঃ’,—কার্য্যাং উত্তুবং কাৰণং ; ততোঘপ্যত্তুবং ‘উত্তু-
ত্তুবং’, কাৰণস্ত কাৰণং ; ‘য’ ব্ৰহ্ম, ‘ত’ ‘অৱপং’ কূপ-ৱহিত্তং,
‘অনাময়ং’ রোগ-শোক-ৱহিত্তম্ । ‘যে এতং বিদ্বঃ’ ‘অমৃতাঃ’
অমৱণধৰ্ম্মাণঃ ‘তে ভবস্তি’ । ‘অথ ইতৱে’, যে তদ্ব ব্ৰহ্ম ন বিদ্বস্তে,
‘দুঃখম্ এব অপিযস্তি’ ॥ ১৪ ॥

যিনি কাৰণেৰ কাৰণ, তিনি কূপহীন ও নিৱাময় ।
ঝাহাৱা ইহাকে জানেন, ঝাহাৱা অমৱ হয়েন ; তত্ত্বে
আৱ সকলেই দুঃখ পায় ॥ ১৪ ॥

এই সংসারে যে সকল কাৰণ হইতে যে সকল কাৰ্য্য উৎপন্ন
হইতেছে, সেই সকল কাৰণেৰ কাৰণ পৱব্ৰহ্ম । তিনি কূপহীন ও
নিৱাময় । ঝাহাৱা ইহাকে জ্ঞান-চক্ৰ দ্বাৱা প্ৰত্যক্ষ কৱত ইহার
সহিত অচেত্য সম্বন্ধ নিবন্ধ কৱেন, ঝাহাৱা অমৱ হয়েন । তত্ত্বে
কেহই আৱ সাংসারিক শোক-দুঃখ অভিক্রম কৱিতে পাৱে না ॥ ১৪ ॥

୮୭

ତତଃ ପରଂ ବ୍ରଙ୍ଗ ପରଂ ବୃହତ୍ତଃ
 ସଥାନିକାର୍ଯ୍ୟତ୍ ସର୍ବଭୂତେସୁ ଗୃତମ୍ ।
 ବିଶ୍ୱଈକଂ ପରିବେଷ୍ଟିତାରମୀଶଃ
 ତଃ ଜ୍ଞାତ୍ଵାହୟୁତାଭ୍ୟନ୍ତି ॥ ୧୫ ॥

‘ତତଃ’ ବିଶ୍ୱକାର୍ଯ୍ୟତ୍, ‘ପରଂ’ କାରଣଃ ; ‘ପରଂ ବ୍ରଙ୍ଗ’, ‘ବୃହତ୍ତଃ’ ମହଃ ;
 ‘ସଥାନିକାର୍ଯ୍ୟ’ ସଥାନିକାର୍ଯ୍ୟ ; ‘ସର୍ବଭୂତେସୁ ଗୃତମ୍’ ଅନ୍ତରବନ୍ଧିତମ୍ । ‘ବିଶ୍ୱଈକଂ’
 ‘ପରିବେଷ୍ଟିତାରଃ’ ସ୍ଵାଭୂନା ସର୍ବଃ ବ୍ୟାପ୍ୟାବନ୍ଧିତମ୍ । ‘ତମ’ ‘ଦ୍ଵିଶଃ’
 ‘ପରିବେଷ୍ଟିତାରଃ’, ‘ଜ୍ଞାତ୍ଵା ଅମୃତାଃ ଭ୍ୟନ୍ତି’ ॥ ୧୫ ॥

ବିଶ୍ୱ-କାର୍ଯ୍ୟର କାରଣ ପରବ୍ରଙ୍ଗ ସର୍ବାପେକ୍ଷା ମହଃ । ତିନି
 ସର୍ବଭୂତେ ଶରୀର-ମଧ୍ୟ ଗୃତ-ରୂପେ ସ୍ଥିତି କରିତେଛେ । ମେଇ
 ବିଶ୍ୱ-ସଂସାରେ ଏକମାତ୍ର ପରିବେଷ୍ଟିତ ପରମେଶ୍ୱରକେ ଜ୍ଞାନିଯା
 । ଲୋକମକଳ ଅମର ହୁୟେ ॥ ୧୬ ॥

ତୀହା ହିତେ ଏହି ସମୁଦ୍ରାଯ ଜଗଃ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯାଇଛେ, ଅତଏବ ତିନି
 ବିଶ୍ୱ-କାର୍ଯ୍ୟର କାରଣ ଏବଂ ମହାନ୍ । ତିନି ଅନ୍ତରବାହେ ସକଳ ସ୍ଥାନେଇ
 ସର୍ବଦା ସ୍ଥିତି କରିତେଛେ, ତଥାପି କେହ ତୀହାକେ ଚକ୍ର ଦ୍ୱାରା
 ଦେଖିତେ ପାଯ ନା, କାରଣ ତିନି ଜ୍ଞାନ-ସ୍ଵରୂପ : ଜ୍ଞାନସ୍ଵରୂପକେ ଜ୍ଞାନ
 ଦ୍ୱାରାଇ ଜାନା ଯାଇ । ଯାହାରା ଇହାକେ ଜାନେନ ତୀହାରା ଇହାର ସହିତ
 ନିତ୍ୟ ସହବାସ ଲାଭ କରେନ ॥ ୧୬ ॥

୮-୮

“
ସର୍ବେନ୍ଦ୍ରିୟଗୁଣାଭାସତ୍ୱ ସର୍ବେନ୍ଦ୍ରିୟବିବର୍ଜିତଂ ।

ସର୍ବଶ୍ରୀ ପ୍ରଭୁମିଶାନତ୍ୱ ସର୍ବଶ୍ରୀ ଶରଣତ୍ୱ ସୁହୃଦ ॥ ୧୬ ॥

ସର୍ବେନ୍ଦ୍ରିୟ-ଗୁଣାଃ ଆଭାସକ୍ତେ ପ୍ରକାଶକ୍ତେ ଯେନ ବ୍ରଙ୍ଗଣା, ତେ ସର୍ବେନ୍ଦ୍ରିୟଗୁଣାଭାସଃ । ଅଯନ୍ତେ ‘ସର୍ବେନ୍ଦ୍ରିୟ-ବିବର୍ଜିତଃ’ ସର୍ବ-କରଣ-ରହିତମ् । ‘ସର୍ବଶ୍ରୀ’ ଜଗତଃ ‘ପ୍ରଭୁମିଶାନଃ । ‘ସର୍ବଶ୍ରୀ’ ‘ଶରଣ’ ରକ୍ଷିତ, ‘ସୁହୃଦ’ ମିତ୍ରମ् ॥ ୧୬ ॥

ତାହାର ଦ୍ୱାରା ସକଳ ଇନ୍ଦ୍ରିୟେର ଗୁଣ ପ୍ରକାଶ ପ୍ରାୟ, କିନ୍ତୁ ତିନି ସ୍ଵୟଂ ସକଳ-ଇନ୍ଦ୍ରିୟ-ବିବର୍ଜିତ । ତିନି ସକଳେର ପ୍ରଭୁ, ସକଳେର ଈଶ୍ଵର, ସକଳେର ଆଶ୍ରୟ ଓ ସକଳେର ସୁହୃଦ ॥ ୧୬ ॥

ତିନି ଆମାଦିଗଙ୍କେ ଜ୍ଞାନ, ସୁଖ ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଅଭିପ୍ରାୟେ ଆମାରଦେର ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗଣଙ୍କେ ତତ୍ତ୍ଵପଦୋଗ୍ରୀ ବିବିଧ ଗୁଣେ ଭୂଷିତ କରିଯାଛେ । ଚକ୍ର ଯେ ବିଦ୍ୱାଧିପେର ବିଦ୍ୱ-ରାଜ୍ୟର ଅତ୍ୟାଚର୍ଯ୍ୟ ଶୋଭା ଅବଲୋକନ କରିଯା ପରିତୃପ୍ତ ହିତେଛେ, କଣ ଯେ ମନୋହର ବିହଙ୍ଗ-ରବ, ସୁମ୍ଭୁବ ମନ୍ତ୍ରୀତ-ସ୍ଵର ଓ ବ୍ରଙ୍ଗଗୁଣମୂଳକୀର୍ତ୍ତନ ଶ୍ରବଣ କରିଯା ଅମୃତାଭିଷିକ୍ତ ହିତେଛେ, ରମନା ଯେ ନାନା-ରମ-ମିଲିତ ଚର୍କ୍ୟ ଚୋଷ୍ୟ ଲେହ ପେଯ ବିବିଧ ପ୍ରକାର ସୁନ୍ଦାଦ ସାମଗ୍ରୀର ସ୍ଵାଦଗ୍ରହ କରିଯା ଚରିତାର୍ଥ ହିତେଛେ, ପ୍ରାଣେନ୍ଦ୍ରିୟ ନାସିକା ଯେ ଅଶେଷ ପ୍ରକାର ସୁଗର୍କ ପୁଷ୍ପେର ମନୋହର ସୌରଭ ପ୍ରହଗ କରିଯା, ଏବଂ ସର୍ବାଙ୍ଗବ୍ୟାପୀ ସ୍ପର୍ଶେନ୍ଦ୍ରିୟ ସେ

সুন্নিফ সুমন্দ মারুত হিল্লোলে স্নিফ হইয়া মনুষ্যের স্বৰ্থ-সরোবর পূর্ণ করিতেছে ; সকলমঙ্গলাকর পরমেশ্বরই এ সমুদায়ের একমাত্র কারণ । তিনি এই ইন্দ্রিয়গণকে যে রূপ শক্তি প্রদান করিয়াছেন তদীয় বিষয় সমুদায়কেও তাহার উপর্যোগী করিয়া সৃষ্টি করাতেই আমরা তাহার প্রদত্ত প্রচুর স্বৰ্থে স্বৰ্থী হইতেছি । তিনি আমার-দিগকে হস্তদ্বয় প্রদান করাতে আমরা সকল বস্তু গ্রহণ কৃত্তি পারিতেছি । তিনি আমারদিগকে গমনেন্দ্রিয় দ্বারা ঘূর্ণ করাতে আমরা সর্বত্র গমনাগমন করিতে সমর্থ হইতেছি । তিনি আমারদিগকে বাণিজ্যিক দেওয়াতে আমরা মনের ভাব সকল প্রকাশ করিয়া স্বৰ্থী হইতেছি । তিনি আমারদিগের এক এক ইন্দ্রিয়কে স্বৰ্থ-ভাগারের এক এক দ্বার-স্বরূপ করিয়াছেন । আমার-দের প্রত্যেক জ্ঞানেন্দ্রিয় ও প্রত্যেক কর্মেন্দ্রিয় এক এক কল্যাণমূল প্রস্রবণ তুল্য হইয়া অবিরত কল্যাণবারি বিনির্গত করিতেছে । তদ্বারা সকল কল্যাণের অধিতীয় আকর-স্বরূপ বিশ্ব-বিধাতার অঙ্গুত মহিমা প্রকাশ পাইতেছি ।

তিনি জীবদিগের উপকারার্থে এই অত্যাশ্চর্য ইন্দ্রিয় সকল স্থজন করিয়াছেন, এবং তাহার অধিষ্ঠানেই এই ইন্দ্রিয়ের গুণ-সকল প্রকাশ পাইতেছে ; কিন্তু তিনি স্বয়ং সকল ইন্দ্রিয়-বিবর্জিত । তাহার জ্ঞানের নিমিত্তেও ইন্দ্রিয়ের অপেক্ষা নাই, তাহার কর্মের নিমিত্তেও ইন্দ্রিয়ের প্রয়োজন নাই ; তিনি চক্ষু-কর্ণ বিহীন হইয়াও সমুদায় দেখিতেছেন ও সকল শুনিতেছেন, এবং পাণি-পাদ ব্যতীতও সর্বত্র গমন করিতেছেন এবং সকল গ্রহণ

করিতেছেন। ইনি সকলের প্রভু, সকলের ঈশ্বর, সূকলের আশ্রয়
ও সকলের সুহৃৎ ॥ ১৬ ॥

৮৯

মহান् প্রভুর্বৈ পুরুষঃ সত্ত্বস্ত্রেষ্ঠপ্রবর্তকঃ ।
স্বনির্মলামিমাণ্ড শান্তিমৌশানোজ্যাতিরব্যয়ঃ ॥ ১৭ ॥

‘মহান্’, ‘প্রভু’ সমর্থঃ জগত্তৎপত্তি-সংহারে, ‘বৈ পুরুষঃ
এষঃ ঈশানঃ’, ‘জ্যোতিঃ’ পরিশুল্কে বিজ্ঞান-প্রকাশঃ, ‘অব্যয়ঃ’
অবিনাশী, ‘সত্ত্বস্ত্র’ ধর্মস্ত্র ‘প্রবর্তকঃ’ প্রেরয়িতা। কম্মুর্বেম্
উদ্দিষ্ট ? ‘ইমাং স্বনির্মলাং শান্তিম্’ উদ্দিষ্ট ॥ ১৭ ॥

এই মহান् পুরুষ সকলের প্রভু। এই জ্ঞান-
জ্যোতিঃ-স্বরূপ অনন্ত ঈশ্বর স্বনির্মলা শান্তির উদ্দেশে
ধর্মের প্রবর্তক হয়েন ॥ ১৭ ॥

এই গঙ্গাময় মহান् পুরুষ আমারদিগকে কেবল ইত্ত্বিয়-স্তুথ
দিয়া পশুদিগের আব সংসারে বন্ধ করেন নাই, কিন্তু অমূল্য ধর্ম
দিয়া আমারদিগকে স্বাধীন করিয়া দিয়াছেন। তিনি বিষর-স্তুথ
হইতে সহস্র গুণে উৎকৃষ্ট আত্ম-প্রসাদের উদ্দেশে, আমারদের
স্বনির্মলা শান্তির উদ্দেশে, স্বয়ং ধর্মের প্রবর্তক হইয়াছেন। তিনি
আমারদের আত্মাতে শুভ বুদ্ধি ও ধর্ম-বল নিয়ত প্রেরণ করিতে-
ছেন। আমরা তাহার প্রসাদে ধর্ম-বলে স্বাধীন হইয়া মুক্তির
অধিকারী হইয়াছি ॥ ১৭ ॥

• দশমোইধ্যায়ং •

৯০

ওমিতি ব্রক্ষ সর্বেহশ্চে দেবাবলিমাহরস্তি ।

মধ্যে বামনমাসীনং বিশ্বে দেবাউপাসতে ॥ ১ ॥

‘ওঁ ইতি ব্রক্ষ’,—ওঙ্কারে হি ব্রক্ষ প্রতিবুক্তেরাগোহণায়া-
লস্থনম্ । ‘অশ্চ’ ব্রক্ষণে, ‘সর্বে দেবাঃ’ ‘বলং’ পূজাম্, ‘আহরস্তি’ ।
‘মধ্যে’ ‘বামনং’ সন্তুজনীয়ং সৈর্বঃ, ‘আসীনং’ ‘বিশ্বে’ সর্বে ‘দেবাঃ
উপাসতে’ ॥ ১ ॥

যিনি ওঙ্কারের প্রতিপাদ্য তিনি ব্রক্ষ । সকল
দেবতারা ইহার পূজা আহরণ করিতেছেন । জগতের
মধ্য-স্থিত পূজনীয় পরমাত্মাকে সমুদয় দেবতারা নিয়ত
উপাসনা করিতেছেন ॥ ১ ॥

জগতের এই অবিতায় কর্তা যেমন ঈশ্বর, মহেশ্বর, পরমেশ্বর
পরমাত্মা, পরব্রহ্ম প্রতি শব্দের বাচ্য, সেই রূপ ওঁ শব্দেরে বাচ্য ।
যিনি শৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কর্তা, তিনিই ঈশ্বর, তিনিই ব্রক্ষ, তিনিই
ওঙ্কারের প্রতিপাদ্য মহান् পুরুষ । পৃথিবী অপেক্ষা অন্ত অন্ত
উৎকৃষ্টতর লোকনিবাসী দেবতারা নিয়ত তাহার আরাধনা
করিতেছেন । আগরাও যদি মহৎ ও শ্রেষ্ঠ হইতে বাসনা করি, তবে
আমারদেরও কর্তব্য যে দেবতাদের হায় সেই বিশুদ্ধ মঙ্গল স্বরূপের-

নিতান্ত অধীন ও অনুগত থাকিয়া, এবং তাহার প্রতি প্রীতি-বৃক্ষি
উন্নত ও উজ্জ্বল করিয়া, তাহার উপাসনাতে রত থাকি ॥ ১ ॥

৯১

ওমিত্যেবং ধ্যায়থ আচ্ছান্তঃ
স্বষ্টি বঃ পারায় তমসঃ পরস্তাং ।
ওঁকারেণবাযতনেনাম্বেতি বিদ্বান्
যত্তচ্ছান্তমজরমমৃতমভযং পরঞ্চ ॥ ২ ॥

‘ওঁ ইতি এবম্’ ওক্তারালম্বনাঃ সন্তঃ ; ‘ধ্যায়থ’ চিত্তুযুক্ত,
‘আচ্ছান্ত’ জ্ঞানস্বকপং পরং ব্রহ্ম। ‘স্বষ্টি’ নির্বিঘ্নম্ অস্ত, ‘বঃ’
স্মাকং, ‘পারায়’ পর-কৃলায়, ‘তমসঃ’ অজ্ঞান-তমসঃ, ‘পরস্তাং’,
ব্রহ্মস্বরূপাবগমনায় টৈতার্থঃ। ‘ওক্তারেণ এব’ ‘আযতনেন’ সাধনেন,
‘অম্বেতি’ প্রাপ্নোতি ‘বিদ্বান্’। ‘মৎ তৎ শান্তম্’ ‘অজরং’ জরা-
বর্জিতম্, ‘অমৃতং’ মৃত্যা-বর্জিতম্, ‘অভযং’, ‘পরং’ নিরতিশয়ং ‘চ’,
ব্রহ্ম ওক্তারাখ্যম্ ॥ ২ ॥

ওক্তার-প্রতিপাদ্য পরব্রহ্মকে ধ্যান কর, এবং নির্বিঘ্নে
তোমরা অজ্ঞান-তিমির হইতে উত্তীর্ণ হও। জ্ঞানী ব্যক্তি
ওক্তার-সাধনার দ্বারা সেই শান্ত, অজর, অমর, অভয়,
নিরতিশয় ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়েন ॥ ২ ॥

বিশুদ্ধ উজ্জ্বল জ্ঞান দ্বারা সেই ওক্তার-প্রতিপাদ্য পরব্রহ্মকে

ଧ୍ୟାନ କର ; ତବେ ନିଶ୍ଚୟ ତୋମରା ସଂସାରେର ଅଜ୍ଞାନତିଗିର ହଇତେ
ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହଇବେ, ଏବଂ ଶାନ୍ତି, ଅଜର, ଅମର, ଅଭୟ, ନିରତିଶୟ ବ୍ରଙ୍ଗକେ
ଆପ୍ନ ହଇବେ ॥ ୨ ॥

୧୨

ତ୍ରୈସବିତୁର୍ବରେଣ୍ୟଃ
ଭର୍ଗୋଦେବସ୍ତୁ ଧୀମହି
ଧିଯୋଯୋ ନଃ ପ୍ରଚୋଦ୍ୟାଃ ॥ ୩ ॥

‘ତ୍ରୈସବିତୁଃ’ ତସ୍ତ ସବିତୁଃ, ଜଗଃ-ପ୍ରସବିତୁଃ, ପ୍ରେରକସ୍ତ ସର୍ବ-
ଜ୍ଞାନନାମ, ବିଜ୍ଞାନାନନ୍ଦ-ସ୍ଵଭାବସ୍ତ ଅନ୍ତର୍ୟାମିନେ ବ୍ରଙ୍ଗଃ ; ‘ଦେବସ୍ତୁ’
ଦ୍ୟୋତନାଅକସ୍ତ ପରମେଶ୍ୱରସ୍ତ ; ‘ବରେଣ୍ୟଃ’ ବରଣୀୟଃ ; ‘ଭର୍ଗଃ’ ଭର୍ଗଃ,
ତେଜଃ ଜ୍ଞାନଃ ଶକ୍ତିକ୍ଷଣ ; ‘ଧୀମହି’ ଧ୍ୟାଯେମ ବୟମ । ‘ଧିଯଃ’ ବୃଦ୍ଧିବୃତ୍ତୀଃ,
‘ସଃ’ ସବିତା, ‘ନଃ’ ଅସ୍ମାକଃ, ‘ପ୍ରଚୋଦ୍ୟାଃ’ ପ୍ରେରରତି ସଂ-
କର୍ମାନ୍ତର୍ଣ୍ଣାନୀୟ ॥ ୩ ॥

ମେହି ଜଗଃ-ପ୍ରସବିତା ପରମ ଦେବତାର ବରଣୀୟ ଜ୍ଞାନ ଓ
ଶକ୍ତି ଧ୍ୟାନ କରି, ଯିନି ଆମାରଦିଗକେ ବୃଦ୍ଧି-ବୃଦ୍ଧିସକଳ
ପ୍ରେରଣ କରିତେଛେନ ॥ ୩ ॥

ଯିନି ଏଟ ଜଗଃ ପ୍ରସବ କରିଯାଛେନ, ତିନି ପିତାମାତାର ଶାୟ
ଏହି ବିଶ୍ୱ ପାଲନ କରିତେଛେନ, ତ୍ବାର ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଓ ମହତୀ ଶକ୍ତି
ବିଶ୍ୱ-ନିବାସୀ ଅସଂଖ୍ୟ ଜୀବେର କଲ୍ୟାଣ-ସାଧନାର୍ଥେ ତ ତେପର ରହିଯାଛେ ।
ତିନି ଆମାରଦିଗେର ଧର୍ମ-ପାଦେ ସହାୟାର୍ଥେ ବୃଦ୍ଧି-ବୃଦ୍ଧି ମକଳ ପୁନଃ ପୁନଃ

প্রেরণ করিতেছেন। তাহার সাধনেতে আমরা সকল প্রকার পাপতাপ হইতে নিষ্ঠার পাই ॥ ৩ ॥

৯৩

মাহং ব্রহ্ম নিরাকুর্যাং মা মা ব্রহ্ম নিরাকরণমস্ত ॥ ৪ ।

‘অহং ব্রহ্ম’ ‘মা নিরাকুর্যাং’ ন ত্যজেয়ং ; ‘মা’ মাম উপাসকং, ‘ব্রহ্ম’ ‘মা নিরাকরণং’ নাত্যজং। মৎকর্তৃকং ব্রহ্মগঃ ‘অনিরাকরণম্’ অতিরক্ষরণম্ ‘অস্ত’ ॥ ৪ ॥

ব্রহ্ম আমাকে পরিত্যাগ কীরেন নাই, আমি যেন তাহাকে পরিত্যাগ না করি ! তিনি আমা কর্তৃক সর্বদা অপরিত্যক্ত থাকুন ॥ ৪ ॥

করুণাময় বিশ্ব-পিতা কোন বিষয়ে আমারদিগকে বিস্মৃত হন নাই। আমরা প্রত্যেক নিমেষেই তাহার কৃপা-বারি প্রাপ্ত হইতেছি, এবং প্রত্যেক বারের নিঃশ্বাস-গ্রিঘাতেই তাহার করুণাসমীরণ সেবন করিতেছি। তিনি আমারদিগকে কোন বিষয়ে বিস্মৃত হন নাই, এবং কোন কালে কোন বিষয়ে বিস্মৃত হইবেনও না। তিনি আমারদিগকে নিয়ত প্রীতি-দৃষ্টিতে দেখিতেছেন। অতএব আমরা যেন তাহাকে বিস্মৃত না হই, যেন কৃতজ্ঞ হইয়া নিয়ত তাহার প্রীতি-সুন্দা পান করি, ও তাহার করুণাদন্ত অনুজ্ঞাসকল সন্তুষ্ট চিত্তে পালন করিতে প্রযুক্ত থাকি ॥ ৪ ॥

୯୪

তং বেদ্যং পুরুষং বেদ যথা মা বোমৃত্যাঃ
পরিব্যথাঃ ॥ ৫ ॥

‘তং’ ‘বেদ্যং’ বেদনীরং ; পূর্ণত্বাং ‘পুরুষং’, ‘পরং ব্রহ্ম, ‘বেদ’ ;
‘যথা’ ‘বঃ’ যুক্তান्, ‘মৃত্যাঃ মা’ ‘পরিব্যথাঃ’ পরিব্যথয়তু । ন চেৎ
নিজ্ঞায়তে পুরুষো, মৃত্যু-নিমিত্তাং ব্যগাম্য আপনা দুঃখিন এবং যুয়ং
স্থঃ, অতস্ত্রুমাভূতং যুক্তাক্ষণ ইত্যভিপ্রাযঃ ॥ ৫ ॥

তোমাদের মৃত্যু-পীড়া না হউক, এ প্রযুক্ত সেই বেদ
পুরুষকে জান ॥ ৫ ॥

সেই অমৃত পুরুষকে জান ; এবং তাঁহাকে সকল হইতে, আপনা
হইতেও অধিক প্রীতি কর ; তবে তোমারদের মৃত্যু-পীড়ার অবসান
হইবে । যিনি ব্রহ্মকে লাভ কবিয়াছেন, ব্রহ্মের সহিত যাহার নিত্য
সহবাস হইয়াছে, তিনি এখানে পাকিয়াই সংসারকে অতিক্রম করেন,
এবং মৃত্যু-পাশ হইতে পরিত্রাণ পান । তাঁহার নিকটে শৃঙ্গ পূর্ণ হয়,
বিপদ মঙ্গলের আধার হয়, এবং মৃত্যু অগৃতের সোপান হয় ॥ ৫ ॥

୯୫

যো দেবোহঘো যোহপ্সু
যোবিশং ভুবনগাবিবেশ ।
য ওষধীবু যোবনস্পতিষ্ঠু
তস্মৈ দেবায় নমোনমঃ ॥ ৬ ॥

‘য়ঃ দেবঃ অশ্বী, যঃ অপ্সু’, ‘হঃ বিশ্বং ভুবনং’ স্মেন রচিতং
সংসারম্, ‘আবিবেশ’ প্রবিষ্টবান्। ‘য়ঃ’ ‘ওষধীযু’ ওষধিযু;
‘যঃ বনস্পতিযু’, ‘তন্ত্র’ ‘দেবায়’ পরমেশ্বরায়; ‘নমঃ নমঃ’ বির্বচনম্
আদর্থার্থম্ ॥ ৬ ॥ •

যে দেবতা অগ্নিতে, যিনি জলেতে, যিনি বিশ্ব-সংসারে
প্রবিষ্ট হইয়া আছেন, যিনি ওষধিতে, যিনি বনস্পতিতে,
সেই দেবতাকে বার বার নমস্কার করি ॥ ৬ ॥

যিনি অগ্নির অভ্যন্তরে থাকিয়া তাহাকে নিয়মে রাখিতেছেন,
ও অসীম সমুদ্রের ভৌমণ তরঙ্গে বিরাজ করিতেছেন; যাহার করুণা
নিদাঘকালের তৃপ্তিকর বারি ধারাতে ও আণন্দ ওষধি বনস্পতিতে
দেদীপ্যমান রহিয়াছে; যিনি ভূলোক দ্যুলোক অন্তরীক্ষে, সকল
স্থানেই স্বপ্রকাশ রহিয়াছেন: সেই দেবতাকে বার বার নমস্কার
করি ॥ ৬ ॥

একাদশোইধ্যায়

১৬

অশৰ্কমস্পর্শমুকুপগব্যং ।

তথাৱসং নিত্যমগন্ধবচ্ছ ষৎ ।

অনাদ্যনন্তং মহতঃ পৱং ধ্রুবং

নিচায় তং মৃত্যামুখাং প্ৰমুচ্যতে ॥ ১ ॥

‘অশৰ্কম’ অস্পৰ্শম্ অৱকুপম্’ ; ‘অব্যযং’, ন ব্যেতি, ন ক্ষীয়তে,
‘তথা’ অৱসং নিত্যং অগন্ধবৎ চ ষৎ’ ব্ৰহ্ম। অবিদ্যমানম্
আদিকাৰণম্ অস্ত, তদ্ব টদম্, ‘অনাদি’। তথা অবিদ্যমানোহস্তো
যন্ত্র, তৎ ‘অনন্তৎ’। ‘মহতঃ’ মহৎপৰিমাণাং, অপি ‘পৱং’
মহৎ, নিৱত্তিশয়ভাৎ। ‘ধ্রুবং’ কুটস্থং নিত্যং। ‘নিচায়’ অবগম্য,
‘তম্’ এবস্তৃতং ব্ৰক্ষাহ্বানং, ‘মৃত্যামুখাং’ মৃত্যুগোচৰাং, ‘প্ৰমুচ্যতে’
বিষুজ্যতে ॥ ১ ॥

ঘাতে শব্দ নাই, স্পৰ্শ নাই, কুপ নাই, রস নাই,
গন্ধ নাই, ঘাতার ক্ষয় নাই ; যিনি অনাদি অনন্ত, যিনি
মহৎ হইতে মহৎ, এবং নিত্য ও নিৰ্বিকাৰ ; তাহাকে
জ্ঞানিয়া জীব মৃত্যামুখ হইতে প্ৰমুক্ত হয় ॥ ১ ॥

সৃষ্টিৰ অতীত জ্ঞানগ্য পৱমেশ্বৰ কদাপি শব্দ-স্পৰ্শাদি ইল্লিঘেৱ
বিষয় নহেন। তিনি নিৱাকাৰ, নিৰ্বিকাৰ, নিত্য ও মহান्।

তাহাকে জানিলে শোক মৃচ্যমুখ হইতে মুক্ত হইয়া অনন্ত কাল
পর্যান্ত ব্রহ্ম-ধারে উন্নত হইতে গাকে ॥ ১ ॥

৯৭

এমসবেবু ভূতেবু গৃটোহয়া ন প্রকাশতে ।
দৃশ্যতে অগ্রায়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ ॥ ২ ॥

‘সর্বেবু ভূতেবু এমঃ’, ‘গৃটোহয়া’ গৃটঃ আয়া, প্রচ্ছন্নঃ ব্রহ্মাত্মা ;
‘ন প্রকাশতে’ অসংস্কৃত-বুদ্ধেবিক্ষেয়ত্বাঃ । ‘দৃশ্যতে তু’, সংস্কৃতয়া
‘বুদ্ধ্যা’, ‘অগ্রায়া’,—অগ্রম ইব অগ্রায়া, তয়া, একাগ্রতয়োপেতয়া;
‘সূক্ষ্ময়া’ সূক্ষ্ম-বস্ত্র-নিরূপণপনয়া । কৈঃ ? ‘সূক্ষ্মদর্শিভিঃ’—সূক্ষ্মঃ
দ্রষ্টুঃ শীলঃ মেষাঃ তৈঃ পঙ্গুতৈঃ ॥ ২ ॥

এই পরমায়া সর্বভূতেতে গৃট রূপে প্রচ্ছন্ন
রহিয়াছেন, এ প্রযুক্ত তিনি প্রকাশ পান না । সূক্ষ্মদর্শী
ব্রহ্মজ্ঞেরা একনিষ্ঠ সূক্ষ্ম বুদ্ধি দ্বারা তাহাকে দৃষ্টি
করেন ॥ ২ ॥

পরমায়া সকলের শক্তির শক্তিতে, সকলের প্রাণেব প্রাণেতে,
সকলেব আয়ার আয়াতে গৃট রূপে প্রবিষ্ট রহিয়াছেন ; বিষয়-
মোহে মুগ্ধ বাক্তিদিগের নিকটে তিনি প্রকাশ পান না । সূক্ষ্মদর্শী
দীবেবা একনিষ্ঠ সুমার্জিত বুদ্ধি দ্বারা সেই জ্ঞান-স্বরূপ পরমেশ্বরকে
জ্ঞানালোকে দেখিতে পান ॥ ২ ॥

୯୮

ନାୟାଜ୍ଞା ପ୍ରବଚନେନ ଲଭ୍ୟୋ
 ନ ମେଧ୍ୟା ନ ବହୁନା ଶ୍ରତେନ ।
 ସମେବେଷବ୍ଳଗୁତେ ତେନ ଲଭ୍ୟ-
 ସ୍ତୁଷ୍ଟେଷାଜ୍ଞା ବ୍ଳଗୁତେ ତନୂଂଫ୍ଳ ସ୍ଵାମ୍ ॥ ୩ ॥

‘ନ ଅୟମ् ଆଜ୍ଞା’ ବ୍ରଜାଜ୍ଞା, ‘ପ୍ରବଚନେନ’ ପ୍ରକଳ୍ପ-ବଚନେନ, ‘ଲଭ୍ୟ’ ଜ୍ଞେୟଃ । ‘ନ’ ଅପି ‘ମେଧ୍ୟା’ ଗ୍ରହାର୍ଥ-ଧାରଣ-ଶକ୍ତ୍ୟା ; ‘ନ ବହୁନା ଶ୍ରତେନ’ ଶ୍ରବଣେନ । କେନ ତହିଁ ଲଭ୍ୟ, ଇତ୍ୟଚ୍ୟତେ । ‘ସମ ଏବ’ ବ୍ରଜାଜ୍ଞାନମ् ; ‘ଏସଃ’ ସାଧକଃ ; ‘ବ୍ଳଗୁତେ’ ପ୍ରାର୍ଥ୍ୟତେ ; ‘ତେନ’ ସାଧକେନ ‘ଲଭ୍ୟ’ । ସଃ ‘ଏସଃ’ ‘ଆଜ୍ଞା’ ବ୍ରଜାଜ୍ଞା ; ‘ତନ୍ତ୍ର’ ଆଜ୍ଞାକାମନ୍ତ୍ର ; ‘ବ୍ଳଗୁତେ’ ପ୍ରକାଶସ୍ତତି ; ପାରମାର୍ଥିକୀୟ ‘ସ୍ଵାଂ’ ସ୍ଵକୀୟାଂ ‘ତନୂମ୍’ ॥ ୩ ॥

ଅନେକ ଉତ୍ସମ ବଚନ ଦ୍ଵାରା, ବା ମେଧା ଦ୍ଵାରା, ଅଥବା ବହୁ ଶ୍ରବଣ ଦ୍ଵାରା ଏହି ପରମାଜ୍ଞାକେ ଲାଭ କରା ଯାଯା ନା । ଯେ ସାଧକ ତୀହାକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ମେଟି ତୀହାକେ ଲାଭ କରେ । ପରମାଜ୍ଞା ଏକାପ ସାଧକେର ସନ୍ନିଧାନେ ଆଜ୍ଞା-ସ୍ଵରୂପ ପ୍ରକାଶ କରେନ ॥ ୩ ॥

ସଦି ତୀହାକେ ପାଇବାର ନିମିତ୍ତେ ଅନୁରାଗ ଓ ସତ୍ତ୍ଵ ନା ଥାକେ, ତବେ ପ୍ରସଲ ମେଧାଇ ଥାକୁକ, ଆର ପ୍ରଚୂର ଉପଦେଶବାକ୍ୟାଇ ଶ୍ରତ ହଉକ, କିଛୁତେଇ ତୀହାକେ ଲାଭ କରା ଯାଯା ନା । ସିନି ପିପାସାତ୍ତର ପଥିକେର ଶାର ବ୍ୟାକୁଳ ହଇଯା ଏକାକ୍ଷେ ତୀହାକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେନ, ତୀହାରଇ

সম্মিলনে পরমাত্মা আত্মবরূপ প্রকাশ করেন। তখন সেই সাধক আপ্তকাম হইয়া পবিত্র ও পরিতৃপ্ত হয়েন ॥ ৩ ॥

৯৯

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান् নিবোধত ।
ক্ষুরস্ত ধারা নিশিতা দুরত্যয়া
দুর্গং পথস্তৎ কবয়োবদন্তি ॥ ৪ ॥

‘উত্তিষ্ঠত’,—হে জন্মবঃ, ব্রহ্মজ্ঞানাভিমুখ ভবত। ‘জাগ্রত’ অজ্ঞাননিজ্ঞায়াঃ ঘোরকুপায়াঃ সর্বানর্থ-বীজভূতায়। ক্ষয়ং কুরুত। কথং ? ‘প্রাপ্য’ উপগম্য ; ‘বরান্’ প্রক্ষ্টান্ আচার্যান্ ব্রহ্মবিদঃ ; তত্ত্বপদিষ্টং সর্বব্যাপিনং ব্রহ্মাত্মানং ‘নিবোধত’ অবগচ্ছত। যথা ‘ক্ষুরস্ত’ ‘ধারা’ অগ্রং ; ‘নিশিতা’ তৌক্ষীকৃতা ; দৃঃখেনাত্যরো যস্তাঃ সা ‘দুরত্যয়া’, পদ্মাঃ দুর্গমনীয়া, তথা। ‘দুর্গং’ দৃঃসম্পাদ্যং ; ‘পথঃ’ পদ্মানং ব্রহ্মজ্ঞান-লক্ষণং মার্গং, ‘তৎ’ ; ‘কবয়ঃ’ মেধাবিনঃ ‘বদন্তি’ ॥ ৪ ॥

হে জীব-সকল ! উথান কর, অজ্ঞান-নিজ্ঞা হইতে জাগ্রত হও, এবং উৎকৃষ্ট আচার্যের নিকট যাইয়া জ্ঞান লাভ কর। পঙ্গিতেরা এই পথকে শাশ্বত ক্ষুর-ধারের শ্যায় দুর্গম করিয়া বলিয়াছেন ॥ ৫ ॥

হে জীব-সকল ! উথান কর, অজ্ঞান-নিজ্ঞা হইতে জাগ্রত হও ; আর কত কাল তাহাতে অভিভূত থাকিবে ? আর কত

দিন পরম ধনকে ভুলিয়া রহিবে ? কাল যাইতেছে, মৃত্যু সংস্কিট, জড়তা ও ‘দীর্ঘ-স্থূত্রতা’ পরিত্যাগ কর ! উত্তম জ্ঞানবান আচার্যের নিকট যাইয়া সকল আশার ষষ্ঠি-স্বরূপ সেই পরম প্রেমাস্পদকে জান। সহস্র গ্রন্থ পাঠে যাহা না হইবে, তাহা উত্তম আচার্যের বাক্যেতে হইবে। ঈশ্঵রের পথ অবলম্বন করিতে হইলে বুদ্ধিকে মার্জিত করিতে হয়, ইঙ্গিয়দিগকে বশীভূত করিতে হয়, তিতিক্ষাকে অভ্যাস করিতে হয়, ধর্ম-প্রবৃত্তি-সকলকে উন্নত করিতে হয়, এবং ঈশ্বর-প্রীতিতে মনকে মগ্ন করিতে হয়। অতএব এ পথ অতি দুর্গম পথ। তথাপি ঈশ্বরের প্রসাদে এবং সাধকের অনুরাগে এই দুর্গম পথও সুগম হইয়া উঠে ॥ ৪ ॥

১০০

তদেতদ্ ব্রহ্মাপূর্বং এতদমৃতমভয়ঃ শান্তউপাসীত ॥ ৫ ॥

‘তৎ এতৎ ব্রহ্ম’ ; নান্ত পূর্বং, কারণং, বিশ্বত ইতি ‘অপূর্বম’ । ‘এতৎ অমৃতম অভয়ং’ ; ‘শান্তঃ’ সন्, লোকঃ ‘উপাসীত’ ॥ ৫ ॥

সেই যে এই ব্রহ্ম, ইহার পূর্বে আর কেহ নাই। ইনি অমৃত ও অভয় ॥ শান্ত হইয়া ইহার উপাসনা করিবেক ॥ ৫ ॥

বিনি এই বিশ্বের কারণ, তাহার আর পূর্ব-কারণ নাই ; তিনি অনাদি অনন্ত, অমৃত ও পরিপূর্ণ। সেই অভয়ের শরণাপন হইলে

আর কেন তয় থাকে না । শাস্তি হইয়া তাঁহার উপাসনা করিবেক ।
 শাস্তি ঈশ্঵র-গ্রীতির নিবাসভূমি । যখন মন নির্মল ও শ্রিয় হৃদের
 গ্রাম শাস্তি হয়, তখন আস্তাতে ঈশ্বরের স্বরূপ প্রতিভাত হয় ; নতুবা
 প্রবল বিত্তৈষণা ও মানৈষণা দ্বারা চিন্ত বিক্ষিপ্ত হইলে, ও
 ইঙ্গিয়লৌল্য জন্ম মন অশুচি হইলে, পরম পবিত্র ব্রহ্মানন্দ উপভোগে
 সামর্থ্য থাকে না । অতএব শাস্তি হইয়া তাঁহার উপাসনা
 করিবেক ॥ ৫ ॥

ଦ୍ୱାଦଶୋହିଧ୍ୟାୟঃ

୧୦୧

ବୁକ୍ଷ ଇବ ସ୍ତରୋଦିବି ତିର୍ତ୍ତତ୍ୟେକଃ ।
ତେନେଦଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁରୁଷେଣ ସର୍ବମ୍ ॥ ୧ ॥

‘ବୁକ୍ଷଃ ଇବ ସ୍ତରଃ’ ନିଶ୍ଚଳଃ ; ‘ଦିବି’ ଦୋତନାଅନି କୁରେ ମହିମି ;
‘ତିର୍ତ୍ତତି’ ‘ଏକଃ’ ଅଦ୍ଵିତୀୟଃ ପରମାତ୍ମା । ‘ତେନ’ ଅଦ୍ଵିତୀୟେନ ;
‘ପୁରୁଷେଣ’ ପୂର୍ବେନ ; ‘ଇଦଂ ସର୍ବଃ’ ‘ପୂର୍ଣ୍ଣ’ ନୈରାତ୍ୟେନ ବ୍ୟାପ୍ତମ୍ ॥ ୧ ॥

ଅଦ୍ଵିତୀୟ ପରମାତ୍ମା ବୁକ୍ଷେର ଶାୟ ସ୍ତର ରହିଯା ଆପନାର
ସ୍ଵପ୍ରକାଶ ମହିମାତେ ସ୍ଥିତି କରିତେଛେ । ସେଇ ପୂର୍ଣ୍ଣ
ପୁରୁଷେର ଦ୍ୱାରା ଏହି ସମସ୍ତ ଜଗଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଯାଛେ ॥ ୧ ॥

ବିଶ୍ୱପତିର ଆଶ୍ରଯେ ଏହି ବିଶ୍ୱଚତ୍ର ନିରାତ୍ମର ଘୁର୍ଣ୍ଣିତ ଓ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର
ଉତ୍ତରତି ପ୍ରାପ୍ତ ହଇଯା ତୁମ୍ଭାର ଶୁଭାଭିପ୍ରାୟ-ସକଳ ସମ୍ପାଦନ କରିତେଛେ ।
ତିନି ସାକ୍ଷୀ-ସ୍ଵରୂପେ, ନିୟମତ୍ତା-ରୂପେ, ନିରାତ୍ମର ନିଷ୍ଠକ ଭାବେ ଅବହିତି
କରିଯା ସ୍ଵାଭିପ୍ରେତ ଶୁଭୋଽପାଦନେ ନିଃଶକ୍ତ ରହିଯାଛେ । ପ୍ରବାହ-ବଲେ
ନଦୀ-ତୀରରେ ଗ୍ରାମ ଓ ନଗର ଭଗ୍ନ ହଇତେଛେ, ଜଳପ୍ଲାବନେ ଦେଶ ଅଦେଶ
ପ୍ଲାବିତ ହଇତେଛେ, ପ୍ରଳୟ-ପ୍ରବାତ ଓ ଭୌଷଣ ଭୂମିକମ୍ପେ ଲଙ୍ଘ ଲଙ୍ଘ
ଜୀବଶ୍ରେଣୀ ମୃତ୍ୟୁ-ମୁଖେ ପତିତ ହଇତେଛେ ; କିନ୍ତୁ ସର୍ବଜ୍ଞ ମହାଲାଲୟ
ପରମେଶ୍ୱର ଏହି ସମସ୍ତ ଆପାତତଃ ହୁଃଥ-ଜନକ ବ୍ୟାପାରକେ ଉତ୍ତର-କାଳୀନ
ଉତ୍ତରତି-ସାଧନେର ଅମୁକୁଳ କରିଯା ଦିଲା ଅବାକୁଲିତ ନିଷ୍ଠକ ଭାବେ

অবস্থিতি করিতেছেন। যখন অতি ঘোর শিলা-বর্ষণ ও গেঁঘগজ্জন-সহকৃত মুহূৰ্ত বঙ্গপাত দ্বারা পৃথীমণ্ডলের প্রলয়াবস্থা উপস্থিত বোধ হয়, অতি ভয়ানক আগ্নেয় গিরির অঞ্চুৎপাত উৎপন্ন হইয়া চতুঃপার্থবর্তী পশ্চ-পশ্চি-মনুষ্য সংবলিত গ্রাম নগর দণ্ড করিতে থাকে, এবং রাজ-বিপ্লব ও তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইয়া নর-কৃষ্ণ-নিঃস্থত শোণিত-প্রবাহ পৃথীতল প্লাবিত করিতে থাকে; তখনো তিনি আপনার চিরাভিপ্রেত চরম-কল্যাণ-সম্পাদন বিষয়ে স্থির-নিশ্চয় থাকিয়া সমান-কূপ শান্ত ভাবে অবস্থিতি করেন।

তিনি স্বকীয় স্বপ্রকাশ মহিমাতে স্থিতি করিতেছেন। আর সকলে তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে, তিনি কাহাকেও অবলম্বন করিয়া নাই; তিনি স্বকীয় মহিমাতেই স্থিতি করিতেছেন। সেই পূর্ণ পুরুষের দ্বারা এই সমস্ত জগৎ পূর্ণ রহিয়াছে ॥ ১ ॥

১০২

যথা সৌম্য বয়াঃসি বাসোবৃক্ষঃ সংপ্রতিষ্ঠিতে ।
এবং হ বৈ তৎ সর্বং পর আত্মনি সংপ্রতিষ্ঠিতে ॥ ২ ॥

‘যথা’ যেন প্রকারেণ; হে ‘সৌম্য’ প্রিয়দর্শন; ‘বয়াঃসি’ পক্ষিণঃ; ‘বাসোবৃক্ষঃ’ বাসার্থং বৃক্ষং; ‘সংপ্রতিষ্ঠিতে’। ‘এবং হ বৈ তৎ সর্বং’ স্থাবর-জঙ্গমং; ‘পরে আত্মনি’ অক্ষরে ব্রহ্মণি; ‘সংপ্রতিষ্ঠিতে’ ॥ ২ ॥

হে প্রিয় ! যেমন পক্ষি-সকল তাহাদিগের বাসস্থান
বৃক্ষেতে স্থিতি করে, তদ্রূপ সকলই পরমাত্মাতে স্থিতি
করিতেছে ॥ ২ ॥

সকল বস্তুই সর্বব্যাপী সর্বাশ্রয়কে আশ্রয় করিব। স্থিতি
করিতেছে। জড় জগতের সঙ্গে তাহার যে প্রকার সম্বন্ধ,
আমারদের সঙ্গে ইহা অপেক্ষা ও তাহার আর এক উচ্চতর
সম্বন্ধ। আমরা তাহার সেই প্রকার আশ্রিত, যেমন পুত্র পিতার
আশ্রিত ॥ ২ ॥

১০৩

একোদেবঃ সর্বভূতেষু গৃঢঃ
সর্বব্যাপী সর্বভূতান্তরাত্মা ।
কর্মাধ্যক্ষঃ সর্বভূতাধিবাসঃ
সাক্ষী চেতা কেবলোনিষ্ট'ণশ্চ ॥ ৩ ॥

‘একঃ’ অদ্বিতীয়ঃ ; ‘দেবঃ’ দ্যোতনস্তত্ত্বাবঃ পরমেশ্বরঃ ;
‘সর্বভূতেষু’ ‘গৃঢঃ’ প্রচ্ছন্নঃ । ‘সর্বব্যাপী’ ‘সর্বভূতান্তরাত্মা’
সর্বেষাং ভূতানাং অন্তরাত্মা অন্তর্যামী । ‘কর্মাধ্যক্ষঃ’ সর্বপ্রাণিকৃত-
বিচিত্র-কর্মণাম্ অধ্যক্ষঃ । সর্বাণি ভূতাণি অধিবাসয়তীতি ‘সর্ব-
ভূতাধিবাসঃ’, প্রতিষ্ঠা সর্বস্তু জগতঃ । ‘সাক্ষী’ সর্বদ্রষ্টা ; ‘চেতা’,
‘কেবলঃ’ অসঙ্গঃ ; ‘নিষ্ট'ণঃ চ’ সন্তানি-গুণ-রহিতশ্চ ॥ ৩ ॥

এক যে পরমেশ্বর, তিনি সর্বভূতেতে গৃঢ়-রূপে

क्षिति करितेछेन, तिनि सर्वव्यापी ओ सर्वभूतेर अनुराजा । तिनि तावृ कार्येर अध्यक्ष, तिनि सर्व-भूतेर आश्रय, तिनि ज्ञान-स्वरूप, सकलेर साक्षी, ओ सঙ्ग-रहित ; एवं सृष्टि पदार्थेर ये सकल गुण, ताहार किछुই ठाहाते नाइ ॥ ३ ॥

यिनि एই भूलोकेर ईश्वर, तिनि ग्रह चक्र नक्षत्र अड्डति सकल लोकेरह ईश्वर । यिनि आमाके सृजन करियाछेन एवं आमार प्रभु, तिनि समुदाय जगतेर सृष्टि-कर्ता एवं सकलेरह प्रभु । मेहि एक देवता सर्व भूते गृह्णकपे प्रच्छन्न भाबे थाकिया अमीम चराचर शासन करितेछेन । तिनि सर्व-व्यापी एवं सकलेरह अनुराजा, आमारदिगेर ये एই जीवाज्ञा सकल, ताहारदिगेरो औ प्रतोकेर मधो तिनि पूर्णकपे रहियाछेन । तिनि सकलेर साक्षी एवं कर्माध्यक्ष । तिनि सर्व स्थाने थाकिया सकलके दृष्टि करितेछेन । तिनि ये केबल साक्षी गात्र हइया आमारदिगके निरपेक्ष भाबे दृष्टि करितेछेन, ऐसत नहे ; किन्तु कर्माध्यक्ष हइया उपर्युक्त दण्ड ओ पुरुष्कार विधान द्वारा आमारदेर उत्तरोत्तर उग्रति साधन करितेछेन । तिनि सर्वव्यापी ओ सकलेर प्रभु हइया ओ किछुतेह आमन्त्र नहेन, तिनि सञ्ग-रहित । सृष्टि पदार्थ शरीर ओ मनेर धर्म किछुই ठाहाते नाइ, तिनि शुद्ध ज्ञान-स्वरूप ॥ ३ ॥

১০৪

সର୍ବା' ଦିଶ ଉର୍କୁମଧଶ୍ଚ ତିର୍ଯ୍ୟକ
 ପ୍ରକାଶଯନ् ଭାଜତେ ସନ୍ଦର୍ଭାନ୍ ।
 ଏବଂ ସଦେବୋଭଗବାନ୍ ବରେଣ୍ୟୀ
 ଯୋନିଃ ସ୍ଵଭାବାନଧିତିଷ୍ଠତେକଃ ॥ ୪ ॥

‘সର୍ବା ଦିଶଃ, ଉର୍କୁଃ ଅଧଃ ଚ’, ‘ତିର୍ଯ୍ୟକ’ ପାର୍ଶ୍ଵଦିଶଃ, ‘ପ୍ରକାଶଯନ୍’, ‘ଭାଜତେ’ ଦୀବ୍ୟତେ, ‘ସଂ’ ଯଥା, ‘ଉ’ ‘ଅନ୍ଦାନ୍’ ଆଦିତାଃ । ‘ଏବଂ ସଃ ଦେବଃ’ ଶ୍ଲୋତନସ୍ତଭାବଃ ପରମେଶ୍ୱରଃ, ‘ଭଗବାନ୍’ ଐଶ୍ୱର୍ୟମମନ୍ତିତଃ, ‘ବରେଣ୍ୟଃ’ ବରଣୀୟଃ ସନ୍ତୁଜ୍ଞନୀୟଃ । ‘ଯୋନିଃ’ କାରଣଃ କୁଂସୁମ ଜଗତଃ ପୃଥିବ୍ୟାଦୀନାଂ । ‘ସ୍ଵଭାବାନ୍’ ସ୍ଵ-ସ୍ଵ-ଭାବାନ୍ ‘ଗ୍ନାନ୍’ ; ‘ଅଧିତିଷ୍ଠତି’ ନିୟମଯତି ; ‘ଏକଃ’ ଅନ୍ତିମୀୟଃ ପରମାହ୍ମା ॥ ୪ ॥

ଶୂର୍ଯ୍ୟ ସେମନ ଉର୍କୁ ଅଧ ତିର୍ଯ୍ୟକ ସମୁଦ୍ରାୟ ଦିକ୍ ପ୍ରକାଶ କରିଯା ପ୍ରକାଶ ପାନ, ଅନ୍ତିମୀୟ ଐଶ୍ୱର୍ୟବାନ୍ ବିଶ୍ୱ-ପ୍ରକାଶକ ଜଗଂ-କାରଣ ବରଣୀୟ ପରମେଶ୍ୱର ମେହି ରୂପ ପ୍ରକାଶ ପାଇତେଛେନ । ଏକାକ୍ରୂଣୀ ତିନି ସର୍ବଭୂତେ ତାହାରଦିଗେର ସ୍ତ୍ରୀୟ ସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାବ-ସକଳ ନିୟୋଜନ କରିତେଛେନ ॥ ୪ ॥

ଶୂର୍ଯ୍ୟ ସେମନ ସକଳକେ ପ୍ରକାଶ କରିଯା ଆପନି ପ୍ରକାଶ ପାନ, ଅନ୍ତିମୀୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମେହି ରୂପ ତୀହାର ଏହି ଶୃଷ୍ଟିର ମଧ୍ୟେ ପ୍ରକାଶ ପାଇତେଛେନ । ତୀହାର କେହ ପ୍ରକାଶକ ନାହିଁ, ତୀହାର କେହ ଅଷ୍ଟା ନାହିଁ ; ତିନି ସ୍ଵରୂପ, ତିନି ସ୍ଵପ୍ରକାଶ । ତିନି ବାଘୁତେ ଶକ୍ତି, ଅଗ୍ନିତେ

ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଅମେ ଶୈତ୍ୟ, କଳେ ବଳ, ପଦେ ଗତି, ଶୁଣିତେ ଚତୁର୍ବୀ, କଳଜେ
ଜ୍ୟୋତିଃ, ସକଳ ଭୂତେତେ ତାହାରଦେଇ ସୌଯ ସ୍ତ୍ରୀଯ ଭାବ 'ସକଳ ନିରୋଧନ
କରିତେହେମ' ॥ ୪ ॥

•
105

ନୈବମୁଞ୍ଜଂ ନ ତିର୍ଯ୍ୟକ୍ଷଂ ନ ମଧ୍ୟେ ପରିଜଗଭତ ।

ନ ତ୍ସ.ପ୍ରତିମା ଅନ୍ତି ସମ୍ମ ନାମ ମହଦ୍ ସଶଃ ॥ ୫ ॥

'ଏନ୍' ବ୍ରଙ୍ଗାହାନମ୍; 'ଉର୍କ୍ଷ' ଉର୍କ୍ଷଦିଶି; କଞ୍ଚିଦ୍ ଅପି 'ନ
ପରିଜଗଭତ' ନ ପରିଗୃହୀତବାନ୍ । 'ନ ତିର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ୍' ନ ପାର୍ଶ୍ଵ; 'ନ' ୭
'ମଧ୍ୟ' ଉର୍କ୍ଷଦିଶୁ ଦିକ୍ଷ; ବ୍ରଙ୍ଗ ନ କେନାପି ପରିଗ୍ରାହଂ । 'ନ' 'ତ୍ସ'
ଦ୍ୱିତୀୟ ମର୍ବିଜ୍ଞପ୍ତ ଅଚିନ୍ତ୍ୟଶକ୍ତେ: ମଦୃଶାଭାବାଂ, 'ପ୍ରତିମା' ଉପମା, ଅନ୍ତି ।
'ସମ୍ମ' ଦ୍ୱିତୀୟ, 'ନାମ' ଅଭିଧାନଂ, 'ମହଦ୍ ସଶଃ' ମହଦ୍ ଦିଗାଦୟନବଚ୍ଛିନ୍ନଃ,
ମର୍ବିତ୍ର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ସଶଃ କୀର୍ତ୍ତିଃ ॥ ୫ ॥

କି ଉର୍କ୍ଷଦେଶେ, କି ତିର୍ଯ୍ୟକ୍, କି ମଧ୍ୟ-ଦେଶେ ଇହାକେ
କୋଥାଓ କେହ ଗ୍ରହଣ କରିତେ ପାରେନ ନାହିଁ । ତାହାର
ପ୍ରତିମା ନାହିଁ, ତାହାର ନାମ ମହଦ୍ ସଶଃ ॥ ୫ ॥

ଅତ୍ୟନ୍ତ ମାନସିକ ବୃତ୍ତି ସମ୍ବିତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବେରାଓ ସେଇ ଅସୀମ
ଜ୍ଞାନ-ସମ୍ମୁଦ୍ର ଅମୃତମମ୍ବ ମଞ୍ଜଲମରେର ଗାନ୍ଧୀର୍ଯ୍ୟ ପରିମାଣ କରିତେ ସମର୍ଥ ହନ
ନା । ତାହାର ପ୍ରତିମା ନାହିଁ, ତାହାର ଉପମା ନାହିଁ, ତାହାର ଅମୁକ୍ଳପ
କୋନ ପଦାର୍ଥ ନାହିଁ । ଶ୍ରୀ ତାହାର ଜ୍ୟୋତିର ଆଭାସ ଓ ପ୍ରକାଶ କରିତେ
ପାରେ ନା; କିନ୍ତୁ ତାହାର ମଧ୍ୟେ ମାତ୍ରାକି ଅଦର୍ଶନ କରିତେ ପାରେ ନା ।

ପିତା ମାତାର ଅକୁଣ୍ଡିମ ସେହି, ହୃଦୟ-ବକ୍ଷୁର ନିଃସ୍ଵାର୍ଥ ଶ୍ରୀତି, ପତିତ୍ରତା
ସତୀର ପବିତ୍ର ପ୍ରେମ, ତୋହାର ପ୍ରେମେର ଛାଯା ମାତ୍ର । ତୋହାର ଶରୀର ନାହିଁ,
ତିନି ଶରୀରେର ନିର୍ମାତା ; ତୋହାର ମନ ନାହିଁ, ତିନି ମନେର ଶ୍ରଷ୍ଟା ;
ତୋହାର ସମ୍ବନ୍ଧ : ଆକାଶେର ହ୍ୟାଯ ସର୍ବତ୍ର ବ୍ୟାପ୍ତ ରହିଥାଛେ, ତୋହାର ମହିମା
ଭୂଲୋକ ଓ ହୃଦୋକେର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶେ ଦେଦୀପ୍ୟମାନ ରହିଥାଛେ ;
ଅତ ଏବ ତୋହାର ନାମ ମହଦ୍-ସମ୍ବନ୍ଧ : ॥ ୫ ॥

୧୦୬

ନ ସନ୍ଦୃଶେ ତିଷ୍ଠିତି ରୂପମ ସ୍ତ୍ରୀ
ନ ଚକ୍ରୁଷ୍ଵା ପଶ୍ୟତି କଞ୍ଚନେନମ୍ ।
ହୃଦୀ ମନୀଷା ମନସାଭିକ୍ରନ୍ତେ
ଯ ଏନମେବଂ ବିଦୁରମୃତାନ୍ତେ ଭବନ୍ତି ॥ ୬ ॥

‘ଅଶ୍ରୁ’ ଉତ୍ସରଶ୍ରୁ, ‘ରୂପଂ’ ସ୍ଵରୂପଂ ରୂପାଦିରତିତଃ ନିବିଲିଶେଷଃ ;
‘ସଂଦୃଶେ’ ଦର୍ଶନବିଷୟେ ‘ନ ତିଷ୍ଠିତି’ । ଇଞ୍ଜିଯାଗୋଚରଭାଦ୍ ଏବ ‘ନ
ଚକ୍ରୁଷ୍ଵା ପଶ୍ୟତି’ ; ‘କଞ୍ଚନ’ କୋହପି ; ‘ଏନମ୍’ ଉତ୍ସରଂ । ଚକ୍ରରିତ୍ୟ-
ପଳକଣଃ ; ସର୍ବୈରିଜ୍ଞିତୈରପି କୋହପି ନ ତଃ ଗ୍ରହୀତୁଃ ଶକ୍ତୁଯାଃ ।
‘ହୃଦୀ’ ହୃଦୟା ; ମନସ ଉଚ୍ଛେ ନିଯନ୍ତ୍ରେନ ଇତି ମନୀଟ୍, ତମା ‘ମନୀଷା’,
ବୁଦ୍ଧ୍ୟା ବିକଲ୍ପବର୍ଜିତଯା ; ‘ମନସା’ ମନନ-ରୂପେଣ ସମ୍ଯଗ୍-ଦର୍ଶନେନ ।
‘ଅଭିକ୍ରନ୍ତଃ’ ଅଭିସମ୍ମିଥିତଃ ଅଭିପ୍ରକାଶିତଃ, ଉତ୍ସରୋଭବତି । ‘ଯେ
ଏନଃ’ ବ୍ରକ୍ଷ, ‘ଏବଂ ବିଦୁଃ, ଅମୃତାଃ ତେ ଭବନ୍ତି’ ॥ ୬ ॥

ଇହାର ସ୍ଵରୂପ ଚକ୍ର ଗୋଚର ନହେ, ସୁତରାଂ ଇହାକେ

কেহ চকুর দ্বারা দেখিতে পায় না। ইনি হৃদ্গত
সংশয়-সহিত বুদ্ধির দ্বারা দৃষ্ট হইলে প্রকাশিত হন;
যাহারা ইহাকে এই প্রকারে জানেন, তাহারা অমর
হয়েন ॥ ৬ ॥

পরমেশ্বর চকুর গোচর নহেন, তিনি কেবল জ্ঞাননেত্রের গোচর।
যিনি তাহার অশুরাগে একাগ্রচিত্ত হইয়া যুক্তি-যোগে স্বীয় বুদ্ধিকে
মার্জিত ও সংশয়-বর্জিত করেন, তিনি সেই জ্ঞান-গোচর সত্য সুন্দর
মঙ্গল পুরুষকে প্রত্যক্ষ দেখেন, এবং তাহাকে লাভ করিয়া অমর
হয়েন; তাহার সহিত নিত্য-সহবাস-জনিত অক্ষয় ব্রহ্মানন্দ
উপভোগ করেন ॥ ৬ ॥

•
১০৭

শ্রবণায়াপি বহুভির্যৌন লভ্যঃ
শৃণুন্তোহপি বহুবোঘন বিদ্যুৎঃ ।
আশ্চর্যোবক্তা কুশলোহস্ত লক্ষ।
আশ্চর্যোজ্ঞাতা কুশলানুশিষ্টঃ ॥ ৭ ॥

‘শ্রবণায়’ শ্রবণার্থ, ‘অপি যঃ’ ব্রহ্মাজ্ঞা; ‘ন লভ্যঃ বহুভিঃ’
অনেকৈঃ। ‘শৃণুন্তঃ অপি বহুবঃ’ অনেকে অগ্নে; ‘যঃ’ ব্রহ্মাজ্ঞানঃ
‘ন বিদ্যাঃ’ ন বিদ্যন্তি; অভাগিনোহসংস্কৃতাজ্ঞানো ন বিজ্ঞানীয়ঃ।
কিঞ্চ, অস্তি ‘বক্তা আশ্চর্যঃ’ অদ্বুতবদ্ব ইব; অনেকেষু কশ্চিদ্
এব ভবতি। তথা শ্রজ্ঞাপি ‘অস্তি’ ব্রহ্মাজ্ঞানঃ, ‘লক্ষা’ ‘কুশলঃ’

ନିପୁଣ ଏବ ତ୍ରୟୀତି । ତ୍ରୟୀ ନିପୁଣः ‘ଜ୍ଞାତା’ ଆଶର୍ଯ୍ୟଃ’ କଷିଦ୍ ଏବ
ତ୍ରୟୀତି ; ‘କୁଶଲାମୁଶିଷ୍ଟଃ’ କୁଶଲେନ ନିପୁଣେନାଚାର୍ଯ୍ୟଗାମୁଶିଷ୍ଟଃ ସବୁ
ସଂଶିକ୍ଷିତଃ ସବୁ ॥ ୭ ॥

ଶୁନିବାର ଉପାୟ ଅଭାବେ ଅନେକେ ଯେ ପରବ୍ରାନ୍ତକେ
ଲାଭ କରିତେ ପାରେ ନା, ଅନେକେ ଶ୍ରବଣ କରିଯାଉ ଝାହାକେ
ଜ୍ଞାନିତେ ପାରେ ନା ; ତୀହାର ଜ୍ଞାନ ଉପଦେଶ କରିତେ
ପାରେ, ଏମତ ବକ୍ତ୍ବା ଅତି ଦୁଲ୍ଲଭ ; ଓ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିପୁଣ ଯେ
ବ୍ୟକ୍ତି, ମେହି ତୀହାକେ ଲାଭ କରିତେ ପାରେ । ନିପୁଣ-ରୂପେ
‘ଅମୁଶିଷ୍ଟ ହଇଯାଛେ, ଏମତ ଜ୍ଞାତାଓ ଦୁଲ୍ଲଭ ॥ ୭ ॥

ଅନେକେ ପରମେଶ୍ୱରେର ସଥାର୍ଥ ସ୍ଵରୂପ ଓ ପ୍ରକୃତ ଅଭିପ୍ରାୟ ବିଷୟେ
ଉପଦେଶ ପ୍ରାପ୍ତ ନା ହୋଯାଇତେ ତୀହାର ଜ୍ଞାନ-ଲାଭେ ସମର୍ଥ ହୁଯ ନା । ଅନେକେ
ତୀହାର ବିଷୟ ଶ୍ରବଣ କରିଯାଉ ଉତ୍କଳ ବୁଦ୍ଧି ଓ ସମୁଚ୍ଚିତ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଅଭାବେ
ତୀହାକେ ଜ୍ଞାନିତେ ପାରେ ନା । ବୁଦ୍ଧିବୃତ୍ତି ମାର୍ଜିତ ନା ହଇଲେ ପରମେଶ୍ୱରେର
ସ୍ଵରୂପ ଓ ଅଭିପ୍ରାୟ ସୁନ୍ଦର ରୂପେ ଅବଗତ ହୋଯା ଯାଯ ନା । ଏ ନିମିତ୍ତେ
ପରମାତ୍ମା-ତ୍ରୟୀ-ଜ୍ଞାନୀ ସର୍ବ ଦେଶେ ଓ ସର୍ବ ଜ୍ଞାତି ମଧ୍ୟେ ଅତି ଅଳ୍ପ ।
ସବୁ କିଶାଳୀ ଶ୍ରଦ୍ଧାବାନ୍ ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତିରେକେ ଅଗ୍ରେ ତୀହାକେ ଜ୍ଞାନିତେ ପାରେ
ନା ଏବଂ ବିଶ୍ଵକ-ଚିତ୍ତ ପରମାତ୍ମା-ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତିରେକେ ତୀହାର ବିଷୟ ଉପଦେଶ
କରିବାର କାହା ମନୋଗତ ଶୂନ୍ୟ ଓ ଏକାତ୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧ ନା ଥାବିଲେ ତୀହାକେ ଜ୍ଞାନୀ
ବାବୁ ନା, ଏବଂ ତୀହାର ଶରୀର ସାଧମେଣେ ସମର୍ଥ ହୋଯା ବାବୁ ନା ॥ ୭ ॥

১০৮

পরাচঃ কামানমুষ্টি বালাস্তে

মৃত্যোর্যন্তি বিততস্ত পাশম् ।

অথ ধীরা অমৃতহং বিদিষ্ঠা

ঞবং অঞ্চলবেষ্টিহ ন প্রার্থযন্তে ॥ ৮ ॥

‘পরাচঃ’ বহির্গতান् এব, ‘কামান’ বিষয়ান্, ‘অমুষ্টি’, অমু-
গচ্ছন্তি, ‘বালাঃ’ অল্পপ্রজ্ঞাঃ । ‘তে’ তেন কারণেন, ‘মৃত্যোঃ’,
‘বিততস্ত’ বিস্তৌর্ণস্ত সর্বতো ব্যাপ্তিস্ত ; ‘পাশং’ পাশ্চতে বধ্যতে
যেন তৎ ; ‘যন্তি’ গচ্ছন্তি । যত এবং, ‘অথ’ তত্ত্বাং, ‘ধীরাঃ’
বিবেকিনঃ, ‘অমৃতহং অঞ্চল বিদিষ্ঠা’, ‘অঞ্চলবেষ্টু’ অনিত্যেষু
সর্বপদার্থেষু, ‘ইহ’ সংসারে, ‘ন প্রার্থযন্তে’ কিঞ্চিদপি ॥ ৮ ॥

অল্প-বৃক্ষি লোক-সকল বহির্বিষয়েতেই আসক্ত
হইয়া বিস্তৌর্ণ মৃত্যুর পাশে বদ্ধ হয় ; ধীর ব্যক্তিরা অঞ্চল
অমৃতহকে জানিয়া সংসারের তাৎক্ষণ্য অনিত্য পদার্থের
মধ্যে কিছুই প্রার্থনা করেন না ॥ ৮ ॥

যাহারা বহির্বিষয়ই দেখে, যাহারা স্বীয় আত্মাকে এবং
আঘাত অস্তরাত্মাকে দেখিতে পায় না, তাহারা বহির্বিষয়ে
আসক্ত হইয়া, ধীর প্রযুক্তিরই দাস হইয়া, বিস্তৌর্ণ মৃত্যুর পাশে বদ্ধ
হয় । বিস্তৌর্ণ মৃত্যুর রূপ এই জড় জগৎ ও পন্থ-প্রকৃতি ; এবং
মৃত্যুর পাশ এই কার্য-কারণ-শূভ্রলযুক্ত প্রাকৃতিক নিয়ম । জড়

ଜଗৎ ଓ ପଣ୍ଡ-ପ୍ରକୃତି କାର୍ଯ୍ୟ-କାରଣ-ଶୂଙ୍ଖଲ୍ୟକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ନିୟମେ ମୃତ୍ୟୁ-ପାଶେ ବନ୍ଦ ହଇଯାଛେ । ଏମତ ଉତ୍କଳ ମାନବ-ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଯାଉ ଯାହାରା ସଂସାରେର ବିଷୟ-କାମନାତେ ଅଭିଭୂତ ହଇଯା ସେଚ୍ଛାଚାରୀ ବାଲକେର ଆୟ ବ୍ୟବହାର କରେ, ତାହାରୀ ଓ ମୃତ୍ୟୁ-ପାଶେ ବନ୍ଦ ହୟ ; ଏବଂ ସ୍ଵାଧୀନତା ହଇତେ ଭଣ୍ଡ ହଇଯା ପରମ ପଦ ଓ ଚରମ ଗତି ହଇତେ ବହୁ ଦୂରେ ଶ୍ଵିତ କରେ । ଧୌର ବ୍ୟକ୍ତିରା ଅମୃତ-ସ୍ଵର୍ଗପେର ସହିତ ଆତ୍ମାର ନିତ୍ୟ ଯୋଗ ଜୀବିତ୍ୟା ଏହି ଅନିତ୍ୟ ସଂସାରେର ମଧ୍ୟ 'କିଛୁଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେନ ନା । ତୀହାରା ଧର୍ମ-ନିୟମାନୁସାରେ ସ୍ଵାଯ ପ୍ରକୃତିର ଉପରେ ଆତ୍ମାର କର୍ତ୍ତ୍ଵ ସ୍ଥାପନ କରିଯା ଜଗৎ-ପିତାର ମଙ୍ଗଳ ଅଭିପ୍ରାୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରିତେ ପାରିଲେଇ ସର୍ବତୋଭାବେ ତୃପ୍ତ ହେଁନ ॥ ୮ ॥

• ୧୦୯

ଯେନାହୁଂ ନାମୃତା ଶ୍ରାଂ କିମହୁଂ ତେନ କୁର୍ଯ୍ୟାମ୍ ।
ଅସତୋମା ସଦଗମୟ ତମସୋମା ଜ୍ୟୋତିର୍ଗମୟ ମୃତ୍ୟୋମ୍ବା-
ଇମୃତଂ ଗମୟ । ଆବିରାବୀର୍ମାଦ୍ଵି । ରୁଦ୍ର ଯତେ ଦକ୍ଷିଣଂ
ମୁଖଂ ତେନ ମାଂ ପାହି ନିତ୍ୟ ॥ ୯ ॥

'ଯେନ ଅହୁ ନ ଅମୃତା ଶ୍ରାଂ, କିମ୍ ଅହୁ ତେନ କୁର୍ଯ୍ୟାମ୍ ?' 'ଅସତः'
ସଂସାରାଂ, 'ମା' ମାଂ, 'ସଂ' ବ୍ରକ୍ଷ, 'ଗମୟ' । 'ତଗମଃ' ଅଞ୍ଜାନାଂ,
'ମା' ମାଂ, 'ଜ୍ୟୋତିଃ' ବ୍ରକ୍ଷାଧିଗମଂ, 'ଗମୟ' । 'ମୃତ୍ୟୋଃ' 'ମା' ମାଂ,
'ଅମୃତଂ ଗମୟ' । ହେ 'ଆବିଃ' ସ୍ଵପ୍ରକାଶ-ବ୍ରକ୍ଷଚିତତ୍ତ୍ଵ, 'ମେ' ମଦର୍ଥଂ,
'ଆବୀଃ ଏଧି' ଆବିରେଧି, ଅଞ୍ଜାନାବରଣାପନୟେନ ପ୍ରକଟୀଭବ । ହେ 'ରୁଦ୍ର'
ପରମେଶ୍ୱର, 'ସଂ' 'ତେ' ତବ 'ଦକ୍ଷିଣ ମୁଖମ୍' ଉତ୍ସାହଜନକମ ଆହ୍ଲାଦିକରଂ ;

‘তেন’, অশনায়া-পিপাসা-শোক-মোহান্তিৎঃ ‘মাং’, ‘পাহি’ রক্ষস্ব,
‘নিত্যং’ সর্বদা ॥ ৯ ॥

যাহার দ্বারা আমি অমর না হই, তাহাতে আমি কি
করিব ? অসৎ হইতে আমাকে সৎ-স্বরূপে লইয়া যাও,
অঙ্গকার হইতে আমাকে জ্যোতিঃ-স্বরূপে লইয়া যাও, মৃত্যু
হইতে আমাকে অমৃত-স্বরূপে লইয়া যাও। হে স্বপ্রকাশ !
আমার নিকট প্রকাশিত হও। রুদ্র ! তোমার যে প্রসন্ন
মুখ, তাহার দ্বারা আমাকে সর্বদা রক্ষা কর ॥ ৯ ॥

যাহান দ্বাবা অমৃত পুরুষের সত্ত্ব সহবাস লাভ না হইয়া
অমর না হই, তাহা লইয়া আমি কি করিব ? বিষয় বিভব,
মান যশঃ, আগোদ প্রয়োদ, সমুদায়ই অস্ত্রায়ী। ইহারা স্থায়ী
হইলেও প্রিয়তম উপবক্তকে না পাইলে এ সকল লইয়া কি করিব ?
অতএব, হে পরমেশ্বর ! যাহাতে তোমাকে পাইতে পারি,
আগামকে এমন উপবৃক্ত কর। অসৎ সংসার হইতে আমাকে মুক্ত
করিয়া তোমার সৎ পথে প্রবৃত্ত কর, অজ্ঞান-অঙ্গকার বিনাশ করিয়া
আগার আস্ত্রাতে তোমার জ্ঞান-জ্যোতিঃ প্রকাশ কর, এবং অমৃত-
স্বরূপ যে তুমি, আমাকে তোমাতে লইয়া যাও। হে স্বপ্রকাশ !
আমার নিকট নিত্য প্রকাশিত থাক, যেন বিপদে পড়িয়া তোমার
রুদ্র মুখ দেখিতে না হয় ; যেহেতু যখন আমি তোমার প্রসন্ন মুখ
দেখিতে না পাই, তখন চতুর্দিক অঙ্গকার দেখি। তুমি আমার
অঙ্গকারের প্রদীপ, পিপাসার জল এবং আরামের স্থল ॥ ৯ ॥

ত্রয়োদশোইধ্যায়ঃ

১১০

সত্যমেব জযতে নানৃতম् ।

সত্যেন লভ্যস্তপসা হেষ আজ্ঞা সম্যক্ত জ্ঞানেন ।

যেনোক্তমন্ত্র্যয়েহাপুকামা

যজ্ঞ তৎ সত্যস্ত পরমং নিধানম্ ॥ ১ ॥

‘সত্যম্ এব’ ‘জযতে’ অর্থতি, ‘ন অনৃতম্’। ‘সত্যেন’ অনৃত-
ত্যাগেন, মৃষা-বচন-ত্যাগেন, ‘লভ্যঃ’ প্রাপ্তব্যঃ ; ‘তপসা’ মনস
একাগ্রতয়া ; ‘হি এষঃ’ *‘আজ্ঞা’ ব্রহ্মাজ্ঞা ; ‘সম্যক্ত জ্ঞানেন’
যথামুভূত-ব্রহ্মদর্শনেন ; ‘যেন’ সত্যেন তপসা জ্ঞানেন ; ‘আক্রমণ্টি’
আক্রমণ্টে ; ‘ঋষঃ’ দর্শনবস্তঃ ; ‘হি’ ‘আপুকামাঃ’ বিগততৃষ্ণাঃ ;
‘যজ্ঞ তৎ সত্যস্ত পরমং নিধানম্’ আশ্রয়ঃ পরব্রহ্ম ॥ ১ ॥

সত্যেরই জয় হয়, মিথ্যার জয় হয় না। সত্য-কথন
দ্বারা, মনের একাগ্রতা দ্বারা, সম্যক্ত জ্ঞান দ্বারা, এই
পরমাত্মাকে লাভ করা যায়। ঋষিরা এই সমস্ত
অঙ্গুষ্ঠান দ্বারা তপ্ত-চিন্ত হইয়া সত্যের পরম নিধান
পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়েন ॥ ১ ॥

শাস্ত-চিন্ত হইয়া সত্যকে জান, এবং সত্যকে জানিয়া
সত্যের পথে চল ; তবে সত্যের জগে তুমি জয়-যুক্ত হইবে ।

বলি পরমেশ্বরকে লাভ করিবে, তবে সত্ত্বের শরণ গ্রহণ কর,
মিথ্যা ও কপটতা পরিহার কর। সত্ত্বের অবলম্বন দ্বারা, অনেক
একাগ্রতা দ্বারা, সমস্ত জ্ঞান দ্বারা, সেই সত্ত্বের পরম নিধান
পরমকে লাভ করা যায়! পূর্বে পূর্বে আশ্চর্য নির্দেশ দ্বিগ্রাম
কেবল এই সকল উপায় অবলম্বন দ্বারা সংসিদ্ধ হইয়াছিলেন ॥ ১ ॥

111

দিবোহমূর্তঃ পুরুষঃ । সবাহাভ্যন্তরোহজোহ-
আণেহমনাঃ । যং পশ্যন্তি যতয়ঃ ক্ষীণদোষাঃ ॥ ২ ॥

‘দিব্যাঃ’ শ্লোভনবান्, ‘হি’ ; ‘অমূর্তঃ’ সর্ব-মূর্তি-বজ্জিতঃ,
‘পুরুষঃ’ পূর্ণঃ ; সহ বাহাভ্যন্তরেণ বর্ণিত ইতি ‘সবাহাভ্যন্তরঃ’,
‘হি’ ; ন জায়তে কৃতশিদ্ধ ইতি ‘অজঃ’ ; অবিদ্যমানঃ প্রাণবাযুর্যন্ধিন्,
অসৌ ‘অপ্রাণঃ’ ‘হি’ ; অবিদ্যমানং মনোঘন্ধিন্, মোহয়ম् ‘অমনাঃ’ ;
‘ং’ ব্রহ্মাজ্ঞানং, ‘পশ্যন্তি’ উপন্যস্তে, ‘যতয়ঃ’ বত্তশীলাঃ, ‘ক্ষীণ-
দোষাঃ’ ক্ষীণপাপাঃ ॥ ২ ॥

প্রকাশবান्, নিরবয়ব, পূর্ণ পুরুষ, সকলের বাহিরেও
আছেন, এবং সকলের অন্তরেও আছেন, এবং জন্ম-
রহিত ; তাহার শারীরিক প্রাণও নাই এবং মনও নাই ;
যাহাকে ক্ষীণদোষ বত্তশীল ধীরেরা দৃষ্টি করেন ॥ ২ ॥

তিনি প্রকাশবান्, তিনি সর্বত্র প্রকাশিত রহিয়াছেন।
এই অপরিমীম বিশ্বের প্রত্যেক পদার্থ তাহার সন্তার অমুণ্ড

দিতেছে, ইহার প্রত্যেক শক্তি সেই মূল শক্তিকে প্রকাশ করিতেছে। তাহার কোন মৃত্তি নাই; তিনি পূর্ণ পুরুষ। তিনি সকল বস্ত্র বাহিরেও আছেন, এবং সকল বস্ত্র অভ্যন্তরেও স্থিতি করিতেছেন। তিনি জন্ম-রহিত, তিনি সর্ব কালে বিদ্যমান ও অবিনশ্বর-স্বভাব। তিনি মনুষ্যাদির গ্রাম প্রাণ-বায়ু অবলম্বন করিয়া জীবিত থাকেন না; তিনি স্বয�়ং প্রাণ, তিনি প্রাণের প্রাণ। মন তাহা কর্তৃক সৃষ্টি পরিগঠিত পদার্থ বিশেষ; অতএব তাহার এতাদৃশ মন থাকিবার সন্তাননা নাই। তাহার জ্ঞান আমারদের জ্ঞানের গ্রাম গনের বৃত্তি নহে, তাহার জ্ঞান-ক্রিয়া স্বভাবসিদ্ধ। যাহারা পাপাচরণ হইতে বিরত থাকিয়া পবিত্র হইয়া তাহাকে অন্঵েষণ করেন, তাহারা তাহাকে দেখিতে পান ॥ ২ ॥

১১২

যোদেবানামধিপোষস্মিন् লোকা অধিশ্রিতাঃ ।
য ঈশেহস্ত দ্বিপদচতুর্পদঃ সবা এষমহানজ আত্মা ॥ ৩ ॥

‘যঃ’ পরমেশ্বরঃ, ‘দেবানাম্’ ‘অধিপঃ’ স্বামী, ‘যস্মিন্’ পরমেশ্বরে সর্বশারণে, ‘লোকাঃ’ ‘অধিশ্রিতাঃ’ আশ্রিতাঃ। ‘যঃ’ পরমেশ্বরঃ, ‘অন্ত’ ‘দ্বিপদঃ’ মনুষ্যস্ত্র, ‘চতুর্পদঃ’ গবাদেঃ, ‘ঈশে’ ঈষ্টে, ‘সঃ’ বৈ এষঃ মহান् অজঃ আত্মা’ ব্রহ্মাত্মা ॥ ৩ ॥

যিনি দেবতাদিগের অধিপতি, যাহাতে লোক-সকল আশ্রিত হইয়া রহিয়াছে, যিনি এই দ্বিপদ ও চতুর্পদ

তাৰৎ জন্মদিগকে শাসনে রাখেন, তিনি এই জন্ম-বিহীন
মহান् আত্মা ॥ ৩ ॥

যিনি চক্রু অগোচৰ কৌটাণু অবধি, লোকান্তর-নিবাসী দেবগণ
পর্যাপ্ত, সকল জীবেরু একমাত্ৰ অবলম্বন ও অধিপতি, যাহাৰ শাসনেৱ
অধীন থাকিয়া কি মুম্য কি পঙ্ক সকলই চিৱকাল প্রতিপালিত
হইতেছে ; তিনি এই জন্ম-বিহীন মহান् আত্মা ॥ ৩ ॥

১১৩

অদৃষ্টেদ্রষ্টাহ্ন্ততঃ শ্রোতাহ্মতোমস্তাহবিজ্ঞাতো-
বিজ্ঞতা ॥ ৪ ॥

‘অদৃষ্টঃ’ ন দৃষ্টঃ, চক্রুগোচৰত্বম্ অনাপনঃ, কস্তচিঃ ; স্বযন্ত
‘দ্রষ্টা’। তথা, ‘অন্ততঃ’ শ্রোতৃগোচৰত্বম্ অনাপনঃ, স্বযন্ত ‘আতা’।
তথা, ‘অমতঃ’ মনন-বিষয়ত্বম্ অনাপনঃ ; স্বযন্ত ‘মস্তা’। যতঃ
সোহদৃষ্টেহ্ন্ততোহ্মতোহ্ন্ত এব ‘অবিজ্ঞাতঃ’, স্বযন্ত ‘বিজ্ঞাতা’ ॥ ৪ ॥

এই পরমাত্মাকে কেহ দর্শন কৰে নাই, কিন্তু তিনি
সকলই দর্শন কৰেন। কেহ তাহাকে শ্রুতি-গোচৰ কৰে
নাই, কিন্তু তিনি সকলই শ্রবণ কৰেন। কেহ তাহাকে
মনন কৱিতে পারে নাই, কিন্তু তিনি সকলই মনন
কৰেন। কেহ তাহাকে জ্ঞাত হয় নাই, কিন্তু তিনি
সকলই জ্ঞানেন ॥ ৪ ॥

পূর্ণ পুরুষ পরমেশ্বরের চক্ৰ-কৰ্ণাদি কোন ইঙ্গিত নাই ; কিন্তু আমরা চক্ৰ-কৰ্ণাদি ইঙ্গিত দ্বাৰা যাহা কিছু জানিতে পাৰি, সেই অমৃত সর্বজ্ঞ পুরুষ তাহার সমুদায়ই জানেন ; এবং আমরা যাহা কিছু না জানিতে পাৰি, তাহা ও তিনি জানেন। তিনি নিঃশেষ
কল্পে সকলের সকলই জানেন, কিন্তু কেহই তাহার অকল্পের অস্তি
জানিতে পাৰে না ॥ ৪ ॥

১১৪

সএষনেতি নেত্যাত্মাহগৃহ্যেন হি গৃহ্যতে ॥ ৫ ॥

‘সঃ এবঃ’ ‘আত্মা’ ব্রহ্মাত্মা ; যদ্যঃ ইঙ্গিয়-মনো-গোচরভ্রেন
নির্দিষ্টঃ বস্ত, তৎ তৎ ন ব্রহ্মেতি, ‘ন ইতি ন ইতি’। ‘অগৃহঃ ন
হি গৃহ্যতে’ কল্পণাবিষয়ত্বাং ॥ ৫ ॥

ইহা নহে, ইহা নহে, এই প্রকার সেই এই পরমাত্মার
নির্দেশ ; তিনি ইঙ্গিয় ও মনের গ্রাহ নহেন, স্মৃতিৱাঃ
কেহ তাহাকে ইঙ্গিয় ও মনের দ্বাৰা গ্রহণ কৰিতে
পাৰে না ॥ ৫ ॥

স্থষ্টি-শিতি-প্রগঘ-কর্ত্তা যে পরমেশ্বর, তিনি স্থষ্টিৰ অতীত বস্ত,
এই মাত্ৰ তাহার নির্দেশ। চক্ৰ দ্বাৰা যাহা দেখা যায়, মন দ্বাৰা
যাহাকে মনন কৰিতে পাৰা যায়, তাহা তিনি নহেন ; তিনি ইঙ্গিয়
ও মনের অগ্রাহি। কেবল বিশুদ্ধ জ্ঞান দ্বাৰা সেই সত্য পুৰুষকে
দৰ্শন কৰা যায় ॥ ৫ ॥

১১৫

স এষসর্বস্ত্রেশানঃ সর্বস্ত্রাধিপতিঃ সর্বমিদং
প্রশাস্তি যদিদং কিঞ্চ ॥ ৬ ॥

‘সঃ এষঃ’ ব্রহ্মাজ্ঞা ‘সর্বস্ত্র ঈশানঃ সর্বস্ত্র অধিপতিঃ’ ; ‘সর্বম্’
‘ইদং’ জগৎ, ‘যৎ ইদং কিঞ্চ’ অনুবশিষ্টঃ ‘প্রশাস্তি’ নিরূপণতি ॥ ৬ ॥

সেই এই পরমাজ্ঞা সকলের নিয়ন্ত্রণ ও সকলের
অধিপতি। তিনি এই জগতে যে কিছু পদার্থ আছে,
সমুদ্বায়েরই শাসন করেন ॥ ৬ ॥

দেব মহুষ্য, পশু পক্ষী, সকলই তাঁহার শাসনে রহিয়াছে ; কেহ
তাঁহার শাসন অতিক্রম করিতে পারে না ॥ ৬ ॥

১১৬

ঝতং পিবন্তৌ স্তুত্যন্ত লোকে
গুহাং প্রবিষ্টৌ পরমে পরার্দ্ধে ।
ছায়াতপো ব্রহ্মবিদোবদন্তি
পঞ্চাগ্নয়ো যে চ ত্রিগাচিকেতাঃ ॥ ৭ ॥

‘ঝতং’ সত্যম् অবশ্যস্তাবিক্ষাৎ কর্মফলং । ‘পিবন্তৌ’,—একত্রজ
কর্মফলং পিবতি’ ভূংক্রে, নেতৱঃ ; তথাপি পাতৃ-সম্বন্ধেন ‘পিবন্তৌ’
ইত্যচ্যুতে । ‘স্তুত্যন্ত’ স্তুত্যন্ত কর্মণঃ ; ‘লোকে’ শরীরে ;
‘গুহাং’ গুহার্থাং বুদ্ধৌ, ‘প্রবিষ্টৌ’ ; ‘পরমে পরার্দ্ধে’ প্রকৃষ্টহালে ।

তୋ চ ‘ছାଯ়াতପୋ’ এব বିଲକ୍ଷଣେ, সংসାରିତ୍ୱାসଂসାରିତ୍ୱେନ । ‘ବ୍ରଜବିଦଃ’ ‘ବଦ୍ଧତି’ କଥଯତ୍ତି । ନ କେବଳং ବ୍ରଜବିଦ ଏବ ବଦ୍ଧତି ; ‘ପଞ୍ଚାଘୟଃ’ ଗୃହସ୍ଥାଃ ; ‘ଯେ চ’ ‘ତ୍ରିଗାଚିକେତାଃ’ ତ୍ରିକୁତ୍ରୋନାଚିକେତୋହ-ପିଶିତୋତ୍ୟତ୍ତେ ॥୭॥

ଶରୀରେର ପରମ ଉତ୍କଳ ସ୍ଥାନେ ବୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ଜନ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହଇଯା ରହିଯାଛେନ ; ତମିଧ୍ୟ ଏକ ଜନ ସ୍ଵକୃତ କର୍ମଫଳ ଭୋଗ କରେନ, ଆର ଏକଜନ ସେଇ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରେନ । ବ୍ରଜବିଦ ତ୍ରଦ୍ଵତ୍ତେରା ତ୍ରାହାଦିଗଙ୍କେ ଛାଯା ଓ ଆତପେର ଶ୍ରୀ ପରମ୍ପର ଭିନ୍ନ କରିଯା ବଲେନ ; ଆର ପଞ୍ଚାଗି ଓ ତ୍ରିଗାଚିକେତ କର୍ମିରାଓ ଏହି ପ୍ରକାର ବଲିଯା ଥାକେନ ॥ ୭ ॥

ଜୀବାତ୍ମା ଏବଂ ତ୍ରାହାର ଆଶ୍ରମ ସର୍ବ-ବ୍ୟାର୍ଗ ପରମାତ୍ମା ଉଭୟେଇ ଶରୀରେର ଅଭ୍ୟନ୍ତରେ ଅବହିତ କରିତେଛେନ, ଏବଂ ଆମରା ଉଭୟକେଇ ସଂଶୟ-ରହିତ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଉପଲବ୍ଧି କରିତେଛି । ଛାଯା ଏବଂ ଆତପ ଯେକଥିପ ପରମ୍ପର ବିଲକ୍ଷଣ ଓ ଭିନ୍ନ, ଜୀବାତ୍ମା ଓ ପରମାତ୍ମା ମେହିକୁପ ପରମ୍ପର ଭିନ୍ନ ପଦାର୍ଥ । ସେମନ ଆତପ ବ୍ୟତୀତ ଛାଯା ଥାକିତେ ପାରେ ନା, ମେହିକୁପ ପରମାତ୍ମାର ଆଶ୍ରମ ବ୍ୟତୀତ ଜୀବାତ୍ମାର ସତ୍ତାର ସନ୍ତ୍ଵବ ହସ୍ତ ନା । ପରମାତ୍ମା ଜୀବେର କର୍ମାତୁକୁପ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରେନ, ଜୀବାତ୍ମା ସେଇ ଫଳ ଭୋଗ କରିଯା ବର୍କିତ ହିତେ ଥାକେନ । କେବଳ ତ୍ରଦ୍ଵତ୍ତୀ ବ୍ରଜବିଦେରା ଏହି ଉଭୟକେ ଏକଥ ବିଲକ୍ଷଣ-ସଭାବ ବଲିଯା ନିର୍ମଳ କରିଯାଛେନ ଏମତ ନହେ ; ଅଗିହୋତ୍ରୀ କର୍ମିରାଓ ଏହିକଥ ବଲିଯା ଥାକେନ ॥ ୭ ॥

চতুর্দিশোৎধ্যায়ঃ

১১৭

যোবৈ ভূমা তৎ সুখং নাল্লে সুখমস্তি ।

ভূমৈব সুখং ভূমা ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ ॥ ১ ॥

‘যঃ বৈ’ ‘ভূমা’ গহং নিরতিশয়ং ব্রহ্ম, ‘তৎ সুখং’। ‘ন অল্লে’ ব্রহ্মাতিরিক্তে কশ্চিংচিদ্ অপি বস্তুনি; ‘সুখং’ সম্পূর্ণম् ‘অস্তি’। ‘ভূমা এব সুখম্’, অতঃ ‘ভূমা তু এব বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ’ ॥ ১ ॥

যিনি ভূমা, যিনি মহান्, তিনি সুখ-স্বরূপ; ক্ষুদ্র পদার্থে সুখ নাই। ভূমা ঈশ্঵রই সুখ-স্বরূপ; অতএব তাঁহাকেই জানিতে ইচ্ছা করিবেক ॥ ১ ॥

গম্যের মন পরিমিত ক্ষুদ্র পদার্থে কথনই সুধী হইতে পারে না। সেই ভূমাতেই আমাদের সুখ, অল্ল বিষয়ে সুখ নাই। বিষয়-সুখে আমারদের আত্মা তৃপ্ত হয় না। বিষয়-সুখ সকলই ক্ষণভঙ্গুর, অতীব ক্ষুদ্র; কথনো বা ধর্মের অমুকুল, কথনো বা প্রতিকুল; কথনো বা মেব্য, কথনো ত্যাজ্য। সেই ভূমা ঈশ্বরই আমারদের তৃপ্তির স্থল, আমারদের পবিত্র শাস্তি-নিকেতন। অতএব তাঁহাকেই অম্বেষণ করিবেক, তাঁহাকেই জানিতে ইচ্ছা করিবেক ॥ ১ ॥

১১৮

সଭଗବଃ କଞ୍ଚିନ् ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଇତି ସେ ମହିନ୍ଦ୍ରି ॥ ୨ ॥

ହେ 'ଭଗବଃ' ଭଗବନ୍, 'ସः' ତୁମୀ ବ୍ରଜାତ୍ମା, 'କଞ୍ଚିନ् ପ୍ରତିଷ୍ଠିତः ?' 'ଇତି' ଇତ୍ୟକ୍ରମସ୍ତଂ ଶିଷ୍ୟଃ ପ୍ରତି ଆହ ଆଚାର୍ୟଃ, 'ସେ. ମହିନ୍ଦ୍ରି' ଆତ୍ମୀୟେ ମହିନ୍ଦ୍ରି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତୋ ତୁମା ॥ ୨ ॥

ଶିଷ୍ୟ ଜ୍ଞାନାବଳୀ କରିଲେନ, ହେ ଭଗବନ୍ ! ତିନି କୋଥାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଆଛେନ ? ଆଚାର୍ୟ ଉତ୍ତର କରିଲେନ, ତିନି ଆପନାର ମହିମାତେଇ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଆଛେନ ॥ ୨ ॥

ପରମେଶ୍ୱର ନିରାଲମ୍ବ, ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଓ ମୁକ୍ତ-ସ୍ଵଭାବ । ଅଗ୍ର ସକଳ ବସ୍ତ ଯେମନ ତୀହାକେ ଅବଲମ୍ବନ କରିଯା ଶ୍ରିତି କରିତେଛେ, ତୀହାରିଇ ଉପର ନିର୍ଭର କରିତେଛେ, ତିନି ତନ୍ଦ୍ରପ କାହାକେଓ ଅବଲମ୍ବନ କରିଯା ଶ୍ରିତି କରେନ ନା । ଏହି ବିଶ୍ୱ-କୁଳ ଶୃଙ୍ଖଳ ତୀହାତେ ଆବଦ୍ଧ ଥାକିଯା ଲମ୍ବମାନ ରହିଯାଛେ, ତିନି ଏକ ମାତ୍ର ଶକ୍ତୁ-ସ୍ଵରୂପ ହଇଯା ସମୁଦ୍ରାୟ ଧାରଣ କରିଯା ଆଛେନ । କିନ୍ତୁ ତିନି କିଛୁତେଇ ଆବଦ୍ଧ ନହେନ, ତୀହାକେ କେହ ଧାରଣ କରିଯା ରହେ ନାହିଁ । ସେଇ ନିରବଲମ୍ବ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରଜ ଜ୍ଞାନକୀୟ ମହିମାତେଇ ଅବଶ୍ରିତ କରିତେଛେନ, ଆପନାତେ ଆପନିଇ ମିଷ୍ୟ ରହିଯାଛେନ । ତୀହାର କେହ ଜନକଓ ନାହିଁ, ଏବଂ ତୀହାର କେହ ଆଶ୍ରୟ ଓ ମାଇ ॥ ୨ ॥

১১৯

ସଏବାଧସ୍ତାଂ ସଉପରିଷ୍ଟାଂ ସପଞ୍ଚାଂ ସ ପୁରତ୍ତାଂ

সদক্ষিণতঃ সউত্তরতঃ । ঈশানোভূতভব্যস্ত স এবাদ্য
সউ শ্বঃ ॥ ৩ ॥

‘সঃ এব’ ভূমা ‘অধস্তাৎ’ বিশ্বাতে । তথা ‘সঃ উপরিষ্ঠাং, •
সঃ পশ্চাং সঃ পুরস্তাৎ, সঃ দক্ষিণতঃ, সঃ উত্তরতঃ’ । স ভূমা
‘ঈশানঃ’ ‘ভূত-ভব্যস্ত’ কালত্রযস্ত । ‘সঃ এব’ নিত্যঃ কুটস্থঃ, ‘অদ্য’
ইদানন্দঃ বৃক্ষমানঃ । ‘সঃ শ্বঃ’ ‘উ’ অপি বর্ত্তিষ্যাতে ॥ ৩ ॥

তিনি অধোতে, তিনি উর্ক্কেতে ; তিনি পশ্চাতে,
তিনি সম্মুখে ; তিনি দক্ষিণে, তিনি উত্তরে । তিনি
ভূত ভবিষ্যাতের নিয়ন্তা । তিনি অগ্নও আছেন, পরেও
থাকিবেন ॥ ৩ ॥

কি উর্ক্কে কি অধোতে, কি পশ্চাতে কি সম্মুখে, কি দক্ষিণে
কি উত্তরে, আমারদিগের চতুর্দিশে সকল স্থানেই তিনি দীপ্যমান
রহিয়াছেন । আমরা যদি পর্বত-শিখরে আরোহণ করি, সেখানেও
তিনি বিরাজমান ; যদি গভীর সমুদ্র-গভে প্রবেশ করি,
সেখানেও তিনি বর্তমান । দিবাকরের মধ্যাহ্ন কালের কিরণে
যেমন তিনি স্বপ্রকাশ রহিয়াছেন, তদ্রপ তামসী বিভাবরীর
অঙ্গতম তিমিরেও জাজল্যমান রহিয়াছেন । সকল স্থানেই তাহার
রাজ্য, সকল স্থানেই তাহার দৃষ্টি । যেমন তিনি সর্ব-দেশ-ব্যাপী,
তেমনি তিনি সর্ব-কাল বিদ্যমান । তিনি যেমন ইহকালের
নিয়ন্তা, তেমনি পরকালেরও নিয়ন্তা ; তিনি অগ্নও আছেন,
পরেও থাকিবেন ॥ ৩ ॥

୧୨୦

ସ ଏକୋହବର୍ଣ୍ଣବଲ୍ଲଧା ଶକ୍ତିଯୋଗାତ
 ବର୍ଣ୍ଣନେକାନ୍ତିର୍ଥାଦଧାତି । .
 ବିଚୈତି ଚାନ୍ତେ ବିଶ୍ଵମାର୍ଦ୍ଦୀ ସଦେବଃ
 ସମୋବୁଦ୍ଧା ଶୁଭୟା ସଂୟୁନତ୍ତୁ ॥ ୪ ॥

‘ସଃ ଏକଃ’ ଅଦ୍ଵିତୀୟଃ ପରମାତ୍ମା : ‘ଅବର୍ଗଃ’ ନିର୍କିଳଶେଷଃ ; ‘ବଲ୍ଲଧା’ ନାମା ‘ଶକ୍ତିଯୋଗାତ’ ; ‘ନିର୍ହିତାର୍ଥଃ’ ଗୃହୀତପ୍ରୟୋଜନଃ, ଅଜାନାଂ ‘ବର୍ଣ୍ଣନ୍’ ପ୍ରୟୋଜନ-ପଦାର୍ଥାନ୍, ‘ଅନେକାନ୍’, ‘ଦଧାତି’ ବିଦଧାତି ଅଜାଭ୍ୟଃ । ‘ଆର୍ଦ୍ର, ଅନ୍ତେ ଚ’, ମଧ୍ୟେ ‘ଚ’ ; ‘ବିଶ୍ଵଃ’ ଯଦ୍ଵିନ୍, ‘ବି ଏତି’ ବ୍ୟାପ୍ତେତି ; ‘ସଃ’ ‘ଦେବଃ’ ଦ୍ୟୋତନସ୍ତଭାବଃ ବିଜ୍ଞାନେକରସଃ ପରମେଶ୍ୱରଃ । ‘ସଃ’ ‘ନଃ’ ଅନ୍ତାନ୍ ; ‘ଶୁଭୟା ବୁଦ୍ଧା’ ‘ସଂୟୁନତ୍ତୁ’ ସଂଘୋଜନ୍ୟତ୍ତୁ ॥ ୪ ॥

ଯିନି ଏକ ଏବଂ ବର୍ଣ୍ଣବିହୀନ, ଏବଂ ଯିନି ଅଜାଦିଗେର ପ୍ରୟୋଜନ ଜ୍ଞାନିଯା ବଲ୍ଲ-ପ୍ରକାର ଶକ୍ତି ଯୋଗେ ବିବିଧ କାମ୍ୟ ବନ୍ଧୁ ବିଧାନ କରିତେଛେନ, ସମୁଦ୍ରାଯ ବ୍ରକ୍ଷାଣ୍ଡ ଆଦୃତ୍ସମଧ୍ୟ ଯାହାତେ ବ୍ୟାପ୍ତ ହଇଯାଇଛେ, ତିନି ଦୌପ୍ୟମାନ ପରମେଶ୍ୱର । ତିନି ଆମାରଦିଗକେ ଶୁଭ-ବୁଦ୍ଧି ଅଦାନ କରୁନ ॥ ୪ ॥

ନାମା ବର୍ଣ୍ଣର ସ୍ଵଜନ-କର୍ତ୍ତା ମେହି ଯେ ଏକ ପରମେଶ୍ୱର, ତିନି ସ୍ଵର୍ଗ ବର୍ଣ୍ଣବିହୀନ ହଇଯାଇ ବିଶୁଦ୍ଧ-ମସ୍ତ ଜ୍ଞାନିଦିଗେର ନିକଟେ ଜ୍ଞାନଗ୍ୟମାନ ପ୍ରକାଶ

রহিয়াছেন। তাহারা মেই সত্য পুরুষকে ধর্ষ, অর্থ, শুধ-সৌভাগ্যের
প্রেরয়িতা কল্পে অতি নিকটস্থ করিয়া জানেন, এবং নিষ্কাম হইয়া
অনের প্রীতিতে তাহার উপাসনা করেন। তাহার নিকটে তাহার-
দিগের কিছুই প্রার্থনা নাই; কেবল তাহাকে লাভ করিবার নিষিদ্ধে
শুভ বুদ্ধির প্রার্থনা ॥ ৪ ॥

• •

১২১

স বৃক্ষকালাকৃতিভিঃ পবোহণ্যে।
যম্মাং প্রপঞ্চঃ পরিবর্ত্তেহ্যম্ ।
ধর্ষ্যাবহং পাপমুদং ভগেশং。
জ্ঞাত্বাঽন্তর্মুতং বিশ্বধাম ।
বিশ্বসৈকং পরিবেষ্টিতারং
জ্ঞাত্বা শিবত্ত শান্তিমত্যন্তমেতি ॥ ৫ ॥

‘সঃ’ পরমেষ্ঠরঃ, ‘বৃক্ষকালাকৃতিভিঃ’ বৃক্ষকালাকৃতিভ্যঃ,—
বৃক্ষাং সংসারাং, কালাং, আকৃতেশ্চ ; ‘পরঃ’ ‘অন্তঃ’ প্রপঞ্চাসংস্পৃষ্ট ।
‘যম্মাং’ ঈশ্বরাং, ‘অযং’ ‘প্রপঞ্চঃ’ সংসারঃ, ‘পরিবর্ত্ততে’ । ‘জ্ঞাত্বা’
তৎ ‘ধর্ষ্যাবহং’ ধর্ষ্যস্তাকরভূতং ; ‘পাপমুদং’ পাপমুদ ক্ষয়িতারং ;
‘ভগেশং’ ভগস্ত ঈশ্বর্যস্ত ঈশং স্বামিনম্ ; ‘আন্তর্মুতং’ সর্বেষাম্
আন্তর্মুনি হিতম্ ; ‘অযুতম্’ অমরণধর্ষ্যাণং, ‘বিশ্বধাম’ বিশ্বস্তাধার-
ভূতম্ । ‘জ্ঞাত্বা’ চ ‘বিশ্বস্ত একং পরিবেষ্টিতারং শিবং’, ‘এতি’
আপ্নোতি, ‘শান্তিম্ অভ্যন্তম্’ ॥ ৫ ॥

ତିନି ସଂସାର, କାଳ ଓ ସାକାର ବଞ୍ଚି ସମୁଦ୍ରାୟ ହଇତେ
ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଏବଂ 'ସୁତରାଂ ଭିନ୍ନ । ଯାହା କର୍ତ୍ତ୍ତକ ଏହି ପ୍ରପଞ୍ଚ
ସଂସାର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହଇତେଛେ, ତିନି ଧର୍ମର ଆବହ, ପାପେର
ମୋଚଯିତା, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ସ୍ଵାମୀ । ସେଇ ସକଳେର ଆତ୍ମ,
ଅମୃତ, ବିଶ୍ୱର ଆଶ୍ୱରକେ, ସେଇ ମଙ୍ଗଳ-ସ୍ଵରୂପ ଏକମାତ୍ର
ପରିବେଶିତାକେ, ଜୀବ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶାନ୍ତି । ପ୍ରାଣ
ହୟ ॥ ୫ ॥

ଏହି ଜଗଂ ସଂସାରେ ଯେ କିଛୁ ଶୃଷ୍ଟ ବଞ୍ଚି ଆଛେ, ତାହାର ମତ
ତିନି କିଛୁଇ ନହେନ ; ନା ତିନି ବାହୁ ବିଷୟର ମତ, ନା ତିନି
ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ମନେରଇ ମତ । ତିନି ବିଷୟ ଓ ମନ ସକଳେରଇ ଶୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା,
ସୁତରାଂ ତିନି ସକଳ ହଇତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏବଂ ସକଳ ହଇତେ ଭିନ୍ନ । ତିନି
ସତ୍ୟ-ସ୍ଵରୂପ, ଜ୍ଞାନ-ସ୍ଵରୂପ, ଅନନ୍ତ ସ୍ଵରୂପ ; ତୋହାର ମହିତ କାହାରେ
ଉପଗ୍ରହ ହୟ ନା । ତିନି ଘେମନ ଏହି ଆକାଶେ ଥାକିଯା ନିୟମ୍ଭା-ରୂପେ
ସମୁଦ୍ରାୟ ଜଡ଼ ଜଗଂକେ ଓ ପଞ୍ଚ-ପ୍ରକୃତିକେ ନିୟମେ ରାଖିତେଛେନ,
ସେଇ ରୂପ ତିନି ମନୁଷ୍ୟର ଆତ୍ମାତେ ଧର୍ମାବହ ରୂପେ ଅବହିତ କରିଯା
ଅହରହ ଧର୍ମ-ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରେରଣ କରିତେଛନ । ଜଡ଼ ଜଗଂ ଓ ପଞ୍ଚ ପକ୍ଷୀରା
ନିୟମ ନା ଜୀନିଯା ନିୟକେ ବଲେ ବନ୍ଦ ହଇଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିତେଛେ,
ଆତ୍ମା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ-ଜ୍ଞାନେର ଆଲୋକେ ଧର୍ମର ନିୟମ ଅବଗତ ହଇଯା ସ୍ଵାଧୀନ
ଭାବେ ଧର୍ମ-କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିତେଛେ । ସଥନ ଆତ୍ମା ମାନସିକ କୁପ୍ରବୃତ୍ତିର
ବଶୀଭୂତ ହୟ, ଏବଂ ଧର୍ମ-ନିୟମେର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ-ଜ୍ଞାନେର ଆଦେଶ ଅବହେଲା
କରିଯା ପାପ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୟ, ତଥନ ସେ ଆପନାର ସ୍ଵାଧୀନତା ହଇତେ
ଶୃଷ୍ଟ ହଇଯା ମୃତ୍ୟୁ-ପାଶେ ବନ୍ଦ ହୟ, ଓ ଆହୁରିକ ଦୁ:ସହ ମାନି ଭୋଗ

করিতে থাকে। পাপ-মোচয়িতা ঈশ্বর ভিন্ন তখন তাহার আর গতি নাই। যখন সেই পাপাক্রান্ত আত্মা অকৃত্রিম অনুভাপে দণ্ড হইয়া, “এমন আর করিব না” বলিয়া তাহার শরণাপন হয়, তখনই তিনি তাহাকে পাপ হইতে মুক্ত করিয়া পুনর্বার আপনার সৎপথে সমুদ্ধিত করেন। এই তাহার মহিমা, এই তাহার করণ। এই পাপময় দুঃখময় সংসারে সেই একমাত্র শুল্ক অপাপবিদ্ধ অমৃত ঈশ্বরকে স্বীয় আত্মাতেই প্রাপ্ত হইয়া, এবং তাহাকে পাপের মোচয়িতা ও অক্ষয় মুক্তিদাতা জানিয়া, জীব অত্যন্ত শান্তি প্রাপ্ত হয় ॥ ৫ ॥

১২২

সবিশ্বকুদ্বিশ্ববিদাত্মাযোনিজ্ঞঃঃ
কালকালোগুণৌ সর্ববিদ্যঃ।
প্রধানক্ষেত্রজ্ঞপতিগুণেশঃঃ
সংসারমোক্ষ স্থিতি বন্ধহেতুঃ ॥ ৬ ॥

‘সঃ’ পরমেশ্বরঃ ‘বিশ্বকুঃ’ বিশ্বস্ত কর্তা। বিশ্বং বেন্তৌতি ‘বিশ্ববিৎ’। আত্মানাং ঘোনিরিতি ‘আত্মাযোনিঃ’। জানাতৌতি ‘জ্ঞঃ’। ‘কালকালঃ’ কালস্ত কর্তা। ‘গুণী’ বিচিত্রশক্তিমান्। ‘সর্ববিদ্যঃ’। ‘প্রধান-ক্ষেত্রজ্ঞ-পতিঃ’,—প্রধানং প্রপঞ্চঃ, ক্ষেত্রজ্ঞে বিজ্ঞানাত্মা, তরোচ পালয়িতা। ‘গুণেশঃ’ ‘গুণানাম ঈশঃ। ‘সংসার-মোক্ষ-স্থিতি-বন্ধ-হেতুঃ’ সংসার-মোক্ষ-স্থিতি-বন্ধানাং হেতুঃ, কারণম্ ॥ ৬ ॥

ତିନି ବିଶ୍-କର୍ତ୍ତା, ବିଶ୍-ବେତ୍ତା, ସକଳ ଆତ୍ମାର ଶ୍ରଷ୍ଟା,
ପ୍ରେସାବାନ୍ କାଲେର କର୍ତ୍ତା, ଗୁଣବାନ୍ ଓ ସର୍ବଭାବ । ତିନି
ଜଡ଼ କି ଜୀବ ତାବତେର ପ୍ରତିପାଳକ, ସର୍ବଗୁଣେର ମହେଶ୍ୱର,
ଏବଂ ସଂସାରେର ହିତି ବନ୍ଦ ଓ ମୋକ୍ଷେର ହେତୁ ॥ ୬ ॥

ତିନି ସକଳେର ଶ୍ରଷ୍ଟା, ସକଳେର ପାତା, ସକଳେର ଶୁଦ୍ଧି, ସକଳେର
ଅଭ୍ୟ । କୋନ ବନ୍ଦ ତୀହାର ଶାମନ ଅତିକ୍ରମ କରିତେ ପାରେ ନା ।
ତୀହାରଇ ନିୟମେ ଜୀବାତ୍ମା ଶରୀରେ ବନ୍ଦ ଥାକିଯା ଜ୍ଞାନ ଓ ଧର୍ମ ସ୍ଵାଧୀନ
ହଇଯା ମୁକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହଇଯାଛେ, ଏବଂ ପରିଶେଷେ ତୀହାରଇ ଅମାଦେ
ତୀହାକେ ଲାଭ କରିଯା ସଂସାର-ବନ୍ଦନ ହଇତେ ମୁକ୍ତ ହଇବେ ॥ ୬ ॥

• ୧୨୩

ସତମୟୋହମୃତ ଈଶ୍ଵର ସତ୍ୟୋଜନଃ
ସର୍ବଗୋଭୁବନଶ୍ୟାସ୍ତ ଗୋପ୍ତା ।
ସ ଈଶ୍ଵରହୃଦୟ ଜଗତୋନିତ୍ୟମେବ
ନାନ୍ୟାହେତୁର୍ବିଦ୍ୟତ ଈଶନାୟ ।
ତ୍ରୁଟି ହ ଦେବମାତ୍ରବୁଦ୍ଧିପ୍ରକାଶଂ
ମୁମୁକ୍ଷୁବୈଶରଣମତ୍ତଂ ପ୍ରପଦ୍ୟେ ॥ ୭ ॥

‘ସଃ’ ପରମେଶ୍ୱରଃ, ‘ତମ୍ୟଃ’ ଚିତନ୍ତ-ଜ୍ୟୋତିର୍ମଣଃ, ‘ହି’ ‘ଅମୃତଃ’
‘ଅମରଣଥର୍ମଣ୍ମା’ । ଈଶଚାସୌ ସଂହଚ୍ଚେତି ‘ଈଶସଂସ୍ଥଃ’; ଈଶଃ ଆମୀ,
ସମ୍ୟକୃ ହିତିର୍ଫ୍ଫାସୌ ସଂସ୍ଥଃ । ଜାନାତୀତି ‘ଜ୍ଞନଃ’; ସର୍ବତ୍ର ଗଙ୍ଗତୀତି
‘ସର୍ବଗଃ’; ‘ଅନ୍ତର୍ଭୁବନଶ୍ତ’ ‘ଗୋପ୍ତା’ ପାଲିଯିତା । ‘ସଃ’ ‘ଈଶେ’ ଈଶେ,

‘অন্ত জগতঃ’ ; ‘নিত্যম् এব’ নিয়মেন। ‘ন অন্তঃ হেতুঃ বিষ্টতে’
‘ঈশনায়’ শাসনায়। ‘তৎ’ ‘হ’ হ-শব্দোহ্বধারণে। ‘দেবৎ’
পরমেশ্বরৎ ; আন্তনি যা বুদ্ধিঃ তাং প্রকাশযতীতি ‘আত্মবুদ্ধি-
প্রকাশৎ’। ‘মুমুক্ষঃ বৈ অহং শরণৎ’ ‘প্রপন্থে’ প্রয়ামি ॥ ৭ ॥

তিনি চৈতন্যময়, মরণ-ধর্ম-রহিত এবং সর্বস্বামী-
রূপে ‘সম্যক্ স্থিতি করিতেছেন। তিনি প্রজ্ঞাবান्,
সর্বব্রতগামী, এবং এই জগতের প্রতিপালক। যিনি এই
জগৎকে নিত্য নিয়মে রাখিতেছেন, তদ্ব্যতীত বিশ-
শাসনের আর অন্ত হেতু নাই। আমি মুমুক্ষু হইয়া সেই
আত্ম-বুদ্ধি-প্রকাশক পরমেশ্বরের শরণাপন্ন হই ॥ ৭ ॥

তিনি আমারদিগের আত্মাতে কর্তব্য-জ্ঞান, ধর্ম বুদ্ধি প্রকাশ
করিতেছেন। রাজা যেমন স্বাধীন প্রজাদিগের জন্ত রাজ-নিয়ম
সকল প্রচার করেন, ধর্মাবহ পরমেশ্বর সেইরূপ মানুষ্যের আত্মাকে
করিয়াছেন। আমরা শুভ বুদ্ধির আলোচনা দ্বারা কর্তব্য-জ্ঞানের
আলোকে আত্মপটে চির-মুদ্রিত ধর্ম-নিয়ম-সকল পাঠ করি, এবং
তদনুযায়ী আচরণ করিয়া ভদ্র হই, সাধু হই, বিনয়ী হই, সুশীল হই,
ঈশ্বরের প্রিয় হই। ধর্মানুষ্ঠান দ্বারা পুণ্যজ্যোতিতে আত্মা পবিত্র
হইলে আমরা স্তুনির্বল আত্ম-প্রসাদ লাভ করি, সেই আত্ম-প্রসাদে
গনের সকল দৃঃখের হানি হয়। আমরা ধর্মের অনুরোধে মানসিক
প্রবৃত্তি, হৃদিশ্রিত কামনার, প্রতিকূলে গিয়া আত্ম-প্রসাদে যত
উল্লত হই, যত পবিত্র হই ; ততই সেই পবিত্র স্বরূপে আমারদের

‘অমুরাগ যায়, এবং তাহাকে লাভ করিবার জন্ম সংসারের মৃত্যু-পাশ
হইতে মুক্তির ইচ্ছুক হইয়া তাহার শরণাপন্ন হই ॥ ৭ ॥

তস্ত হ বা এতস্ত ত্রক্ষণোনাম সত্যম্ ।

নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ত্ব শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনুম্ ।

অমৃতস্ত পরত্ব সেতুং, দগ্ধেক্ষনমিবানলম্ ॥ ৮ ॥

‘তস্ত হ বৈ এতস্ত ত্রক্ষণঃ’ ‘নাম’ অভিধানং ‘সত্যম্’ । ত্রক্ষণঃ
স্বরূপৎ দর্শয়তি । ‘নিষ্কলং’ কলা অবয়বা নির্গতা যত্ত্বাং তৎ,
নিরবয়বৎ । ‘নিষ্ক্রিয়ম্’ অপি স্বয়ং নিয়মেন সর্ববৎ জগৎ প্রশাস্তি
‘শান্তম্’ উপসংহৃত-সর্ববিকারৎ । ‘নিরবদ্যম্’ অগর্হননৌয়ৎ ।
‘নিরঞ্জনং’ নিষ্ঠের পম । ‘অমৃতস্ত’ মোক্ষস্ত প্রাপ্তয়ে, ‘পরৎ সেতুৎ’
সংসার-মহোদধেক্ষনভরণেপায়ত্ত্বাং । ‘দগ্ধেক্ষনম্ অনলম্ ইব’ দেবীপ্য-
মানম্ ॥ ৮ ॥

সেই এই ত্রক্ষের নাম সত্য । তিনি নিয়বয়ব নিষ্ক্রিয়
ও শান্ত । তিনি অগর্হননৌয় নিলিপ্ত ও মুক্তির পরম
সেতু এবং দগ্ধ-দারু- নিঃস্তুত অগ্নির শ্যায় দীপ্যমান ॥ ৮ ॥

সেই এই অতি দূরস্ত এবং অতি নিকটস্থ সর্বব্যাপী ত্রক্ষের
নাম সত্য ; যেহেতু তিনি সত্য-স্বরূপ । সেই সত্য-স্বরূপকে
অবলম্বন করিয়া এই সমুদ্বায় জগৎ সতা হইয়াছে । তিনি সত্যের
সত্য, প্রাণের প্রাণ, চেতনের চেতন, আত্মার আত্মা ।

তিনি একমাত্র, প্রজ্ঞানঘন ; তাহার অবয়ব নাই, তাহার
অংশ নাই, তাহার কোন পরিমাণ নাই। তিনি অপরিবর্ত্তনীয়
মঙ্গলোদ্দেশ্য নিয়ম-সকল স্থাপন করিয়া বিশ্ব রাজ্য পালন
করিতেছেন। সেই সর্ব শক্তিমান সর্বজ্ঞ পুরুষ এই সৎসার নির্বাহ
নিমিত্তে যাহাকে যে কর্মের ভার দিয়াছেন, সে তাহা প্রাণ-পণে
বহন করিতেছে; আপনি সকলের অধিপতি হইয়া নিয়ন্ত্ৰণে
সর্বত্র বর্তমান রহিয়াছেন। তাহার আকৃতিক নিয়মে বন্ধ হইয়া
যথা-কালে সূর্য উদয় হইতেছে, মেঘ বারি বর্ষণ করিতেছে, বৃক্ষ
ফলবান হইতেছে; এবং তাহার ধর্ম-নিয়মের শাসনে মনুষ্য স্বাধীন
হইয়া বিপণগামী হইলে ধর্মদণ্ড পাপ-গানি সহ করিতেছে, তাহার
শরণাপন্ন হইয়া পাপ হইতে পরিত্রাণ পাইতেছে, পুণ্যানুষ্ঠান করিয়া
ধর্মের পুবল্কারে আত্মপ্রসাদে পবিত্র হইতেছে, পবিত্র হইয়া সেই
পবিত্র-স্বরূপকে লাভ করিয়া সৎসার-বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া উন্নত
হইতেছে। তাহার স্বয়ং কোন কর্ম করিতে হয় না, তাহার স্বয়ং
কোন আয়াস লইতে হয় না; তিনি নিষ্ক্রিয় ও শান্ত। তাহার
ইচ্ছা মাত্র এই সমুদ্দৰ্য জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে, এবং তাহার এক
ইচ্ছার বশবন্তী হইয়া সকলে মিলিয়া, কেহ বা বন্ধ-ভাবে, কেহ বা
স্বাধীন-ভাবে, তাহার কর্ম-সম্পাদন করিতেছে। তিনি সৎসারের
কর্তা, অথচ সৎসার তইতে অতীত; তিনি স্বয়ং সাংসারিক কোন
কর্মে লিপ্ত নহেন; তিনি নিরঞ্জন, নির্লিপ্ত। তিনি পূর্ণ-স্বরূপ,
তাহার স্বরূপে দোষ নাই, তিনি নিরবন্ধ, অনিন্দনীয়। সেই
অমৃতের শরণাপন্ন হইলে তাহাকে পাইয়া আর মৃত্যু-ভয় থাকে না,

ତିନି ଅମୃତେର ପଥମ ସେତୁ । ସାହାରା ଝାହାକେ ଜ୍ଞାନ-ଚକ୍ର ଦାରୀ
ଦେଖିତେ ପାନ, ଝାହାରା ଝାହାକେ ସର୍ବତ୍ର ଜଳନ୍ତ ଅନଲେର ଶାଯ ପ୍ରକାଶ-
ବାନ୍ ଦେଖେନ ॥ ৮ ॥

১২৫

স ସେତୁବିଧିତିରେଷାଂ ଲୋକାନାମସନ୍ତେଦ୍ୟାୟ ।
ନୈନତ୍ର ସେତୁମହୋରାତ୍ରେ ତରତଃ ନ ଜରା ନ ମୃତ୍ୟୁନ-
ଶୋକଃ ॥ ୯ ॥

‘ସଃ’ ବ୍ରଙ୍ଗାଆ, ସେତୁରିବ ‘ସେତୁଃ’, ‘ବିଧିତଃ’ ବିଧରଣଃ, ଅନେନ
ହି ସର୍ବଃ ଜଗଃ ବିଧିତମ୍ । ଅଧିଷ୍ଠମାନଃ ହୌଷ୍ଵବେଣେଦଃ ବିଧିଃ ବିନଶ୍ରେଷ୍ଟ
ସତ୍ତ୍ସ୍ଵାଂ ସ ସେତୁବିଧିତଃ । ‘ଏଷାଂ’ ଭୂବାଦୀନାଂ, ‘ଲୋକାନାମ୍’
‘ଅସନ୍ତେଦ୍ୟାୟ’ ଅବିଦୀରଣାୟ ଅବିନାଶାୟେତ୍ୟତ୍ୱ । ‘ନ ଏନଃ ସେତୁଃ’
ବ୍ରଙ୍ଗାଆନମ୍, ‘ଅହୋରାତ୍ରେ’ ସର୍ବସ୍ତ ଜନିମତଃ ପରିଚ୍ଛେଦକେ, ‘ତରତଃ’ ।
ଯଥା ଅଙ୍ଗେ ସଂସାରିଣଃ କାଳେନ ଅହୋରାତ୍ରାଦି-ଲକ୍ଷ୍ମଣେନ ପରିଚ୍ଛେଷ୍ଟାଃ,
ନ ତଥା ଅଯଃ କାଳ ପରିଚ୍ଛେଷ୍ଟଃ । ଏନଃ ‘ନ ଜରା’ ତରତି ପ୍ରାପ୍ନୋତି,
ତଥା ‘ନ ମୃତ୍ୟାଃ, ନ’ ତୁ ‘ଶୋକଃ’ ॥ ୯ ॥

ତିନି ଏଇ ଲୋକ-ଭଙ୍ଗ-ନିବାରଣର୍ଥେ ସେତୁ-ସ୍ଵରୂପ ହଇଯା
ସମୁଦ୍ରାୟ ଧାରଣ କରିତେଛେନ । ମେଟେ ସେତୁ-ସ୍ଵରୂପ ପରବ୍ରଙ୍ଗ
ଅହୋରାତ୍ରେର ପରିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ନହେନ, ଏବଂ ଜରା-ମୃତ୍ୟ-ଶୋକଓ
ଝାହାକେ ଅଧିକାର କରିତେ ପାରେ ନା ॥ ୯ ॥

ସମୁଦ୍ରାର ଲୋକ ନା ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହଇଯା ଯାଏ, ଏଇ ହେତୁ ତିନି ସକଳକେ

ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। তিনি নিত্য বস্ত ; তিনি অমুক দিবসে জন্মিয়াছিলেন, এতদিন বর্তমান আছেন, অমুক দিবস পর্যন্ত থাকিবেন, এ প্রকার অহোরাত্র দ্বারা ঝঁহাকে পরিমাণ করা যায় না। তিনি নির্বিকার ; স্মৃতরাং জরা-শোকও ঝঁহাকে অধিকার করিতে পারে না। যিনি কালের শষ্টী ও আশ্রয় এবং নিয়ন্ত্রা, কাল ঝঁহাকে কি প্রকারে অতিক্রম করিবেক। যাহার শরণাপন্ন হইলে জরা মৃত্যু শোক হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়, সেই অমৃত-স্বরূপকে জরা মৃত্যু কি প্রকারে অধিকার করিবেক ॥ ৯ ॥

১২৬

য আত্মাহপহতপাপ্যা বিজরোবিমৃত্যবিশোকে—
বিজিষৎসোহপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসকলঃ ।
সোহন্ত্বেষ্টব্যঃ স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ । স সর্বাগ্র
লোকানাপ্নোতি সর্বাগ্র শ কামান্ ঘন্তমাত্মানমনু-
বিদ্য বিজানাতি ॥ ১০ ॥

‘যঃ’ ‘আত্মা’ ব্রহ্মাত্মা ; ‘অপহতপাপ্যা, বিজরঃ, বিমৃত্যঃ, বিশোকঃ’ ; ‘বিজিষৎসঃ’,—জ্ঞিষৎসা অভূম্ ইচ্ছা, তদ্ব-রহিতঃ ; ‘অপিগ্রাসঃ’ পিপাসাবজ্ঞিতঃ ; ‘সত্যকামঃ সত্যসংকলঃ’ । ‘সঃ অন্ত্বেষ্টব্যঃ, সঃ বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ’ । কিং তন্ত্রান্বেষণাং বিজিজ্ঞাসনাচ্চ শ্রাণ ? ইত্যচ্যতে, ‘সঃ’ ‘সর্বান্ত লোকান্ আপ্নোতি’, ‘সর্বান্ত কামান্’, ‘যঃ তম্’ ‘আত্মানং’ ব্রহ্মাত্মানম্, ‘অনুবিদ্য’ অন্বিষ্য ‘বিজানাতি’ ॥ ১০ ॥

যে পরমাত্মা পাপশূণ্য এবং অজর, অমর, অশোক
ও শুৎ-পিংপাসা-বজ্জিত, এবং সত্যকাম ও সত্যসঙ্গ,
তাহাকে অন্বেষণ করিবেক, এবং তাহাকেই বিশেষ-
রূপে জানিতে ইচ্ছা করিবেক। যিনি পরমাত্মাকে
অন্বেষণ করিয়া জানিতে পারেন, তাহার সকল লোক
প্রাপ্তি হয়, এবং সকল কামনা সিদ্ধ হয় ॥ ১০ ॥

আমরা অপূর্ণ ভ্রান্ত পাপাক্রান্ত জীব হইরা যে সেই পাপশূণ্য
পরিশুল্ক পরিপূর্ণ সত্য অক্ষয় পুরুষকে জানিতে পারি, ইহা
আমারদের সামান্য সৌভাগ্য নহে। কিন্তু তাহাকে জানিতে
হইলে আমারদের একান্ত ইচ্ছা, যত্ন ও চেষ্টা আবশ্যিক করে।
তৃষিত মৃগ যেমন জল অন্বেষণ করে, তদ্বপ সেই খ্রিব সত্য
অক্ষত অমৃতের প্রাণী হইয়া তাহাকে অন্বেষণ করিবেক; এবং
করতলগুস্ত ফল যেমন প্রত্যক্ষ হয়, তদ্বপ তাহাকে বিশুদ্ধ
জ্ঞান দ্বারা নিঃসংশয় রূপে অতি নিকটস্থ করিয়া জানিতে
ইচ্ছা করিবেক। সংযতেন্দ্রিয় হইয়া বহু অন্বেষণ পরে তাহাকে
আপনার নির্দোষ জ্যোতিষ্য আত্মার অভ্যন্তরে আত্মার আত্মা,
প্রাণের প্রাণ, সকলের কারণ ও আশ্রয় রূপে সাক্ষাৎ জানিতে
পারিলে, তৃষ্ণার্ত মৃগ যেমন জল পাইলে পরিতৃপ্তি হয়, তদ্বপ
তিনি পরিতৃপ্তি হয়েন; তাহার সকল কামনা সিদ্ধ হয় ও ভূরাদি
সকল লোকের স্বীকৃতি প্রাপ্তি হয়; তিনি ব্রহ্মানন্দ লাভ করিয়া সকল
আনন্দ উপভোগ করেন ॥ ১০ ॥

১২৭

আকাশে বৈনাম নাম-রূপযোনির্বহিতা ।
তে যদন্তরা তদ্ব্রক্ষ তদমৃতম् ॥ ১১ ॥

‘আকাশঃ’ বৈং ব্রক্ষণঃ ‘নাম’ অভিধানম্ ; আকাশ ইবা-শরীরস্থাং স্মৃত্বাচ্চ সঃ পরমাত্মা আকাশাখ্যঃ । ‘নাম-রূপযোঃ’ ‘নির্বহিতা’ নির্বোঢ়া । ‘তে’ নামরূপে ; ‘যদন্তরা’ যদ্ব অন্তরা বিলক্ষণে ; ‘তৎ ব্রক্ষ’ । যদি তদ্ব্রক্ষ নামরূপাভ্যাং বিলক্ষণং, অস্পৃষ্টং, তথাপি তয়োনিবেোঢ়া । ‘তৎ অমৃতম্’ ॥ ১১ ॥

ব্রক্ষের নাম আকাশ । তৃনি নাম-রূপের নির্বহিতা ; এবং সেই নাম-রূপ যাহা হইতে ভিন্ন, তিনি ব্রক্ষ, তিনি অমৃত ॥ ১১ ॥

মন যখন ব্রক্ষের মেট অনন্ত ভাব অমৃতব করে, বাক্য তখন তাহা ব্যক্ত করিতে গিয়া তাহার নাম আকাশ দেয় । বাস্তবিক তাহার কোন নাম নাই এবং রূপও নাই ; নাম-রূপ-বিশিষ্ট যাবতীয় পদার্থ তাহা হইতে স্ফুট হইয়া তাহারই আশ্রয়ে পালিত হইতেছে ॥ ১১ ॥

১২৮

নৈব বাচ্য ন মনসা প্রাপ্তু শক্যান চক্ষুষা ।
অস্তীতি ক্রুবতোহন্ত্র কথং তচ্ছপলভ্যতে ॥ ১২ ॥

‘ন এব বাচা, ন মনসা, ন চক্ষুমা’ নাত্তেরপি ইঙ্গীয়েঃ, ‘আপ্তং শক্যঃ’ শক্যতে কেনচিং। তত্ত্বাঃ ‘অস্তি ইতি ত্রুততঃ’ অস্তি-বাদিনঃ আগমাৰ্থাঙ্গসারিণঃ শ্রদ্ধানাং। ‘অন্তঃত্র’ নাস্তিক-বাদিনি; নাস্তি জগতো মূলং ত্রুত, নিরস্তুয়ম্ এবেদং কার্যাম্, ইতি মন্ত্রমানে বিপরীত-দর্শনি; ‘কথৎ’ ‘তৎ’ ত্রুত ‘উপলভ্যতে’? ন কথক্তন উপলভ্যতে ॥ ১২ ॥

তিনি বাক্য দ্বারা, কি মনের দ্বারা, কি চক্ষুং দ্বারা, কাহারও কর্তৃক কদাপি আপ্ত হন না। যে ব্যক্তি বলে যে তিনি আছেন, তত্ত্বে অন্ত ব্যক্তি দ্বারা তিনি কি প্রকারে উপলব্ধ হইবেন ॥ ১২ ॥

পরমেশ্বরের স্বরূপ অদৃশ্য, অনিক্রিচনীয়, অচিন্ত্য। তাঁহাকে চক্ষু দ্বারা, অথবা বাক্য দ্বারা, অথবা মন দ্বারা উপলব্ধি করা যায় না। তাঁহাকে কেবল এক আত্ম-প্রত্যয় দ্বারা আপ্ত হওয়া যায়। আমরা আপনারদিগকে অপূর্ণ ও পরতন্ত্র বলিয়া যে বিশ্বাস করিতেছি, তাঁহার অস্তভূত এই বিশ্বাস আছে যে এক পূর্ণ ও স্বতন্ত্র পদার্থ আছেন; যেহেতু যদি এক পূর্ণ ও স্বতন্ত্র পদার্থ না থাকেন, তবে আমারদিগকে অপূর্ণ ও পরতন্ত্র বলিয়া বিশ্বাস করিবার কোন ভূমি নাই। পরতন্ত্র ও অপূর্ণ পদার্থের অস্তিত্ব দ্বারা এক স্বতন্ত্র পূর্ণ পদার্থের অস্তিত্ব বুঝায়। এই বিশ্বাস স্বতঃসিক্ত যেহেতু পরৌক্তা-সাপেক্ষ নহে। সকলের আজ্ঞাতে এই স্বাভাবিক আত্ম-প্রত্যয় আছে যে, পরতন্ত্র ও অপূর্ণ পদার্থের অষ্টা ও আশ্রয় এক স্বতন্ত্র ও পূর্ণ পুরুষ আছেন। পরে যখন এ

বিষয়ে সংশয় হয়, তখনই বুদ্ধি ও বিচার উপস্থিত হয়। কিন্তু সেই বিচারের পরেও এই সিদ্ধান্ত হয় যে, বাক্য মনের অৃতীত জ্ঞান-গোচর এক স্বতন্ত্র পূর্ণ পুরুষ আছেন; যে হেতু যথন আমারদের নিষ্ঠাল জ্ঞানে সত্য সুন্দর মঙ্গল পুরুষ প্রকাশ পান, তখন আচ্ছ-প্রত্যয় তাহার অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপিত করে। এই আচ্ছ-প্রত্যয়ের প্রতি সংশয় করিতে গেলে একেবারে বুদ্ধির মূল ছেদন করা হয়, এবং মহাদ্বয়ে ভ্রান্ত হইতে হয়। তাহা হইলে আপনার অস্তিত্বে, বাহু বস্ত্রের অস্তিত্বে, এবং কার্য-কারণের অস্তিত্বে, সংশয় জন্মিয়া বুদ্ধি একেবারে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। যিনি আচ্ছ-প্রত্যয়ের উপর নির্ভর না করেন, তিনি কখনো জ্ঞান-গোচর নিত্য সত্য মঙ্গল-স্বরূপ সর্বব্যাপী সর্বাশ্রয় সর্বশক্তিমান् পূর্ণ পুরুষকে নিঃসংশয়-রূপে বিশ্বাস করিতে পারেন না; প্রতি তরঙ্গে তিনি অস্তি হন, এবং ঈশ্঵র-সহবাস-জনিত সুনিষ্ঠালা শাস্তি তিনি কদাপি লাভ করিতে পারেন না। আচ্ছ-প্রত্যয়ের উপর নির্ভর করিয়া যে ব্যক্তি বলে যে তিনি আছেন, তদ্বিগ্ন অস্ত ব্যক্তির দ্বারা তিনি কখনই উপলব্ধ হয়েন না ॥ ১২ ॥

129

যদৈতমলুপশ্যত্যাজ্ঞানং দেবমঞ্জসা ।

ঈশ্বানং ভূতভব্যম্য ন ততো বিজুগ্রপ্সতে ॥ ১৩ ॥

‘মদা’ যশ্মিন् কালে, ‘এতম্’ ‘আচ্ছানৎ’ ব্রহ্মাজ্ঞানৎ, ‘দেবৎ’ শ্রোতুনবস্তৎ, ‘ঈশ্বানম্’ ঈশিতারং, ‘ভূতভব্যস্ত’ কালঅম্বস্ত’ ‘অঞ্জসা’

ସାକ୍ଷାৎ, ‘অମୁପଶ୍ଚତି’; ତଦା ‘ତତଃ’ ତସ୍ମାଦ୍ ଈଶାନାଂ ଦେବାଃ;
ସ୍ଵକୀୟାଅନାଂ ‘ନ’ ‘ବିଜୁଗୁପ୍ତସତେ, ବିଶେଷେଣ ଜୁଗୁପ୍ତସତେ,
ଗୋପାମ୍ବିହୁମ୍ ଇଚ୍ଛିତି ॥ ୧୦ ॥

ଯିନି ସଥନ ପ୍ରକାଶବାନ୍, ଭୃତ ଭବିଷ୍ୟତେର ନିୟମ୍ତ୍ତା,
ପରମାଦ୍ୟାକେ ସାକ୍ଷାଂ ଦେଖେନ, ତିନି ତଥନ ଆର ଆପନାକେ
ତ୍ବା ହଠତେ ଗୋପନ ରାଖିତେ ଇଚ୍ଛା କରେନ ନା ॥ ୧୦ ॥

ମେ ବ୍ୟକ୍ତି ପାପ-କର୍ମେ ଲିପ୍ତ ଥାକେ, ମେହି ଆପନାକେ ଗୋପନ
ରାଖିତେ ଇଚ୍ଛା କରେ ; କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପନାକେ ଅନ୍ୟେର ନିକଟେ ଅତ୍ୟନ୍ତ
ଗୋପନ କରା ଯାଏ, ତଥାପି ସକଳେର ଅଶ୍ରାଦ୍ୟା ସର୍ବଦୃକ୍ ପୁରୁଷେର ନିକଟେ
କଥନଇ ଗୋପନ କରିତେ ପାବୁଏ ଯାଏ ନା । ଯିନି ପ୍ରକାଶବାନ୍, ଭୃତ-
ଭବିଷ୍ୟତେର ନିୟମ୍ତ୍ତା ପରମାଦ୍ୟାକେ କରତଳ-ଗନ୍ତୁ ଆମଲକ ଫଳେର ଗ୍ରାୟ
ମହଞ୍ଜେ ସାକ୍ଷାଂ ଦେଖେନ, ତିନି ଆର କୋନ ଦୋଷେ ଲିପ୍ତ ହଇତେ ଇଚ୍ଛା
କରେନ ନା ; ଶୁତ୍ରାଂ ଆପନାକେଓ ତ୍ବା ହଇତେ ଗୋପନ ରାଖିତେ
ଇଚ୍ଛା କରେନ ନା । ମୋହ-ବଶତଃ ଯଦି ତିନି କଥନୋ କୋନ ଦୋଷେ
ଲିପ୍ତ ହୁଁନେ, ତବେ ତିନି ତ୍ବାବ ନିକଟ ହଇତେ ତାହା ଗୋପନ ରାଖିତେ
ଇଚ୍ଛା କରେନ ନା ; କିନ୍ତୁ ମେହି ଦୋଷ ହଇତେ ଉକ୍ତାର ହଇବାର ଜଗ୍ତ
ସରଳ ହୁଅୟେ, ମନ୍ତ୍ରାପିତ ତିକ୍ତେ, ତ୍ବାର ନିକଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେନ, ଏବଂ
ତିନି ତ୍ବାକେ ତାହା ହଇତେ ମୁକ୍ତ କରେନ ॥ ୧୦ ॥

পঞ্চদশোঠধ্যায়ঃ

১৩০

না বিরতো দুশ্চরিতাম্বান্তে নাসমাহিতঃ ।

নাশান্তমানসোবাপি প্রজ্ঞানেন মাপ্যুয়াৎ ॥ ১ ॥

‘ন’ ‘দুশ্চরিতাং’ পাপকর্মণঃ, ‘অবিরতঃ’ অমুপরতঃ; ‘ন’ অপি ইঙ্গি-লৌল্যাং ‘অশান্তঃ’; ‘ন’ অপি ‘অসমাহিতঃ’ অনেকাগ্রমনাঃ, বিক্ষিপ্তচিত্তঃ। ‘ন’ বা অপি ‘অশান্তমানসঃ’ কর্মফলাগ্রিভ্যাং; কেবলং ‘প্রজ্ঞানেন’ ‘এনং’ ব্রহ্মাত্মানম্, আপ্যুয়াৎ’। যন্ত দুশ্চরিতাং বিরতঃ, ‘ইঙ্গি-লৌল্যাঙ্গ সমাহিত-চিত্তঃ, কর্মফলাং অপূর্ণশান্তমানসম্ভাচার্যাবান्, সঃ প্রজ্ঞানেন পরং ব্রহ্ম প্রাপ্নোতি ॥ ১ ॥

যে ব্যক্তি দুষ্কর্ম হইতে বিরত হয় নাই, ইঙ্গি-চাঞ্চল্য হইতে শান্ত হয় নাই, যাহার চিত্ত সমাহিত হয় নাই, এবং কর্ম-ফল-কামনা প্রযুক্ত যাহার মন শান্ত হয় নাই, সে ব্যক্তি কেবল জ্ঞান মাত্র দ্বারা পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হয় না ॥ ১ ॥

প্রিয়তম পরমাত্মাকে জানিলাম, কিন্তু তাঁহাতে মনঃসমাধানের এবং তাঁহার সহিত আধ্যাত্ম ঘোগের বিমল আনন্দ কখনো আস্বাদ করিলাম না; তাঁহাকে মহৎ ও বিশুদ্ধ জানিয়াও আপনার

ଚରିତ୍ରକେ ମହେ ଓ ବିଶୁଦ୍ଧ କରିଯା ତୀହାର ସହବାସେର ଉପଯୁକ୍ତ ହଇଲାମ ନା ; ତୀହାକେ ଆଗରା ନିୟମତା ଓ ବିଧାତା ଜାନିଯାଓ ତୀହାର ପ୍ରଦଶିତ ପୁଣ୍ୟପଥେ କଥନେ ବିଚରଣ କରିଲାଗ ନା ; କେବଳ ସ୍ଵାର୍ଥପରତାକେ ଚରିତାର୍ଥ କରିବାର ନିମିତ୍ତେଇ ଆଜନ୍ମ କାଳ ନିୟୁକ୍ତ ରହିଲାମ ; ତବେ ତୀହାକେ ଆପ୍ନ ହଇବାର ଆର କି ସମ୍ଭାବନା ରହିଲ ? ॥ ১ ॥

131

ଶ୍ରେଯଶ୍ଚ ପ୍ରେୟଶ୍ଚ ମନୁଷ୍ୟମେତଣେ
ସଂପରୀତ୍ୟ ବିବିନ୍ଦି ଧୀରଃ ।

ତଯୋଃ ଶ୍ରେଯ ଆଦଦାନମ୍ୟ ସାଧୁ ଭବତି
ହୀୟତେର୍ଥାଏ ସତ୍ତ୍ଵ ପ୍ରେୟୋବ୍ଲାଣୀତେ ॥ ২ ॥

‘ଶ୍ରେଯଃ’ ନିଃଶ୍ରେଯସଂ ‘ଚ’, ‘ପ୍ରେୟଃ’ ପ୍ରେୟତରଂ ‘ଚ’, ‘ମନୁଷ୍ୟମ्’ ‘ଏତଃ’ ଆପ୍ନୁତଃ । ‘ତୋ’ ଶ୍ରେଯଃ-ପ୍ରେୟଃ-ପଦାର୍ଥେ । ‘ସଂପରୀତ୍ୟ’ ସମ୍ଯକ୍ ପରିଗମ୍ୟ, ସମ୍ଯଙ୍ଗ ମନ୍ମାଲୋଚ୍ୟ । ଶ୍ରୁତିଭାବରେ ‘ବିବିନ୍ଦି’ ପୃଥକ୍ କରେନ୍ତି, ‘ଧୀରଃ’ ଧୀମାନ୍ । ବିବିଚ୍ୟ ଚ, ‘ତଯୋଃ’ ‘ଶ୍ରେଯଃ’ ‘ଆଦଦାନମ୍ୟ ଉପାଦାନଂ କୁର୍ବିତଃ ; ‘ସାଧୁ’ ଶୋଭନଂ ଶିବଂ ‘ଭବତି’ ‘ସତ୍ତ୍ଵ ଉ’ ସମ୍ମତ, ‘ପ୍ରେୟଃ’ ‘ବୁଣୀତେ’ ଉପାଦାନେ, ମୋହଦୂରଦଶୀ ବିମୃତଃ ‘ହୀୟତେ’ ବିଯୁଜ୍ୟତେ, ‘ଅର୍ଥାଏ’ ପୁରୁଷାର୍ଥାଏ, ପାରମାର୍ଥିକାଏ ପ୍ରୋଜନାଂ ନିତ୍ୟାଏ ॥ ২ ॥

ଶ୍ରେଯ ଓ ପ୍ରେୟ ମନୁଷ୍ୟକେ ଆପ୍ନ ହ୍ୟ ; ତିନି ସମ୍ଯକ୍ ବିବେଚନା କରିଯା ଏହି ଛୁଟିକେ ପୃଥକ୍ କରେନ । ଇହାର ମଧ୍ୟ ସିନି ଶ୍ରେଯକେ ଗ୍ରହଣ କରେନ । ତୀହାର ମଙ୍ଗଳ ହ୍ୟ ; ଆର

যিনি প্রেয়কে গ্রহণ করেন, তিনি পরমার্থ হইতে অষ্ট
হন ॥ ২ ॥

ঈশ্বরের পথ অবলম্বন করা শ্রেয়, আর সংসারের স্মৃথি নিমগ্ন
হওয়া প্রেয় । কখনো ঈশ্বরের পথ অবলম্বন করিতে স্পৃহা হয়,
কখনো সাংসারিক স্মৃথি মনকে আকর্ষণ করে । ইহার মধ্যে যিনি
ঈশ্বরের পুঁথ অবলম্বন করেন, তাঁহার পরম মঙ্গল হয় ; আর যিনি
সাংসারিক স্মৃথি নিমগ্ন থাকেন, তিনি কদাপি সেই পরম পবিত্র
ব্রহ্মানন্দ লাভের উপযুক্ত হন না । যিনি ঈশ্বরকে প্রীতি করেন,
তিনি সেই পরম প্রেমাস্পদের অভিপ্রেত কার্য বলিয়া সাংসারিক
কার্য নির্বাহ করেন ; আর যিনি সংসারেতে আসক্ত থাকেন, তিনি
সাংসারিক স্মৃথির উদ্দেশে পরম মঙ্গলালয় ঈশ্বরের উপাসনা করেন ।
সংসারাসক্ত স্বার্থপর ব্যক্তি মনের সহিত কদাপি এ বাক্য বলিতে
পারেন না যে “হে পরমাত্ম ! তোমার আজ্ঞামুসারে লোকের
হিতের নিমিত্তে এবং তোমার প্রীতির নিমিত্তে সংসার-ষাঢ়া নির্বাহ
করিতে প্রবৃত্ত হই ।” যখন উৎসাহ পূর্বক এই বাক্য বলিতে পারিবে,
এবং তোমার সমুদয় কার্যের এই এক মাত্র লক্ষ্য হইবে, তখন
জানিবে যে তোমার শ্রেয়কে সম্যক্র রূপে অবলম্বন করা হইয়াছে ॥ ২ ॥

১৩২

যথাকারী যথাচারী তথা ভবতি । সাধুকারী
সাধুর্ভবতি পাপকারী পাপোভবতি । পুণ্যঃ পুণ্যেন
কর্মণা ভবতি পাপঃ পাপেন ॥ ৩ ॥

যথା କର୍ତ୍ତୁଂ ସଥା ଚରିତୁଂ ଶୀଳମ् ଅସ୍ୟ, ମୋହରେ ମନୁଷ୍ୟ: ‘ସଥା-
କାରୀ ସଥାଚାରୀ’ । ସଃ ‘ତଥା ଭବତି’ । ‘ସାଧୁକାରୀ ସାଧୁ: ଭବତି,
ପାପକାରୀ ପାପ: ଭବତି’ । ‘ପୁଣ୍ୟ: ପୁଣ୍ୟେନ କର୍ମଗୀ ଭବତି, ପାପ:
ପାପେନ’ ॥ ୩ ॥

ମନୁଷ୍ୟ ଯେମନ କର୍ମ କରେନ, ଆର ଯେମନ ଆଚରଣ
କରେନ, ତାହାର ମେଇ ରୂପ ଗତି ହୟ; ଯିନି ସାଧୁ ‘କର୍ମ
କରେନ, ତିନି ସାଧୁ ହେଁନ, ଆର ଯିନି ପାପ କର୍ମ କରେନ,
ତିନି ପାପୀ ହେଁନ । ପୁଣ୍ୟ-କର୍ମ-ଫଲେ ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ହୟ,
ଜ୍ଞାନ ପାପ-କର୍ମ-ଫଲେ ଆତ୍ମା ପାପମୟ ହୟ ॥ ୩ ॥

ପାପ କର୍ମ ପରିତ୍ୟାଗ ଦୀର୍ଘାବ୍ଦୀ ଏବଂ ପୁଣ୍ୟ କର୍ମର ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦୀର୍ଘାବ୍ଦୀ
ଆତ୍ମାକେ ପବିତ୍ର କରିଯା ଈଶ୍ଵରେର ସହବାସ ଲାଭ କରିବେକ ॥ ୩ ॥

୧୩୩

ସତ୍ତ୍ଵବିଜ୍ଞାନବାନ୍ ଭବତ୍ୟୁକ୍ତେନ ମନ୍ମା ସଦା ।

ତ୍ୟେନ୍ଦ୍ରିୟାଣ୍ୟବଶ୍ୱାନି ଦୁଷ୍ଟାଶ୍ୱାଇବ ସାରଥେ: ॥ ୪ ॥

‘ସଃ ତୁ’ ‘ଅବିଜ୍ଞାନବାନ୍’ ଅବିବେକୀ, ‘ଭବତି’ ; ‘ଅଯୁକ୍ତେନ’
ଅପ୍ରଗୃହୀତେନ, ‘ମନ୍ମା ସଦା’ ଯୁକ୍ତୋ ଭବତି । ‘ତତ୍ତ୍ଵ’ ଅକୁଶଳମ୍ୟ
‘ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଣ୍ୟ’ ‘ଅବଶ୍ୱାନି’ ଅଶକ୍ୟ-ନିବାରଣାନି ; ‘ଦୁଷ୍ଟାଶ୍ୱା:’ ଅଦ୍ଵାତାଶ୍ୱା:
‘ଇବ ସାରଥେ:’ ଭବତି ॥ ୪ ॥

ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅବିବେକୀ ଓ ଯାହାର ମନ ଅବଶୀଳ୍ତୁତ,

তাহার ইন্দ্রিয়-সকল সারথির তুষ্ট অশ্বের শ্রায় বশে
থাকে ন। ॥ ৪ ॥

মন স্বীয় বশে না থাকিলে মেই দুর্ভাগ্য পুরুষকে ধর্মপথ হইতে
বিপথগামী করে, এবং কণ্টকময় পাপারণ্যে নিপাতিত করিয়া
তাহাকে অশ্বে যন্ত্রণাগ্রস্ত করে। অতএব কোন প্রকারে মন
ও ইন্দ্রিয় ঘেন বুদ্ধিবৃত্তির অবশীভূত ও ধর্ম শাসনের বহিভূত
না হয় ॥ ৪ ॥

১৩৪

যস্ত বিজ্ঞানবান् ভবতি যুক্তেন মনসা সদা ।

তস্যেন্দ্রিয়ানি বশ্যানি সদশ্বাইব সারথেঃ ॥ ৫ ॥

‘য়ঃ’ ‘ত্ৰ’ পুনঃ পূর্বোক্তবিপরীতঃ ‘ভবতি’, ‘বিজ্ঞানবান্’
বিবেকবান्, ‘যুক্তেন মনসা’ প্রগৃহীতমনাঃ, ‘সদা’, ‘তস্ত ইন্দ্রিয়ানি’,
‘বশ্যানি’ প্রবর্ত্তযিতুং নিবর্ত্তযিতুং বা শক্যানি, ‘সদশ্বাঃ ইব
সারথেঃ ॥ ৫ ॥

যিনি জ্ঞানবান् এবং স্ববশ-চিত্ত, তাহার ইন্দ্রিয়-
সকল সারথির বশীভূত অশ্বের শ্রায় বশে থাকে ॥ ৫ ॥

যাহার ইন্দ্রিয় সকল বুদ্ধি-বৃত্তির অধীন, তাহাকে তাহার
ঈশ্বর-প্রতিষ্ঠিত ধর্ম-পথে লইয়া যায়, এবং তাহার অতীব কল্যাণ
সাধন করে ॥ ৫ ॥

১৩৫

যস্তୁ ବିଜ୍ଞାନବାନ् ଭବତ୍ୟମନକ୍ଷଃ ସଦାଶୁଣ୍ଡିଚିଃ ।

ନ ସ ତୃ ପଦମାପୋତି ସଂସାରକ୍ଷାଧିଗଛୁତି ॥ ୬ ॥

‘ସଃ ତୁ ଅବିଜ୍ଞାନବାନ् ଭବତି’ ‘ଅମନକ୍ଷଃ’ ଅପ୍ରଗୃହୀତମନକ୍ଷଃ,
ମତତ ଏବ ‘ସଦା, ଅଶୁଣ୍ଡିଚିଃ’ । ‘ନ ସଃ’, ‘ତୃ’ ବ୍ରକ୍ଷ, ଯେ ପରଂ ‘ପଦଂ,
ଆପୋତି, ସଂସାରଂ ଚ ଅଧିଗଛୁତି’ ॥ ୬ ॥ . .

ଯିନି ଅଜ୍ଞ ଓ ଅବଶ-ଚିନ୍ତ ଏବଂ ସର୍ବଦୀ ଅଶୁଣ୍ଡି, ତିନି
ମେହି ବ୍ରକ୍ଷ-ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହନ ନା, କିନ୍ତୁ ସଂସାର ଗତିକେଇ
ପ୍ରାପ୍ତ ହନ ॥ ୬ ॥

ଯିନି ଈଶ୍ଵରେର ବିଶ୍ଵକ୍ରମ ସ୍ଵର୍ଗପ ଜୀବନେନ ନା, ଯିନି ଆପନାର ମନକେ
ସ୍ମୀଯ ବଶେ ରାଖିତେ ପାରେନ ନା, ଯିନି ପାପ-ଚିନ୍ତା, ପାପାଳାପ,
ପାପାହୁର୍ତ୍ତାନ ଦ୍ୱାରା ସର୍ବଦୀ ଅପବିତ୍ର ଥାକେନ, ତିନି ସଂସାରେର କୁଟିଲ
ପଥେତେଇ ଭ୍ରମଣ କରେନ ; ସଂସାରେର ପାର ଯେ ଅଭୟ ବ୍ରକ୍ଷପଦ, ତାହା
ପ୍ରାପ୍ତ ହନ ନା ॥ ୬ ॥

১৩৬

ଯସ୍ତୁ ବିଜ୍ଞାନବାନ୍ ଭ୍ରବତି ସମନକ୍ଷଃ ସଦା ଶୁଣ୍ଡିଚିଃ ।

ସ ତୁ ତୃପଦମାପୋତି ସମ୍ମାଂ ଭୂଯୋନ ଜୀଯତେ ॥ ୭ ॥

‘ସଃ’ ତୁ ବିଜ୍ଞାନବାନ୍ ଭ୍ରବତି’, ‘ସମନକ୍ଷଃ’ ଯୁଦ୍ଧମନାଃ, ‘ସଦା ଶୁଣ୍ଡିଚିଃ’ ।
‘ସଃ’ ତୁ ତୃପଦଂ ଆପୋତି’, ‘ସମ୍ମାଂ’ ଆପ୍ତାଂ ପଦାଂ ପ୍ରଚ୍ଯାତଃ ସମ୍ମ
‘ଭୂଯଃ’ ପୁନଃ, ‘ନ ଜୀଯତେ’ ସଂସାରେ ॥ ୭ ॥

যিনি জ্ঞানবান्, স্ববশ ও সর্ববদা শুল্কচিত্ত, তিনি
সেই ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হন, যাহা হইতে তাহার আর
প্রচুরতি হয় না ॥ ৭ ॥

যিনি ধর্মকে আশ্রয় করিয়া বিশুল্ক-চিত্ত হয়েন, ধর্ম তাহার
পরম বন্ধু হইয়া তাহাকে ব্রহ্ম-রূপ নিকেতন লইয়া যান,—যেখান
হইতে তাহার আর প্রচুরতি হইয়া অধোগতি হয় না, কিন্তু অনন্ত
উন্নতিহীন তিনি লাভ করিতে পারেন ॥ ৭ ॥

১৩৭

বিজ্ঞানসারথিষ্ঠ মনঃ প্রগ্রহবান্নরঃ ।

মোহধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণওঃ পরমং পদম্ ॥ ৮ ॥

‘ঘঃ ত্ৰ’ ‘বিজ্ঞানসারথিঃ’ বিজ্ঞানং সারথিষ্ঠেতি ; ‘মনঃপ্রগ্রহবান্’
প্রগৃহীতমনঃ ; ‘নৰঃ’ বিদ্বান् । ‘সঃ’ ‘অধ্বনঃ’ সংসারগতেঃ ; ‘পারং’
পরম এবাদিগন্তব্যম্ ; ‘আপ্নোতি’ ; ‘তৎ’ ‘বিষণ্ণঃ’ ব্যাপনশীলস্ত
ব্রহ্মগঃ পরমাহ্ননঃ ; ‘পরমং, প্রকৃষ্টঃ ‘পদং’ স্থানম্ ॥ ৮ ॥

বিজ্ঞান যাহার সারথি ও মনোরূপ রজু যাহার
বশীভূত, তিনি সংসার-পার সর্বব্যাপী পরব্রহ্মের পরম
স্থান প্রাপ্ত হয়েন ॥ ৮ ॥

যিনি আপনার মনকে জ্ঞান ও ধর্মের বশীভূত করেন, তিনি
সংসারের দুর্জয় মোহ হইতে মুক্ত হইয়া সর্বব্যাপী পরব্রহ্মকে লাভ
করেন ॥ ৮ ॥

୧୩୮

ତଦ୍ କିଷୋଃ ପରମଂ ପଦଂ ସଦା ପଶ୍ୟନ୍ତି ସୂରୟଃ ।
ଦିବୀରେ ଚକ୍ରରାତତଂ ॥ ୯ ॥

‘ତଦ୍’ ‘ବିଷୋଃ’ ବ୍ୟାପନଶୀଳତ୍ତ ବ୍ରକ୍ଷଣଃ, ‘ପରମଂ’ ଉତ୍କଳ୍ପଂ, ‘ପଦଂ’ ସ୍ଥାନଂ, ‘ସଦା’ ସର୍ବଦା, ‘ପଶ୍ୟନ୍ତି’ ‘ସୂରୟଃ’ ବ୍ରକ୍ଷବିଦଃ । ‘ଦିବି’ ଆକାଶେ, ‘ଇବ’ ସଥା, ‘ଆତତଂ’ ବିନ୍ଦୁତଂ ବନ୍ଧୁଜାତଂ, ‘ଚକ୍ରଃ’ ବିରୋଧାଭାବେନ ବିଶଦଂ ପଶ୍ୟତି ॥ ୯ ॥

ଚକ୍ର ଯେମନ ଆକାଶେ ବିନ୍ଦୁତ ବନ୍ଧୁକେ ଦର୍ଶନ କରେ,
ବ୍ରକ୍ଷବିଦେରା ମେହିକୁପ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ପରବ୍ରକ୍ଷେର ମେହି ପରମ
ସ୍ଥାନକେ ସର୍ବଦା ଦର୍ଶନ କରେନ ॥ ୯ ॥

ଏହି ଆକାଶମୁଦ୍ରା ଦୀର୍ଘ ପ୍ରଷ୍ଠେ ବିନ୍ଦୁତ ବନ୍ଧୁ-ମକଳ ଯେମନ ଆମରା ଚକ୍ର
ଉତ୍ତମୀୟନ କରିଲେଇ ଦେଖିତେ ପାଇ, ମେହି କୁପ ପରବ୍ରକ୍ଷକେ ଈଶ୍ଵରପରାମରଣ
ଧୀରେରା ଏକାଗ୍ର-ଚିତ୍ତ ହଇୟା ବିନ୍ଦୁକ ଜ୍ଞାନ-ନେତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଆପନ ଆପନ
ଆତ୍ମାର ଅଭ୍ୟନ୍ତରେ ଦର୍ଶନ କରେନ । ସେହେତୁ ଆତୁକୁପ ଉଜ୍ଜ୍ଵଳ କୋଷଟେ
ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ପରବ୍ରକ୍ଷେର ପରମ ସ୍ଥାନ ; ପ୍ରତି ଜନେର ଆତ୍ମାଇ ତୀହାର ପ୍ରକଳ୍ପ
ଆସନ ॥ ୯ ॥

୫

୧୩୯

ଅନନ୍ଦାନାମ ତେ ଲୋକାଅକ୍ଷେନ ତମସାବୃତାଃ ।
ତାତ୍ପରେ ପ୍ରେତ୍ୟାଭିଗଛନ୍ତି ଅବିଦ୍ୱାତ୍ସୋହବୁଧେ
ଜନାଃ ॥ ୧୦ ॥

‘অনন্তাঃ’ অনানন্দাঃ অমুথাঃ, ‘নাম তে লোকাঃ’, ‘অঙ্গেন’
অদর্শনলক্ষণেন ; ‘তমসা আবৃত্তাঃ’ তমসা অঙ্গানেন আবৃত্তাঃ
ব্যাপ্তাঃ। ‘তান্’ লোকান्, ‘তে’ ‘প্রেত্য’ মৃত্বা. ‘অভিগচ্ছস্তি’
অভিযস্তি। কে ? যে ‘অবিদ্বাংসঃ’ ব্রহ্মাবগমবজ্জিতাঃ, ‘অবুধঃ’
অবুধাঃ হর্বুক্ষয়োহযুক্তমনসঃ ‘জনাঃ’ ॥ ১০ ॥

ত্বর্ব্যুক্তি অজ্ঞান ব্যক্তিরা মৃত্যুর পরে সেই সমুদয়
লোক প্রাপ্ত হয়, যে সকল লোক আনন্দ-শূন্য এবং
নিবিড় অঙ্গকারে আবৃত ॥ ১০ ॥

যাহারা এই ভূলোকে জ্ঞান ও ধর্ম উপার্জনের প্রতি অবহেলা
করিয়া পবিত্র ব্রহ্মানন্দ উপভোগ না করিল, মৃত্যুর পরে তাহারদের
জ্ঞানযন্ত্র আনন্দময় লোক হইতে বহুরে থাকিতে হইবে। যে
অমুসারে যে লোকে জ্ঞান-ধর্ম-সহকারে ব্রহ্মানন্দ উপভোগ হইবেক,
সেই অমুসারে উৎকৃষ্ট গতি হইবেক। অতএব এখানে থাকিয়াই
যুক্তমনা ও পবিত্র হইয়া ঈশ্঵রের সহিত সম্বন্ধ নিবন্ধ করিবেক ;
উৎকৃষ্ট গতি প্রাপ্ত হইবার আর অন্য উপায় নাই ॥ ১০ ॥

ଷୋଡ଼ଶୋହିଧ୍ୟାୟ

୧୪୦

ଶାନ୍ତୋଦାସ୍ତ ଉପରତସ୍ତିତିକୁଃ ସମାହିତୋଭୂତୀ
ଆୟନ୍ୟେବାଆନଂ ପଞ୍ଚତି ॥ ୧ ॥

‘ଶାନ୍ତଃ’ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଲୌଳାଂ ଉପଶାନ୍ତଃ ; ‘ଦାସ୍ତଃ’ ସ୍ଵକ୍ଷମନାଃ ; ‘ଉପରତଃ’
ବିନିଶ୍ୱରକୁଃ ; ‘ତିତିକ୍ଷଃ’ ଦ୍ଵନ୍ଦ୍ଵମହିକୁଃ ; ଏକାଗ୍ରକମ୍ପେଣ ‘ସମାହିତଃ
ଭୂତୀ’ ; ‘ଆୟନି’ ଜୀବାୟନି ; ‘ଏବ’ ‘ଆୟନଂ’ ପରମାଆନଂ ସ୍ଵଯତ୍ତୁବଂ ;
‘ପଞ୍ଚତି’ ବ୍ରଙ୍ଗବିଂ ॥ ୧ ॥

ବ୍ରଙ୍ଗବିଂ ବ୍ୟକ୍ତି ଶାନ୍ତ, ଦାସ୍ତ, ଉପରତ, ତିତିକ୍ଷ ଓ
ସମାହିତ ହଟିଯା ଆପନାତେଇ ପରମାଆକେ ଦୃଷ୍ଟି
କରେନ ॥ ୧ ॥

এক ଦିକେ ସାଂମାରିକ ସୁଖେର କାମନା, ଆର ଦିକେ ଈଶ୍ଵରଲାଭେର
ଶୃହା । ଯେ ପରିମାଣେ ସାଂମାରିକ ସୁଖେର କାମନା ଥର୍ବ ହୟ, ସେଇ
ପରିମାଣେ ଈଶ୍ଵର-ଲାଭେର ଶୃହା ପ୍ରଦୌପ୍ତ ହଇତେ ଥାକେ । ଈଶ୍ଵର-ଶୃହା
ପ୍ରଦୌପ୍ତ ହଟିଲେ ବୁଦ୍ଧି ତଥନ ଝାହାକେ ଅନୁମନ୍ତାନ କରେ ; ଏବଂ ଅନୁମନ୍ତାନ
କରିଯା ଯଥନ ମେଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ-ସ୍ଵରୂପକେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୟ, ତଥନ ଝାହାକେ ସର୍ବତ୍ର
ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖେ । ବ୍ରଙ୍ଗବିଂ ବ୍ୟକ୍ତି ଜ୍ଞାନ-ପ୍ରସାଦେ ବିଶ୍ଵନ୍ତ ହଟିଯା ସେଇ
ସତ୍ୟର ସତ୍ୟ, ପ୍ରାଣେର ପ୍ରାଣ, ଚେତନେର ଚେତନ, ମଙ୍ଗଳ-ସ୍ଵରୂପକେ ଆପନାର
ଅନ୍ତରେ ସ୍ଵାମୀ ଆୟାତେଇ ଦୃଷ୍ଟି କରେନ, ଏବଂ କୃତାର୍ଥ ହଟିଯା ପରମ ପବିତ୍ର

ବ୍ରକ୍ଷାନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରେନ । ସେଇ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁରୁଷ ଆମାରଦିଗେର କାହାରୁଗୁ
ନିକଟ ହିତେ ଦୂରେ ଥିଲେ, ସେଥାନେ ଆମାରଦିଗେର ଜୀବାଜ୍ଞା, ସେଇ
ଥାନେଇ ତିନି-ଶିତି କରିତେଛେନ ; ସକଳ ଭୂତ, ସକଳ ଲୋକ, ସକଳ
ଜୀବ, ତୀହାରିଇ କ୍ରୋଡ଼େ ଆଶ୍ରିତ ହଇଯା ରହିଯାଛେ । ଯତ ଦିନ ଜ୍ଞାନ-
ନେତ୍ର ନା ଅଶ୍ଫୁଟିତ ହ୍ୟ, ତତ ଦିନ ଲୋକେ ତୀହାକେ ଅତି ଦୂରଙ୍ଗ୍ରେ କରିଯା
ଜାନେ ; କିନ୍ତୁ ସୀହାର ଜ୍ଞାନ-ନେତ୍ର ପ୍ରକାଶିତ ହଇଯାଛେ, ତିନି ଶାସ୍ତ
ଦାସ୍ତ ଉପର୍ବତ ତିତିକ୍ଷୁ ଓ ସମାହିତ ହଇଯା ସ୍ଵାର୍ଥ ଆଜ୍ଞାତେଇ ତୀହାକେ
ଦେଖିତେ ପାନ ॥ ୧ ॥

୧୪୧

ନୈନଂ ପାପ୍ୟା ତରତି ସର୍ବଂ ପାପ୍ୟାନଂ ତରତି ।
ନୈନଂ ପାପ୍ୟା ତପତି ସର୍ବଂ ପାପ୍ୟାନଂ ତପତି ।
ବିପାପୋବିରଜୋହିବିଚିକିଂସୋତ୍ରାଙ୍ଗେ ଭବତି ॥ ୨ ॥

‘ନ’ ‘ଏନଂ’ ସାଧକଂ, ‘ପାପ୍ୟା’ ପାପଃ, ‘ତରତି’ ପ୍ରାପୋତି ;
ଅଯନ୍ତେ ‘ସର୍ବଂ ପାପ୍ୟାନଂ’ ‘ତରତି ଅତିକ୍ରାମତି । ‘ନ’ ଚ ‘ଏନଂ ପାପ୍ୟା’
‘ତପତି’ ତାପୟତି ; ଅଯଃ ‘ସର୍ବଂ ପାପ୍ୟାନଂ’ ‘ତପତି’ ତାପୟତି । ସଃ
‘ବିପାପଃ’ ବିଗତପାପଃ, ‘ବିରଜଃ’ ବିଗତ-ଚିତ୍ତ-ଗଲଃ ; ‘ଅବିଚିକିଂସଃ’
କରତମନ୍ତ୍ରାମଲକବ୍ର ଅନ୍ତି ବ୍ରକ୍ଷେତ୍ର ନିଶ୍ଚିତମତିଃ ; ‘ଭ୍ରାନ୍ତଃ
ଭବତି’ ॥ ୨ ॥

ପାପ ଇହାକେ ସ୍ପର୍ଶ କରିତେ ପାରେ ନା, ଇନି ସମୁଦୟ
ପାପକେ ଅତିକ୍ରମ କରେନ ; ପାପ ଇହାକେ ସନ୍ତୋପ ଦିତେ

ପାରେ ନା, ଇନି ସମୁଦୟ ପାପେର ସନ୍ତାପକ ହୟେନ । ଇନି
ନିଷ୍ପାପ, ମିଶ୍ରଳ-ଚିନ୍ତା ଓ ପରବ୍ରକ୍ଷୋର ସନ୍ତାତେ ନିଃସଂଶୟ
ହଇୟା ବ୍ରକ୍ଷୋପାସକ ହୟେନ ॥ ୨ ॥

ଯିନି ଜ୍ଞାନ-ନେତ୍ରକେ ମେଇ ବ୍ରକ୍ଷ-ରୂପ ଲକ୍ଷ୍ୟର ପ୍ରତି ଏକ ଭାବେ
ରାଖିଯା ଧର୍ମ-ପଥେ ପଦ-ଚାରଣା କରିତେଛେନ, ତୀହାକେ ପାପ ଆସିଯା
ଆଶ୍ରୟ କରିତେ ପାରେ ନା । ତିନି ପାପ ତାପ ହଇତେ ମୁକ୍ତ ହଇୟା
ବ୍ରକ୍ଷୋପାସକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୟେନ ॥ ୨ ॥

• ସମୋଦତେ ମୋଦନୀୟତ୍ ହି ଲବ୍ଧବା । ତରତି
ଶୋକଂ ତରତି ପାପ୍ୟାନଂ ଗୁହାଗ୍ରହିତ୍ୟାବିମୁକ୍ତୋହମୁତୋ
ଭବତି ॥ ୩ ॥

‘ସः’ ବିବାନ୍ ‘ମୋଦତେ’, ‘ମୋଦନୀୟଃ’ ହର୍ଷନୀୟଃ ବ୍ରକ୍ଷ, ‘ହି ଲବ୍ଧବା’ ।
‘ତରତି ଶୋକଂ’ ମାନସଂ ସନ୍ତାପଃ ଅତିକ୍ରାନ୍ତେ ଭବତି ; ‘ତରତି
ପାପ୍ୟାନମ୍’ । ‘ଗୁହାଗ୍ରହିତ୍ୟଃ’ ହଦୟାଜ୍ଞାନଗୋହଗ୍ରହିତ୍ୟଃ, ‘ବିମୁକ୍ତଃ’
ମନ୍, ‘ଅମୃତଃ ଭବତି’ ॥ ୩ ॥ ॥

ତିନି ଆନନ୍ଦନୀୟ ପରବ୍ରକ୍ଷକେ ଲାଭ କରିଯା ଆନନ୍ଦିତ
ହୟେନ, ତିନି ଶୋକ ହଇତେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୟେନ, ତିନି ପାପ
ହଇତେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୟେନ, ଏବଂ ହଦୟ-ଗ୍ରହି ସମୁଦୟ ହଇତେ
ବିମୁକ୍ତ ହଇୟା ଅମୃତ ହୟେନ ॥ ୩ ॥

সকলের শ্রেষ্ঠ, মনের এক মাত্র তৃপ্তিকর পদাৰ্থ পৱনৰূপকে লাভ
কৱিয়া তত্ত্বাত্মক ব্যক্তি অনৰ্বচনীয় সুখ সৈজোগ কৱেন।
যিনি পৱনৰূপকে লাভ কৱিয়াছেন, তিনি তাহারি ইচ্ছামুসারে
সাংসারিক কৰ্ম নির্বাহ কৱেন, ফল-কামনা-শূন্য হইয়া তাহারি
প্রতিষ্ঠিত ধৰ্ম-পথে বিচৱণ কৱিতে থাকেন, এবং স্বার্থপৱনতাকে
বিসর্জন দিয়া তাহার প্ৰিয় কাৰ্য সাধন কৱিতেই যত্নশীল থাকেন।
অতএব তিনি শোক হইতে উত্তীৰ্ণ হয়েন, পাপ হইতে উত্তীৰ্ণ হয়েন,
এবং সংসারের গোহ-পাশ হইতে বিমুক্ত হইয়া চিৱন্তন পৱনৰূপকে
নিত্য কাল অবস্থিতি কৱেন ॥ ৩ ॥

১৪০

সত্যাম প্ৰমদিতব্যং ধৰ্মাম প্ৰমদিতব্যং কুশলাম
প্ৰমদিতব্যম् ॥ ৪ ॥

‘সত্যাং’ ‘ন’ ‘প্ৰমদিতব্যং’ বিচ্ছেত্বব্যং, অনৃতং ন বক্তব্যং,
‘ধৰ্মাং ন প্ৰমদিতব্যং’; ‘কুশলাং’ মঙ্গলযুক্তাং কৰ্মণঃ, ‘ন
প্ৰমদিতব্যম্’

সত্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইবেক না, ধৰ্ম হইতে বিচ্ছিন্ন
হইবেক না, শুভ কৰ্ম হইতে বিচ্ছিন্ন হইবেক না ॥ ৪ ॥

সত্য কথা, সত্য ব্যবহাৰ, ব্ৰাহ্মধৰ্মেৰ জীবন। যাহাৱা সত্য-
শুক্রপ ব্ৰহ্মকে লাভ কৱিবাৰ ইচ্ছা কৱেন, তাহাৱা কদাপি সত্য
হইতে বিচ্ছিন্ন হইবেন না। ব্ৰহ্মপৱনামণ ব্ৰহ্মনিৰ্ণ সন্তাৰে সাধুভাৰে

সର୍ବଦା ମେହି ଧର୍ମାବହ ମଙ୍ଗଲାଳୟେର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଧର୍ମାମୁଢ଼ାନେ ତେପର ଥାକିବେନ । ଧର୍ମାମୁଢ଼ାନ ବ୍ୟତୀତ ହୃଦୟ ପବିତ୍ର ହୟ ନା, ଜୀବରେର ପ୍ରସାଦ ଲାଭ ହୟ ନା, ବ୍ରଜ-ଜ୍ଞାନ ପ୍ରକାଶ ପାଇ ନା । .ଅତଏବ ମୁମୁକ୍ଷ ବ୍ୟକ୍ତି କଦାପି ଧର୍ମ ହିତେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହିବେନ ନା । ଜୀବରେ ମଙ୍ଗଲ ଇଚ୍ଛାର ସହିତ ଆପନାର ସାଧୁ ଇଚ୍ଛାର ଯୋଗ ଦିଯା ତୀହାର ଆଦିଷ୍ଟ ସଂସାରେ ହିତ-ସାଧନ-କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରବୃତ୍ତ ନା ଥାକିଲେ ତୀହାର ମଙ୍ଗଲ ଭାବ ଆମରା ଗ୍ରହଣ କରିତେ ପାରି ନା । ଅତଏବ ଶୁଭ କର୍ମ ହିତେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହିବେକ ନା ॥ ୩ ॥

. ୧୪୪

ସତ୍ୟঃ ବଦ । ସମୁଲୋବା ଏବ ପରିଶୁଦ୍ଧ୍ୟତି
যୋ ଅନୃତମଭିବଦତି ॥ ୫ ॥

‘ସତ୍ୟঃ’ ସତ୍ୟବଚନঃ, ‘ବଦ’ । ‘ସମୁଲঃ’ ସହ ମୂଲେନ, ‘ବୈ’ ‘ଏବ,
‘ପରିଶୁଦ୍ଧ୍ୟତି’ ଶୋଷମ୍ ଉତ୍ତେପତି, ‘ସଃ’ ‘ଅନୃତମ୍’ ଅସାଧୁତାର୍ଥମ୍,
‘ଅଭିବଦତି ॥ ୫ ॥

ঃ

ସତ୍ୟ କଥା କହ ; ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ମିଥ୍ୟା କହେ, ମେ ସମୁଲେ
ଶୁକ୍ଳ ହୟ ॥ ୫ ॥

ସତ୍ୟଇ ବ୍ରଜ, ସତାଇ ଧର୍ମେର ମୂଲ ; ଅତଏବ ବ୍ରଜପରାଯଣ ସାଧୁ
ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ୟ-ବ୍ରତ ହେଯା ସତ୍ୟ କଥା କହିବେନ ଏବଂ ସତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର
କରିବେନ ॥ ୫ ॥

১৪৫

ধর্মং চর । ধর্মাং পরং নাস্তি । ধর্মং
সর্বেষাং ভূতানাং মধু ॥ ৬ ॥

‘ধর্মং’ ‘চর’ আচর । ‘ধর্মাং পরং নাস্তি’, ধর্মেণ হি সর্কে
নিয়ম্যন্তে । ‘ধর্মঃ’ সর্বেষাং নিয়ন্তা ; আগিভিরমুষ্টীয়মানকৃপশ্চ
‘সর্বেষাং ভূতানাম্’ উপকারকত্বেন ‘মধু’ ॥ ৬ ॥

ধর্মাচরণ কর, ধর্মের পর আর নাই, ধর্ম সকলেরই
পক্ষে মধু-স্বরূপ ॥ ৬ ॥

কর্তব্য-সাধনের নাম ধর্ম । আপনার প্রতি কর্তব্য কর্ম,
পিতামাতার প্রতি কর্তব্য কর্ম, স্তু পুত্রের প্রতি কর্তব্য কর্ম,
প্রতিবাসী ও বন্ধুদিগের প্রতি কর্তব্য কর্ম, প্রভুর প্রতি কর্তব্য কর্ম,
দীন দরিদ্র নিরাশ্রয়দিগের প্রতি কর্তব্য কর্ম, স্বদেশের প্রতি কর্তব্য
কর্ম, ঈশ্বরের প্রতি কর্তব্য কর্ম, এই সকল কর্তব্য-সাধনের নাম
ধর্ম । যে দেশে, যে কালে, যে অবস্থাতে, যে কর্ম করা আমারদের
কর্তব্য, ঠিক সেই দেশে, সেই কালে, সেই অবস্থাতে, সেই কর্ম
করিবার আদেশ আমারদের প্রত্যেকের শুভ বুদ্ধিতে তিনি অনুক্ষণ
প্রেরণ করিতেছেন ; আমরা তাহার সেই সকল আদেশের নিতান্ত
বশবত্তী হইয়া সত্য-পথে, ধর্ম-পথে, কল্যাণ-পথে পদ নিক্ষেপ
করিয়া চলিলে, ছিন্নশিরা হইলেও তাহার অমৃত নিকেতনে জীবন
লাইয়া উপনীত হইতে পারি ॥ ৬ ॥

146

ଆଙ୍କାର୍ଥମ୍ ଦେଇମୁ ଅଶ୍ରାଙ୍କାର୍ଥମ୍ ଅଦେଇମୁ ॥ ୭ ॥
 ସତ୍କିଞ୍ଚିଂ ଦେଇଏ ତଃ ‘ଆଙ୍କାର୍ଥ’ ଏବ ‘ଦେଇଏ’ ଦାତବ୍ୟମ୍ । ‘ଅଶ୍ରାଙ୍କାର୍ଥମ୍’
 ‘ଅଦେଇମ୍’ ॥ ୭ ॥

ଆଙ୍କାର ସହିତ ଦାନ କରିବେକ, ଅଶ୍ରାଙ୍କାର ସହିତ ଦାନ
 କରିବେକ ନା ॥ ୭ ॥

ଶୋକାବିଷ୍ଟ ହଇଯା ଦାନ କରିବେକ ନା, କିନ୍ତୁ ଆଙ୍କାର ସହିତ ଦାନ
 କରିବେକ ॥ ୭ ॥

147

ମାତ୍ରଦେବୋଭବ ପିତୃଦେବୋଭବ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଦେବୋଭବ ॥ ୮ ॥

ମାତା ଦେବୋ ସତ୍ତ୍ଵ ସଃ, ମାତ୍ରଦେବଃ ; ତ୍ରଃ ‘ମାତ୍ରଦେବଃ ଭବ’ । ଏବଃ
 ‘ପିତୃଦେବଃ ଭବ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟଦେବଃ ଭବ’ ॥ ୮ ॥

ମାତାକେ ଦେବତୁଳ୍ୟ, ପିତାକେ ଦେବତୁଳ୍ୟ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟକେ
 ଦେବତୁଳ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ॥ ୮ ॥

ସେ ପିତା ମାତା ଏହି ପୃଥିବୀତେ ଈଶ୍ଵରେର ଗନ୍ଧଲକ୍ଷପେର ପ୍ରତିକ୍ରିୟ
 ହଇଯା, ତୋହାର ପ୍ରତିନିଧି-ସ୍ଵରୂପ ହଇଯା, ଆମାରଦିଗକେ ଶ୍ଵେତ-ପୂର୍ବକ
 ରକ୍ଷଣ ଓ ପାଲନ କରିତେଛେନ, ଏବଃ ସେ ସଦ୍ଗୁରର ଉପଦେଶେ ଆମରା
 ଅଞ୍ଜନ-ଅଙ୍କକାର ହଇତେ ଯୁକ୍ତ ହଇଯା ଅଞ୍ଜର ଅମର ଅଭୟ ନିରାତିଶୟ
 ଅଙ୍କକେ ଲାଭ କରିଯାଛି, ତୋହାରଦିଗେର ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞ ହଇଯା ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ
 ଭକ୍ତି କରିବେକ ॥ ୮ ॥

୧୪୮

ସାନ୍ତୁନବଦ୍ୟାନି କର୍ମାଣି ତାନି ସେବିତ୍ବ୍ୟାନି ନୋ
ଇତରାଣି ॥ ୯ ॥

‘ଯାନି’ ‘ଅନବଦ୍ୟାନି’ ଅନିନ୍ଦିତାନି, ‘କର୍ମାଣି, ତାନି ସେବିତ-
ବ୍ୟାନି’ ତ୍ବୟା । ‘ନୋ’ ‘ଇତରାଣି’ ନିନ୍ଦିତାନି, କର୍ତ୍ତବ୍ୟାନି ॥ ୯ ॥

କଳ୍ୟାଣକର ଯେ ସକଳ କର୍ମ, ତାହାର ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିବେକ ;
ଅକଳ୍ୟାଣକର କର୍ମେର ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିବେକ ନା ॥ ୯ ॥

ସକଳ ମନ୍ତ୍ରଲାଲୟ ପରମେଷ୍ଠରେର ଶୁଭାଭିପ୍ରାୟକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଯା
ଶୁଭାକାଙ୍କ୍ଷୀ ହଇୟା ଶୁଭ କର୍ମେର ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିବେକ ; ଅଶୁଭ କର୍ମେର
ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିବେକ ନା ॥ ୯ ॥

୧୪୯

ସାନ୍ତୁଷ୍ଟାକତ୍ୱ ସୁଚରିତାନି ତାନି ତ୍ବୟାପାଞ୍ଚାନି ନୋ
ଇତରାଣି ॥ ୧୦ ॥

‘ଯାନି’ ‘ଅଞ୍ଚାକମ୍’ ଆଚାର୍ୟାଗାଂ, ‘ସୁଚରିତାନି’ ଶୋଭନାନି
ଆଚରିତାନି, ‘ତାନି’ ଏବ ‘ତ୍ବୟା ଉପାଞ୍ଚାନି’ ନିୟମେନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟାନି ।
‘ନୋ’ ‘ଇତରାଣି’ ବିପରୀତାନି ॥ ୧୦ ॥

ଆମରା ଯେ ସକଳ ସନ୍ଦାଚାର କରିଯା ଥାକି, ତୁମି
ତୃତୀୟମୁଦ୍ରାୟେର ଅନୁଷ୍ଠାନ କର ; ତତ୍ତ୍ଵିନ୍ଦ୍ର ଅନ୍ତ କର୍ମେର ଅନୁଷ୍ଠାନ
କରିଓ ନା ॥ ୧୦ ॥

ব্রহ্মবিং আচার্য উপদেশ করিতেছেন, আমরা যে সকল
সহপদেশ প্রদান করি এবং যে সকল সদাচার অঙ্গুষ্ঠান করি, তাহার
অনুবর্ত্তী হও ; অসৎ লোকদিগের কুন্টাত্তে অসৎ কর্ষে প্রবৃত্ত
হইও না ॥ ১০ ॥

১৫০

এতেরূপায়ৈর্যততে যস্ত বিষ্ণুন् তচ্ছেষ আজ্ঞা
বিশতে ব্রহ্মধাম ॥ ১১ ॥

‘এতেঃ উপায়েঃ’ পূর্বোক্তের্হেৰোপাদেয়েঃ ; ‘যততে’ প্রযত্নঃ
করোতি, যুক্তুঃ সন् ; ‘যঃ তু’ ‘বিষ্ণুন্’ ব্রহ্মবিং । ‘তস্ত’ বিছৰঃ,
‘এষঃ আজ্ঞা’ ‘বিশতে’ সংপ্রবিশতি, ‘ব্রহ্মধাম’ আশ্রয়ম্ ॥ ১১ ॥

যে ব্রহ্মবিং এই সমস্ত উপায় দ্বারা ব্রহ্ম-প্রাপ্তির যত্ন
করেন, তাহার আজ্ঞা ব্রহ্ম-কৰ্ত্তৃ নিকেতনে প্রবিষ্ট হয় ॥ ১১ ॥

যে ব্রহ্মবিং সত্যকে অবলম্বন করিয়া, ধর্মের অঙ্গগত হইয়া,
শুভ কর্ষের অঙ্গুষ্ঠান করিয়া, মাতা পিতা আচার্যকে ভজি করিয়া,
ব্রহ্মপ্রাপ্তির যত্ন করেন, তাহার আজ্ঞা ব্রহ্মকৰ্ত্তৃ নিকেতনে প্রবিষ্ট হয় ।
তিনি ব্রহ্মকে লাভ করিয়া তাহার সহিত নিত্য-সহবাস-জনিত
ভূমানন্দ উপভোগ করেন ॥ ১১ ॥

১৫১

শৃণুস্ত বিশেহমুক্তস্ত পুত্রা আ যে ধামানি
দিব্যানি তস্মঃ ॥ ১২ ॥

‘ଶୁଣୁ’ ‘ବିଦେ’ ସର୍ବେ, ‘ଅମୃତସ୍ତ’ ବ୍ରଙ୍ଗଳଃ, ‘ପୁତ୍ରାଃ’, ‘ସେ ଧାମାନି’
‘ଦିବ୍ୟାନି’ ରମଣୀଆନି, ‘ଆକ୍ଷ୍ମୁଃ’ ଅଧିତିଷ୍ଠିତ ॥ ୧୨ ॥

ହେ ଦିବ୍ୟଧାମବାସୀ ଅମୃତେର ପୁତ୍ର-ସକଳ ! ତୋମରା
ଶ୍ରବଣ କର ॥ ୧୨ ॥

ଆକ୍ଷଃକାଲେର ଶ୍ରୀ-ପ୍ରକାଶେର ହାର ଅକ୍ରତ ଅମୃତ ବ୍ରଙ୍ଗକେ ଅନ୍ତରେ
ଲାଭ କରିଯା ନବୋତ୍ସାହେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଇଯା ବ୍ରଙ୍ଗବାଦୀ କହିତେହେନ ଯେ,
ହେ ଅମୃତ ପୁରୁଷେର ପୁତ୍ରେରା ! ଦ୍ୟାଳୋକ ଓ ଭୂଲୋକ ବାସୀ ଦେବ ଓ
ମନୁଷ୍ୟେରା ! ଶ୍ରବଣ କର ; ଆମି ତିମିରାତୀତ ଜ୍ୟୋତିର୍ଶ୍ୟ ମହାନ୍
ପୁରୁଷକେ ଜାନିଯାଛି ॥ ୧୨ ॥

୧୫୨

ବେଦୋହମେତଃ ପୁରୁଷଃ ମହାନ୍ତମାଦିତ୍ୟବର୍ଣ୍ଣଃ ତମସଃ ପରଞ୍ଚାତ୍ ।
ତମେବ ବିଦିତ୍ଵା ତମୁତ୍ୟମେତି ନାନ୍ଦଃ ପଞ୍ଚା ବିଦ୍ୟତେହ୍ୟନାୟ ॥
॥ ୧୩ ॥

‘ବେଦ’ ଜାନେ ; ‘ଅହମ् ଏତଃ’, ‘ପୁରୁଷ’ ପୂର୍ଣ୍ଣ ; ‘ମହାନ୍ତମ୍’,
‘ଆଦିତ୍ୟବର୍ଣ୍ଣ’ ପ୍ରକାଶକ୍ରପଃ ; ‘ତମସଃ’ ଅଞ୍ଜାନାତ୍, ‘ପରଞ୍ଚାତ୍’ । ‘ତମ୍
ଏବ ବିଦିତ୍ଵା’, ‘ମୃତ୍ୟମ୍’ ‘ଅତି-ଏତି’ ଅତ୍ୟେତି ଅତିକ୍ରାମତି ; ଅନ୍ତାତ୍
‘ନ ଅନ୍ତଃ ପଞ୍ଚାଃ ବିଶ୍ଵତେ’, ‘ଅଯନାୟ’ ପରମପଦ-ପ୍ରାପ୍ତ୍ୟେ ॥ ୧୩ ॥

ଆମି ଏଇ ତିମିରାତୀତ ଜ୍ୟୋତିର୍ଶ୍ୟ ମହାନ୍ ପୁରୁଷକେ
ଜାନିଯାଛି । ସାଧକ କେବଳ ତାହାକେଇ ଆନିଯା ମୃତ୍ୟକେ

অতিক্রম করেন, তদ্বিন্ম মুক্তি প্রাপ্তির আর অন্য পথ
নাই ॥ ১৩ ॥ *

এই তিমিরাতীত জ্যোতির্ষয় মহান् পুরুষকে জানিয়া সাধক
মৃত্যুকে অতিক্রম করেন। তিনি অনন্ত কাল সেই জ্ঞানময়
প্রেমময় পুরুষের সহচর অনুচর থাকিয়া পরমানন্দ উপভোগ করেন।
তাহার শরণাপন হওয়া ব্যতীত মুক্তি প্রাপ্তির আর অন্য উপায়
নাই ॥ ১৩ ॥

১৫৩

এতজ্জ্ঞেয়ং নিত্যমেবাত্মসংস্থং
নাতঃ পরং বেদিতব্যত্তি হি কিঞ্চিত্ ॥ ১৪ ॥

যদ্যাং ব্রহ্মজ্ঞানানন্তরং পরমপুরুষার্থসিদ্ধিঃ, তদ্যাং ‘এতৎ’ ব্রহ্ম,
‘নিত্যম্ এব জ্ঞেয়ম্’; আত্মনি সংতিষ্ঠিতীতি ‘আত্মসংস্থং’। ‘ন
অতঃ পরং বেদিতব্যৎ হি কিঞ্চিত্’ অস্তি ॥ ১৪ ॥

আপনাতেই নিত্য স্থিতি করিতেছেন যে পরমাত্মা,
তিনিই জানিবার যোগ্য ; তাহার পর জানিবার যোগ্য
আর কোন পদাৰ্থ নাই ॥ ১৪ ॥

যিনি সকলের আশ্রয়, তিনি চিরকাল আপনাতেই আপনি স্থিতি
করিতেছেন। তাহাকে অনুসন্ধান করিবেক এবং তাহাকেই
জানিবেক। তাহাকে জানিলে সকল জ্ঞানার সমাপ্তি হয়, তাহার
উপরে জানিবার বস্তু আর কিছুই নাই ॥ ১৪ ॥

১৫৪

সংপ্রাপ্তেনমৃষয়েজ্ঞানতৃপ্তাঃ
কৃতাঞ্চানোবীতরাগাঃ প্রশাস্তাঃ ।
তে সর্বগত্ত সর্বতৎ প্রাপ্ত ধীরা-
যুক্তাঞ্চানঃ সর্বমেবাবিশন্তি ॥ ১৫ ॥

‘সংপ্রাপ্ত’ সমবগম্য, ‘এনৎ’ পরমেশ্বরম্, ‘ধূষয়ঃ’ দর্শনবস্তঃ, ‘জ্ঞানতৃপ্তা’ জ্ঞানেন তৃপ্তাঃ, ‘কৃতাঞ্চানঃ’ সংস্কৃতাঞ্চানঃ, ‘বীতরাগাঃ’ বিগতরাগাদিদোষাঃ, ‘প্রশাস্তাঃ’ ইন্দ্রিয়চাক্ষল্যরহিতাঃ, ‘তে’ এব ‘সর্বগৎ’ সর্বব্যাপিনৎ, ‘সর্বতৎ’ সর্বত্র, ‘প্রাপ্ত’, ‘ধীরাঃ’ বিবেকিনঃ, ‘যুক্তাঞ্চানঃ’ সমাহিত-স্বভাবাঃ, ‘সর্বম্ এব’ ‘আবিশন্তি’ প্রবিশন্তি জ্ঞানেন ॥ ১৫ ॥

ঝৰিৱা ইহাকে সম্যক্ প্রাপ্ত হইয়া জ্ঞান দ্বারা তৃপ্ত হয়েন, আজ্ঞার উন্নতি লাভ কৰেন, এবং বিষয়ে অনাসক্ত ও প্রশাস্তচিত্ত হয়েন। সেই যুক্তাঞ্চা ধীরেৱা সর্বব্যাপী পরমাঞ্চাকে সর্বত্র প্রাপ্ত হইয়া সকলেতে প্রবিষ্ট হয়েন ॥ ১৫ ॥

যে ধীরেৱা জ্ঞান দ্বারা সেই সত্য পুরুষকে জানিয়াছেন, শ্রীতি দ্বারা তাহার মঙ্গল ভাবের অর্চনা কৰিয়াছেন, এবং তাহার মঙ্গল ইচ্ছার সহিত আপনার সাধু ইচ্ছাকে যুক্ত কৰিয়া যুক্তাঞ্চা হইয়াছেন, তাহারা সেই সর্বগত সকল-মঙ্গলালয়ের সহবাস লাভ কৰিয়া

সକଳେତେ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହୁଏନ, ଏବଂ ସକଳେର ମଧ୍ୟ ମେହି ପ୍ରେମମର ଅମୃତ-
ମୟକେ ଦେଖିତେ ପାନ ॥ ୧୫ ॥

୧୫୫

ବିଜ୍ଞାନାଜ୍ଞା ସହ ଦେବୈଶ ସକୈଃ
ଆଗାତ୍ମାନି ସଂପ୍ରତିଷ୍ଠନ୍ତି ଯତ୍ ।
ତଙ୍କରଂ ବେଦଯତେ ସନ୍ତ ସୌମ୍ୟ
ସ ସର୍ବଜ୍ଞଃ ସର୍ବଗୋବାବିବେଶ ॥ ୧୬ ॥

‘ବିଜ୍ଞାନାଜ୍ଞା, ସହ’ ‘ଦେବୈ: ଚ’ ଇତ୍ତିଯେ:; ‘ସକୈ:’; ‘ଆଗା:’,
‘ଭୂତାନି’ ପୃଥିବ୍ୟାଦୀନି, ‘ସଂପ୍ରତିଷ୍ଠନ୍ତି ଯତ୍’ ଯଶ୍ଚିନ୍ ଅକ୍ଷରେ ବ୍ରଙ୍ଗନି ।
‘ତଙ୍କ ଅକ୍ଷରଂ’ ବ୍ରଙ୍ଗ, ‘ବେଦଯତେ’ ଜ୍ଞାନାତି, ‘ସ: ତୁ, ସୌମ୍ୟ, ସ: ସର୍ବଜ୍ଞ:
ସର୍ବଂ ଏବ’, ‘ଆବିବେଶ’ ଆବିଶତି ଜ୍ଞାନେନ ॥ ୧୬ ॥

ହେ ପ୍ରିୟ ଶିଖ ! ଜୀବ, ସମୁଦୟ ଇତ୍ତିଯ, ସମ୍ପଦ ଆଗ,
ଓ ଭୂତ-ସକଳ ଯାହାତେ ଛିତି କରେ, ମେହି ଅବିନାଶୀ
ପରମାଜ୍ଞାକେ ଯିନି ଜ୍ଞାନେନ, ତିନି ସକଳ ଜ୍ଞାନେବ ଏବଂ
ସକଳେତେ ପ୍ରବେଶ କରେନ ॥ ୧୬ ॥

ଜୀବ, ଇତ୍ତିଯ, ଆଗ, ସମୁଦୟ ବନ୍ଦ, ଯାହାର ଇଚ୍ଛାତେ ଉତ୍ସପ୍ତ
ହଇଗାଛେ ଏବଂ ଯାହାର ଇଚ୍ଛାତେ ଛିତି କରିଗେଛେ, ମେହି ଅବିନାଶୀ
ପୁରୁଷକେ ଯିନି ଜ୍ଞାନେନ, ତୋହାର ସକଳ ସଂଶୟ ହେବ ହୁଏ, ଏବଂ ତିନି
ସକଳେର ମଧ୍ୟ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହଇବା ସକଳେତେହି ମନ୍ଦିରମର ଅମୃତ ପୁରୁଷକେ
ଦେଖେମ ॥ ୧୬ ॥

১৫৬

যশ্চায়মস্মিন্নাকাশে তেজোময়োহমূর্তময়ঃ পুরুষঃ
সর্বামুভুঃ। যশ্চায়মস্মিন্নাজ্ঞনি তেজোময়োহমূর্তময়ঃ
পুরুষঃ সর্বামুভুঃ। তমেব বিদিষ্ঠাতিমৃত্যুমেতি নান্তঃ
পশ্চা বিষ্টতেহযন্নায় ॥ ১৭ ॥

‘যঃ চ অয়ম् অশ্মিন् আকাশে’, ‘তেজোময়ঃ’ চিদ্বাত্-
প্রকাশময়ঃ, ‘অমৃতময়ঃ’ অমরণধর্মা, ‘পুরুষঃ’ ; সর্বম্ অমৃতবর্তীতি
‘সর্বামুভুঃ’। ‘যঃ চ অয়ম্ অশ্মিন্ আজ্ঞনি তেজোময়ঃ অমৃতময়ঃ
পুরুষঃ সর্বামুভুঃ’। ‘তম্ এব বিদিষ্ঠা, মৃত্যুম্’, ‘অতি-এত্তি’
অত্যেতি অতিক্রান্তি। ‘ন অন্তঃ পশ্চা বিষ্টতে অয়ন্নায়’ ॥ ১৭ ॥

এই অসীম আকাশে যে অমৃতময় জ্যোতির্ময় পুরুষ,
যিনি সকলি জ্ঞানিতেছেন, এই আস্ত্রাতে যে অমৃতময়
তেজোময় পুরুষ, যিনি সকলি জ্ঞানিতেছেন, সাধক কেবল
তাহাকেই জ্ঞানিয়া মৃত্যুকে অতিক্রম করেন ; তত্ত্ব
মুক্তি-প্রাপ্তির আর অন্ত পথ নাই ॥ ১৭ ॥

উপরের দ্রষ্টব্য মহান्। এক, আমাৰদেৱ সম্মুখে
অগণ্য-নক্ষত্র-মণ্ডিত অসীম আকাশ ; দ্বিতীয়, আমাৰদেৱ অন্তৰে
উন্নতিশীল এই চিৰজীবী আজ্ঞা। আজ্ঞা সূলও নহে অগুণও নহে,
কিন্তু সে কি সারবান্ন বস্ত ! এক বিন্দু আজ্ঞা অসীম আকাশ
দৰ্শন কৱিতেছে, এক বিন্দু আজ্ঞার উপর থেকে সমুদ্রয় আকাশ

অবলম্বিত রহিয়াছে। আজ্ঞা না থাকিলে আর কিছুই থাকে না,—
 আজ্ঞার অভাবে শত শত সূর্য অঙ্ককারয় ; আজ্ঞার উদয়েই
 সকল বস্তু জ্যোতিষ্মান् হয়। বাহিরে আকাশ, অন্তরে আজ্ঞা ;
 হইই সেই “অণোরণীয়ান্ মহতোমহীয়ান্” অনন্ত পুরুষের
 আদর্শ ; এ হয়েতেই তাহার আবির্ভাব। অসীম আকাশে তিনি
 বর্তমান, আবার হিরণ্য আজ্ঞাতেও তাঁর সিংহাসন। অন্তরে
 বাহিরে তিনি প্রাণকূপে রহিয়াছেন। যখন নিঃতালয়ে যাই,
 সেখানে সাক্ষী-কূপে তাঁহাকে দেখিতে পাই ; যখন কর্ম-ক্ষেত্রে
 গমন করি, তখন দেখি, তিনি কর্মাধ্যক্ষ-কূপে সকল ঘটনাকেই
 মিলিত করিতেছেন। তিনি বিষয়-রাজ্যের যেমন রাজা, তেমনি
 আজ্ঞারও অধীশ্বর। তিনি ধর্মরাজ্যে আজ্ঞা-সিংহাসনে থাকিয়া,
 পাপকে দমন করিয়া ও পুণ্যের পুরুষার দিয়া, আপনার দিকে
 সকলকে আকর্ষণ করিতেছেন। তাঁর করুণা বিস্তৃত আকাশে,
 তাঁর করুণা নিঃত আজ্ঞাতে। তিনি বৃষ্টি দিয়া পৃথিবীকে শীতল
 করিতেছেন, তিনি অমৃত সিঞ্চন করিয়া আজ্ঞাকে তৃপ্ত করিতেছেন।
 তাহার শরণাপন্ন হইয়া আমরা মৃত্যুকে অতিক্রম করিতেছি,
 এবং অমৃত হইয়া তাহার সহবাসে পবিত্র আনন্দ উপভোগ
 করিতেছি ॥ ১৭ ॥

১৫৭

উক্তা ত উপনিষৎ ত্রাঙ্গীং বাব ত উপনিষদম-
 জ্ঞমেত্যুপনিষৎ ॥ ১৮ ॥

‘উপনিষদং অক্তবতি শিষ্যে আচার্য আহ, উক্তেতি। ‘উক্তা’ অভিহিতা, ‘তে’ তব সম্বন্ধে, ‘উপনিষৎ’। ক। পুনঃ সেত্যাহ, ‘ত্রাঙ্গীং’ ব্রহ্মণঃ পরমাঞ্জনঃ ইয়ং, ‘বাৰ’ এব, ‘তে’ তব, ‘উপনিষদং অক্রম’। ‘ইতি উপনিষৎ’ অবধারণার্থঃ ॥ ১৮ ॥

তোমার নিকটে উপনিষদ্ উক্ত হইল ; ব্রহ্ম সম্বন্ধীয় উপনিষদই আমি তোমাকে বলিয়াছি । ইহাই উপনিষৎ, ইহাই উপনিষৎ ॥ ১৮ ॥

যে বিদ্যা আমারদিগকে ব্রহ্মতে লইয়া যায়, তাহাই এই উপনিষৎ । উপনিষৎই এই ব্রাহ্মধর্মের প্রথম খণ্ডে উক্ত হইল ; ইহার উপদেশের অনুবন্তী হইয়া শ্রদ্ধাবান् মুমুক্ষুরা পরম পদ লাভ করিবেন ॥ ১৮ ॥

ওঁ আপ্যায়স্ত মগ্নানি বাক্ প্রাণশঙ্কুঃ
শ্রোত্রমথোবলমিন্দিয়ানি চ সর্বানি সর্বং ব্রহ্মৌপ-
নিষদং । মাহং ব্রহ্ম নিবাকুর্য্যাং মা মা ব্রহ্ম
নিরাকরোদনিরাকরণমস্তুনিরাকরণং মেহস্ত । তদাঞ্জনি
নিরতে যউপনিষৎস্তু ধন্বাস্তে ময়ি সন্ত তে ময়ি
সন্ত ॥

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরি ওঁ ।

স্বাবয়ব-পাটব-পূর্বকং স্বশ্রিষ্টোপনিষদ্-ধর্মাবস্থিতি-সিদ্ধ্যর্থং গস্ত্রম্
আহ । ‘বাক্ প্রাণঃ চক্রঃ শ্রোত্রং অথো বলং ইন্দ্রিয়ানি চ’,

এতানি ‘সর্বাণি’, ‘মম’ উপাসকত্ত, ‘অন্নাণি’; ‘উপনিষৎ’^১ উপনিষৎ-প্রতিপাদ্যৎ, ‘সর্বৎ’ সর্বান্তর্যামি, ‘ত্রক্ষ’ ‘আপ্যায়ত’। ‘অহং ত্রক্ষ’ ‘মা নিরাকৃষ্যাং’ ন ভজেয়ৎ। ‘ত্রক্ষ’ ‘মা’ মাত্র উপাসকৎ, ‘মা নিরাকরণোৎ’ নাত্যজ্ঞৎ। ত্রক্ষণঃ ‘অনিরাকরণৎ’ স্বরূপ-ভিরঙ্গারাত্মাবঃ, ‘অস্ত’। ‘মে’ মৎকর্তৃকৎ ‘অনিরাকরণৎ অস্ত’। কিঞ্চি, ‘তদাত্মানি’ পরমাত্মানি, ‘নিরতে’ নিতরাং রমমাণে ময়ি উপাসকে, ‘যে উপনিষৎসু ধর্মাঃ, তে ময়ি সত্ত্ব’। ‘তে ময়ি সত্ত্ব’, ইতি পুনরুক্তিরাদরার্থ। ॥

উপনিষৎবেষ্ট সর্বান্তর্যামি পরত্রক্ষ আমার বাক্য, প্রাণ, চক্ষু, শ্রোত্র, বল, ইন্দ্রিয়, সমুদায় অঙ্গকে পরিতৃপ্ত করুন। ত্রক্ষ আমাকে পরিত্যাগ করেন নাই, আমি ত্রক্ষকে পরিত্যাগ না করি। তিনি সর্বদা অপরিত্যক্ত থাকুন, তিনি আমা কর্তৃক সর্বদা অপরিত্যক্ত থাকুন। আমি পরমাত্মাতে নিয়ত রত; অতএব উপনিষদে যে সকল ধর্ম, তাহা আমাতে হউক, তাহা আমাতে হউক।

ঙ্গ শাস্তিঃ শাস্তিঃ শাস্তিঃ শাস্তিঃ হরিঃ ৩।

ঢ

প্রথম খণ্ডং উপনিষৎ সমাপ্ত।

କେ ତେବେ

ବ୍ରାହ୍ମଧର୍ମঃ

ବିତୌର ସତ୍ୟ

ଅନୁଶାସନম্

প্রথমোহধ্যায়

।

ওঁ আচার্যোহন্তেবাসিনমনুশাস্তি ॥ ১ ॥

‘আচার্যঃ’ ‘অন্তেবাসিনং’ শিষ্যম् ‘অনুশাস্তি’ কর্তব্যং ধর্মং
গ্রাহযতি ॥ ১ ॥

আচার্য শিষ্যকে ধর্মোপদেশ করিতেছেন ॥ ১ ॥

জ্ঞান-নেত্রে ঈশ্঵রকে দর্শন করিয়া তাহাতে প্রাতিপূর্বক তাহার
প্রিয় কার্য সাধন করিতে হইবে। ধর্ম তাহার প্রিয়, অধর্ম
তাহার অপ্রিয় ; অতএব ধর্মই মনুষ্যের কর্তব্য ও উপাদেয়, এবং
অধর্মই মনুষ্যের অকর্তব্য ও পরিত্যাজ্য হইয়াছে। ধর্মের অনুষ্ঠান
না করিলে ব্রহ্মজ্ঞান নিষ্ফল হয়, এবং অধর্মের আচরণে আত্মা
মলিন হইয়া অধোগতি প্রাপ্ত হয়। তিনি মনুষ্যকে ধর্মাধর্ম
বিবেচনা করিবার যে শক্তি দিয়াছেন, তাহাকে ধর্মজ্ঞান কহে ;
মনুষ্য তাহা দ্বারা উভয়কে পৃথক্ করিয়া অধর্মাচরণ পরিহার-
পূর্বক নিষ্পাপ থাকিয়া ও ধর্ম-কর্ম অনুষ্ঠানপূর্বক পবিত্র হইয়া
পবিত্রস্বরূপ পরমেশ্বরের সন্তুষ্টি হইতে থাকিবেন। আচার্য
শিষ্যের মেই ধর্ম-জ্ঞান প্রস্ফুটিত ও পরিমার্জিত করিবার নিষিদ্ধ
কোন কর্ম বিহিত ও কোন্ত কর্ম নিষিদ্ধ তাহা প্রদর্শন
করিতেছেন ॥ ১ ॥

୨

ବ୍ରଜନିଷ୍ଠୋଗୁହସ୍ତଃ ଶ୍ରାଂ ତତ୍ତ୍ଵଜ୍ଞାନପରାୟଣଃ ।

ସଦ୍ୟେ କର୍ମ ପ୍ରକୁର୍ବୀତ ତଦ୍ବ୍ରଜଗଣ ସମର୍ପଯେଣ ॥ ୨ ॥

‘ଗୁହସ୍ତ’ ବ୍ରଜଗେବ ନିଷ୍ଠା ନିଶ୍ଚଯେନ ଶ୍ରିଭିର୍ବ୍ସୁ ସଃ ‘ବ୍ରଜନିଷ୍ଠ’ ‘ଶ୍ରାଂ’ ଭବେଣ । କିନ୍ତୁ, ‘ତତ୍ତ୍ଵଜ୍ଞାନପରାୟଣ’ ତତ୍ତ୍ଵଜ୍ଞାନଂ ପରଃ ପ୍ରକୃଷ୍ଟମ୍ ଅଯନମ୍ ଆଶ୍ରୟୋଷସ୍ତେତି । ‘ସଃ ସଃ’ ଲୋକହିତଂ ଧର୍ମ୍ୟଃ ‘କର୍ମ’, ‘ପ୍ରକୁର୍ବୀତ’ ଅମୁତିଷ୍ଠେ, ତତ୍ତ୍ଵ ତତ୍ତ୍ଵ ଫଳାଭିସଙ୍ଖିଃ ପରିହାୟ, ‘ତଃ’ କର୍ମ, ‘ବ୍ରଜଗଣ’ ସର୍ବମନ୍ଦିରାମ୍ପଦେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରମେଷ୍ଟରେ ‘ସମର୍ପଯେ’ ॥ ୨ ॥

ଗୁହସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ରଜନିଷ୍ଠ ଓ ତତ୍ତ୍ଵଜ୍ଞାନପରାୟଣ ହଇବେନ ;
‘ଯେ କୋନ କର୍ମ କରନ, ତାହା ପରବ୍ରକ୍ଷେତ୍ରେ ସମର୍ପଣ କରିବେନ ॥ ୨ ॥

ମାତା ପିତା, ଭାତୀ ଭଗିନୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁତ୍ର ପ୍ରଭୃତି ପରିବାରଗଣେର ସହିତ ସମସ୍ତ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ସମ୍ମ୍ୟାସୀ ହଇବେକ ନା । ମେହି ସମସ୍ତ ମଙ୍ଗଲବସ୍ତ୍ରପ ଝିଖର ହଇତେ ସଂଘଟିତ ହଇଯାଛେ ; ତାହାର ଉଚ୍ଛେଦ କରା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନହେ । ଗୁହସ୍ତ ହଇବା ମେହି ସମସ୍ତ ବ୍ରଜା କରିବେକ ।

କିନ୍ତୁ ବିନି ମେହି ଶୁଭ୍ରାବହ ସମ୍ବନ୍ଧେର ଯୋଜିଯିତା, ତୀହାକେ ବିଶ୍ଵତ ହଇବା ମୋହପାଶେ ଆବଶ୍ୟକ ହଇବେକ ନା । ତୀହାତେଇ ଯୋଜିତ-ଚିତ୍ତ ହଇବା ସଂସାର-ଧର୍ମର ଅରୁଷ୍ଟାନ କରିବେକ । ସଂପର୍କାଳେ ତୀହାରଇ ଅରୁପତ ହଇବା ଚଲିବେକ ; ବିପର୍କାଳେ ତୀହାରଇ ଶରଳାପରି ହଇବେକ । ଶରୀର ପୃଥିବୀତେ ସକରଣ କରିବେ ; କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ପରମାଆତ୍ମେ ଅବହିତ ଥାକିବେ । କର୍ମେର ସମୟ ତୀହାତେ ଥାକିବାଇ କର୍ମ କରିବେ ; ବିଶ୍ଵାମୀର

সমୟ ତୋହାତେ ଥାକିଯାଇ ବିଶ୍ରାମ କରିବେ । ଅନୁରିଦ୍ଧିଯ ଆୟ୍ୟାର ଅଧୀନ ହିଲେ, ଏବଂ ବହିରିଦ୍ଧିଯ ଆୟ୍ୟାର ଅଧୀନ ହିଲେ; ଆୟ୍ୟା ପରମାଞ୍ଚାର ଅଧୀନ ଥାକିଯା ତୋହାଦିଗଙ୍କେ ସ୍ଵ ସ୍ଵ କର୍ଷେ ନିମ୍ନୋଜିତ କରିବେ । ଯାହା ତୋହାର ଆଦେଶ ବଲିଯା ଜାନିବେ, ତୋହା ପ୍ରାଣପଣେ ପ୍ରତିପାଳନ କରିବେ; ଯାହା ତୋହାର ଇଚ୍ଛାର ବିକଳ୍ପ ବଲିଯା ଜାନିବେ, ତୋହା ବିଷବେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବେ । ଏଇକଥିବ ବ୍ରଙ୍ଗନିଷ୍ଠ ହିଲ୍ୟା ସଂସାରେ ଅବିଷ୍ଟ ହିଲେ ।

ସ୍ଵରୂପତଃ ବନ୍ଦ ସକଳକେ ଅବଗତ ହେଯାର ନାମ ତ୍ୱରଜ୍ଞାନ । କୃଷ୍ଣ ବନ୍ଦକେ ସେନ ଶଷ୍ଟା ବଲିଯା ଭାସ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ନା ହୟ; ସତ୍ୟ ଓ ଅସତ୍ୟ, ମନ୍ଦିର ଓ ଅମନ୍ଦିର ଏବଂ ଧର୍ମ ଓ ଅଧର୍ମ ସେନ ପୃଥିକ୍ କରିତେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥାକେ । ଏହି ଅନୁ ତ୍ୱରଜ୍ଞାନେର ଆଲୋଚନା କରିବେ, ଏବଂ ମେହି ଜୀବ ଅମୁସାରେ କର୍ମାମୁଢ଼ାନ କରିବେ ।

ଫଳେର ପ୍ରତି ନିରପେକ୍ଷ ହିଲ୍ୟା କେବଳ ପ୍ରେମାମ୍ପଦ ଈଶ୍ଵରେର ଶ୍ରୀତି-କାମନାର ତୋହାର ପ୍ରିୟ କାର୍ଯ୍ୟର ଅର୍ଥାତ୍ବାନ କରିବେ । ଶୁଦ୍ଧି ହଟକ, ହୁଃଥିଇ ହଟକ, ସମ୍ପଦଇ ହଟକ ବିପଦଇ ହଟକ, ସମ୍ମାନଇ ହଟକ, ଅପଗାନଇ ହଟକ, ତୋହାର ଆଦେଶ ପ୍ରତିପାଳନଇ ସାଧକେର ଏକମାତ୍ର ଲଙ୍ଘଯ ଥାକିବେ । “ଆମି ତୋହାର କର୍ମ କରିବାର ଆଦେଶ ପାଇଯାଇଁ, ଇହାଇ ଆମାର ପରମ ଲାଭ; ସମ୍ମ ମେହି ଆଦେଶ ପ୍ରତିପାଳନେ କୁତକାର୍ଯ୍ୟ ହିଲେ ପାରି, ତାତାଇ ଆମାର ପରମ ଲାଭ; ଆମି ତୋହାର ଆଜ୍ଞାକାରୀ, ତୋହାର ଆଜ୍ଞାପାଲନଇ ଆମାର ଧର୍ମ; ଶୁଦ୍ଧ ହୟ ହଟକ, ହୁଃଥ ହୟ ହଟକ, ତୋହା ଗଣନା ନା କରିଯା ତୋହାତେଇ ନିଯୁକ୍ତ ଥାକିବ”—ଏଇକଥିବ ଫଳାଭିମନ୍ଦି ପରିତ୍ୟାଗ କରିଯା, ବ୍ରଙ୍ଗନିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି

যେ କୋନ କର୍ମ କରନ, ଅଭିମାନ-ଶୂନ୍ତ ହଇଯା ତାହା ପରବ୍ରକ୍ଷେତ୍ରେ ସମର୍ପଣ
କରିବେନ ॥ ୨୦ ॥

୩

ମାତରଂ ପିତରକୈବ ସାକ୍ଷାଂ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେବତାମ୍
ମଜ୍ଜା ଗୃହୀ ନିଷେବେତ ସଦା ସର୍ବପ୍ରସ୍ତୁତଃ ॥ ୩ ॥

‘ମାତରଂ ପିତରଂ ଚ ଏବ, ସାକ୍ଷାଂ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦେବତା’, ‘ମଜ୍ଜା’
ବିଚିନ୍ତ୍ୟ, ‘ଗୃହୀ’ ‘ନିଷେବେତ’ ଶ୍ଵର୍ଷେତ, ‘ସଦା’ ‘ସର୍ବପ୍ରସ୍ତୁତଃ’
ସର୍ବପ୍ରସ୍ତୁତେନ ॥ ୩ ॥

, ଗୃହୀ ବ୍ୟକ୍ତି ପିତାମାତାକେ ସାକ୍ଷାଂ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ-ଦେବତା-
ଅକ୍ରମ ଜାନିଯା ସର୍ବ-ପ୍ରସ୍ତେ ସର୍ବଦୀ ତାହାଦେର ସେବା
କରିବେନ ॥ ୩ ॥

ବ୍ରଙ୍ଗୋପାସକ ପିତାମାତାକେ ମ୍ରେହଦୀନେ ଓ ପ୍ରତିପାଳନେ ଈଶ୍ଵରେର
ପ୍ରତିନିଧି ବଲିଯା ମାନିବେନ ; ଏବଂ ମେହି ଆନ୍ତରିକ ମଜ୍ଜାନ ତାହାଦେର
ସେବାତେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେନ । କଦାପି ତାହାତେ ଯତ୍ରେର ଶୈଥିଲ୍ୟ
କରିବେନ ନା । ପିତାମାତାର ସେବାତେ ପୁଣ୍ୟ ଲାଭ ହୟ ; ତାହା ନା
କରିଲେ ପ୍ରତ୍ୟବାୟ ଜନ୍ମେ ।^୧ ବିଶ୍ୱପିତା ଅଧିଲମାତା ପରମେଶ୍ୱର ପିତାମାତା
ଦ୍ୱାରା ଆପନାର ପିତୃଭାବ ଓ ମାତୃଭାବ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିତେଛେ । ତାହାର
ଦୃଷ୍ଟିତେ ପିତୃ-ମାତୃ-ସେବା ଅତି ମହିଁ ଓ ଅତି ପବିତ୍ର କର୍ମ । ଶରୀର
ଦିଯା ତାହାଦେର ସେବା କରିବେ ; ମନ ଦିଯା ତାହାଦେର ସେବା କରିବେ ;
ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ତାହାଦେର ମେବା କରିବେ, ଏବଂ ଉପାର୍ଜିତ ଅର୍ଥ ଦ୍ୱାରା
ତାହାଦେର ସେବା କରିବେ ॥ ୩ ॥

ଆବୟେମୁତୁଳାଂ ବାଣୀଃ ସର୍ବଦା ପ୍ରିୟମାଚରେୟ ।
ପିତ୍ରୋରାଜ୍ଞାନୁସାରୀ ଶ୍ରାଏ ସଂପୁତ୍ରଃ କୁଲପାବନଃ ॥୪॥

‘ଆବୟେ’ ‘ମୁତୁଳାଂ’ କୋମଳାଂ, ‘ବାଣୀ’ ବାଚ୍, ‘ସର୍ବଦା’ ‘ପ୍ରିୟ’ ହିତମ, ‘ଆଚରେୟ’ କୁର୍ଯ୍ୟାଏ । ‘ପିତ୍ରୋ’ ମାତାପିତ୍ରୋ, ‘ଆଜ୍ଞା-ନୁସାରୀ’ ଆଜ୍ଞାନୁବନ୍ତୀ ଚ, ‘ଶ୍ରାଏ’ ଭବେୟ, ‘ସଂପୁତ୍ରଃ’ ‘କୁଲପାବନଃ’ କୁଲପାବିତ୍ୟଜନନଃ ॥ ୪ ॥

କୁଲପାବନ ସଂପୁତ୍ର ପିତାମାତାକେ ମୃତ ବାକ୍ୟ କହିବେକ,
ସର୍ବଦା ତ୍ାହାଦେର ପ୍ରିୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେକ, ଏବଂ ଆଜ୍ଞାବହ
ଥାକିବେକ ॥ ୪ ॥

କଦାପି ପିତାମାତାର ପ୍ରତି କରଣ ବ୍ୟବହାର କରିବେକ ନା ।
କୋମଳ ବଚନେ ତ୍ାହାଦିଗେର ସହିତ ସନ୍ତ୍ଵାଷନ କରିବେକ ; ବିନୀତ
ବେଶେ ତ୍ାହାଦିଗେର ସମ୍ମୁଦ୍ରେ ଉପସ୍ଥିତ ହଇବେକ, ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟିତେ
ତ୍ାହାଦିଗକେ ଦର୍ଶନ କରିବେକ, ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ସହକାରେ ତ୍ାହାଦିଗେର
ଆଦେଶ-ବାକ୍ୟେର ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିବେକ । ଅହରହ୍ୟ : ତ୍ାହାଦିଗେର ଶୁଭାନୁ-
ଧ୍ୟାନ ଓ ହିତାନୁଷ୍ଠାନ କରିବେକ । ତ୍ାହାରା ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିତେ
ଆଦେଶ କରିବେନ, କ୍ଲେଶ ଶ୍ଵୀକାର କରିଯାଉ ତାହା ସମ୍ପାଦନ କରିବେକ ।
ସମ୍ମିଳିତ ତ୍ରୈକାରୀ କାମନା ଧର୍ମ କରିଯାଉ ତାହା ଅସ୍ତ୍ରୀକାର
କରିବାର ସମସ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧିକ ନାମତା, ବିନୟ ଓ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେକ ।
ଆପନାର ଶୁଦ୍ଧ-ଭୋଗେର କାମନା ଧର୍ମ କରିଯାଉ ତାହାଦିଗକେ ଶୁଦ୍ଧି
ଓ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରାଧିତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେକ । ଇହାଇ ସଂପୁତ୍ରେର ଲକ୍ଷଣ ।

ଏଇକଥ ପୁତ୍ରହୀ ପରମ ପିତା ଈଶ୍ଵରେର ସଂପ୍ରତ୍ର ହନ । ଇହା ଦ୍ୱାରା
କୁଳ ପବିତ୍ର ହେ ॥ ୪ ॥

5

ଗୁରୁଣାତ୍ମକେ ସର୍ବେଷାଂ ମାତା ପରମକୋଣ୍ଠରୁଃ ।

ମାତା ଗୁରୁତରା ଭୂଗେଃ ଥାଏ ପିତେଚ୍ଛ ତରସ୍ତଥା ॥ ୫ ॥

ଯେ ସେ ଗୁରୁତ୍ବରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟାଃ, ତେଷାଂ ‘ସର୍ବେଷାଂ ଚ, ଗୁରୁଣାଂ’
ମଧ୍ୟେ, ‘ମାତା ଏବ’ ‘ପରମକଃ’ ପରମଃ ଶ୍ରେଷ୍ଠଃ, ‘ଗୁରୁଃ’ । ‘ମାତା
ଗୁରୁତରା ଭୂମେଃ, ତଥା’ ‘ଥାଏ’ ଅନୁରିକ୍ଷାଂ, ‘ଉଚ୍ଛତରଃ ପିତା’ ॥ ୫ ॥

ସକଳ ଗୁରୁର ମଧ୍ୟେ ମାତା ପରମ ଗୁରୁ ହେଁଲା । ମାତା
ପୃଥିବୀ ଅପେକ୍ଷା ଓ ଗୁରୁ, ଆର ପିତା ଆକାଶ ଅପେକ୍ଷା ଓ
ଉଚ୍ଛତର ॥ ୫ ॥

ସକଳ ମନୁଷ୍ୟେର ମଧ୍ୟେ ପିତାମାତାକେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ-ଜ୍ଞାନ କରିବେକ ।
ପିତାମାତା ଅପେକ୍ଷା ବିଦ୍ୟାନ୍ ଓ କ୍ଷମତାବାନ୍ ଅନେକ ଥାକିତେ ପାରେନ ;
କିନ୍ତୁ ଏଇକ ଗୁରୁତର ଓ ମାନନ୍ଦୀର ସମ୍ବନ୍ଧ ଆର କାହାରେ ମହିତ ନାହିଁ ।
ପୁତ୍ର ସଦି ପିତାମାତା ଅପେକ୍ଷା ବିଦ୍ୟା, ଧନ ଓ କ୍ଷମତାତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହନ,
ତଥାପି ସେଇ ଗୁରୁତର ସମ୍ବନ୍ଧ ତାହାଦିଗଙ୍କେ ଚିରକାଳ ଗୁରୁତର ଓ
ପୂଜ୍ୟତର କରିଯା ରାଖିବେକ । ବିଦ୍ୟା-ମନ୍ଦେ ବା ଧନ-ମନ୍ଦେ ଯତ୍ତ ହଇଯା
କଦାପି ପିତାମାତାକେ ଅବହେଲା କରିବେକ ନା ॥ ୫ ॥

৬

যং মাতাপিতরো ক্লেশং সহেতে সন্তবে নৃণাম্ ।

ন তস্ত নিষ্ঠতিঃ শক্যা কর্তৃং বর্ষণত্বেরপি ॥ ৬ ॥

‘নৃণাম্’ অপত্যানাং, ‘সন্তবে’ সতি, ‘যং ক্লেশং মাতাপিতরো সহেতে’, ‘তস্ত’ ক্লেশস্ত, ‘নিষ্ঠতিঃ’ আনৃণ্যং, ‘কর্তৃং বর্ষণত্বেঃ অপি’ ‘ন শক্যা’ ন শক্যতে ॥ ৬ ॥

সন্তান হইলে পিতামাতা যেন্নপ ক্লেশ সহ করেন,
পুত্র শত বৎসরেও তাহার পরিশোধ করিতে শক্ত
হয় না ॥ ৬ ॥

পিতামাতা সন্তানের জন্ত যেন্নপ শারীরিক ক্লেশ ও মানসিক উদ্বেগ ভোগ করেন, পুত্র উপযুক্ত হইয়া কায়মনোবাক্যে আমৃত্যু তাঁহাদের সেবা করিলেও তাহার পরিশোধ করিতে সমর্থ হয় না ।
অতএব সর্বপ্রয়ত্নে তাঁহাদের সেবা করিয়াও, কখন এক্লপ অভিমান করিবেক না যে আমি তাঁহাদের যথেষ্ট উপকার করিতেছি ।
প্রত্যুত্ত তাঁহাদিগের অমায়িক স্নেহ ও অচলা সহিষ্ণুতা স্মরণ করিয়া সর্বদা ক্রতজ্জিত্ব থাকিবেক । আমরণ তাঁহাদিগের প্রিয়কার্য ও তাঁহাদিগকে প্রতিপালন করিবেক, এবং তাঁহারা পরলোকে গমন করিলেও তাঁহাদিগের প্রিয় কামনা সকল পূর্ণ করিতে ষড়শীল থাকিবেক ॥ ৬ ॥

অাতা জ্যেষ্ঠঃ সমঃ পিত্রা ভার্যা পুত্রঃ স্বকা তনুঃ ।
ছায়া স্বদাসবর্গচ ছহিতা কৃপণং পরম ।
তন্মাদেতেরধিক্ষিণ্ণঃ সহেতসংজ্ঞরঃ সদা ॥ ৭ ॥

‘জ্যেষ্ঠঃ ভাতা’ ‘পিত্রা সমঃ’ পিতৃতুল্যঃ । ‘ভার্যা পুত্রঃ’ চ
‘স্বকা তনুঃ’ স্বশরীরম্ এব । ‘স্বদাসবর্গঃ চ’, নিত্যাহৃগতভাৎ^১
আয়ুনঃ ‘ছায়া’ ইব । ‘ছহিতা পরম’ ‘কৃপণং’ কৃপাপাত্রম্ । ‘তন্মাং’
কারণাং, উক্তেঃ ‘এতেঃ সদা’ ‘অধিক্ষিণ্ণঃ’ আক্রোশিতোহপি,
‘অসংজ্ঞরঃ’ অসন্তপ্তঃ সন्, ‘সহেত’ ॥ ৭ ॥

জ্যেষ্ঠ ভাতা পিতৃ-তুল্য, ভার্যা ও পুত্র স্বীয় শরীরের
শ্রায়, দাস-বর্গ আপনার ছায়া-স্বরূপ, আর ছহিতা
অতি কৃপাপাত্রী । এই হেতু এ সকলের দ্বারা উত্যন্ত
হইলেও সন্তপ্ত না হইয়া সর্বদা সহিষ্ণুতা অবলম্বন
করিবেক ॥ ৭ ॥

পরম প্রেমাস্পদ পরম্পরারের প্রীতি-কামনার পরিবারগণকে
প্রতিপালন করিবেক ; সমুদায় পরিবারকে শৌহারই পরিবার
বিবেচনা করিবেক । অতএব ভাতা, ভগিনী, ভার্যা, পুত্র, কন্তা
ও দাসদাসীগণ হইতে যদি ক্রোধ ও বিরক্তির কারণ উপস্থিত হয়,
তাহা হইলে ক্রোধ ও বিরাগ সংবরণ করিয়া, যাহার সহিত যেকোন
সম্বন্ধ, তদনুসারে সকলের প্রতি সম্মানণার করিবেক । জ্যেষ্ঠ

ভাতাকে পিতার তুল্য দেখিবেক ; কনিষ্ঠ ভাতাকে পুত্রের স্থায়
স্থে করিবেক ; ভার্যা ও সন্তানগণকে আপনার অঙ্গ-সদৃশ
জানিবেক ; এবং দাসদাসীর প্রতি দয়া প্রকাশ করিবেক । কাহারও-
দোষ দেখিলে ক্রোধিক্ষ হইয়া নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন করিবেক না, অত্যুত
ক্ষমাশীল হইয়া সকলকে সংশোধন করিবেক । ঈশ্বর যে অটল
স্থেছে সুকলকে প্রতিপালন করিতেছেন, তাহার অনুকরণ করিয়া
পরিবারগণের ভরণ পোষণ এবং শারীরিক মানসিক ও আধ্যাত্মিক-
কল্যাণ সাধন করিবেক ॥ ৭ ॥

৮-

অতিবাদাংস্তিতিক্ষেত নাবমন্ত্যেত কঞ্চন ।

ন চেমং দেহমাশ্রিত্য বৈরং কুর্বীত কেনচিঃ ॥ ৮ ॥

‘অতিবাদান्’ অতিক্রমবাদান্ পরোক্তান্, ‘তিতিক্ষেত’ সহেত ।
‘কঞ্চন’ কঞ্চিদ্বি, ‘অপি’ ‘ন অবমন্ত্যেত’ । ‘ন চ ইমং’ ‘দেহং’
ক্ষণভঙ্গুরং, ‘আশ্রিত্য’ অবলম্ব্য, তদর্থং ‘কেনচিঃ’ সহ, ‘বৈরং’
বিরোধং, ‘কুর্বীত’ কুর্যাদং ॥ ৮ ॥

পরের অত্যক্তি-সকল সহ করিবেক, কাহাকেও
অপমান করিবেক না । এই মানবদেহ ধারণ করিয়া
কাহারও সহিত শক্ততা করিবেক না ॥ ৮ ॥

সহিষ্ণুতা দ্বারা অন্তের অত্যক্তিকে পরাজয় করিবেক ; অত্যক্তির
পরিবর্তে অত্যক্তি করিবেক না ; কেন না, ধর্মসাধন জীবনের-

উদ্দেশ্য, বৈরনির্যাতন উদ্দেশ্য নহে। কাহাকেও অবমাননা
করিবেক না ; ঈশ্বর কোন মহুষাকেই অবজ্ঞাত থাকিবার জন্য সূচি
করেন নাই ; সকলেই তাহার মেহের আশ্পদ, অতএব সকলের
প্রতি সমাদৰ করিবে। এই ক্ষণভঙ্গ মানবদেহ ধারণ করিয়া
গবিত হইয়া কাহারও সহিত শক্রতাঁচরণ করিবেক না ; প্রত্যাত
যে কএক দিন এই পৃথিবীতে থাকিতে হইলে, সকলের হিতসৃধিনে
নিযুক্ত হইয়া থাকিবেক। ঈশ্বর সকলের পিতা, মহুষ্যগণ
পরম্পর ভাতা ; শক্রতা স্বারা এই পবিত্র সম্বন্ধ উন্নত্যন
করিবেক ॥ ৮ ॥

দ্বিতীয়োৎধ্যায়ঃ

৯

যাবন্ন বিন্দতে জায়ং, তাৰদর্কোভবেং পুমান् ।

যন্ম বালৈঃ পরিবৃতং শুশানমিৰ তদ্গৃহম্ ॥ ১॥

‘যাবৎ’ ‘পুমান্’ পুৰুষঃ, ‘জায়ং’ ‘ন বিন্দতে’ ন লভতে,
‘তাৰৎ’ ‘অৰ্কঃ’ অসৰ্কঃ, ‘ভবেং ভবতি’। ‘যৎ’ গৃহং, ‘বালৈঃ’
বালকৈঃ গৃহাভৱণভূতৈঃ, ‘ন পরিবৃতং ন সুসজ্জীকৃতং’ ‘তৎ গৃহং
শুশানম্ ইব’ ॥ ১ ॥

পুৰুষ যাবৎ স্তু গ্রহণ না কৱেন, তাৰৎ তিনি অৰ্কেক
থাকেন। যে গৃহ বালক দ্বাৰা পরিবৃত না হয়, সে গৃহ
শুশান-সমান ॥ ॥

প্ৰজাকাম পৱনেশ্বৰ স্তু ও পুৰুষ স্থষ্টি কৱিয়াছেন। তাহার
শুভ সংকলন লক্ষ্য কৱিয়া পৰিত্র বিবাহ-বন্ধনে পৱন্পৰ সম্মিলিত
হইবেক ; তাহা তাহার অনভিপ্ৰেত বিবেচনা কৱিবেক না।
বালক বালিকা পিতামাতাৰ জন্ময়েৰ আনন্দ ও গৃহেৰ ভূষণ।
বিবাহ-বন্ধনেৰ এই পৰিত্র পুৱন্দার ॥ ১ ॥

১০

প্ৰজনাৰ্থং মহাভাগাঃ পূজার্হাগৃহদীপ্তয়ঃ ।

স্ত্ৰিয়ঃ শ্ৰিয়শ্চ গেহেমু, ন বিশেষোৎস্তি কশ্চন ॥ ২ ॥

‘ପ୍ରଜଳାର୍ଥ’ ଅପ୍ତେଯୋଂପାଦନାର୍ଥ, ଏତାଃ ଶ୍ରୀମନୁଃ ‘ମହାଭାଗା’
ବଲୁକଲ୍ୟାଣଭାଜନଭୂତାଃ, ‘ପୂଜାର୍ଥା’ ସମ୍ମାନାର୍ଥାଃ, ‘ଗୃହଦୀଷ୍ଟରୁଃ
ଗୃହଶୋଭାକାରିଣ୍ୟଃ । ‘ଶ୍ରୀମନୁଃ ଶ୍ରୀମନୁଃ ଚ ଗେହେମୁ’ ତୁଳ୍ୟକୃପାଃ । ‘ନ’
ଅନୟୋଃ ‘ବିଶେଷଃ ଅନ୍ତି’, ‘କଞ୍ଚନ’ କଞ୍ଚଦ ଅପି । ସଥା ନିଃଶ୍ଵାକଂ
ଗୃହଂ ନ ଶୋଭତେ, ଏବଂ ନିଃଶ୍ଵାକମ୍ ଇତି ॥ ୨ ॥

ସମ୍ମାନ ଉତ୍ସପତ୍ରିର ନିମିତ୍ତେ ଶ୍ରୀ-ସକଳ ବଲୁକଲ୍ୟାଣ-ପ୍ରାତ୍ରୀ
ଏବଂ ଆଦରଣୀୟା ; ଇହାରୀ ଗୃହକେ ଉଜ୍ଜ୍ଵଳ କରେନ । ଶ୍ରୀରୀ
ଗୃହେର ଶ୍ରୀସ୍ଵରୂପା, ଶ୍ରୀତେ ଆର ଶ୍ରୀତେ କିଛୁଟି ବିଶେଷ
ନାହିଁ ॥ ୨ ॥

• ଶ୍ରୀ ଓ ପୁରୁଷ ଉତ୍ସବ ଜାତିଇ ପରମ ପିତା ପରମେଶ୍ୱରେର ତୁଳ୍ୟକୃପ
ମେହ ଓ ଆଶୀର୍ବାଦର ପାତ୍ର । କିନ୍ତୁ ସଂସାରେ ଜୀବିଯା ଯାହାକେ
ସେନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟଭାବ ବଠନ କରିତେ ହଇବେ, ସର୍ବଦଶୀ ମଙ୍ଗଳ-ସ୍ଵରୂପ ଈଶ୍ୱର
ତୀହାକେ ତଦନୁଷ୍ଠାନୀ ଶରୀର, ମନ, ଜ୍ଞାନ ଓ ଭାବ, ଧର୍ମ ଓ ଭୂଷଣ ପ୍ରଦାନ
କରିଯାଛେନ । ଶ୍ରୀରୀ ଗର୍ଭଧାରଣ, ଶିଶୁଦିଗଙ୍କେ ପୋଷଣ ଓ ପ୍ରତିପାଦନ
କରିବେନ, ଏହି ଜଗ୍ତ ମେହ ଅଧିଳମାତା ପରମେଶ୍ୱର ଆପନାର ସୁକୋମଳ
ମାତୃଭାବେ ତୀହାଦିଗଙ୍କେ ନିର୍ମାଣ କରିଯା ଗୃହେର ଶ୍ରୀ-ସ୍ଵରୂପା କରିଯାଛେନ ।
ଅତେବ ତୀହାଦିଗେର ପ୍ରତି ବନ୍ଦ ସମାଦର ଓ ମନ୍ତ୍ରେଷ ପ୍ରଦର୍ଶନ
କରିବେକ ॥ ୨ ॥

୧୧

ସର୍ବାବୟବମଞ୍ଜୁଣୀଂ ସ୍ଵରତ୍ନମୁଦ୍ବହେମରଃ ।

କ୍ରମକ୍ରମିତା ଚ ସା କଣ୍ଠା ପଞ୍ଚୀ ମା ନ ବିଧୀଯତେ ॥ ୩ ॥

‘সর্বাবয়ব-সম্পূর্ণাং’, ‘সুবৃত্তাং’ সুশীলাং কন্তাং, ‘নরঃ’ উৎহেৰ-
পরিণয়েৰ। ‘ষাঠ কন্তা’ ‘ক্রমক্রীতি’ ক্রয়েণ মূল্যেন ক্রীতেতি,
‘সা পত্নী ন বিধীয়তে ॥ ৩ ॥

পুরুষ সর্বাবয়ব-সম্পূর্ণা এবং সুশীলা স্ত্রীকে বিবাহ
করিবেক। যে কন্তা মূল্য দ্বারা ক্রীত হয়, সে বিধিসম্মত
পত্নী নহে ॥ ৩ ॥

সর্বাবয়ব-সম্পত্তি ও সাধুশীলা স্ত্রীকে বিবাহ করিবেক।
কথা বা অঙ্গহীনা অথবা তৃক্ষরিত্বার পালি গ্রহণ করিবেক না।
যে সকল স্ত্রী ও পুরুষ চির-কথা অথবা বিকলাঙ্গ, তাহারা সেই
মঙ্গল-সংকলন প্রজ্ঞাপতিব প্রজ্ঞা বর্দ্ধনে আপনাদিগকে অনধিকারী
বিবেচনা করিবেন; এবং তাঁগার অঙ্গাঙ্গ সহস্র প্রকার প্রিয় কার্য
আছে, তাহার অনুষ্ঠান পূর্বক ধর্ম-সাধনে নিযুক্ত থাকিবেন;
অসংবত্ত হইয়া সংসারে রোগ ও শোক বিস্তার করিবেন
না। স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে কেহ চরিত্রহীন হইলে অশেষ অমঙ্গল
উৎপন্ন হয়; অতএব পরম্পর পরম্পরের সুশীলতা অবগত হইয়া
বিবাহ-বন্ধনে আবক্ষ হইবেক। পুরুষ মূল্য দ্বারা পত্নী ক্রয়
করিবেন না, তাহা ধর্মের অনুমোদিত নহে ॥ ৩ ॥

অন্যোহন্যস্তাব্যভিচারোভবেদামরণাস্তিকঃ ।
এষধর্মঃ সমাসেন জ্ঞেয়ঃ স্ত্রীপুঃসংযোঃ পরঃ ॥ ৪ ॥

ଭାର୍ଯ୍ୟ-ପତ୍ରୋଃ ‘ଅନ୍ତେହତ୍ତ୍ସ’ ପରମ୍ପରା, ‘ଆମରଣାସ୍ତିକଃ’ ମରଣାସ୍ତଃ ଯାବେ, ତାବେ ଧର୍ମାର୍ଥକାମେସୁ ‘ଅବ୍ୟଭିଚାରଃ ଭବେ’ । ‘ଏଷଃ ଶ୍ରୀ-ପୁରୁଷୋଃ’, ‘ପରଃ’ ପ୍ରକଟଃ ‘ଧର୍ମ’ ‘ସମୀମେନ’ ସଂକ୍ଷେପେଣ, ‘ଜ୍ଞେୟ’ ॥ ୪ ॥

ଶ୍ରୀ-ପୁରୁଷେ ମରଣାସ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାନ୍ତ ପରମ୍ପର କାହାରେ ପ୍ରତି କେହ ବ୍ୟଭିଚାର କରିବେକ ନା ; ସଂକ୍ଷେପେତେ ତାହାଦେର ଏହି ପରମ ଧର୍ମ ଜ୍ଞାନିବେ ॥ ୪ ॥

ପତି ଓ ପତ୍ନୀ କି ଧର୍ମେ, କି ସାଂସାରିକ କାର୍ଯ୍ୟେ, କି ଭୋଗେ ପରମ୍ପରକେ ଅତିକ୍ରମ କରିବେନ ନା । ପତ୍ନୀ ସ୍ଵାମୀର ସହଧର୍ମିଣୀ ହଇବେନ, ସହକର୍ମିଣୀ ହଇବେନ ଓ ସହଭୋଗିଣୀ ହଇବେନ । ଧର୍ମକାର୍ଯ୍ୟେ ପରମ୍ପର ପୃଥକ ହୋଇବିଲେ ଧର୍ମ-ବିଷୟକ ବ୍ୟଭିଚାର କହେ ; ତାହା ଶ୍ରୀ-ପୁରୁଷେର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରେମେ ବିନ୍ଦୁ ଉତ୍ପାଦନ କରେ । ସାଂସାରିକ କାର୍ଯ୍ୟେ ପରମ୍ପର ଭିନ୍ନ ହୋଇବିଲେ ଅର୍ଥ ବିଷୟକ ବ୍ୟଭିଚାର କହେ ; ତାହା ଦ୍ୱାରା ସଂସାରେ ଅନେକ ଅନିଷ୍ଟ ଉତ୍ପାଦନ ହୁଏ । ସଦି ପତି ଅନ୍ତ ଶ୍ରୀତେ ଓ ପତ୍ନୀ ଅନ୍ତ ପୁରୁଷେ ଆମନ୍ତ ହନ, ତାହା ହଟିଲେ ତାହାରା ଭୋଗ-ବିଷୟେ ବ୍ୟଭିଚାରୀ ହଟିଲେନ ; ଭୋଗବିଷୟକ ବ୍ୟଭିଚାରଟି ସର୍ବାପେକ୍ଷଣ ଅଧିକତର ମନ୍ଦ ; କେନ ନା ଇତୀ ହଟିତେ ପାପ ଓ ଅପବିତ୍ରତା ଉତ୍ପନ୍ନ ହଇଯା ବ୍ୟଭିଚାରୀଙ୍କେ ଧର୍ମ ହଟିତେ ପତିତ କରିଯା ରାଖେ । ସଦି ପୁରୁଷ ଅନ୍ତ ଶ୍ରୀକେ ଓ ଶ୍ରୀ ଅନ୍ତ ପୁରୁଷଙ୍କେ ଆମନ୍ତ ଚିତ୍ରେ ଦର୍ଶନ ବା ଧ୍ୟାନ କରେନ, ତାହା ହଟିଲେ ତାହାରା ମାନସିକ ବ୍ୟଭିଚାର-ଦୋଷେ ଦୂରିତ ହଇଲେନ । ଅତିଏବ ଶ୍ରୀ ଓ ପୁରୁଷେର ପ୍ରତି ସଂକଳିତ ଉପଦେଶ

এই যে, ধর্মার্থকামবিষয়ে স্তোহারা পরম্পরকে অতিক্রম করিবেন
না; কায়মনোবাকে দাস্পত্তি সহস্র প্রতিপাদন করিবেন ॥ ৪ ॥

۲۹

তথা নিত্যং যতেযাতাঃ স্রীপুংসো তু কৃতক্রিয়ে ।
যথা নাভিচরেতাঃ তো বিযুক্তাবিতরেতরম् ॥ ৫ ॥

‘স্তু-পূঁমৌ’ স্তু চ পুমাংশ তৌ; ‘তু’, ‘কৃতক্রিমৌ’
 কৃতবিবাহৌ, ‘তথা’ ‘নিত্যং’ সর্বদা, ‘যতেবাতাঃ’ যত্নং
 কৃষ্যাতাঃ, ‘যথা’ ধর্মার্থকামবিষয়ে, ‘বিযুক্তৌ’ বিছিন্নৌ
 সম্প্রস্তৌ, ‘তৌ’ ‘ইতরেতরং’ পরম্পরং, ‘ন অভিচরেতাঃ’ ন
 ব্যভিচরেতাঃ ॥ ৫ ॥

স্বামী ও ভার্যা পরম্পর বিযুক্ত হইয়া যাহাতে
কেহ কাহার প্রতি ব্যভিচার না করেন, এমন যত্ন
তাঁহার। সর্বদা করিবেন ॥ ৫ ॥

পতি ও পত্নী উভয়েই ব্যভিচার হইতে আপনাদিগকে
যত্নপূর্বক রক্ষা করিবেন। পরমেশ্বর কি শুভ অতিপ্রায়ে পরম্পরাকে
কিঙ্গপ শুরুতর সম্বন্ধে সম্মিলিত করিয়াছেন, তাহা সর্বদা অস্তরে
জাগরুক রাখিবেন। স্তুপুরুষের বিশুদ্ধ প্রেম ঈশ্বরের প্রিয় ও
সমুদায় জগতের প্রিয়, এবং দম্পতীর কল্যাণকর, বৎশের কল্যাণ-
কর ও সমুদায় সংসারের কল্যাণকর। পরম্পর যত্নবান্ন তইয়া
তাহা পরিবর্কিত করিবেন; মনে মনেও তাহার বিকৃষ্টাচরণ

କରିବେନ ନା । ଉତ୍ତରେ ହଦୟ ଏକ ହଇବେ, ଉତ୍ତରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏକ ହଇବେ, ଉତ୍ତରେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଏକ ହଇବେ, ଏবଂ ଉତ୍ତରେ ଆପନାଦିଗଙ୍କେ ସର୍ବାଧିପତି ପରମେଶ୍ୱରେର ସମ୍ମିଳିତ ଦାସ-ଦାସୀ ବିବେଚନା କରିଯା ସର୍ବାନ୍ତଃକରଣେ ତାହାର ଆଜ୍ଞା ପାଲନେ ଚିରବ୍ରତୀ ଥାକିବେନ । ଇତ୍ତିଯ-
ସୁଖ କୁଦ୍ର ବୋଧ କରିବେନ, ସାମାଜି ଆଲାପ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବେନ;
ବାହାତେ ଐତିକ ଓ ପାରତ୍ରିକ ମଙ୍ଗଳ ହୟ, ତାହାର ଆଲୋଚନା
କରିବେନ । କାର୍ଯ୍ୟବଶତଃ କଥନ ପରମ୍ପରା ବିଯୁକ୍ତ ହଇଲେ ଯତ୍ପୂର୍ବକ ଏହି
ପବିତ୍ର ଦାସ୍ପତ୍ୟ ବ୍ରତ ପ୍ରତିପାଳନ କରିବେନ ॥ ୫ ॥

୧୪

• ସନ୍ତୁଷ୍ଟୋଭାର୍ଯ୍ୟା। ଭର୍ତ୍ତା ଭର୍ତ୍ତା ଭାର୍ଯ୍ୟା ତଥେବ ଚ ।

ସମ୍ମିଶ୍ଵେବ କୁଲେ ନିତ୍ୟଂ କଲ୍ୟାଣଂ ତତ୍ର ବୈ ଧ୍ରୁବମ୍ ॥ ୬ ॥
‘ସମ୍ମିଶ୍ଵ’ ଏବ କୁଲେ ନିତ୍ୟଂ ଭର୍ତ୍ତା ଭାର୍ଯ୍ୟା ସନ୍ତୁଷ୍ଟଃ, ତଥା ଏବ ଭାର୍ଯ୍ୟା
ଚ ଭର୍ତ୍ତା’ ସନ୍ତୁଷ୍ଟା, ‘ତତ୍ର’ ‘ଧ୍ରୁବଂ’ ନିଶ୍ଚିତଂ, ‘ବୈ’ ଅବଧାରଣେ, ‘କଲ୍ୟାଣଂ’
ଶ୍ରେଷ୍ଠଃ ଭବତି ॥ ୬ ॥

ଯେ ପରିବାରେ ସ୍ଵାମୀ ଭାର୍ଯ୍ୟାର ପ୍ରତି, ଏବଂ ଭାର୍ଯ୍ୟା
ସ୍ଵାମୀର ପ୍ରତି ନିତ୍ୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ମେତି ପରିବାରେର ନିଶ୍ଚିତ
କଲ୍ୟାଣ ॥ ୬ ॥

ଭର୍ତ୍ତା ଓ ଭାର୍ଯ୍ୟା ପରମ୍ପରକେ ସମ୍ପ୍ରୀତ ଓ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରାଖିତେ ଓ
ପରମ୍ପରେର ଉପର ପ୍ରାତ ଓ ପ୍ରମଳ ଥାକିତେ ଯତ୍ତଶୀଳ ହଇବେନ ।
ବାହାତେ ପରମ୍ପରେର ଆଲାପ ଓ ଆଚରଣ ପରମ୍ପରେର ବିରକ୍ତିଜଳକ ନା

হয়, কাহার নিমিত্ত চেষ্টাবান् থাকিবেন। কেহ কাহারও প্রতি উগ্রতা প্রদর্শন করিবেন না, কেহ কাহাকে হীন বোধ করিবেন না, কেহ কাহাকেও অবিশ্বাস করিবেন না। পরম্পর প্রিয়াচরণ করিবেন, পরম্পর হিতাহৃষ্টান করিবেন, পরম্পর ক্ষমাশীল হইবেন। উভয়ে মিলিত হইয়া সংসারের হিত চিন্তা ও উপর্যুক্তি সাধন করিবেন। একের মাতা পিতাকে উভয়েই মাতা পিতা বলিয়া বোধ করিবেন, একের ভাতা ভগিনীকে উভয়েই ভাতা ভগিনী বলিয়া বিবেচনা করিবেন, একের স্তুতি দুঃখ ও সম্পদ বিপদ উভয়েই বিভাগ করিয়া লইবেন; এবং উভয়েই পবিত্রতা, শান্তি, শুভ বুদ্ধি ও ধর্ম-বলের জগ্ন সেই মঙ্গলময় বিধাতা পুরুষের শরণাপন্ন হইয়া থাকিবেন। যে পরিবারে একপ দম্পত্তী থাকেন, তথায় স্তুতি শান্তি ও কল্যাণ প্রচুর রূপে বর্ষিত হয় ॥ ৬ ॥

১৫

সা ভার্যা যা পতিপ্রাণ সা ভার্যা যা প্রজ্ঞাবতী ।
মনোবাক্কর্মভিঃ শুন্দা পতিদেশানুবর্তিনী ॥ ৭ ॥

‘সা ভার্যা, যা’ ‘পতিপ্রাণ’ পতিরেব প্রাণে ষষ্ঠা ইতি। ‘সা ভার্যা, যা’ ‘প্রজ্ঞাবতী’ সাপত্যা। সা ভার্যা যা ‘মনো-বাক্ক-কর্মভিঃ’ ‘শুন্দা’ পবিত্রা সতী, ‘পতিদেশানুবর্তিনী’ পত্ন্যরাজা-নুসারিণী ॥ ৭ ॥

সেই ভার্যা যে পতিপ্রাণ, সেই ভার্যা যে সন্তান-

বন্তী, এবং সেই ভার্যা যাহার মন এবং বাক্য ও কর্ম
শুল্ক, আর যিনি পতির আজ্ঞামুসারিণী ॥ ৭ ॥

স্তু স্বামীকে প্রাণতুল্য দেখিবেন, বংশের প্রতিষ্ঠার্থ সন্তান
কামনা করিবেন; চিন্তাতে পবিত্র গাকিবেন, বাক্যেতে ভদ্র
হইবেন, বিশুদ্ধ কর্ষের অঙ্গুষ্ঠান করিবেন; স্বামী যাহা বলিবেন,
তাহা প্রীতি ও অকুলতার সহিত প্রতিপালন করিবেন ॥ ৭ ॥

۶

ଢାୟେବାନୁଗତୀ ସ୍ଵଚ୍ଛା ମର୍ଥୀବ ହିତକର୍ମସୁ ।

ମଦ୍ବା ପ୍ରହଷ୍ଟେଯା ଭାବ୍ୟଂ ଗୃହକାର୍ଯ୍ୟସୁ ଦକ୍ଷୟା ॥ ୮ ।

‘ছায়া ইব অনুগত।’, ‘স্বচ্ছ।’ বিশ্বকা, ‘সথী ইব হিতকর্মসূ।
 ‘সদা’ ‘প্রজষ্ঠেয়া’ হর্ষযুক্তয়া, ‘গৃহকার্য্যেষু’ ‘দক্ষয়া’ কুশলয়া, দ্রিয়া
 ‘ভাব্যং’ ভবিতব্যম্ ॥ ৮ ॥

ছায়ার আয় তিনি স্বামীর অনুগত্য ও সখীর আয়
তাহার হিত-কর্ষ সাধিকা হইবেন, এবং স্বচ্ছা থাকিবেন,
এবং সর্বদা প্রস্তু থাকিয়া গৃহ-কার্য্যতে সুদক্ষ
হইবেন ॥ ৮ ॥

• স্তু ধর্মার্থভোগ বিষয়ে স্বামীকে আপনার নেতা করিয়া ছান্নার স্থায় তাহার অনুগত হইয়া চলিবেন, তাহাতে স্তুর কোমল স্বভাব বিপত্তি হইতে রক্ষা পাইবে। অতএব তিনি স্বামীকে আশ্রয়-স্তুর ও আপনাকে আশ্রিত-স্তুতা বিবেচনা করিবেন। কিন্তু স্বামীর

ଭ୍ରମ ପ୍ରମାଦେ ଅନ୍ଧ ହଇଲା ଥାକିବେନ ନା ; କେନ ନା ଜୀବର ତୀହାକେ ଓ
ଯଥେଷ୍ଟ ବିବେଚନା-ଶକ୍ତି ଦିଯାଛେନ । ଅତ ଏବ, ହିତକାରିଗୀ ସଥୀର ହ୍ରାସ
ଶାମୀକେ ଅହିତ ବିଷର ହଇତେ ନିବୃତ୍ତ କରିବେନ ଓ ସଂକର୍ମ ସାଧନେ
ଶୁମ୍ଭୁଣ୍ଣା ଦିବେନ ; ଏବଂ ତୀହାର ଶରୀର ଓ ମନକେ ଶୁଦ୍ଧ ରାଖିତେ ସନ୍ତ୍ଵବତୀ
ଥାକିବେନ । ସ୍ଵୟଂ ଶରୀର, ପରିଚ୍ଛଦ ଓ ଅନ୍ତଃକ୍ରମେ ନିର୍ମଳା ହଇବେନ ।
ଅନୁଭ୍ଵ ଉଦୟେ ଗୃହକଣ୍ଠେର ଅନୁଷ୍ଠାନେ ବାପ୍ରୁତ ଥାକିବେନ, ଏବଂ ତାହାତେ
ଶୁନିପୁଣ୍ୟ ହଇବାର ଜନ୍ମ ଚେଷ୍ଟା କରିବେନ ॥ ୮ ॥

୧୭

ନ କେନଚିତ୍ ବିବନ୍ଦେଚ ଅପଳାପବିଲାପିନୀ । .
ନ ଚାତିବ୍ୟାଶୀଳା ଶ୍ରାଦ୍ଧ ନ ଧର୍ମାର୍ଥବିରୋଧିନୀ ॥ ୯ ॥

‘ନ ଚ କେନଚିତ୍’ ସହ, ‘ବିବନ୍ଦେ’ ବିବାଦଂ କୁର୍ଯ୍ୟାଃ ; ‘ଅପଳାପ-
ବିଲାପିନୀ’ ନ ଅନର୍ଥ-କଥନଶୀଳା । ‘ନ ଚ ଅତିବ୍ୟାଶୀଳା ଶ୍ରାଦ୍ଧ’, ‘ନ
ଧର୍ମାର୍ଥବିରୋଧିନୀ’ ଭବେ ॥ ୯ ॥

କାହାର ଓ ମହିତ ତିନି ବିବାଦ କରିବେନ ନା, ଅନର୍ଥକ
ବହୁ ଭାଷଣ କରିବେନ ନା, ଅପରିମିତ ବ୍ୟଯ କରିବେନ ନା । ଏବଂ
ଧର୍ମ ଓ ଅର୍ଥ-ବିଷୟେ ବିରୋଧିନୀ ହଇବେନ ନା ॥ ୯ ॥

ଯେ ପରିବାରେ ଦ୍ରେଷ, ଈର୍ବ୍ୟା ଓ ବିବାଦ-ବିସଂବାଦ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହୟ, ଶୁଦ୍ଧ ଓ
ସନ୍ତୋଷ ତଥା ହଇତେ ପଲାୟନ କରେ, ଏବଂ ମେ ପରିବାର ଶୀଘ୍ରଇ ଶ୍ରୀବ୍ରଦ୍ଧ
ହଇଲା ପଡ଼େ ; ଅତ ଏବ ଗୃହିଣୀ ତଦ୍ଵିଷୟେ ସତର୍କ ହଇବେନ, ମାହାତେ ସମୁଦ୍ରାର
ପରିବାରେର ଅଧ୍ୟେ ଶାନ୍ତି ଥାକେ, ତାହାର ଉପାୟ ବିଧାନ କରିବେନ ।

সকলের সহিত শায়ানুগত ব্যবহার করিবেন এবং সকলের কল্যাণ কামনা করিবেন। অসার কথা পরিত্যাগ করিয়া মিতভাবিণী হইবেন। যে সকল বাক্যে লজ্জা বা ঘৃণা জন্মে, অথবা যাহা দ্বারা অন্তের প্রতি অভিশাপ দেওয়া হয়, এই ত্রিবিধ অশ্রীল বাক্য পরিত্যাগ করিবেন; সারবৎ মধুর বাক্যে সকলের সহিত সম্ভাষণ করিবেন। কোন বিষয়ে অনাবশ্যক ব্যয় করিবেন না, এবং আবশ্যক ব্যয়ে সংকুচিত হইবেন না। যাহাতে ধর্মের বা সাংসারিক কার্যের ব্যাপার উৎপন্ন হয়, তাদৃশ আচরণে ও তাদৃশ আমোদ-প্রমোদে আসক্ত হইবেন না ॥ ৯ ॥

‘ ১৮

পতিপ্রিয়হিতে যুক্ত স্বাচারা সংযতেজ্ঞিয়া ।

ইহ কীর্তিমূলাপ্রোতি প্রেত্য চানুপমং স্মৃথম् ॥ ১০ ॥

‘পতি-প্রিয়-হিতে যুক্ত’ পত্র্যঃ প্রিয়ে হিতে চ কার্য্যে নিযুক্ত ; ‘স্বাচারা’ শোভনাচারা ; ‘সংযতেজ্ঞিয়া’ নিষতেজ্ঞিয়া চ সতী ; ‘ইহ’ জীবস্তী, ‘কীর্তি’ যথঃ, ‘অবাপ্নোতি’ প্রাপ্নোতি। ‘প্রেত্য’ পরলোকে, ‘অনুপমং’ নিন্দপমং, ‘স্মৃথং চ’ ॥ ১০ ॥

যে ভার্যা পতির প্রিয় ও হিত কার্য্যে নিযুক্ত থাকেন, এবং সদাচারা ও সংযতেজ্ঞিয়া হয়েন, তিনি ইহলোকে কীর্তি ও পরলোকে অনুপম স্মৃথ প্রাপ্ত হয়েন ॥ ১০ ॥

স্বামীর প্রিয়কারিণী ও হিতকারিণী সদাচারা এবং জিতেন্দ্রিয়া
স্তুর প্রতি ষেমন মমুষ্যেরা সন্তুষ্ট হন, সেইরূপ সর্বদশী-জৈবৰ প্রসর
থাকেন। গ্রংকপ স্তুর ঐহিক-পারত্তিক মঙ্গল লাভ করিয়া কৃতার্থ
হয়েন, এবং তাহার কৌতু পৃথিবীতে অন্তর্ভুক্ত স্তুলোকদিগকে সাধু
কর্মে উৎসাহ দান করে ॥ ১০ ॥

১৯

স্তুভিভৰ্ত্তবচঃ কার্য্যম্ এষধর্মঃ পরঃ স্ত্রিয়াঃ ।
সম্ভৰ্ত্তচারিণীং পত্নীং ত্যক্তু। পততি ধর্মতঃ ॥ ১১ ॥
‘স্তুভিঃ’ সাধ্বীভিঃ, ‘ভৰ্ত্ত-বচঃ’ পতিবাক্যং, ‘কার্য্যং’। ‘এষঃ
স্ত্রিয়াঃ’ ‘পরঃ’ প্রকৃষ্টঃ, ‘ধর্মঃ’। ‘সম্ভৰ্ত্তচারিণীং’ সদাচারশীলাং,
‘পত্নীং ত্যক্তু। ধর্মতঃ’ ‘পততি’ পতিতো ভবতি ॥ ১১ ॥

স্তুরা স্বামীর বাক্য প্রতিপালন করিবেন, ইহা
তাহারদের পরম ধর্ম। স্বামী সদাচারশীলা পত্নীকে
পরিত্যাগ করিলে ধর্ম হইতে পতিত হয়েন ॥ ১১ ॥

স্তু স্বামীর বাক্য প্রতিপালন করিবেন। স্বামী স্তুর স্বাভাবিক
মৃদত্তার প্রতি নিরপেক্ষ হইয়া তাহাকে কঠোর অভ্যরণে করিবেন
না। তাহার শারীরিক মানসিক ও আধ্যাত্মিক কল্যাণ সাধনে
যত্পূর্বান্ত ধাকিবেন। সহপদেশ প্রদান ও সাধু দৃষ্টান্ত প্রদর্শন
করিবেন। প্রীতি ও সমাদরের সহিত পত্নীকে প্রতিপালন করিবেন,
এবং আপনার ধর্ম, অর্থ ও ভোগ-বিষয়ে তাহাকে সহজেন্দ্রিয়

করিবেন। যিনি সাধ্বী স্তু প্রার্থনা করেন, তিনি স্বয়ং সৎপত্তি হইতে চেষ্টা করন। সাধ্বী স্তুকে পরিত্যাগ করিলে ধর্মকে লজ্জন করা হয়; অতএব, পুরুষ সাধ্বী স্তুকে পরিত্যাগ করিবেন না ॥১১॥

২০

সূক্ষ্মভ্যোহপি প্রসঙ্গেভ্যঃ স্ত্রিয়োরক্ষ্যা বিশেষতঃ ।
দ্বয়োহি কুলযোঃ শোকমাবহেয়ুররক্ষিতাঃ ॥ ১২ ॥

‘সূক্ষ্মভ্যঃ’ অপি স্বল্লভ্যোহপি, ‘প্রসঙ্গেভ্যঃ’ তৎসঙ্গেভ্যঃ, ‘বিশেষতঃ’ বিশেষণ, ‘স্ত্রিয়ঃ’ ‘রক্ষ্যাঃ’ রক্ষণীয়াঃ; কিং পুনর্মহন্ত্যঃ? ‘হি’ ষষ্ঠী, ‘অরক্ষিতাঃ’ সত্যঃ, ‘দ্বয়োঃ কুলযোঃ’ পিতৃভূত-কুলযোঃ, ‘শোকং’ সন্তাপং, ‘আবহেয়ঃ’ দাপয়েয়ুঃ ॥ ১২ ॥

স্তুদিগকে অতান্ন তৎসঙ্গ হইতেও বিশিষ্ট রূপে রক্ষা করিবেক; যেহেতু স্তু স্বরক্ষিতা না হইলে পিতৃকুল ও ভূর্ভূকুল উভয় কুলেরই শোকের কারণ হয়েন ॥ ১২ ॥

বে স্থানে অভদ্র দর্শন ও অভদ্র শ্রবণে মন অভদ্র হইতে পারে, যে সকল আমোদ-প্রমোদে ধর্ম-ভাব মলিন হইয়া যাই, যেখানে পাপ-প্রলোভন মনকে বিচলিত করে, তথাপি অবস্থান কর্তব্য নহে। যাহাদিগকে অপবিত্রতা ভাল লাগে, ও যাহারা অপবিত্রতাতে মগ্ন হইয়া আছে, তাহাদের সৎসর্গ বিষবৎ পরিত্যাগ্য। পাতিত্রত্য ধর্মে যাহাদের অন্তরাগ নাই তাহাদের

স্মভাব অতি ভয়ানক । এই সকল দুঃহান ও দুঃসঙ্গ হইতে যত্ন
পূর্বক স্তুলোকদিগকে রক্ষা করিবেন । পাপ-সংসর্গে পাপের প্রতি
আসক্তি জন্মে ॥ ১২ ॥

২১

অরক্ষিতা গৃহে রুক্তাঃ পুরুষেরাপ্তকারিভিঃ ।

আত্মানমাত্মনা যাস্ত্র রক্ষেযুস্তাঃ স্মৃতিক্ষিতাঃ ॥ ১৩ ॥

যাঃ দুঃশীলতয়া নাত্মানং রক্ষণ্তি তাঃ ; ‘আপ্তকারিভিঃ’,—
আপ্তাঃ বিশুস্তাঃ, কারিণঃ আজ্ঞাকারিণঃ, আপ্তাশ্চ তে কারিণচেতি
আপ্তকারণ, স্তৈঃ ; ‘পুরুষেঃ গৃহে রুক্তাঃ’ অপি, ‘অরক্ষিতাঃ’ ভবন্তি ।
‘যাঃ তু’ ধর্মজ্ঞতয়া, ‘আত্মানং আত্মনা’ ; রক্ষেয়ঃ’ রক্ষণ্তি, ‘তাঃ’
এব ‘স্মৃতিক্ষিতাঃ’ ভবন্তি । অতঃ স্তুভ্যো ধন্ত্যম্ উপদিশেন
ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ১৩ ॥

বিশুস্ত ও আজ্ঞাবহ ব্যক্তিগণ কর্তৃক গৃহমধ্যে রুক্তা
থাকিলেও স্তুরা অরক্ষিতা । যাহারা আপনাকে আপনি
রক্ষা করেন, তাহারাই স্মৃতিক্ষিতা ॥ ১৩ ॥

অস্তঃকরণেই পাপের অঙ্কুর উৎপন্ন হয় । তাহা হইতে ক্রমে
ক্রমে কার্য্যাত্মক পাপময় হইয়া উঠে । ‘অস্তঃকরণ পবিত্র থাকিলেই
কার্য্য পবিত্র হয় । অতএব স্তুলোকদিগকে ধর্মোপদেশ প্রদান
করিয়া ধর্মের প্রতি তাহাদিগের অনুরাগ বৃক্ষি করিয়া দিবেক ; তাহা
হইলে তাহাদিগের মন ধর্মকূপ দুর্গে অবস্থান করিয়া পাপ হইতে

আপনাদিগকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইবেক। যাহারা আপনাকে
আপনি রক্ষা করিতে পারেন, তাহারাই রক্ষা পান ॥ ১৩ ॥

২২

আতুর্জ্যেষ্টস্ত ভার্যা যা শুরুপত্ত্বমুজস্ত সা ।

যবীয়সন্ত যা ভায়া স্মৃত্যা জ্যেষ্টস্ত সা স্মৃতা ॥ ১৪ ॥

‘জ্যেষ্টস্ত আতুঃ যা ভার্যা, সা অহুজস্ত’ আতুঃ, ‘শুরুপত্তী’
ভবতি। ‘যবীয়সঃ’ কনিষ্ঠস্ত আতুঃ, ‘তৃ যা ভার্যা, সা জ্যেষ্টস্ত’
‘স্মৃত্যা’ বধূরিব মুনিভিঃ ‘স্মৃতা’ ॥ ১৪ ॥

জ্যেষ্ট আতার ভার্যা কনিষ্ঠ আতার শুরুপত্তীশুরুপ,
আর কনিষ্ঠ আতার ভার্যা জ্যেষ্ট আতার পুত্রবধূশুরুপ ;
ইহা মুনিরা কহিয়াছেন ॥ ১৪ ॥

জ্যেষ্ট ভাতাকে যেমন পিতৃ-তুল্য দেখিবেক, সেইরূপ তাহার
ভার্যার প্রতি মাতৃ-সমুচিত সম্মান করিবেক ; এবং কনিষ্ঠ ভাতাকে
যেমন পুত্র-সদৃশ দেখিবেক, সেইরূপ তাহার পত্নীর প্রতি পুত্রবধূ-
সমুচিত স্নেহ করিবেক। যাহার সহিত যেরূপ সম্বন্ধ, তাহার ভার্যাকে
প্রতি তদন্তুরূপ সন্তোষ প্রদর্শন করিবেক ॥ ১৪ ॥

তৃতীয়োৎধ্যায়

২৩

গৃহস্থঃ পালয়েৎ দারান্ বিদ্যামভ্যাসয়েৎ শুতান् ।

গোপয়েৎ স্বজনান্ বক্তুনেষধর্মঃ সনাতনঃ ॥ ১ ॥

‘গৃহস্থঃ পালয়েৎ দারান্, বিদ্যাম্ অভ্যাসয়েৎ শুতান্’, ‘গোপয়েৎ’
বক্ষেৎ, ‘স্বজনান্ বক্তুন্, এষঃ ধর্মঃ সনাতনঃ ॥ ১ ॥

গৃহস্থ স্বীয় স্ত্রীকে প্রতিপালন করিবেক, পুত্রদিগকে
বিদ্যাভ্যাস করাইবেক, এবং স্বজন ও বক্তুবর্গকে রক্ষা
করিবেক ; এই সনাতন ধর্ম ॥ ১ ॥

পত্নীকে প্রতিপালন, সন্তানগণকে শিক্ষা দান এবং স্বজন ও
বক্তুগণের সহায়তা করা গৃহস্থের নিত্য কর্ম জানিবে । সন্তানগণকে
কেবল অন্ন বন্ধ প্রদান করিলেই পিতামাতার সমুদায় কর্তব্য
পরিসমাপ্ত হয় না । যাহাতে পুত্রগণ সাধুভাব ও সন্তাব সহকারে
ঈশ্বরের প্রতি ও সমুদায় মহুষ্যের প্রতি সম্মানণার করিয়া
ইহলোকে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে ও পরলোকে সংগতি
প্রাপ্ত হইতে সমর্থ হয়, পিতামাতা সন্তানগণকে মেইঝপ শিক্ষা
দান করিবেন । গৃহস্থ সাধ্যানুসারে স্বজন ও বক্তুগণের
আনুকূল্য করিবেন ; অঙ্গের হিত সাধনে কদাপি পরায়ুথ
হইবেন না ॥ ১ ॥

২৪

কন্তাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্ততঃ ।

দেয়া বরায় বিদ্যুষে ধনরত্নসমন্বিতা ॥ ২ ॥

‘কন্তা অপি’ ‘এবম্’ ঈদৃশেন প্রকারেণ ‘পালনীয়া শিক্ষণীয়া’
চ ‘অতিযত্ততঃ’। ‘বিদ্যুষে’ পণ্ডিতায়, ‘বরায় ধনরত্নসমন্বিতা’ সা
‘দেয়া’ ॥ ২ ॥

কন্তাকেও এইরূপ পালন করিবেক ও অতি যত্নের
সহিত শিক্ষা দিবেক, এবং ধন রত্নের সহিত সুপণ্ডিত
‘পাত্রে সম্পদান করিবেক ॥ ২ ॥

কন্তাকেও পুত্রের গ্রায় প্রতিপালন ও জ্ঞান-ধর্মে শিক্ষা দান
করিবেক। কন্তা পতিকুলে অবস্থান করিয়া যে সকল গুরুতর ভার
গ্রহণ করিবে, তাহা জনকের উপদেশ ও জননীর দৃষ্টান্ত দেখিবাই
অধিক শিক্ষা করে। অতএব জনক জননী যত্ন পূর্বক কন্তাদিগের
সেই শিক্ষা সম্পাদন করিবেন। যে সকল বিদ্যা শিক্ষা করিলে
ঈশ্বর-জ্ঞান ও ঈশ্বর-ভক্তি উজ্জ্বল হয় এবং মহান্তভবতা উৎপন্ন হয়,
তবিষয়ে পুর ও কন্তাকে নির্বিশেষে সুশিক্ষিত করিবেন।
পরে উপযুক্ত বয়সে উপযুক্ত পাত্রে কন্তা দান করিবেন ॥ ২ ॥

২৫

যাদৃগ্গুণেন ভর্ত্তা স্ত্রী সংযুজ্যেত ষথাবিধি ।

তাদৃগ্গুণা সা ভবতি সমুদ্রেণেব নিম্নগা ॥ ৩ ॥

‘স্বাদৃগ্-গুণেন ভক্ত্বা’ সাধুনাহসাধুনা বা, ‘যথাৰিধি’ ‘স্তু
সংযুজ্যোত্ত’। ‘সা তাদৃগুণা ভবতি, সমুদ্রেণ ইব’, যথা সমুদ্রেণ
সহ যুক্তা, ‘নিম্নগা’ নদী, স্বাদুদকাপি ক্ষারজল। জ্ঞায়তে, তথা ॥ ৩ ॥

যে স্তু যাদৃগুণ-বিশিষ্ট কৃত্তার সহিত বিধি পূর্বক
সংযুক্ত হয়, সে স্তু তাদৃক গুণই প্রাপ্ত হয়; যেমন
নদীৰ জল স্বাদু হউয়াও সমুদ্রের সহিত সংযুক্ত হইলে
লবণাক্ত হয় ॥ ৩ ॥

স্বামীৰ গুণে পত্রীও গুণবত্তী হয়, এবং স্বামীৰ দোষে
পত্রীৰও দোষ জমিতে পারে; অতএব কৃত্তার জন্তু গুণবান্পাত্
অন্নেষণ করিবেক। যিনি জ্ঞানবান्, ঈশ্঵রপদ্মাৱণ, আচার
ব্যবহাৰে সাধু ও ভদ্র, যাহাৰ কুল ও শৌল কৃত্তা অপেক্ষা হীনতর
নহে, এবং যাহাৰ প্রতি কৃত্তার বিৱাগ ও বিষ্ণে না থাকিবে,
তাদৃশ সৎপাত্তে কৃত্তা দান করিবেক ॥ ৩ ॥

২৬

অজ্ঞাতপতিমর্যাদামজ্ঞাতপতিসেবনাম্ ।
নোৰ্বাহয়েৎ পিতা বালামজ্ঞাতধর্মশাসনাম্ ॥ ৪ ॥

‘অজ্ঞাত-পতি-মর্যাদাম্’,—অজ্ঞাতা পতিমর্যাদা য়ৱা, তাঃ;
তথা ‘অজ্ঞাত-পতি-সেবনাম্’; তণা ‘অজ্ঞাত-ধর্মশাসনাং বালাং
পিতা’ ‘ন উৰ্বাহয়েৎ’ ন বিবাহয়েৎ ॥ ৪ ॥

କଞ୍ଚା ସତ ଦିନ ପତି-ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଓ ପତି-ସେବା ନା ଜୀବେ
ଏବଂ ଧର୍ମ-ଶାସନ ଅଭିତ ଥାକେ, ତତ ଦିନ ପିତା ତାହାର
ବିବାହ ଦିବେନ ନା ॥ ୪ ॥

ଦାମ୍ପତ୍ୟ-ବ୍ରତ କିରପ ଶୁରୁତର, ଶ୍ଵାମୀର ସହିତ ସମସ୍ତ କିରପ
ଅମୁଲ୍ଲଭ୍ୟନୀୟ, ଏବଂ ଧର୍ମ କେମନ ଯତ୍ତେର ଧନ, ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ କଞ୍ଚା ଯେ
ବସେ ହୁଦୁରୁତ୍ୱ କରିତେ ସମର୍ଥ ନା ହୁଯ, ତାନ୍ତ୍ର ବସେ କଞ୍ଚାର ବିବାହ
ଦିବେକ ନା ॥ ୫ ॥

୨୭

ନୃ କଞ୍ଚାଯାଃ ପିତା ବିଦ୍ୱାନ୍ ଗୃହୀଯାଃ ଶୁଳ୍କମଣ୍ଣପି ।
ଗୃହନ୍ ଶୁଳ୍କଂ ହି ଲୋଭେନ ସ୍ତାନରୋହପତ୍ୟବିକ୍ରୟୌ ॥ ୫ ॥

‘କଞ୍ଚାରୀଃ ପିତା’, ‘ବିଦ୍ୱାନ୍’ ଶୁଳ୍କ-ଗ୍ରହଣ-ଦୋଷଜ୍ଞଃ ; କଞ୍ଚାଦାନ-
ନିମିତ୍ତକମ୍, ‘ଅଗ୍ନ ଅପି’ ଅଗ୍ନମ୍ ଅପି, ‘ଶୁଳ୍କ’ ମୂଲ୍ୟଃ, ‘ନ ଗୃହୀଯାଃ’ ।
‘ହି’ ସମ୍ମାନ, ‘ନରଃ ଲୋଭେନ ଶୁଳ୍କଂ ଗୃହନ୍’ ‘ଅପତ୍ୟବିକ୍ରୟୌ’ ସତ୍ତାନ-
ବିକ୍ରେତା ‘ଭାଃ’ ॥ ୫ ॥

ଜ୍ଞାନବାନ୍ ପିତା କଞ୍ଚାଦାନ ନିମିତ୍ତ କିଞ୍ଚିତ୍ତାତ୍ମତ ପଣ
ଶ୍ରୀହଣ କରିବେନ ନା । ଲୋଭାସତ୍ତ ହଇଯା ପଣ ଶ୍ରୀହଣ କରିଲେ
ଶ୍ରୀଜାନନ୍ଦ ବିକ୍ରୟ କରା ହୁଯ ॥ ୫ ॥

କଞ୍ଚାକେ ପ୍ରତିପାଳନ, ଶିକ୍ଷାଦାନ ଓ ସଂପାତ୍ରେ ସମର୍ପଣ ପିତାମାତାର
ଅବଶ୍ୟ କର୍ତ୍ତ୍ଵ୍ୟ କର୍ମ ; ଇହା ଶୁଳ୍କର କ୍ରମେ ନିର୍ବାହ କରିତେ ପାରିଲେହି
ତୀହାରୀ ଆପନାକେ କୃତାର୍ଥ ବୋଧ କରିବେନ । କଞ୍ଚା ଦାନ କରିଯା

তাহার পণ গ্রহণ করিবেন না। পণ গ্রহণ করিলে দান করা কর্তৃ
না, বিক্রয় করা হয়। যে পিতাগাতা লোভাসন্ত হষ্টয়া কস্তাকে
বিক্রয় করে, তাহারা নরাধম বলিয়া পরিগণিত হয়; কেন না
মহুষ্য-বিক্রয় ধর্মের বিরুদ্ধ ব্যবহার ॥ ৫ ॥

চতুর্থাধ্যায়ঃ

২৮

ন তেন বৃক্ষোভবতি যেনাস্ত পলিতং শিরঃ ।

যোবৈ যুবাপ্যধীয়ানস্তং দেবাঃ স্তবিরং বিদ্রঃ ॥ ১ ॥

‘ন’ ‘তেন’ হেতুনা, ‘বৃক্ষঃ ভবতি, যেন’ ‘অস্ত’ মনুষ্যাস্ত, ‘পলিতং’ শুক্লকেশং, ‘শিরঃ’ মন্ত্রকম্ । কিন্তু ‘যুবা অপি’ সন्, ‘য়ঃ’ ‘অধীয়ানঃ’ বিদ্বান्, ‘তং’ এব, ‘দেবাঃ’ ‘স্তবিরং’ বৃক্ষং, ‘বিদ্রঃ’ জ্ঞানস্ত ॥ ১ ॥

সে কথন বৃক্ষ হয় না, যাহার কেবল শুক্ল কেশ ;
কিন্তু যুবা হটয়াও যিনি বিদ্বান्, তাহাকে দেবতারা বৃক্ষ
বলিয়া জানেন ॥ ১ ॥

যত্ত পূর্বক বিদ্যা শিক্ষা করিবেক ; তাহার প্রতি অবহেলা
করিবেক না । বিদ্যা দ্বারা জ্ঞান-চক্ষু নিষ্পত্তি হয় । যে ভ্রম ঐহিক
ও পারত্তিক মঙ্গল লাভের বিষ্ণুকারী, যে ভ্রম সত্যকে অসত্তা রূপে
ও অসত্যকে সত্তা রূপে প্রকাশ করে, যে ভ্রম কার্য্যকে অকার্য্য ও
অকার্য্যকে কার্য্য বলিয়া প্রতিপন্থ করে, জ্ঞান বাতিলেকে তাহা
হইতে মুক্তি লাভের অন্ত উপায় নাই । অতএব বিদ্যা দ্বারা
জ্ঞানকে উজ্জ্বল করিবেক । ভৌতিক বিদ্যা অভ্যাস করিবেক ;
কেন না ভৌতিক জগতে ভৃত্যাধিপতি পরমেশ্বরের জ্ঞান শক্তি
মঙ্গল ভাব ও আশৰ্য্য মঞ্চিমা দৌপ্যমান দেখিয়া তাহার প্রতি প্রকা-

ও ভক্তি পরিবর্কিত হইবে, এবং সকলের কল্যাণকর কার্য্য অমুষ্ঠানে সামর্থ্য জন্মিবে। আত্মবিদ্যা শিক্ষা করিবেক ; আত্মা সেই সত্য স্মৃতির মঙ্গল পুরুষের সামৃদ্ধ ধারণ করিতেছে। আত্ম-স্মৃতিপ অবগত হইতে পারিলে সেই অদৃশ্য অনির্বিচলনীয় ও অচিন্ত্য অনন্ত-স্মৃতিপের আভাস প্রাপ্ত হইবে, এবং স্বীয় জীবনের উদ্দেশ্য সাধনের প্রচুর উপায় অবগত হইতে পারিবে। এইরূপে উভয় বিদ্যা দ্বারা সর্ব-বিদ্যা-প্রতিষ্ঠা বৃক্ষ-বিদ্যা লাভ করিয়া ব্রহ্মবান্ত হইবেক, এবং স্তোত্রার প্রিয় কার্য্য অমুষ্ঠান পূর্বক ঐতিক ও পারত্বিক মঙ্গল লাভ করিয়া কৃতকৃত্য হইবেক ॥ ১ ॥

২৯

মৌনাম্ব সমুনির্ভবতি নারণ্যবসনামুনিঃ ।

স্বলক্ষণম্বৃত্য ঘোবেদ সমুনিঃ শ্রেষ্ঠ উচ্যাতে ॥ ২ ॥

‘মৌনাম্ব’ বাক্যাভাবাঃ, ‘ন সঃ মুনিঃ ভবতি ; ন’ ‘অরণ্য-বসনাম্ব’ বনবাসাঃ, ‘মুনিঃ’। ‘স্বলক্ষণম্বৃত্য তু’, আত্মস্মৃতিপং তু, ‘ষঃ’ ‘বেদ’ জানাতি, ‘সঃ শ্রেষ্ঠঃ’ ‘মুনিঃ’ মননশীলঃ ‘উচ্যাতে’ কথাতে ॥ ২ ॥

মৌন থাকা প্রযুক্ত কেহ মুনি হয় না, অরণ্য-বাস প্রযুক্তও কেহ মুনি হয় না ; কিন্তু যিনি আপনার লক্ষণ জানেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ মুনি ॥ ২ ॥

বনে বাস বা থাকা তাঁগ মুনির লক্ষণ নহে। নিভৃত হইয়া

আপনার বিষয় আলোচনা করিবেক। আমি কে, এই শরীরের
সহিত আমার কি সম্বন্ধ, এই জগতের সহিত আমার কি সম্বন্ধ,
কোথা হইতে আইলাম, কে আমাকে আনয়ন করিলেন, কি তন্ত্র
এখানে অবস্থান করিতেছি, পরিশেষে কোথায় যাইব; কথন স্মৃথ
কথন দৃঃখ, কথন সম্পদ কথন বিপদ, কথন হৰ্ষ কথন বিযাদ
আমাতে উপস্থিত হইতেছে, এই সকলের উদ্দেশ্য কি; এই শরীর
এই ইন্দ্রিয়, এই প্রবণতা, এই বাসনা কি তন্ত্র আমাকে প্রদত্ত
হইয়াছে; চতুর্দিকে স্থানের সামগ্ৰী সুসজ্জিত আছে, কেন তাহা
চিৰকাল তৃপ্তিকর হয় না; সকল কামনা ভেদ কৰিবা যে অমৃতত্বের
কামনা উপ্রিত হইতেছে, কোথায় তাহা পরিপূৰ্ণ হইবে;—প্ৰকৃত
মুৰ্মুনি আপনাতে প্ৰবেশ কৰিয়া এটা সকল বিষয় মনন কৰিতে
থাকেন, এবং ঈশ্বর-প্ৰসাদে যে আলোক লাভ কৰেন, তাহাতে
আপনার গন্তব্য পথ দৰ্শন কৰিয়া আপ্যায়িত হন ॥ ২ ॥

৩০

নাহ্নানম্বমন্তেত পূর্বাভিৱসমুক্তিভিঃ।

আমৃত্যোঃ শ্ৰিয়মন্তিছেষৈনাং মনোত দুল্লভাম্ ॥ ৩ ॥

‘পূৰ্বাভিৎঃ’ পূৰ্বকালবঠিভিঃ, ‘অসমুক্তিভিঃ’ ধনানাম্
অসম্পত্তিভিঃ; অজ্ঞতাগোহৃতম् ইতি ‘আহ্নানঃ’ ‘ন অবমন্তেত’
নাবজ্ঞানৌৱাং। কিন্তু ‘আমৃত্যোঃ’ মৱণপৰ্যাত্তং, ‘শ্ৰিয়’ সম্পত্তি,
‘অন্তিষ্ঠেৎ’ তৎ-মিক্তি-নিমিত্তম্ উদ্ধৃতমং কৃষ্যাং। ‘ন এনাং দুল্লভাং’
‘অন্তেত’ বুধ্যেত ॥ ৩ ॥

পূর্ব ধনসম্পত্তি নাই বলিয়া আপনাকে অবজ্ঞা
করিবেক না। আমরণ ধনসম্পত্তির চেষ্টা করিবেক,
তাহা দুর্ভ মনে করিবেক না ॥ ৩ ॥

ত্রিভুবন-পালক পরমেশ্বর মহুষ্যকে আশ্চর্য শক্তি প্রদান করিয়া
জীবিকা-সংস্থানের যথেষ্ট উপায় করিয়া দিয়াছেন। অতএব
ধন সম্পত্তি নাই বলিয়া আপনাকে দুর্ভাগ্য বোধ করিবেক না,
এবং তাহা দুর্ভ তাবিয়া নিরুত্য হইবেক না। দারিদ্র্য-হৃৎখে
নিপত্তিত হইয়াও আপনাকে অবজ্ঞা করিবেক না। শান্তি-পথে
থাকিয়া পরিশ্রম করিবেক, এবং চিরজীবন আপনাকে ধনোপার্জনের
অধিকারী জানিবেক। পৃথিবী হইতে দারিদ্র্যহৃৎ দূর কর্বা
আনন্দ-স্বরূপ পরমেশ্বরের প্রিয় কার্য জানিবেক ॥ ৩ ॥

৩

সর্বং পরবশং দুঃখং সর্বমাত্মবশং স্ফুর্থম् ।
এতদ্বিদ্যাং সমাসেন লক্ষণং স্ফুর্থদুঃখয়োঃ ॥ ৪ ॥

‘সর্বং পরবশং’, ‘দুঃখং’ দুঃখহেতুঃ ; ‘সর্বম্ আত্মবশং’ ‘স্ফুর্থং’
স্ফুর্থকারণম্। ‘এতং’ ‘সমাসেন’ সংক্ষেপেণ ‘স্ফুর্থ-দুঃখয়োঃ লক্ষণং’
‘বিদ্যাং’ জানীয়াৎ ॥ ৪ ॥

যাহা কিছু পরাধীন তাহা দুঃখের কারণ, আত্মবশ
সকলই স্ফুর্থের কারণ ; সংক্ষেপেতে স্ফুর্থ দুঃখের এই
লক্ষণ জানিবে ॥ ৪ ॥

‘ଜୀବର କରୁଣା କରିଯା ମହୁଷ୍ୟକେ ସେ ସକଳ ଶକ୍ତି’ ଦିଲାଛେନ, ତାହା ଅବଲମ୍ବନ ପୂର୍ବକ ସ୍ଵାଧୀନ ଭାବେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବେକ । ଆଜ୍ଞା-ଚିନ୍ତା ଓ ଆଜ୍ଞା-ନିର୍ଭର ଅଭ୍ୟାସ କରିବେକ । ସତତ୍ତ୍ଵର ସାଧ୍ୟ ଆପନାର କର୍ମ ଆପନି କରିବେକ । ବଙ୍ଗଗଣେର ପରାମର୍ଶ ସତ୍ତ୍ଵ ପୂର୍ବକ ଗ୍ରହଣ କରିବେକ, କିନ୍ତୁ ସ୍ଵର୍ଗଃ ହିତାହିତ ବିବେଚନା କରିତେ କ୍ଷାନ୍ତ ଥାକିବେକ ନା । କୁତୁତ୍ତ ଚିତ୍ତେ ଅନ୍ତେର ସାହାର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବେକ ; କିନ୍ତୁ ସ୍ଵର୍ଗ ନିଶ୍ଚେଷ୍ଟ ହଇବେକ ନା । ସାଧ୍ୟ ଥାକିତେ ଅନ୍ତେର ଗନ୍ଧର୍ଗହ ହଇବେକ ନା, ଓ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି ଅବଲମ୍ବନ କରିବେକ ନା ॥ ୪ ॥

୩୨

ନୋଚିଛନ୍ଦ୍ୟାଦାତ୍ତନୋମୁଲଂ ପରେଷାଂ ଚାତିତ୍ରଷ୍ଣୟା ।
ଉଚ୍ଛିନ୍ଦନ୍ ହାତ୍ତନୋମୁଲମାତ୍ତାନଂ ତାଂଶ୍ଚ ପୀଡ଼ୟେଣ ॥ ୫ ॥

‘ଆଜ୍ଞାନଃ ମୂଲଂ ଧନାଦିକ’ ସଂ କିଞ୍ଚିତ, ତଃ ‘ନ ଉଚ୍ଛିନ୍ଦ୍ୟାଃ’ ନ ଉତ୍ସାଦୟେଣ । ‘ପରେଷାଂ ଚ’ ଧନାଦିକମୁ ‘ଅତିତ୍ରଷ୍ଣୟା’ ନ ଉଚ୍ଛିନ୍ଦ୍ୟାଃ । ‘ହି’ ସମ୍ମାଂ, ‘ଆଜ୍ଞାନଃ’ ପରେଷାକୁ ‘ମୂଲମ୍ ଉଚ୍ଛିନ୍ଦନ୍’ ଆଜ୍ଞାନଃ, ତାନ୍ ଚ’ ମହୁଷ୍ୟାନ୍, ‘ପୀଡ଼ୟେଣ’ ପୀଡ଼ୟାତି ॥ ୫ ॥

ଆପନାର, ଏବଂ ଲୋଭାତିଶୟ ପ୍ରୟୁକ୍ତ ପରେର, ଅର୍ଥ ନାଶ କରିବେକ ନା । ସେ ହେତୁ ଆପନାର ଓ ପରେର ଧନ ନାଶ କରିଲେ ଆପନାକେ ଓ ପରକେ ପୀଡ଼ୀ ଦେଇଯା ହୟ ॥ ୫ ॥

ଅଭିଲୋପେ କେବଳ ସେ ପରେର ଅର୍ଥବିନାଶ କରା ହେବ, ଏମତ ନହେ ; ଆପନାର ଓ ତାହାତେ ସର୍ବବାସ୍ତ ହଇତେ ପାରେ । ଅତିଏବ

মিতব্যয় অভ্যাস করিষ্যা অতি শোভ পরিত্যাগ করিবেক। মিতব্যস্বারা আপনার ও পরিবারের ও সমাজের কুশল রক্ষা করিবেক। কদাপি কৃপণতা-দোষে লিপ্ত হইবেক না ॥ ৫ ॥

৩৩

যুবৈব ধৰ্মশীলঃ স্থাং অনিত্যং থলু জীবিতম্ ।
কোহি জানাতি কস্তাদ্য মৃত্যুকালোভবিষ্যতি ॥৬॥

‘যুবা এব ধৰ্মশীলঃ স্থাং’। যতঃ, ‘জীবিতং’ জীবনং, ‘থলু’ নিশ্চতম্, ‘অনিত্যম্’। ‘কঃ হি জানাতি’, যৎ ‘অন্ত কস্ত মৃত্যুকালঃ ভবিষ্যতি’ ॥ ৬ ॥

যৌবন কালেই ধৰ্মশীল হউবেক, জীবন কখন নিত্য নহে; কে জানে অন্ত কাহার মৃত্যু-কাল উপস্থিত হইবে ॥ ৬ ॥

“যৌবন কাল শুখভোগের জন্ম ও বার্দ্ধক্য ধৰ্মামুষ্টানের জন্ম”, ইহা অবিবেকীর বাক্য। অধৰ্ম বৃক্ষকেও কলঙ্কিত করে, যুবাকেও কলঙ্কিত করে। যৌবন-কালে যাহা অভ্যাস হয়, আয় চিরজীবন তাহার শুভাশুভ ফল ভোগ করিতে হয়। যৌবনকালেই পাপ-প্রলোভন তীব্র বেগে মহুষ্যকে আক্রমণ করে। ইহা বিশ্বত হইবেক নাযে, মৃত্যু যুবাকেও পৃথিবী হইতে বিদায় করিষ্যা দেয়। অতএব যৌবন-কাল অবধিই ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইয়া থাকিবেক; সদাচরণ অভ্যাস করিবেক; পাপ হইতে নিবৃত্ত থাকিতে বস্ত্রশীল হইবেক;

কুসংসর্গ পরিত্যাগ করিয়া সাধুসঙ্গ করিবেক ; এবং কঠোরতা
সহকারে অহরহঃ আপনাকে পরৌক্তা করিতে গাফিবেক । ৬ ॥

৩৪

সুবৃত্তঃ শীলসম্পদঃ প্রসন্নাঞ্চাত্মবিদ্ বৃধঃ ।

আপ্যেহ লোকে সম্মানং সুগতিং প্রেত্য গচ্ছতি ॥৭॥

‘সুবৃত্তঃ’ শোভনচরিত্রঃ, ‘শীলসম্পদঃ’ সদ-গুণ-সম্পত্তি-যুক্তঃ,
‘প্রসন্নাঞ্চ’ প্রসন্নচিত্তঃ, ‘আত্মবিদঃ’ ব্রহ্মবিদঃ, ‘বৃধঃ’ পতিতঃ । ‘ইহ
লোকে’ ‘সম্মানং’ পুজাঃ, ‘আপ্য,’ ‘প্রেত্য’ ব্যাবৃত্যাঞ্চাং লোকাঃ,
‘সুগতিং’ সাধুগতিং ‘গচ্ছতি প্রাপ্নোতি ॥ ৭ ॥

যিনি বুদ্ধিমান्, সচ্চরিত্র, সুশীল, প্রসন্নাঞ্চা ও
ব্রহ্মজ্ঞানী, তিনি ইহলোকে সমাদর লাভ পূর্বক
পরলোকে সদগতি প্রাপ্ত হয়েন ॥ ৭ ॥

সদসদ্বিবেচনার নিমিত্ত বুদ্ধিকে পরিমার্জিত করিবেক ও
সুমার্জিত শুভ বুদ্ধির আদেশানুষাগী কর্ম করিয়া সচ্চরিত্র ও সুশীল
হইবেক ; সচ্চরিত্র ও পবিত্র হইয়া মনকে প্রসন্ন রাখিবেক, এবং
ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া ব্রহ্মপরায়ণ হইবেক । ইহলোকে সম্মান ও
পরলোকে সদগতি ইহার পুরস্কার ॥ ৭ ॥

৩৫

যন্ত বাঞ্ছনসী স্তাতাং সম্যক্ত প্রণিহিতে সদা ।

তপস্ত্যাগশ্চ সত্যক সৈবে পরমবাপ্তুয়াৎ ॥৮॥

‘যশ্চ’ জনশ্চ, ‘বাঞ্ছনসী’ বাক চ মনশ্চ, ‘সদা’ ‘সম্যক্ প্রণিহিতে’
প্রকৃষ্টাবধানযুক্তে, ‘গ্রাতাং’ ভবেতাং ; ‘তপঃ’, ‘ত্যাগঃ চ’ দানঞ্চ,
‘সত্যং চ, সঃ ত্বে’ স এব, ‘পরং’ পদম् ‘অবাপ্তু র্বাং’ প্রাপ্নোতি ॥ ৮ ॥

যাহার বাক্য ও মন সর্বদা সম্যক্রূপে সংযত থাকে,
এবং যাহার তপস্যা, দান ও সত্য-কথনের অঙ্গুষ্ঠান থাকে,
তিনি পরম পদ প্রাপ্ত হয়েন ॥ ৮ ॥

বাক্য ও মন পরম্পর সংযত না হইলে মিথ্যা কথা ও প্রলাপ
বাক্য এই হই মহৎ দোষে পতিত হইতে হয়। মন যাহা
জানিতেছে, বাক্য তাহার সঙ্গে মিল না রাখিয়া অন্তর্থা বলিলেই
তাহা মিথ্যা হইল ; এবং বাক্য যাহা বলিতেছে, তাহার অনুবায়ী
মনের চিন্তা না হইলেই তাহা অসম্ভব প্রলাপ হইল। অতএব
বাক্য ও মনকে সংযত করিয়া, ঈশ্বরের ধ্যানধারণারূপ তপস্যা, সৎ
পাত্রে দান, ও সত্য বাবহার করিবেক ॥ ৮ ॥

৩৬

ধর্মনিত্যঃ প্রশাস্তাত্মা কার্য্যযোগবহঃ সদা ।

নাধর্মে কুরুতে বুদ্ধিং ন চ পাপে প্রবর্ততে ॥ ৯ ॥

‘ধর্মনিত্যঃ’ ধর্মে নিতরাং রতঃ, ‘প্রশাস্তাত্মা’ সমাহিতচিত্তঃ,
‘কার্য্যযোগবহঃ’ কার্য্যাপায়তৎপরঃ, ‘সদা’। ‘ন অধর্মে কুরুতে
বুদ্ধিং, ন চ পাপে প্রবর্ততে’ ॥ ৯ ॥

যে প্রশাস্তাত্মা ধর্মকে নিত্য আশ্রয় করিয়া

কার্য্যাপায়ে সদা তৎপর থাকেন, তিনি অধর্মের
আলোচনা করেন না এবং পাপেতেও প্রবৃত্ত হয়েন না ॥১॥

শাস্তিচিত্ত ও ধর্মের অঙ্গগত হইয়া কর্ম অমুর্তানে ও তাহার
উপায় চিন্তনে ব্যাপৃত থাকিবেক। অলস ও নিষ্কর্ষা হইয়া থাকিলে
মন পাপের আলোচনাতে প্রবৃত্ত হইবে, ও তাহা হইতে কর্ম ও
পাপময় হইয়া উঠিবে। আলস্ত সকল দোষের আকর ॥২॥

৩৭

ধর্মার্থৈয়ঃ পরিত্যজ্য স্যাদিজ্ঞযবশামুগঃ ।

শ্রীপ্রাণধনদারেভ্যঃ ক্ষিপ্রং স পরিহীয়তে ॥ ২০ ॥

‘ষঃ’, ধর্মশ অর্থশ ‘ধর্মার্থৈ’, তৌ, ‘পরিত্যজ্য’ ‘ইজ্ঞিয়-
বশামুগঃ’ ইজ্ঞিয়াণাং বশামুগামী, ‘স্তাৎ’, ‘সঃ’ ‘ক্ষিপ্রং’ শীঘ্ৰং,
‘শ্রী-প্রাণ-ধন-দারেভ্যঃ’ ‘পরিহীয়তে’ প্রহীণো ভবতি ॥ ১০ ॥

যে ব্যক্তি ধর্ম ও অর্থ পরিত্যাগ করিয়া ইজ্ঞয়ের
অধীন হয়, সে শ্রী প্রাণ ধন দারা হইতে অবিলম্বে
পরিচ্যুত হয় ॥ ১০ ॥

ঈশ্বরের আরাধনা ও সাংসারিক কার্য পরিত্যাগ করিয়া
ইজ্ঞিয়গণের তৃপ্তিকর আমোদ প্রমোদে আসক্ত হইবেক না।
বিষয়স্মৃত মহুদ্যের জন্ত সৃষ্ট হইয়াছে, মহুয বিষয়স্মৃতের জন্ত সৃষ্ট
হয় নাই। মহুধ্যজীবনের উদ্দেশ্য অতি মহান्। তাহার প্রতি
অবহেলা করিয়া যে ব্যক্তি মৃচ্ছাবশতঃ ইজ্ঞিয়গণের দাস ও বিষয়-

স্থিতে আসক্ত হইয়া থাকে, মঙ্গলময় ঈশ্বর তাহাকে চেতনা দিবার
নিষিদ্ধ উপবৃক্ত দণ্ড দান করেন ; সে শ্রী প্রাণ ধন দারা হইতে
অবিলম্বে পরিচ্ছৃত হয় ॥ ১০ ॥

৩৮

বক্ষুরাজ্ঞাঞ্চনস্তস্ত যেনেবাজ্ঞাঞ্চন। জিতঃ ।

স এব নিয়তো বক্ষুঃ স এব নিয়তো রিপুঃ ॥ ১১ ॥

‘যেন’ ‘আজ্ঞন’ স্বেন, ‘আজ্ঞা’ ‘জিতঃ’ বশীভূতঃ, ‘স্তস্ত
আজ্ঞনঃ আজ্ঞা এব বক্ষুঃ’। ‘সঃ এব’ আছে ব ‘নিয়তঃ বক্ষুঃ, .
সঃ এব নিয়তঃ রিপুঃ’ ॥ ১১ ॥

আজ্ঞা দ্বারা যে আজ্ঞা বশীভূত হইয়াছে, সেই
আজ্ঞাই আজ্ঞার বক্ষু । আজ্ঞাই নিয়ত বক্ষু, এবং আজ্ঞাই
নিয়ত রিপু ॥ ১১ ॥

আজ্ঞাতে নানাপ্রকার প্রবৃত্তি আছে ; সকল প্রবৃত্তিই আপনার
আপনার বিষয়ে লহিয়া যাইবার নিষিদ্ধ আজ্ঞাকে আকর্ষণ
করিতেছে । আজ্ঞা বদি কেবল এই সকল প্রবৃত্তিশেষে অবগাহন
করিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার দুর্দিশার পরিসীমা থাকে না ।
এই জন্ত ঈশ্বর তাহাকে কর্তৃত্বশক্তি দিয়াছেন ; তাহা দ্বারা আজ্ঞা
আপনার প্রবৃত্তি সকলকে বশীভূত করিয়া কল্যাণময় পথে অগ্রসর
হইতে পারে । মহুষ্য এইকল্পে আপনাকে দমন করিতে না পারিলে
আপনিই আপনার যে রূপ অনিষ্ট করে, অন্ত লোকে সেক্ষের্প করিতে

সমର୍ଥ ନହେ ; ଏବଂ ଆପନି ଆପନାର ପ୍ରଭୁ ହଇୟା ସେନ୍ଦ୍ରପ ଆପନାର ହିତ ସାଧନ କରିତେ ପାରେ, ଅଗ୍ର ଲୋକେ ସେନ୍ଦ୍ରପ କିଛୁଇ କରିତେ ପାରେ ନା । ଅତ୍ର ଏବ ଆପନାକେ ଶାସନେ ରାଖିୟା ଆପନାର ମଞ୍ଜଳ କରିଯା, ଆପନାର ସହିତ ବନ୍ଧୁତା କରିବେକ ; ଆପନି ଆପନାର ଶତ୍ରୁ ହଇବେକ ନା । କର୍ତ୍ତ୍ଵ ସହକାରେ ଆପନି ଆପନାର ପ୍ରଭୁ ହଇୟା ଥାକିବେକ ; ମଞ୍ଜଳେର ପଥେ ବଲପୂର୍ବକ ଆପନାକେ ଚାଲନା କରିବେକ । ସଦି କୋଣ ଆନ୍ତରିକ ରିପୁ ପ୍ରବଳ ହଇୟା ତାହାତେ ବିଘ୍ନ ଦେଯ, ବଲପୂର୍ବକ ତାହାର ବାଧା ଅତିକ୍ରମ କରିବେକ । କଥନଇ ଆଶ୍ରାମନେ ଆଲଙ୍ଘ ଓ ଓଦାଙ୍ଘ କରିଯା ଆପନାକେ ସ୍ଵେଚ୍ଛାଚାରୀ ହଇତେ ଦିବେକ ନା । ସର୍ବାନ୍ତଃକରଣେ, ଈଶ୍ଵରେର ଅନୁଗତ ହଇୟା ଚଲିଲେଟି ଆପନାର ସହିତ ବନ୍ଧୁତା କରା ହଇବେକ ॥ ୧୧ ॥

୩୯

ପ୍ରାପାଚାପ୍ୟନ୍ତମଂ ଜନ୍ମ ଲବ୍ଧବା ଚେନ୍ଦ୍ରୟସୌର୍ତ୍ତବମ୍ ।

ନ ବେତ୍ତ୍ୟାତ୍ମହିତଂ ସନ୍ତ ସ ଭବେଦ୍ବାତ୍ମାତକଃ ॥ ୧୨ ॥

‘ସଃ ତୁ, ଉତ୍ତମ’ ମାନବ ‘ଜନ୍ମ’, ‘ଆପ୍ୟ, ଚ ଅପି’ ‘ଇନ୍ଦ୍ର୍ୟସୌର୍ତ୍ତବମ୍’ ଇନ୍ଦ୍ର୍ୟାବୈକ୍ରବ୍ୟ, ‘ଲବ୍ଧବା ଚ’ । ‘ଆତ୍ମହିତ’ ‘ନ ବେତ୍ତି’ ନ ଜାନାତି, ‘ସଃ’ ‘ଆତ୍ମାତକଃ’ ଆତ୍ମାତୀ, ‘ଭବେ’ ଭବତି ॥ ୧୨ ॥

ଉତ୍ତମ ମାନବ-ଜନ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତ ହଇୟା ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ର୍ୟ-ସୌର୍ତ୍ତବ ଲାଭ କରିଯା ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆତ୍ମ-ହିତ ନା ଜାନେ, ମେ ଆତ୍ମାତୀ ହୟ ॥ ୧୨

সর্বদা আত্মার হিত চিন্তা করিবেক। কি প্রকারে আত্মা জ্ঞান ও ধর্মে উন্নত হয়, কি প্রকারে জগৎ-প্রেম ও পবিত্রতা পরিবর্ক্ষিত হয়, এবং কি প্রকারে জগৎকের সহিত মিলিত হইয়া আত্মা মুক্তি লাভ করিতে সমর্থ হয়, তাহার উপায় সকল অনুসন্ধান করিবেক; আত্মার অনন্ত জীবনের অপরিমেয় দীর্ঘতা শ্঵রণ করিয়া তাহার সহল আহরণ করিবেক। কুস্তি ও মণিনভাতে আসক্তি পরিত্যাগ করিবেক। যাহা অনন্ত কালের জন্ত আত্মার হিতকর হইবে, তাহাই গ্রহণ করিবেক। পাপাচরণ করিলেই আপনার অনিষ্ট করা হয়। অতএব আপনি আপনার অনিষ্ট করিয়া আত্মাকে বিনাশ করিবেক না; এমন উৎকৃষ্ট মানব-জন্ম পাপাচার দ্বারা মলিন করিয়া রাখিবেক না ॥ ১২ ॥

৪০

পূর্বং বয়সি তৎ কুর্যান্ত যেন বৃক্ষঃ স্মৃথঃ বসেৎ ।
যাবজ্জৈবেন তৎ কুর্যান্ত যেনামুত্ত্র স্মৃথং বসেৎ ॥ ১৩ ॥

‘যেন’ কর্মণা, ‘বৃক্ষঃ’ সন्, ‘স্মৃথং’ যথা স্তান তথা, ‘বসেৎ’, ‘তৎ’ কর্ম, ‘পূর্বং বয়সি’ পূর্ববয়সি, ‘কুর্যান্ত’। ‘যেন’, ‘অমুত্ত্র’ পরত্ব লোকে, ‘স্মৃথং’ ‘বসেৎ’, ‘তৎ’ যাবজ্জৈবেন যাবজ্জৈবনেন ‘কুর্যান্ত’ ॥ ১৩ ॥

প্রথম বয়সে সেই কর্ম করিবেক, যদ্বারা বৃক্ষকালে স্মৃথে থাকিতে পারে, আর যাবজ্জৈবন সেই কর্ম করিবেক, যদ্বারা পরলোকে স্মৃথী হইতে পারে ॥ ১৩ ॥

কেবল বর্তমান স্থানের লোভে মুগ্ধ ও মন্ত হইয়া ভবিষ্যৎ
চিন্তা পরিত্যাগ করিবেক না। যাহা কেবল অস্তকার জন্য সুধকৰ,
তাহার অনুরোধে চিরস্থায়ী মঙ্গলে অবহেলা করিবেক না। কেবল
ক্রীড়া কোতুক লইয়া বাল্য ও যৌবন অতিবাহিত করিবেক না;
ধর্মশিক্ষা জ্ঞানশিক্ষা ও পরিশ্রম অভ্যাস প্রতিভি বাল্য ও যৌবনের
কার্য সকল যত্ন পূর্বক অনুষ্ঠান করিবেক: নতুবা বৃদ্ধকাল কেবল
হঃথ ও বিরক্তি ভোগের আধার হইয়া থাকিবেক। এবং
চিরঙ্গীবন ঈশ্বর পরায়ণ হইয়া তাহাতে প্রীতি বৃদ্ধি ও তাহার
প্রিয়কার্য অনুষ্ঠান করিবেক: তাহাতে পরগোকে সদগতি লাভ
হইবেক। যদি ক্ষণস্থায়ী স্থানের জন্য ব্যন্ত হইয়াই প্রথম বয়স
অতিবাহিত কর, মনে করিয়া দেখ, যখন বৃদ্ধকাল উপস্থিত হইবে,
যখন শরীর বলহীন হইয়া পড়িবে, যখন ইঙ্গিমগণ জীর্ণ হইয়া
যাইবে, তখন শাস্তি ও আরামের কোন ভরসা থাকিবে না।
আলোচনা করিয়া দেখ, যদি পৃথিবীর সুধাই সর্বস্বত্ত্ব ভাবিয়া নির্বিচার
চিন্তে চিরঙ্গীবন তাহারই সেবাতে আসক্ত হইয়া থাক, যদি জ্ঞান
ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া এমন স্থানে যাইবে যে, সেখানে পৃথিবীর কোন
বন্ত সঙ্গে লইতে পারিবে না, তখন কি যন্ত্রণা উপস্থিত হইবে;
কেন না, সেখানে যাহা আবশ্যক, তাহা তোমার নিকটে
কিছুই নাই ॥ ১৩ ॥

৪১

নাভিনন্দেত মরণং নাভিনন্দেত জীবিতম্ ।
কালমেব প্রতীক্ষেত নির্দেশং ভৃতকোষথা ॥ ১৪ ॥

‘মরণং’ ‘ন অভিনন্দেত’ ন কাময়েৎ ; ‘জীবিতং চ ‘ন অভিনন্দেত’। কিন্তু ‘কালম্ এব’, ‘প্রতীক্ষেত, অপেক্ষেত, ‘যথা ভৃতকঃ’, ‘নির্দেশং’ নির্দিশ্যতে অসৌ নির্দেশো ভৃতিঃ, ভৎ-পরিশোধন-কালং, তথা ॥ ১৪ ॥

মরণকেও ইচ্ছা করিবেক না, এবং জীবনকেও ইচ্ছা করিবেক না ; কালকেই প্রতীক্ষা করিয়া থাকিবেক ; যেমন কর্মচারী ভৃতিলাভের কালকে প্রতীক্ষা করে ॥ ১৪ ॥

আপনার অনিত্য জীবন বিস্তৃত হইয়া পার্থির বিষয়ে মুগ্ধ হইয়া থাকিবেক না, এবং পরলোকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া গ্রিহিক জীবনে উপেক্ষা ও অবহেলা করিবেক না। জীবের আমাদের সমস্ত জীবনের প্রভু ; তিনি ষতদিন পৃথিবীতে রাখেন, সংস্কৃত চিন্তে তাহার আজ্ঞা বহন কর ; তিনি যখন লোকাস্তরে লইয়া ধাইতে মৃত্যুকে প্রেরণ করিবেন, শোকশূন্ত হইয়া তাহার আজ্ঞায় সংস্কৃত হইবে। আপনার আশা ভূলোকেও বন্ধ করিও না, হ্যালোকেও বন্ধ করিও না ; সেই পরম লোক পরমেশ্বরে তাহা সংস্থাপিত করিয়া রাখ ॥ ১৪ ॥

পঞ্চমাংধ্যায়।

৪২

সন্তোষং পরমাস্থায় সুখার্থী সংযতো ভবেৎ ।

সন্তোষমূলং হি সুখং দৃঃখমূলং বিপর্যয়ঃ ॥ ২ ॥

‘সুখার্থী’ সুখ-প্রার্থকঃ, ‘পরং সন্তোষম্’ ‘আস্থায়’ অবলম্বা, ‘সংযতঃ ভবেৎ’। ‘হি’ যস্মাত্, ‘সুখং’ ‘সন্তোষ-মূলং’ সন্তোষ-হেতুকং ‘বিপর্যয়ঃ’ অসন্তোষঃ, ‘দৃঃখ-মূলং’ দৃঃখকারণম् ॥ ১ ॥

সুখার্থী ব্যক্তি সন্তোষ অবলম্বন করিয়া সংযত ধাকিবে ; যেহেতু সন্তোষই সুখের মূল এবং তদ্বিপরীত অসন্তোষই দৃঃখের মূল ॥ ১ ॥

যে ব্যক্তি যেমন যোগ্য, ঈশ্বর তাহাকে তদনুরূপ সুখ প্রদান করেন। অতএব আপনার যোগ্যতার অনুরূপ সুখ লাভ করিয়া পরিতৃপ্ত হইবেক। যে ব্যক্তি যোগ্যতার অতীত সুখ প্রার্থনা করে, তাহাকে দুরাকাঙ্ক্ষ কহে। দুরাকাঙ্ক্ষার বশীভৃত হইয়া অনর্থক ‘অসন্তুষ্ট হইবেক না; তাহাতে যাহা আকাঙ্ক্ষা করিবে, তাহার নিমিত্ত অকারণ কষ্ট ভোগ হইবে, এবং উপস্থিত সুখের ও আস্থাদান পাইবে না। অতএব সুখদাতা ঈশ্বর তোমার সাধ্য ও চেষ্টাহৃষ্যাদী যে সুখ প্রদান করিবেন, ক্ষতজ্জ্বল চিন্তে তাহা গ্রহণ করিয়া সন্তুষ্ট হইবে। ধন মান পদমর্যাদা প্রত্যক্ষি কোন বিষয়ের নিমিত্ত দুরাকাঙ্ক্ষ হইবে না ॥ ১ ॥

৪৩

অসন্তোষপরা মুঢ়াঃ সন্তোষং যাস্তি পণ্ডিতাঃ ।
অসন্তোনাস্তি পিপাসায়াঃ সন্তোষঃ পরমং সুখম् ॥২॥

‘মুঢ়াঃ’ মূর্ধাঃ, ‘অসন্তোষপরাৎ’ ; ‘পণ্ডিতাঃ’ ‘সন্তোষং যাস্তি’
সন্তুষ্টা ভবস্তি । যতঃ ‘পিপাসায়াঃ’ বিষয়তৃষ্ণায়াঃ, ‘অস্তঃ ন অস্তি’ ।
অপি তু, ‘সন্তোষঃ পরমং সুখম্’ ॥ ২ ॥

মূর্ধেরাই অসন্তোষ-পরায়ণ হয়, আর পণ্ডিতেরা
সন্তোষ অবলম্বন করেন । বিষয়-তৃষ্ণার অস্ত নাই ;
সন্তোষ পরম সুখ ॥ ২ ॥

যতই বিষয় ভোগ করিবে, বিষয়-তৃষ্ণা ততই বৃদ্ধি পাইবে ।
এক বিষয় হস্তগত কর, আবার বিষয়াস্তরে ঘন প্রধাবিত হইবে ;
এবং তাহা লাভ করিলে পুনর্বার অন্ত বিষয়ের জন্ত লালাস্তি
হইবে । পণ্ডিতেরা বিষয়-তৃষ্ণার এইরূপ প্রকৃতি দর্শন করিয়া
সন্তোষ অবলম্বন পূর্বক সুখী হন, এবং প্রকৃত তৃপ্তির স্থান সংসারের
অতীত জানিয়া সৎসারে আসক্তি পরিত্যাগ করেন । সূলদশীরা
তাহা না জানিয়া বাহু আড়ম্বরই সুখের কারণ বলিয়া স্থির করে ;
এবং যেখানে যত অধিক বাহু বিষয় দর্শন করে, সেখানে তত
অধিক সুখ আছে বলিয়া বোধ করিয়া থাকে । কিন্তু তাহারা
ইহা জানে নাবে, বাহু বিষয়ের নূনাধিক থাকিলেও সুখ ও হৃৎ
ভোগের পরিমাণ সর্বত্রই সমান । এই জন্ত তাহারা সুখ-রক্ষের

স্পর্শমণি-স্বরূপ সন্তোষ অবলম্বন করিতে ন। পারিমা সর্বদাই
অস্থুখিত থাকে। অতএব বিষয়-তৃষ্ণা জয় করিয়া সন্তোষ
অভ্যাস করিবেক ॥ ২ ॥

৪৪

সুখদুঃখং হি পুরুষঃ পর্যায়েণোপসেবতে ।
সুখমাপত্তিং সেবেৎ দুঃখমাপত্তিং বহেৎ ॥ ৩ ॥

‘হি’ ষস্ত্রাং, ‘পুরুষঃ’, ‘সুখদৃঃখম্’ সুখঞ্চ দৃঃখঞ্চ তৎ, ‘পর্যায়েণ’
ক্রমেণ, ‘উপসেবতে’। তস্ত্রাং, ‘আপত্তিতম্’ আগতং ‘সুখং’,
‘সেবেৎ’ সেবেত, ‘দৃঃখং আপত্তিতং বহেৎ’ ॥ ৩ ॥

মচুষ্য পর্যায়ক্রমে সুখ দৃঃখ ভোগ করেন। সুখ
উপস্থিত হইলে তাহা সন্তোগ করিবেক, এবং দৃঃখ
উপস্থিত হইলে তাহা বহন করিবেক ॥ ৩ ॥

মঙ্গল-স্বরূপ উত্থর নিরস্ত্র আমাদিগের তত্ত্বাবধান
করিতেছেন; যে উপায়ে আমাদিগের মঙ্গল তঁইবে তিনি
তাহাই বিধান করেন। বধন আমরা তাহার অভীষ্ট কল্যাণময়
পথে গমন করি, তধন তিনি সুখ, আত্মপ্রসাদ ও ব্রহ্মানন্দ
শৈবান করিয়া আমাদিগকে পুরুষত করেন। এবং বধন তাহার
মঙ্গলময় আদেশ ন। শুনিয়া অপথে পদাপণ করি, তধন তিনি
পুনর্বার সৎপথে আনন্দন করিবার নিনিত্ব সুখ ও সম্পত্তি হইতে
আমাদিগকে বিছৃত করেন; তধন আমরা দৃঃখ ও গ্লানি ভোগ

করিয়া চেতনা লাভ করি। সুখ ও দুঃখ উভয়ই তাহার মঙ্গল
অভিপ্রায় সৎসংখনের অঙ্গ পর্যায়ক্রমে পর্যটন করিতেছে;
হৃষিক মহুষকে উভয়ই ভোগ করিতে হয়। অতএব সুখ উপস্থিত
হইলে কৃতজ্ঞ চিত্তে তাহার প্রসাদ বলিয়া ভোগ করিবেক, এবং
দুঃখ উপস্থিত হইলে তাহাও মঙ্গলের অঙ্গ আসিয়াছে জানিয়া
শাস্তিত্বে তাহা বহন করিবেক, ও সর্বদা তাহার কল্যাণময়
আদেশের অচুসরণ করিবেক ॥ ৩ ॥

৪৫

ন নিত্যং লভতে দুঃখং ন নিত্যং লভতে সুখম্ ।

শরীরমেবায়তনং দুঃখস্ত চ সুখস্ত চ ॥ ৪ ॥

‘ন নিত্যং লভতে দুঃখং, ন নিত্যং লভতে সুখম্’। ‘শরীরম্
এব’ ‘আয়তনম্’ আশ্রয়ঃ, ‘দুঃখস্ত চ সুখস্ত চ ॥ ৪ ॥

চিরকাল দুঃখ থাকেনা, এবং চিরকাল সুখলাভ ও হয়
না। শরীর, সুখ ও দুঃখ উভয়েরই আয়তন ॥ ৪ ॥

সুখও চিরস্থায়ী নহে, দুঃখও চিরস্থায়ী নহে; একমাত্র
মঙ্গলই চিরস্থায়ী। যখন সুখ-সম্পদে আমাদের মঙ্গল হইবে,
তখন তিনি তাহাই প্রদান করেন; যখন দুঃখ বিপদে আমাদের
মঙ্গল হইবে, তখন তিনি তাহাই প্রেরণ করেন। সুখ ও দুঃখ
উভয়ই অপূর্ণ-প্রকৃতি মহুষকে মঙ্গল রাজ্যের সংযোগিত
করিতেছে। অতএব সুখ ও দুঃখের প্রতি নিরক্ষেপ হইবায়

একমাত্র মঙ্গলকে লক্ষ্য করিয়া চলিবেক। কখন বা তাহার মঙ্গল অভিপ্রায় সম্পাদনের জন্য ইচ্ছাপূর্বক শুধু-সম্পত্তি বিসর্জন করিতে হইবে ও দুঃখ বিপদ্ধ আলিঙ্গন করিতে হইবে। তথনকার সেই দুঃখ বিপদ্ধ আমাদের পক্ষে পরম সম্পদ্ধ ॥ ৪ ॥

৪৬

শুধুং বা যদি বা দুঃখং প্রিয়ং বা যদি বাপ্রিয়ম্ ।
প্রাপ্তং প্রাপ্তমুপাসীত হৃদয়েনাপরাজিতা ॥ ৫ ॥

‘শুধুং বা, যদি বা দুঃখং, প্রিয়ং বা যদি বা অপ্রিয়ং, প্রাপ্তং প্রাপ্তং’ তৎ সর্বম্, ‘অপরাজিতা’ অপরাভূতেন, ‘হৃদয়েন’ মনসা, ‘উপাসীত’ স্বীকৃত্যাদ ইত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

শুধু হউক কিংবা দুঃখ হউক, প্রিয়ই হউক বা অপ্রিয়ই হউক, যাহা ঘটিবেক, অপরাজিত চিত্তে তাহার সেবা করিবেক ॥ ৫ ॥

শুধুই হউক, আর দুঃখই হউক, প্রিয় ঘটনাই হউক, আর অপ্রিয় ঘটনাই হউক, সর্বনা এই লক্ষ্য রাখিবে, যেন তাহাতে হৃদয় অভিভূত না হো। হৃদয় অভিভূত হইলেই কিংকর্তব্য-বিমুচ্ছ ও অবস্থা-স্থোতে নিমগ্ন হইয়া নানা অনিষ্ট ভোগ করিতে হইবে। অতএব ঈশ্বরের মঙ্গল-স্বরূপে প্রকাশিত চিত্তে একান্ত নির্ভর করিয়া শুধু দুঃখ ও সম্পদ্ধ বিপদের বলকে পরাজয় করিবে। নিশ্চয় জানিবে, সর্বদশী সর্বশক্তিমান् পূর্ণ-মঙ্গল

পরমেশ্বর জীবিত, জাগরিত ও আমাদের সন্ধিত আছেন ;
অভূত সুখ-সম্পত্তির সময়েও তাহাকে বিশ্বত হইবে না ।
ঘোরতর দুঃখ বিপত্তির সময়েও তাহাকে বিশ্বত হইবে না । সুখ
দুঃখ ও সম্পদ বিপদ সকলেরই পণ্ডিতাগে তাহাকে বর্তমান
জানিবে, এবং সমুদায় ভেদ করিয়া তাহাকে দর্শন করিতে
অভ্যাস করিবে ; তাহা হইলে হৃদয়কে কেহ পরাজয় করিতে
পারিবে না ॥ ৫ ॥

৪৭

প্রিয়েনাতিভৃৎ হৃষ্যেদপ্রিয়ে ন চ সংজ্ঞরেৎ ।
ন মুহৃদৰ্থক্ষেত্রে ন চ ধর্মং পরিত্যজেৎ ॥ ৬ ॥

‘প্রিয়ে’ প্রাপ্তে, ‘অতিভৃৎ’ অত্যৰ্থ, ‘ন’ হৃষ্যেৎ’ ন মোদেত ;
‘অপ্রিয়ে চ’, ‘ন সংজ্ঞরেৎ’ ন প্লায়েৎ । ‘অর্থক্ষেত্রে’ অর্থাত্ব-
হেতুকেষু বহুপি কষ্টেষু সংস্কু, ‘ন মুহৃৎ’ ন মুক্তো ভবেৎ ।
‘ন চ ধর্মং পরিত্যজেৎ’ ॥ ৬ ॥

প্রিয় লাভ হইলে অতিমাত্র দ্রষ্ট হইবেক না, এবং
অপ্রিয় ঘটনা হইলেও প্রিয়মাণ হইবেক না । ধনকষ্ট
হইলে মুক্ত হইবেক না, এবং ধর্মকে পরিত্যাগ করিবেক
না ॥ ৬ ॥

প্রিয় ঘটনায় আঙ্গাদে মন্ত হইবেক না, এবং অপ্রিয় ঘটনায়
বিষাদে নিমগ্ন হইবেক না । অতিমাত্র হৰ্ষ ও অতিমাত্র বিষাদ

উତ୍ତରଇ ବିବେକ-ଶକ୍ତିକେ ଅପହରଣ କରେ । ଅବିବେକୀ ମୁୟ
କାର୍ଯ୍ୟାକାର୍ଯ୍ୟ-ବିମୁଢ ହଇଯା ନାମା ଅନର୍ଥେ ନିପତିତ ହସ । ଜୀବରକେ
ସକଳେର ମୂଳଧାର ଆନିଯା ସମ୍ପଦକାଳେ ନନ୍ଦ ହଇଯା ଥାକିବେକ,
ଏବଂ ବିଗନ୍ଧକାଳେ ଧର୍ମର ଅମୁଗ୍ନ ହଇଯା ତାହାର ପ୍ରତିକାର-ଚେଷ୍ଟା
କରିବେକ । ସେ ସକଳ ଅଶ୍ରୁ ସଟନା ଅପ୍ରତିବିଧେର, ତାହା
ଦୈର୍ଘ୍ୟାବଲ୍ୟର ପୂର୍ବକ ବହନ କରିବେକ । ଇହାଙ୍କ ବିଚାର କରିଯା
ଦେଖିବେକ, ଆମରା ସାହା ପ୍ରିୟ ଭାବିଯା ଉତ୍ସମିତ ହଇତେଛି, ତାହା
ବାନ୍ତବିକ ହିତକର ନା ହଇତେ ପାରେ, ଏବଂ ସାହା ଅଶ୍ରୁ ଭାବିଯା
ଭୀତ ହଇତେଛି, ତାହା ବାନ୍ତବିକ ହିତକର ହଇତେ ପାରେ । ଦାରିଦ୍ର୍ୟ-
ଦୂର୍ଧ୍ୱସେ ନିପତିତ ହଇଲେ ଦୁର୍ବଲହନ୍ୟ ମୁୟ ପାର୍ଯ୍ୟପଥ ଅତିକ୍ରମ କରିଯା
ଜୀବିକାଳାଭେର ଚେଷ୍ଟା ପାଇ ; କିନ୍ତୁ ଇହ ବିଶ୍ଵତ ହଇଯା ସାର ସେ
ଏକଶେ ସାହା ଦୁଃଖ ହଇତେ ପରିତ୍ରାଣେର ଉପାର୍ଥ ବଲିଯା ମନେ ହଇତେଛେ,
ପରିଣାମେ ତାହାଇ ସୌରତର ଦୁଃଖ ଉପଶିତ କରିଯା ଦିବେ । ଅତିଏବ
ସଦି ଦୁଃଖେର ଭାବେ ଏଇ କ୍ଷଣଭ୍ରମ ଶରୀର ଭଗ୍ନ ହଇଯା ଥାଇ, ତଥାପି
ଧର୍ମକେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଯା ଆଜ୍ଞାକେ ଅପବିତ୍ର କରିବେକ ନା ॥ ୬ ॥

ସନ୍ତାପାଦ୍ଭ୍ରତେ ରୂପଂ ସନ୍ତାପାଦ୍ଭ୍ରତେ ବଲମ୍ ।

ସନ୍ତାପାଦ୍ଭ୍ରତେ ଜ୍ଞାନଂ ସନ୍ତାପାଦବ୍ୟାଧିମୃଚ୍ଛତି ॥ ୭ ॥

‘ସନ୍ତାପାଦ’ ସନ୍ତାପେନ ହେତୁନ, ‘ଭ୍ରତେ’ ନଶ୍ତତି, ‘ରୂପ’ । ‘ତଥା,
‘ସନ୍ତାପାଦ ଭ୍ରତେ ବଲମ୍’ । ‘ସନ୍ତାପାଦ ଭ୍ରତେ ଜ୍ଞାନଂ’ । ‘ସନ୍ତାପାଦ
ବ୍ୟାଧିମ୍’ ‘ମୃଚ୍ଛତି’ ପ୍ରାପ୍ନୋତି ॥ ୭ ॥

সন্তাপেতে রূপ যায়, সন্তাপেতে বল যায়,
সন্তাপেতে জ্ঞান যায়, এবং সন্তাপেতে ব্যাধিকে প্রাপ্ত
হয় ॥ ৭ ॥

যাহাতে মনস্তাপ ও হৃদয়বেদনা ভোগ করিতে হয়, এমন ঘটনা
সংসারে প্রতিনিয়তই উপস্থিত হইতেছে। লুভুচিত্ত মমুম্যগণ তাদৃশ
ঘটনায় মনস্তাপে অভিভূত হওয়াতে শ্রীক্ষেষ্ণ, বলক্ষ্ম, বুদ্ধিক্ষেষ্ণ ও
রোগাক্রান্ত হইয়া অত্যন্ত ক্লেশ ভোগ করে। অতএব মনের মধ্যে
অত্যন্ত সন্তাপ উপস্থিত হইতে দিবে না। সন্তাপের কারণ উপস্থিত
হইলে ধৈর্য ও বিবেচনা পূর্বক আপনাকে রক্ষা করিবেক। সকল
ঘটনাই কোন না বিষয়ে আমাদিগকে শিক্ষাদান করে; অতএব
মনস্তাপে অধীর হইয়া সেই মঙ্গল-জনক শিক্ষা লাভে বক্ষিত
থাকিবেক না। অনেক সন্তাপ আমাদের নিজ দোষে উৎপন্ন
হয়; অতএব তাহাতে হতচেতন না হইয়া আপনার দোষ
সংশোধনে যত্নবান् হইবেক। হৃদয়মন্ত্রে অনবরত বিরাজিত
আনন্দময় দ্বিতীয়ের সহবাস সর্বপ্রকার সন্তাপের মহৌষধ জানিবে।
তাহাকে ধ্যান করিয়া, তাঁর নিকট আস্তুহঃখ নিবেদন করিয়া,
এবং তাঁর নিকট শাস্তি আর্থনা করিয়া সমুদায় হৃদয়জ্ঞালা
নির্কৰণ করিবেক, এবং অকুল চিত্তে সংসারে অবস্থান
করিবেক ॥ ৭ ॥

ষষ্ঠোৎধ্যায়ঃ

৪৯

স্বীয়ং যশঃ পৌরুষং গুপ্তয়ে কথিতং যৎ ।

কৃতং যদুপকারায় ধর্মজ্ঞেন প্রকাশয়েৎ ॥ ১ ॥

‘স্বীয়ম্’ আত্মীয়ং ‘যশঃ’, ‘পৌরুষং চ’ পুরুষকারং ; ‘গুপ্তয়ে’
গোপনায়, ‘চ যৎ কথিতং ; কৃতং যৎ’ ‘উপকারায়’ উপকারার্থং
পরেবাঃ ; তৎ সর্বং ‘ধর্মজ্ঞঃ ন প্রকাশয়েৎ’ ॥ ১ ॥

আপনার যশ ও পৌরুষ, আর গোপনে রাখিবার
নিমিত্তে যে কথা কথিত হয়, এবং পরের উপকারের
নিমিত্তে আপনার দ্বারা যে কার্য্য কৃত হয়, তাহা ধর্মজ্ঞ
ব্যক্তি প্রকাশ করিবেন না ॥ ১ ॥

কেবল যশোলাভ লক্ষ্য করিয়া চলা কর্তব্য নহে । যশঃস্পৃহাকে
সংবত করিয়া ধর্মকে লক্ষ্য করিয়া চলিবেক । তাহাতে লোক
যদি যশোগান করে, স্ফীত ও গর্বিত না হইয়া বিনয় ও নন্দিতা
প্রদর্শন করিবেক । কদাপি আপনার সুখ্যাতি আপনি করিবেক
না । যদি আপনাকে সুখ্যাতির পাত্র বোধ হয়, অথচ লোকে
সুখ্যাতি না করে, তাহাতে বিস্মিত হইবেক না, ও চঞ্চল
হইয়া আপনার যশোগান করিতে উদ্ধৃত হইবেক না । সকল
কার্য্যে আপনার ধর্মজ্ঞান পরিতৃপ্ত হইলেই স্ময়ং পরিতৃপ্ত
থাকিবেক । যেখানে আপনার কথা আপনাকে ব্যক্ত করা অবশ্যক

হইবেক, সেখানে যে পরিমাণে আবশ্যক, তাহারঃ অতিরিক্ত করিবেক না।

পরমেশ্বর যাহাকে যে প্রকার শক্তি দিয়াছেন, তাহাকে সেই পরিমাণে তাতার প্রিয়কার্য্য অনুষ্ঠান করিতে হইবে; কিন্তু সেই শক্তি লইয়া আগ্নেয়াণ্ডা করিবেক না। মুচ্চেরা পৌরুষের কার্য্য অপেক্ষা আগ্নেয়াণ্ডা করিতেই অধিক ভাগ বাসে; ধীরেরা মৌনী থাকিয়া আপনার সমস্ত প্রভাব ঈশ্বরের কার্য্যে উৎসর্গ করেন।

গোপন রাখিবার নিমিত্ত যাহা কথিত হইবে, তাহা অঙ্গের নিকট ব্যক্ত করিবেক না; করিলে বিশ্বাস-ঘাতক হইবেক। কেহ যদি বন্ধুতা কালে গোপনে রাখিবার-অভিপ্রায়ে কোন কথা কহিয়া থাকে, পশ্চাতঃ তাহার সহিত বন্ধুতার বিচ্ছেদ হয়, তথাপি সেই শুন্ত কথা যত্পূর্বক গোপনে করিয়া রাখিবেক।

আগ্নেয়ত পরোপকার ক্রিয়া আপনার মুখে ব্যক্ত করিবেক না; তাহা হইলে তাহার গৌরব ও মহৱ বিলুপ্ত হয়, ও তাহা ধর্মের রূপ পরিত্যাগ করে ॥ ১ ॥

৫০

সত্যং মৃদুং প্রিযং বাক্যং ধীরোহিতকর বদে৯ ।

আচ্ছোৎকর্ষ তথা নিন্দাং পরেষাং পরিবর্জয়ে৯ ॥ ২ ॥

‘সত্যং বথ-দৃষ্ট-শ্রতং, ‘মৃদু’ কোমলং, প্রিযং’ প্রীতিদং, ‘হিত-করং বাক্যং’, ‘ধীরঃ’ ধীমান्, ‘বদে৯’ সর্বেভ্যঃ। ‘আচ্ছোৎকর্ষম্, আচ্ছুস্তিং, ‘তথা পরেষাং নিন্দাং, পরিবর্জয়ে৯ ॥ ২ ॥

ଧୀର ବମ୍ବି ସତ୍ୟ, ମୃଦୁ ପ୍ରିୟ ଓ ହିତକର ବାକ୍ୟ କରିବେ,
ଏବଂ ଆୟୁଷଶଂସା ଓ ପରନିଳୀ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବେ ॥ ୨ ॥

ମନ ସାହା ଜ୍ଞାନିତେଛେ, ବାକ୍ୟ ତାହାର ଅନ୍ତଥା କରିବେକ ନା ;
ଧାହାତେ ଲୋକେ ତାହାର ମନୋଗତ ଅର୍ଥ ଗ୍ରହଣ କରିତେ ନା ପାରିଯା
ସଂଶୟଯୁକ୍ତ ହୟ, ଏକପ କଟିନ ବାକ୍ୟ କହିବେକ ନା ; ଏବଂ ଆମାର ଅର୍ଥ
ନା ବୁଝିଯା ଲୋକେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ଅର୍ଥ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା, ଏକପ ଅଭିପ୍ରାୟେ
କୋନ ବାକ୍ୟ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେକ ନା ; ସାହା ସତ୍ୟ ବଲିଯା ଜ୍ଞାନିବେ,
ବଲିବାର ସମୟେ ତାହା ଅବିକଳ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଯା ବଲିବେକ । ଲୋକେର
ହୃଦୟେ ବେଦନା ପ୍ରଦାନ କରିଯା କୃଠୋର ବାକ୍ୟ ଓ ସନ୍ତ୍ଵାଷଣ କରା ଯାଇତେ
ପାରେ, ହୃଦୟଗ୍ରାହୀ କୋମଳ ଭାବେ ତାହା ସମ୍ପନ୍ନ ହଇତେ ପାରେ ।
ଧାହାଦେର ହୃଦୟ କୁଦ୍ର, ତାହାରୀ କଠୋର ବାକ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରେ, ତାହା
କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନହେ । କୁଦ୍ରତୀ ଓ କଠୋର ବାକ୍ୟ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଯା ସହଦୟ
ହେଉୟା କୋମଳ ବାକ୍ୟ ସକଳେର ସହିତ ସନ୍ତ୍ଵାଷଣ କରିବେ । କାହାରେ
ହୃଦୟେ ଆଘାତ ଦିବାର ନିମିତ୍ତ ଅପ୍ରିୟ ବାକ୍ୟ କହିବେକ ନା, ଏବଂ
ସକଳେର ହିତ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଯା ହିତ ବାକ୍ୟ କହିବେକ । ଆୟୁଷାୟା
କରିବେକ ନା, ଏବଂ ଆୟୁଷାୟା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଯା ଆପନାର କଥା ଅଧିକ
କରିଯା କହିବେକ ନା । ପରନିଳୀ କରିବେକ ନା ; ଅନ୍ୟାଯ କରିଯା
ପରେର ଧନସମ୍ପଦ୍ର ଗ୍ରହଣ ଓ ଅନ୍ୟାଯ କରିଯା ପରେର ଥ୍ୟାତି-
ସମ୍ପଦ୍ର ହୟନ, ଉତ୍ସନ୍ଧ ସମାନ । କାହାକେବେ ସଂଶୋଧନେର ଜନ୍ୟ
ଅଧିକା ଜଗତେର ହିତ ସାଧନେର ଜନ୍ୟ ସମ୍ମାନ କାହାରେ ଦୋଷ
ଉଲ୍ଲେଖ କରା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ହୟ, ତାହା ମନ୍ୟ ହୃଦୟେ ଉଚ୍ଚାରଣ
କରିବେକ ॥ ୨ ॥

୫୧

সত্যমেব ব্রতং যস্তা দয়া দীনেষু সর্বদা ।
কামক্রোধৌ বশে যস্য তেন লোকত্বং জিতম্ ॥ ৩ ॥

‘সত্যম্’ এব ব্রতং যস্তা’, তথা ‘দীনেষু সর্বদা দয়া’, ‘কামক্রোধৌ’
কামশ ক্রোধশ তো, ‘যস্তা’ ‘বশে’ অধীনতাত্ত্বং বর্ণিতে, ‘তেন’
বশিনা, ‘লোকত্বং’ ‘জিতম্’ বশীকৃতম্ ॥ ৩ ॥

সত্যই যাহার ব্রত, এবং সর্বদা দীনেতে যাহার দয়া,
এবং কাম ক্রোধ যাহার বশীভূত, তাহার দ্বারা তিনি লোক
জিত হইয়াছে ॥ ৩ ॥

সর্বদা সত্যব্রত থাকিবেক, মনকে সত্যের অনুগত করিবেক,
বাক্যকে সত্যের অনুগত করিবেক, এবং আচরণকে সত্যের অনু-
গত করিবেক । - দীনের প্রতি সর্বদা দয়াবান् থাকিবেক ; যে
ব্যক্তি ধর্ম্মেতে দীন, তাহাকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিবেক ;
যে ব্যক্তি জ্ঞানেতে দীন, তাহাকে জ্ঞান দান করিবেক ; যে
ব্যক্তি ধনেতে দীন, তাহাকে ধন দান করিবেক । কাম ও
ক্রোধকে বশীভূত করিবেক ; এই হই রিপু প্রবল হইলে মহুষ্য
অনেকবিধ পাপাচারে প্রবৃত্ত হয় । কামকে জয় করিবার নিষিদ্ধ
তাহার বিষয় হইতে চিন্তাকে পৃথক্ক করিবেক, এবং ক্রোধকে জয়
করিবার নিষিদ্ধ ক্ষমা অভ্যাস করিবেক ॥ ৩ ॥

৫২

বিরক্তঃ পরদারেষুঃ নিষ্পৃহঃ পরবস্ত্রমু ।
দন্ত মাংসর্য হীনোয়স্তেন লোকত্রয়ং জিতম্ ॥ ৪ ॥

‘ষঃ’ ‘পরদারেষু’ পরপঙ্গীবিষয়েষু. ‘বিরক্তঃ’ বিগতাঞ্চুরাগঃ ;
তথা ‘পরবস্ত্রমু’ ‘নিষ্পৃহঃ’ স্পৃহারহিতঃ ; ‘দন্ত-মাংসর্য-হীনঃ’,—দন্তঃ
কৈতবেন ধর্মাচরণং, মাংসর্যম্ অনুশুভব্রেষঃ, তাভ্যাং রহিতঃ ।
‘তেন’ তাদৃশেন প্রাঞ্জেন, লোকত্রয়ং জিতম্’ ॥ ৪ ॥

• যিনি পরস্ত্রীতে বিরত, যিনি পরদ্বয়ে নিষ্পৃহ যিনি
দন্ত-মাংসর্য-বিহীন, তাহার দ্বারা তিনি লোক জিত
হইয়াছে ।

আসক্ত চিত্তে পরস্ত্রীকে দর্শন করিবেক না, চিন্তা করিবেক না,
স্পর্শ করিবেক না । সমুদায় পরকীয় বস্ত্রতে স্পৃহাশূন্য হইয়া
আপনার গ্রামোপাঞ্জিত বিষয়ে পরিতৃপ্ত থাকিবেক । দন্ত ও
মাংসর্য পরিত্যাগ করিবেক । ছলনা পূর্বক ধর্মাচরণের নাম
দন্ত, ও অন্তের মঙ্গলে দ্বেব করা মাংসর্য । লোককে ভুলাইবার
কামনা পরিত্যাগ করিয়া সর্বদশী ঈশ্঵রের দৃষ্টিতে ধার্মিক হইবেক ।
ঈশ্বরের গ্রাম সকলকে প্রীতি করিতে অভ্যাস করিবেক, তাহাতে
মানসিক ক্ষীণতা হইতে উৎপন্ন মাংসর্য অন্তর্হিত হইবেক ॥ ৪ ॥

৫৩

ন.বিভেতি রণাদ্ধোবৈ সংগ্রামেহ্প্যপরাজ্ঞুথঃ ।
ধর্ম্মযুক্তে মৃতোবাপি তেন লোকত্রয়ং জিতম্ ॥ ৫ ॥

‘যঃ বৈ’, ‘রণাদ্ধ’ যুক্তাৎ, ‘ন বিভেতি’ ন ভীতে ভবতি,
‘সংগ্রামে অপি’ যুক্তে চ, ‘অপরাজ্ঞুথঃ’ ন পলায়ন-পরায়ণঃ ;
‘ধর্ম্মযুক্তে মৃতঃ বা অপি’ ‘তেন লোকত্রয়ং জিতম্’ ॥ ৫ ॥

যুক্তে যিনি ভীত হয়েন না, সংগ্রামে যিনি পরাজ্ঞুথ
হয়েন না, ধর্ম্ম-যুক্তে যিনি মৃতই বা হয়েন, তাহার দ্বারা
তিনি লোক জিত হইয়াছে ॥ ৫ ॥

যুক্ত হই প্রকার। যাহাতে স্বত্ত নাই, তাহা অঙ্গায়পূর্বক
গ্রহণ করিবার নিমিত্ত দুরাত্মারা যুক্ত করিয়া থাকে; ইহাতে
গ্রায়স্তরূপ উশ্বরের সহিত বিরোধাচরণ হয়; ইহা ধর্ম্মযুক্ত নহে।
অঙ্গায়াচরণ নিবারণ করিয়া গ্রায়ের সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত করিবার
নিমিত্ত যে যুক্ত অনুষ্ঠিত হয়, তাহাকে প্রতিকারযুক্ত ও ধর্ম্মযুক্ত
কহে; ইহা দ্বারা অঙ্গায়ের প্রতিকার ও গ্রায়কে রক্ষা করা হয়।
কিন্তু ইহাও প্রেমস্তরূপ উশ্বরের রাজ্যে সামগ্র্য শোচনীয় নহে।
যে মহুষ্যগণ পরম্পর প্রেমের সহিত আলিঙ্গন করিবেন, যাহারা
সকলেই এক মঙ্গলস্তরূপ পিতার সমান স্বেচ্ছে প্রতিপালিত
হইতেছেন,—তাহারা আপনাদের হস্ত পরম্পরের রক্তে দৃষ্টিত
করিবেন, এক ভ্রাতা আর এক ভ্রাতার শরীরে সাংবাদিক

আবাত প্রদান করিবেন, ইহা মনে করিলেও জনয়শোক-হৃৎখে
আচ্ছল হয়। অতএব শাস্তি ও ক্ষমা দ্বারা স্থান রক্ষা
হইলে কদাপি যুক্তে প্রবৃত্ত হইবেক না, এবং ধর্মযুক্তের ভাগ
করিয়া আত্মস্তুরিভাকে তৃপ্ত করিতে বাইবেক না। কিন্তু
অকল্যাণ নিবারণের জন্য ধর্মযুক্তে প্রবৃত্ত হইয়া ভীত ও পরামুখ
হইবেক না ॥ ৫ ॥

৫৪

সত্যং ক্রয়াৎ প্রিযং ক্রয়াৎ ন ক্রয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম् ।
প্রিয়ঃ নানৃতং ক্রয়াদেব ধর্মঃ সনাতনঃ ॥ ৬ ॥

‘সত্যং ক্রয়াৎ, প্রিযং ক্রয়াৎ, সত্যম্ অপ্রিযং ন ক্রয়াৎ।
প্রিযঃ ‘চ ম’ ‘অনৃতং’ মিথ্যা ‘ক্রয়াৎ’। ‘এবঃ’ ‘সনাতনঃ’ নিত্যঃ
‘ধর্মঃ’ ॥ ৬ ॥

সত্য কহিবেক ও প্রিয় কহিবেক। কিন্তু অপ্রিয়
সত্য কহিবেক না, এবং প্রিয় মিথ্যাও কহিবেক না।
ইহা সনাতন ধর্ম ॥ ৬ ॥

ষাহাতে সত্ত্বের অপলাপ হয় না, অগচ লোকের শ্রীতি
উৎপন্ন হয়, তাদৃশ বাক্যই কহিবেক, এবং যত্পূর্বক তাদৃশ বাক্য
কহিতে শিক্ষা করিবেক। যাহা সত্য, কিন্তু কহিলে কাহারও
কানের আবাস দেওয়া হয়, তাহা সংবল করিয়া রাখিবেক;
ধর্মের অনুরোধে আবশ্যিক না তালে কঠিবেক না; যদি একাক

আবশ্যিক হয়, সর্বার পছিত তাহা উচ্চারণ করিবেক ; তাহা সইয়া
কলাপি আমোদ আহমাদ করিবেক না, এবং মসকেও আমন্ত্রিত
হইতে দিবেক না । প্রিয় অঞ্চ শিখ্যা একবারে পরিশ্যাস
করিবেক । এইরূপ বাক্সংযম নিত্যকৰ্ম জানিবেক ॥ ৬ ॥

৫৫

অঙ্গীর্ণাগি শুধ্যত্তি মনঃ সভ্যেন শুধ্যতি ।
বিদ্যা তপোভ্যাং ভূতাত্মা বুদ্ধিজ্ঞেন শুধ্যতি ॥ ৭ ॥

‘গৌর্ণাগি’ অঙ্গানি স্বেদাদ্যপহত্তানি, ‘অঙ্গঃ’ জলেন ক্ষালিতানি,
‘শুধ্যত্তি’ । ‘মন’ মিষ্টিচিঞ্চলনাদিনা দুরিত, ‘সভ্যেন’ সভ্যাভি-
ধানেন, ‘শুধ্যতি’ । ‘ভূতাত্মা’ জীবাত্মা, ‘বিদ্যা-তপোভ্যাং’
ব্রহ্মবিদ্যা-তপোভ্যাং শুধ্যতি । ‘বুদ্ধিঃ’ বিপর্যয়-জ্ঞানোপহতা,
‘জ্ঞানেন’ যাথার্থেন ‘শুধ্যতি’ ॥ ৭ ॥

জল দ্বারা গ্রাত-শুক্তি হয়, সত্য দ্বারা মনঃ-শুক্তি ইয়,
বিদ্যা ও তপস্যা দ্বারা আত্ম-শুক্তি হয়, এবং জ্ঞান দ্বারা
বুদ্ধি-শুক্তি হয় ॥ ৭ ॥

বাক্যে সত্যবাদী ও ব্যবহারে সত্যপরামর্শ হইবেক, তাহাতে
অন্তরিক্ষ্য প্রসাদ লাভ করিয়া পরিশুক্ত হইবেক । ব্রহ্মবিদ্যা
দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান সমুজ্জ্বল করিবেক, ও ঈশ্঵রের আদিষ্ঠ ধর্মানুষ্ঠানকল্প
তপশ্চর্যাতে নিযুক্ত থাকিবেক, তাহাতে আত্মা মোহ ও পাপঙ্গাম

হইতে মুক্ত থাকিয়া পরিশুন্দ হইবেক ; এবং জ্ঞানের অমুশ্লীলন
পূর্বক বুদ্ধিকে ভ্রম প্রমাদ হইতে মুক্ত করিয়া পরিশুন্দ রাখিবেক ।
আপনাকে সর্বপ্রকারে শুন্দ-সন্ত করিয়া শুন্দ অপাপবিন্দ পরমেশ্বরের
সন্নিহিত হইতে থাকিবেক ॥ ৭ ॥

৫৬

যোহন্তথা সন্তমাআনমন্তথা প্রতিপদ্যতে ।
কিং তেন ন কৃতং পাপং চৌরেণাআপহারণা ॥ ৮ ॥

‘য’ কশ্চিং, ‘অন্তথা’ অন্তপ্রকারেণ, ‘সন্তং’ বিদ্যমানম্
‘আত্মানং’ স্বম্, ‘অন্তথা’ প্রকারভেদেন, ‘প্রতিপদ্যতে’
প্রতিপাদয়তি । ‘তেন আআপহারণা চৌরেণ কিং পাপং ন
কৃতম্’ ? অপি তু সর্বম্ এব কৃতম্ ইত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

যে ব্যক্তি এক প্রকার হইয়া আপনাকে অন্ত প্রকারে
জানায়, সেই আআপহারী চৌর কর্তৃক কি পাপ না
কৃত হয় ॥ ৮ ॥

সর্বদা অকপট আচরণ করিবেক । এক প্রকার হইয়া লোকের
নিকট আপনাকে অন্তপ্রকার প্রদর্শন করিবেক না । যাহা অসাধু
বলিয়া জানিবে, লজ্জিত হইয়া তাহা সর্বতোভাবে প্ৰিত্যাগ
করিবেক ; যাহা সাধু বলিয়া জানিবে, তাহা বাক্য ও কাৰ্য্য
প্রদর্শন করিবেক ॥ ৮ ॥

৫৭

নাস্তি সত্যসমো ধর্মেন সত্যাদিদ্যতে পরম् ।
ন হি তীব্রতরং কিঞ্চিদন্তাদিহ বিদ্যতে ॥ ৯ ॥

‘সত্যসমঃ’ সত্যেন তুল্যঃ, ‘ধর্মঃ নাস্তি’ ‘ন’ অপি ‘সত্যাৎ সত্যম্ অপেক্ষ্য, ‘পরং’ প্রকৃষ্টং, ‘বিদ্যতে’। কিঞ্চ, ‘অনৃতাং’ অসত্যাং, ‘তীব্রতরং’ তীক্ষ্ণতরং, ‘কিঞ্চিং’ কিঞ্চিন্মাত্রং, ‘ন হি ইহ বিদ্যতে’ ॥ ৯ ॥

সত্যের সমান আর ধর্ম নাই, এবং সত্য হইতে প্রকৃত বস্তুও আর কিছু নাই ; ইহলোকে মিথ্যার পর তীব্র পদাৰ্থও আর নাই ॥ ৯ ॥

সত্যই ঈশ্বরের ভাব, তাহাতেই ধর্ম প্রতিষ্ঠিত আছে। অতএব জ্ঞান দ্বারা সত্য উপার্জন করিবেক, সত্যের প্রতি শ্রদ্ধাবান् হইবেক, এবং আচরণে সত্যপরায়ণ হইবেক। মিথ্যা সর্বজ্ঞেভাবে পরিত্যাগ করিবেক ; মিথ্যা অপেক্ষা কঠোর স্বণাকর বৃন্ত আর কিছুই নাই। মিথ্যা দ্বারা জ্ঞান মোহাচ্ছন্ন হয়, এবং বাক্য ও আচরণ অপবিত্র হয় ॥ ৯ ॥

৫৮

প্রিয়েভিতি দানেন প্রিয়বাদেন চাপরঃ ।
অপ্রিয়স্ত চ পথ্যস্ত বক্তা শ্রোতা চ দুল্ভভঃ ॥ ১০ ॥

‘ପ୍ରିୟଃ ଭବତି ଦାନେନ ; ଅପରଃ’ କଣ୍ଠିଂ ‘ପ୍ରିୟବାଦେନ ଚ’ ପ୍ରିୟୋ
ଭବତି । କିଂ ‘ଚ’, ‘ଅପ୍ରିୟଙ୍କ’ ‘ପଥାଙ୍କ’ ହିତଙ୍କ, ‘ବନ୍ଦୀ ଶ୍ରୋତା
ଚ’, ‘ହୁଲ୍ମଭଃ’ କୁଞ୍ଜେନ ଲଭ୍ୟାତେହସୌ ॥ ୧୦ ॥

କେହ ଦାନେର ଦ୍ଵାରା ପ୍ରିୟ ହୟ, କେହ ପ୍ରିୟ ବାକ୍ୟେର
ଦ୍ଵାରା ପ୍ରିୟ ହୟ । କିନ୍ତୁ ଅପ୍ରିୟ ହିତ ବଚନେର ବନ୍ଦୀ ଏବଂ
ଶ୍ରୋତାଙ୍କ ହୁଲ୍ମଭ ॥ ୧୦ ॥

ହିତକର ବାକ୍ୟ ସର୍ବଦା ଶ୍ରୀଭବତର ହୟ ନା, ଏବଂ ପ୍ରିୟ ବାକ୍ୟଙ୍କ
ଅନେକ ସମୟେ ଅହିତକର ହଇଯା ଥାକେ । କିନ୍ତୁ ଯିନି ଶ୍ରୋତାର
ଅମସତ୍ତୋଷ-ଭୟେ ହିତ ବାକ୍ୟ ନା ବଲେନ, ତିନି ଯଥାର୍ଥ ହିତୈଷୀ ନହେନ ;
ଏବଂ ଯିନି ଅପ୍ରିୟ ବଲିଯା ହିତ ବାକ୍ୟ ନା ଶୁନେନ, ତୀର୍ଥାକେ ହୁଃଥ
ପାଇତେ ହୟ । ଅତେବ ସକଳେର ହିତୈଷୀ ହଇଯା ହିତ ବାକ୍ୟ
କହିବେକ ; ଏବଂ କେହ ହିତୋପଦେଶ ଅଦାନ କରିଲେ ଅପ୍ରିୟ ହଇଲେଓ
ଶାଙ୍କ ହଇଯା ଗ୍ରହଣ କରିବେକ ॥ ୧୦ ॥

সপ্তমোহধ্যায়ং

৫৯

সমক্ষ দর্শনাঃ সাক্ষ্যং অবণাচেব সিধ্যতি ।
তত্ত্ব সত্যং ক্রবন্ম সাক্ষী ধর্মার্থাভ্যাঃ ন হীয়তে ॥১॥

‘সমক্ষদর্শনাঃ’ সাক্ষাৎ দর্শনাঃ, ‘শ্রবণাঃ চ এব’, ‘সাক্ষ্যং’
সাক্ষিত্বং ‘সিধ্যতি’। ‘তত্ত্ব’ সাক্ষ্য, ‘সাক্ষী’ ‘সত্যং’ বথাদৃষ্ট-
শ্রত্বার্থং, ‘ক্রবন্ম ধর্মার্থাভ্যাঃ’ ‘ন হীয়তে’ ন বিযুজ্যতেনা । ॥

সাক্ষাৎ দর্শন ও শ্রবণে সাক্ষিত্ব হয়। সাক্ষী হইয়া
সত্য বলিলে ধর্মার্থ হইতে পরিব্রষ্ট হয় না ॥ ১ ॥

ঈশ্বরের এই অভিপ্রায়, ত্বায় ও সত্য জয়যুক্ত হউক। সাধু-
গণেরও এই কামনা, ত্বায় ও সত্যের জয় হউক। কিন্তু অসাধু
মনুষ্য ঈশ্বরের অভিপ্রায় লভ্যন করিয়া অন্তের প্রতি অঙ্গায়াচরণ
করে। তাহার নিবারণ না করিলে লোকস্থিতির অভ্যন্তর ব্যাঘাত
হয়। এই জন্ত বিচারপতি ত্বায় অঙ্গায় বিচার করিয়া ত্বায়ের জয়
দান করেন, ইহাতে ধর্ম স্ফুরক্ষিত হয়। সাক্ষী বথাদৃষ্ট বথাশ্রত
বিবাদাস্পদ বিষয় বিচারপতিকে অবগত করিয়া ধর্মরক্ষার
সহকারিতা করেন। অতএব ধর্মাধিকরণে সাক্ষ্যদান ধর্মার্থের
বিরোধী বলিয়া বিবেচনা করিবেক না ॥ ১ ॥

୬୦

যথାକ୍ରତଂ ସଥାଦୃଷ୍ଟଂ ସର୍ବମେବାଙ୍ଗୀ ବଦ ।
ସତ୍ୟେନ ପୂର୍ବତେ ସାକ୍ଷୀ, ଧର୍ମଃ ସତ୍ୟେନ ରକ୍ଷ୍ୟତେ ॥ ୨ ॥

‘ସଥାକ୍ରତଂ ସଥାଦୃଷ୍ଟଃ’ ଦୃଷ୍ଟକ୍ରତାନତିକ୍ରମେଣ, ‘ସର୍ବମ’ ‘ଅଙ୍ଗୀ’
ତ୍ବତଃ, ‘ଏବ’ ‘ବଦ’ କ୍ରହି । ସମ୍ମାଁ, ‘ସତ୍ୟେନ’ କଥନେନ, ‘ସାକ୍ଷୀ’
‘ପୂର୍ବତେ’ ପାପାଁ ପ୍ରୁଚ୍ୟତେ; ‘ଧର୍ମଃ’ ଚ ଅନ୍ତଃ ସତ୍ୟେନ’ ‘ବନ୍ଧୁତେ’
ବୃଦ୍ଧିମ ଏତି ॥ ୨ ॥

ସଥା-ଦୃଷ୍ଟ ସଥା-କ୍ରତ ସମୁଦ୍ଦାୟଟି ସଥାର୍ଥ ବଲିବେ । ସତ୍ୟ
କଥନ ଦ୍ୱାରା ସାକ୍ଷୀ ଶୁଣି ହୟ, ଏବଂ ଧର୍ମ ରକ୍ଷିତ ହୟ ॥ ୨ ॥

ସାକ୍ଷୀ ସଥା-ଦୃଷ୍ଟ ସଥା-କ୍ରତ ସମୁଦ୍ଦାୟ ସଥାର୍ଥ କହିବେକ, ଅର୍ଥାଁ ସଥା-
କ୍ରତ ଅବିକଳ ପ୍ରକାଶ କରିବେକ । ଯିନି ସ୍ଵଚକ୍ର ଦର୍ଶନ କରିଯାଛେନ,
ତିନିଟି ସଥାର୍ଥ ସାକ୍ଷୀ; ସାହା ଅନ୍ତେର ନିକଟ ଶ୍ରେଣୀ କରା ହଇଯାଛେ,
ତାହା ସତ୍ୟ ନା ହିତେଓ ପାରେ; ଅତଏବ ସାକ୍ଷ୍ୟାନାନ ହୁଲେ କ୍ରତ ବିଷୟ
ହିତେ ଦୃଷ୍ଟ ବିଷୟ ପୃଥକ୍ କରିଯା ବଲିବେକ । ସତ୍ୟ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପୁଣ୍ୟ
ଲାଭ ହୟ, କେନ ନା ତାହାତେ ଧର୍ମ ରକ୍ଷା ପାଯ । ମିଥ୍ୟା ସାକ୍ଷ୍ୟ ଅଦାନ
କରିଲେ ପାପ ଉତ୍ସବ ହୟ ॥ ୨ ॥

୬୧

ସମ୍ପ୍ତ ବିଦ୍ୱାନ୍ ହି ବନ୍ଦତଃ କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞୋନାଭିଶକ୍ତତେ ।
ତମ୍ଭାନ୍ ଦେବାଃ ଶ୍ରେଯାଂସଂ ଲୋକେହନ୍ୟଂ ପୁରୁଷଂ ବିଦୁଃ ॥ ୩ ॥

‘ষষ্ঠ ছি’ ‘বদতঃ’ কথৰতঃ সাক্ষিণঃ, ‘বিশ্বান्’ চেতনাবান्, ‘ক্ষেত্রজ্ঞঃ’ জীবাত্মা; কিম্ অযং সত্যং বদতু তানৃতম্ ইতি ‘ন অভিশক্ততে’ না শকতে, কিন্তু সত্যং এবাযং বদতীতি নির্বিশকঃ সম্পদ্যতে। ‘তস্মাং’ পুরুষাং, ‘অগ্নং, লোকে’ ‘শ্রেয়ংসৎ’, প্রশংসন্তরং, ‘পুরুষং, দেবাঃ’ ‘ন বিদ্বঃ’ ন জানন্তি ॥ ৩ ॥

যে সাক্ষীর সচেতন আত্মা “মিথ্যা কহিয়াছি” এমত সন্দেহও করেন না, দেবতারা এই লোকে তাহা হইতে আর কাহাকেও শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানেন না ॥ ৩ ॥

মনের অগোচর পাপ নাই। অতএব যে সাক্ষী সাক্ষ্যদানকালে মনে মনে একুপ বিশ্বাস করিতে পারেন যে, “আমি যাহা কহিতেছি, তাহা মিথ্যা নহে,” তিনিই সত্যবাদী সাক্ষী। সর্বদর্শী ঈশ্বর তাহার প্রতি প্রসন্ন হয়েন ॥ ৩ ॥

৬২

একোহহমস্মীত্যাত্মানং যদ্বং কল্যাণ মন্ত্রসে ।
নিতং শ্রিতস্তে হৃদ্যেষ পুণ্যপাপেক্ষিতা মুনিঃ ॥ ৪ ॥

কিঞ্চ, হে ‘কল্যাণ’ হে ভদ্র, ‘একঃ’ এব ‘অহম্ অম্বি’ জীবাত্মকঃ, ‘ইতি যৎ ত্বম্ আত্মানং’ ‘মন্ত্রসে’ জানীষে, মৈবং মংস্তাঃ। যস্মাং, ‘এষঃ’ ‘পুণ্যপাপেক্ষিতা’ পুণ্যানাং পাপানাঙ্গ দ্রষ্টা, ‘মুনিঃ’ সর্বজ্ঞঃ পরমাত্মা, ‘তে’ তব, ‘হৃদি’ হৃদয়ে, ‘নিত্যং শ্রিতঃ’ ॥ ৪ ॥

হে ভদ্র ! আমি একাকী আছি, এই যে তুমি মনে
করিতেছ, ইহা মনে করিবে না। এই পুণ্যপাপ-দর্শী
সর্বজ্ঞ পুরুষ তোমার হৃদয়ে নিত্য স্থিতি করিতেছেন ॥৪॥

হে সাক্ষী, তুমি বাহিরেও যেমন একাকী নও, অন্তরেও সেইকলে
একাকী নও। পুণ্যপাপ-দর্শী সর্বজ্ঞ পুরুষ তোমার হৃদয়ে নিরস্তর
অবস্থান করিতেছেন। তিনি পুণ্যের প্রস্তারক ও পাপের দণ্ডাতা।
হে ভদ্র, ইহা বুঝিয়া সাক্ষ্য দান কর। মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়া আপনার
মন্তব্যের উপরে পরমেশ্বরের বঙ্গ আকর্ষণ করিও না ॥ ৪ ॥

অষ্টমোইধ্যায়ং

৬৩

যৎ কল্যাণমভিধ্যায়েৎ তত্ত্বানাং নিয়োজয়েৎ ।
ন পাপে প্রতিপাপঃ স্মাৎ সাধুরেব সদা ভবেৎ ॥১॥

‘যৎ’ যত্র, ‘কল্যাণৎ’ মঙ্গলম্, ‘অভিধ্যায়েৎ’ অনুভবেৎ, ‘তত্ত্বানাং নিয়োজয়েৎ’। ‘ন’ ‘পাপে’ পাপিনি জনে, ‘প্রতিপাপঃ’ পাপ-প্রতিকারবান्, ‘স্মাৎ’। কিন্তু ‘সদা সাধুঃ এব ভবেৎ’ ॥ ১ ॥

যাহা আপনার কল্যাণ জানিবে, তাহাতে আপনাকে নিযুক্ত করিবেক। পাপাচারী ব্যক্তির প্রতি পাপাচার করিবেক না, কিন্তু সর্বদা সাধুই থাকিবেক ॥১॥

যাহাতে মঙ্গল হইবে, তাহারট অমুর্তান করিবেক। ঈশ্বর মঙ্গলস্বরূপ, মঙ্গলই তাহার উদ্দেশ্য। যাহা এক জনের পক্ষে মঙ্গল ও আর এক জনের পক্ষে অমঙ্গল, তাহা বাস্তবিক মঙ্গল নহে। সমুদায় মহুষ্যের পক্ষে যাহা মঙ্গল ও অনন্ত কালের জন্য যাহা মঙ্গল, তাহাতেই আপনাকে নিয়োজিত করিবে। পাপকারীর প্রতি পাপাচার করিবেক না ; কেত অন্তায় করিলে অন্তায় করিয়া তাহার প্রাতিকার করিবেক না। সর্বদা সাধু থাকিবেক ; গ্রাহপথে থাকিয়া অন্তরাচারের প্রতিবিধান করিবেক। কেবল নিজে

କ୍ରୋଧେର ଶାନ୍ତି କରା ଅସାଧୁଗଣେର କର୍ଯ୍ୟ; କିନ୍ତୁ ଅସାଧୁକେ ସାଧୁତା ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷା ଦାନ କରିଯା ଜଗତେ ଶାନ୍ତି ବିସ୍ତାର କରା ସାଧୁଗଣେର ଲକ୍ଷ୍ୟ ॥ ୧ ॥

୬୪

ଅକ୍ରୋଧେନ ଜୟେଣ୍ଠ କ୍ରୋଧମ୍ ଅସାଧୁଂ ସାଧୁନା ଜୟେଣ୍ଠ ।
ଜୟେଣ୍ଠ କର୍ଦ୍ୟଂ ଦାନେନ ଜୟେଣ୍ଠ ସତ୍ୟେନ ଚାନ୍ତତମ୍ ॥ ୭ ॥

‘ଅକ୍ରୋଧେନ’ କ୍ରୋଧସଂବରଣେନ, ‘ଜୟେଣ୍ଠ କ୍ରୋଧମ୍’ । ‘ଅସାଧୁଂ’ ଭାବଂ ବ୍ୟବହାରଂ ବା, ‘ସାଧୁନା’ ଭାବେନ ବ୍ୟବହାରେଣ ବା, ‘ଜୟେଣ୍ଠ’ । ‘କର୍ଦ୍ୟଂ’ କ୍ରୁଦ୍ରଂ, ଅପକାରିଣମ୍ ଇତି ଯାବଂ, ‘ଦାନେନ’ ଦାନାଦିନୋ-
ପକାରେଣେତି ଯାବଂ, ‘ଜୟେଣ୍ଠ’ ସତ୍ୟେନ ଚ ‘ଅନ୍ତଃ’ ମିଥ୍ୟା ॥ ୨ ॥

କ୍ଷମା ଦ୍ୱାରା କ୍ରୋଧକେ ଜୟ କରିବେକ, ସାଧୁତା ଦ୍ୱାରା
ଅସାଧୁତାକେ ଜୟ କରିବେକ, ଉପକାର ଦ୍ୱାରା ଅପକାରୌକେ
ଜୟ କରିବେକ, ଏବଂ ସତ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ମିଥ୍ୟାକେ ଜୟ
କରିବେକ ॥ ୨ ॥

ସୁମଂ ଅକ୍ରୋଧ ହଟ୍ୟା କ୍ରୁଦ୍ରକେ ଜୟ କରିବେକ । କ୍ରୋଧେର ବଶୀଭୂତ
ହହିବେକ ନା, କିନ୍ତୁ ବିବିଧ ଉପାୟେ କ୍ରୋଧକ୍ଷ ବ୍ୟକ୍ତିକେ ପ୍ରକ୍ରିତିନ୍ତ୍ର
କରିବେକ ; ଏବଂ ଯେ ସକଳ କାରଣେ ଅନର୍ଥକ ଅନ୍ତେର କ୍ରୋଧ-୭ୱାନୀପନ
କରାଯାଇଥାରୁ, ତାହା ଦୂରୀକୃତ କରିବେକ । ଅସାଧୁକେ ସାଧୁତା ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ତ
କରିବେକ । କେତେ ଅସମ୍ଭବହାର କରିଲେଓ ତାହାର ପ୍ରତି ସମ୍ଭବହାର

করিবেক ; কৈহ অস্ত্রাব প্রদর্শন করিলেও তাহার প্রতি স্ত্রাব
প্রদর্শন করিবেক । ষে অহিতাচরণ করিবে, তাহারও হিতচিন্তা
ও হিতামুষ্ঠান করিবেক । অসত্যকে সত্য দ্বারা পরাজয়
করিবেক, প্রাণপথে সত্যকে অবলম্বন করিয়া থাকিবেক ;
সত্যই জয় ॥ ২ ॥

৬৫

কুশলঃ স্মৃথুঃখেষু সাধুংশ্চাপ্নাপসেবতে ।
সত্যসাধুসমারন্তাং বুদ্ধির্ঘ্রেষু রাজতে ॥ ৩ ॥

‘স্মৃথুঃখেষু’ স্মৃথেষু চ হঃখেষু চ, ‘কুশলঃ’ কুশলস্বভাব, ‘সাধুন্
চ অপি উপসেবতে’ । ‘সত্য-সাধু-সমারন্তাং’ সত্যসাধু-লক্ষণ-
কর্মণঃ সমারন্তাং ; তন্ত্র ‘বুদ্ধিঃ ধর্ঘেষু’ ‘রাজতে’ বিলসতি ॥ ৩ ॥

স্মৃথ হঃখেতে যিনি অবিচলিত থাকেন, এবং সাধু
সেবা করেন, সত্য ও সাধু কর্মের অমুষ্ঠান দ্বারা তাহার
বুদ্ধি ধর্ঘপথে দীপ্তি পায় ॥ ৩ ॥

স্মৃথ ও হঃখ উভয়ই চিন্ত-চাঞ্চল্য উৎপন্ন করিতে পারে ।
হঃখের সময়ে যেমন এক প্রকার চাঞ্চল্যতা হয়, স্মৃথের সময়েও
সেইক্রমে আর এক প্রকার চাঞ্চল্যতা উৎপন্ন হইয়া থাকে । কখন
কখন হঃখভোগের উৎকর্ষে অপেক্ষা স্মৃথভোগের মতো ধর্ঘ-
সাধনের অধিকতর বিষ্ণ উৎপাদন করে । অতএব চলচিন্ত না
হইয়া স্মৃথ হঃখ উভয় অবস্থাতেই কুশল লাভ করিতে বন্ধশীল

থাকিবেক। ষষ্ঠপূর্বক সাধুসঙ্গ করিবেক। সৎসারে নানাবিধ অবস্থায় পতিত হইতে হয়, তাহাতে অস্তঃকরণ নানাবিধ ভাবে আক্রান্ত ও বিক্ষিপ্ত হইতে পারে, ধর্মভাব স্থান হইতে পারে, পবিত্র উৎসাহ নির্কীণ হইতে পারে, সাধু আশা লৈরাঙ্গে পরিণত হইতে পারে, মোহ উৎপন্ন হইয়া জীবনকে মলিন করিতে পারে। এক্ষেপ অবস্থায় সাধুগণের সংসর্গ আস্তাকে পুনর্বার প্রকৃতিশু করে। সাধুসঙ্গ-প্রভাবে মুরূর্ধু আস্তা জীবন প্রাপ্ত হয়, হতাশ মহুয় আশা লাভ করে, নিরুৎসাহ চিন্ত উৎসাহিত হয়। যেমন সৃষ্ট্যের আলোক রূপহীন বস্তু সকলকে রূপদান করে, সেইরূপ সাধুগণের সাধুতা অসাধু জীবনকেও পবিত্র ও পুণ্যশীল করে। সাধুসঙ্গের এই মহৎ গুণ যে, তাহাতে অসাধু ভাবের দমন হয় ও সাধু ভাবের উদ্দীপন হয়। অতএব ধর্মার্থাগণ সাধুসঙ্গ সেবনে অবহেলা করিবেন না।

যাহার অনুষ্ঠানে জ্ঞান ও দুর্দয় পরিত্পু হয়, তাহাই সৎকর্ম ও সাধু কর্ম জানিবে; তাদৃশ কর্মের অনুষ্ঠানেই ধর্মবৃক্ষি দীপ্তি লাভ করে। যাহারা জ্ঞানবিরুদ্ধ ও দুর্দয়বিরুদ্ধ কর্ম সকল অনুষ্ঠান করে, তাহাদের ধর্ম-জ্ঞান ক্রমে ক্রমে অসাড় হইয়া যায়। পরিশেষে তাৰ্হিবা আৱ ধর্মাধর্ম বিবেচনা করিতে পাবে না, স্ফুতরাঃ ধর্মপথ হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া অধোগতি প্রাপ্ত হয় ॥ ৩ ॥

৬৬

মোহজ্ঞালস্ত যোনিহি মুচ্ছেবে সমাগমঃ ।
অহন্তহনি ধর্মস্ত যোনিঃ সাধুসমাগমঃ ॥ ৪ ॥

“মোহঙ্গালস্ত” অবিবেকসমূহস্ত, ‘যোনিঃ’ কারণং, ‘হি’ প্রসিদ্ধো
‘মুট্ঠঃ এব’ সহ ‘সমাগমঃ’ সংযোগঃ। ‘অহনি অহনি’ প্রতিদিনং,
‘সাধুসমাগমঃ ধর্মস্ত যোনিঃ’। তত্ত্বাদ উজ্জিত্বাহসাধুসঙ্গতিঃ
ধর্মেশ্বরুভিনিত্যং সদ্গুরেব সমাগমঃ কর্তব্য, ইতি বাক্যার্থঃ ॥ ৪ ॥

মূঢ় ব্যক্তিদিগের সহবাসে সমূহ মোহের উৎপত্তি
হয়, এবং প্রতিদিন সাধু-সংসর্গে নিশ্চিত ধর্মের উৎপত্তি
হয় ॥ ৪ ॥

সাধুসঙ্গে ধর্মলাভ হয়, অসাধুসঙ্গ কেবল মোহ উৎপন্ন করে,
সাধুসঙ্গ উপত্তির হেতু, অসাধুসঙ্গ অধঃপাত্রের কারণ; সাধুসঙ্গে
জীবন লাভ হয়, অসাধুসঙ্গ মৃত্যুপথে নিপাতিত করে; সাধুসঙ্গে
ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি বৃদ্ধি পায়, অসাধুসংসর্গে সংশয় ও
অবিশ্বাস উৎপন্ন হইয়া মনুষ্যকে ঈশ্বর হইতে দূরে নিষ্ক্রিয় করে।
অসাধুগণের আলাপ ও আচরণ সঙ্গীদিগের ধর্মবন্ধন শিথিল
করিয়া দেয়। অসাধুসঙ্গে পাপের প্রতি ঘৃণা ও ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা
মন্দীভৃত হয়। অতএব ধন্বাগৌ ব্যক্তি অসাধুসঙ্গ পরিহায় পূর্বক
অহরহঃ সাধুসঙ্গ করিবেক। যাহার সঙ্গে অবস্থান করিলে নীচ
কামনা ও নীচ ভাব উৎপন্ন হয়, তাহা হইতে আপনাকে রক্ষা
করিবেক। কিন্তু কদাপি কোন মনুষ্যকে ঘৃণা করিবেক না।
সাধুতাকৃপু নির্মল নদীর প্রস্তরণ-স্বরূপ সেই মঙ্গলময় পুরুষের সঙ্গে
অবস্থান করিয়া তাহার শুভ অভিপ্রায় সিদ্ধ করিবার নিয়িত্ত সর্বত্র
সংক্ষরণ করিবেক ॥ ৪ ॥

৬৭

যস্ত নিঃশ্বেষসং বাক্যং মোহান্ন প্রতিপন্থতে ।

স দীর্ঘসূত্রোহীনার্থঃ পশ্চান্তাপেন যুজ্যতে ॥ ৫ ॥

‘যঃ তু’ নরঃ, ‘নিঃশ্বেষসং’ শ্বেষোবিধায়কং, ‘বাক্যং’ ‘মোহান্ন’ অবিবেকবশাং, ‘ন প্রতিপন্থতে’ ন গৃহ্ণাতি । ‘সঃ’ ‘দীর্ঘসূত্রঃ’ কর্ষজডঃ, ‘হীনার্থঃ’ ত্যক্তপুরুষার্থঃ সন्, ‘পশ্চান্তাপেন’ ‘যুজ্যতে’ যুক্তো ভবতি ॥ ৫ ॥

যে ব্যক্তি মোহ হেতু হিত বাক্য গ্রহণ না করে, সে দীর্ঘসূত্রী হইয়া পুরুষার্থ হইতে অষ্ট হয়, এবং পশ্চান্ত সন্তাপে পতিত হয় ॥ ৫ ॥

যাহার নিকটে হউক, কল্যাণকর বাক্য শ্রবণ করিলেই গ্রহণ করিবে ; অভিমান বশতঃ তাহা অগ্রাহ করিবে না । যাহা কর্তব্য, সত্ত্বর হইয়া তাহা সম্পাদন করিবে, দীর্ঘসূত্র হইয়া কালবিলম্ব করিবে না । হিতবাক্যে অবহেলা ও কর্তব্য কর্ষে দীর্ঘসূত্রতা কেবল অচুতাপের কারণ ॥ ৫ ॥

৬৮

সতাং মতমতিক্রম্য যোহসতাং বর্ততে মতে ।

শোচন্তে ব্যসনে তন্ত্য স্বহৃদোন চিরাদিব ॥ ৬ ॥

‘যঃ সতাং’ ‘মতং’ অভিপ্রেতং, ‘অতিক্রম্য অসতাং মতে

বর্ণতে ; তন্ত্র 'ব্যসনে' বিপদি, 'সুহৃদঃ' তন্মিত্রাণি, 'ন চিরাদিব' অচিরেণেব কালেন, 'শোচন্তে' ॥ ৬ ॥

যে ব্যক্তি সাধুদিগের অভিপ্রায় অতিক্রম করিয়া অসাধুদিগের মত অবলম্বন করে, তাহার মিত্রেরা তাহাকে অচিরাতি বিপদ্গ্রস্ত দেখিয়া শোক করেন ॥ ৬ ॥

সাধুগণের বাক্য গ্রহণ করিবে ও অসাধুগণের বাক্য পরিত্যাগ করিবে। যাহাদিগের বাক্যে ও কার্যে অকপট ধৰ্মনির্ণীতি প্রকাশ পায়, তাহারাই সাধু। সাধুগণের উপদেশে অবহেলা করিয়া বিপদ্গ্রস্ত হইয়া সুহৃদগণকে শোকাকুল করিবে না। যাহারা কেবল তোমার দৃঢ় দেখিয়া দৃঢ় হন না, কিন্তু তোমাকে সুখী দেখিলে সুখী হন, তাহারাই তোমার সুহৃৎ ; তাহাদিগের শোককে তুচ্ছ জ্ঞান করিবে না ॥ ৬ ॥

৬৯

অবিসংবাদকোদক্ষঃ কৃতজ্ঞেমতিমানৃজুঃ ।
কীতিং চ লভতে লোকে ন চানর্থেন যুজ্যতে ॥ ৭ ॥

যন্ত্র 'অবিসংবাদকঃ' অবিবাদী, 'দক্ষঃ' কুশলঃ, 'কৃতজ্ঞঃ' 'কৃতজ্ঞকার-স্মরণ-ধৰ্মবান, 'মতিমান' জ্ঞানবান, 'ৰজুঃ' শাঠ্যরহিতঃ । সঃ 'লোকে কীতিং চ লভতে, ন চ' 'অনর্থেন' অকার্যেণ, 'যুজ্যতে' ॥ ৭ ॥

যିନି ଅବିବାଦୀ, କର୍ମକ୍ଷମ, କୃତଜ୍ଞ, ବୁଦ୍ଧିମାନ ଓ ଋଜୁ, ତିନି ଭୂମଗ୍ନଲେ କୌଣସି ଲାଭ କରେନ, ଏବଂ କୋନ ଅନର୍ଥସାଧନ କର୍ଷେ ଯୁକ୍ତ ହୟେନ ନା ॥ ୬ ॥

କାହାର ଓ ସହିତ ବିବାଦ କରିବେ ନା । ଈଶ୍ଵରର ମଙ୍ଗଳ ଭାବକେ ଆଦର୍ଶ କରିଯା କ୍ରୋଧ ସଂବରଣ କରିବେ, ଏବଂ କ୍ଷମା ଓ ପ୍ରୀତିର ସହିତ ସକଳେର ପ୍ରତି ସମ୍ବାବହାର କରିଯା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସକଳ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ । ମୈତ୍ରୀଇ ସେଣ ଅନ୍ତେର ସହିତ ବ୍ୟବହାରେର ନିୟାମକ ହୟ । ସଥିନ ଯେ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହଇବେ, ନୈପୁଣ୍ୟ ସହକାରେ ତାହା ସମ୍ପାଦନ କରିବେ, ଏବଂ ସକଳ କାର୍ଯ୍ୟ ହଇତେଇ ନୈପୁଣ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କରିତେ ଥାକିବେ ; ତାହାତେ କାର୍ଯ୍ୟର ଉତ୍କର୍ଷ ଓ ଆପନାର ଉତ୍ସତି ଉପାର୍ଜିତ ହଇବେ । ଉପକାରୀର ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞ ହଇବେ ; କେହ ସାମାଜିକ ଉପକାର କରିଲେ ଓ ତାହା ବିଶ୍ୱାସ ହଇବେ ନା । ଈଶ୍ଵର କାର୍ଯ୍ୟର ପରିମାଣ କରେନ ନା ; ସାଧୁ ଇଚ୍ଛାର ପରିମାଣ ଅନୁମାରେ ପୁରସ୍କାର ଦେନ ; ଅତ ଏବ, ତୋମାର ହିତସାଧନେର ନିମିତ୍ତ କାହାର ଓ ଇଚ୍ଛା ଦେଖିଲେଟେ କୃତଜ୍ଞ ହଇବେ । ବୁଦ୍ଧିକେ ମାର୍ଜିତ କରିବେ, ଏବଂ ବାକ୍ୟ ଓ ବ୍ୟବଠାରେ ସରଳ ହଟେବେ ॥ ୭ ॥

• ୭୦

କୁତଃ କୃତପ୍ଲଶ୍ତ ସଶଃ କୁତଃ ସ୍ଥାନଃ କୁତଃ ସ୍ଵର୍ଥମ୍ ।
ଅଶ୍ରଦ୍ଧେୟଃ କୃତପ୍ଲୋହି, କୃତପ୍ଲେ ନାନ୍ତି ନିଙ୍କତିଃ ॥ ୮ ॥

କୃତପ୍ଲୁଃ କୁଂସଯନ୍ନାହ, ‘କୃତପ୍ଲଶ୍ତ’ ‘କୁତଃ’ କୃତ, ‘ସଶଃ’ ? ତଥା, ‘କୁତଃ ସ୍ଥାନଃ, କୁତଃ ସ୍ଵର୍ଥ’ ? ‘କୃତପ୍ଲଃ’ ‘ଅଶ୍ରଦ୍ଧେୟଃ’ ଶ୍ରଦ୍ଧାନହିଁ, ‘ହି’ ପ୍ରସିଦ୍ଧୋ । ‘କୃତପ୍ଲେ ନାନ୍ତି ନିଙ୍କତି’ ॥ ୮ ॥

কৃতস্ত্রের যশই বা কোথায়, স্থানই বা কোথায়, সুখই
বা কোথায় ? কৃতস্ত্র ব্যক্তি শ্রদ্ধার পাত্র নহে, কৃতস্ত্রের
নিষ্কৃতি নাই ॥ ৮ ॥

কৃতজ্ঞতার বিপরীত ভাব কৃত্যতা । যে ব্যক্তি অগ্রকৃত
উপকার গ্রহণ করিয়াও তাহার নিমিত্ত নিজ হস্তয়ে কৃতজ্ঞতা
অনুভব করে না, উপকৃত হইয়াও সেই উপকার মনের সহিত মাত্র
করে না, অন্তকৃত মঙ্গ উপকারও লঘু বলিয়া ভাবে, অথবা উপকারীর
সমুদায় উপকার বিশ্বত হইয়া তাহার অপকারের কামনা করে,
সাধুগণ তাহাকে নরাধম ও পামর বলিয়া পরিগণিত করেন ॥ ৮ ॥

নবমেহিধ্যায়

৭১

সংবিভুতা চ দাতা চ ভোগবান् সুখবান্নরঃ ।
ভবত্যহিংসকশ্চেব পরমারোগ্যমশুতে ॥ ১ ॥

সর্বাণি সংবিভুত্য ভক্ষ্যপেৱানি দ্রব্যাণি যো ভূংক্তে, সঃ
'সংবিভুতা' ; 'চ' 'দাতা চ' দেৱানাং বস্তু নাং ; 'ভোগবান्' ভোগী,
তথা 'সুখবান্ নরঃ' । 'অহিংসকঃ চ এব' যঃ 'ভবতি,' সঃ 'পরঃ'
'আরোগ্যম্' অনামযং, 'অশুতে, ভূংক্তে ॥ ১ ॥'

যিনি ভক্ষ্য পেয় দ্রব্য বিভাগ করিয়া অন্তের সহিত
পান ভোজন করেন, এবং দানশীল, ভোগবান্, সুখবান্
ও অহিংসক হয়েন, তিনি পরম আরোগ্য সম্পোগ
করেন ॥ ১ ॥

সকলের প্রতিপাদক পরমেশ্বর ভক্ষ্য পেয় প্রত্তি যে সকল
ভোগ্য বস্তু প্রদান করিবেন, পিতা মাতা ভাতা ভগিনী পুত্র
কল্প্র বস্তুবান্নৰ ও দানসদাসী প্রত্তি কাহাকেও বক্ষিষ্ঠ না করিয়া
তাহা যথাযোগ্য ক্লপে সকলের সহিত বিভাগ করিয়া ভোগ করিবেক ।
অশন বসন প্রত্তি কোন বিষয়ে আয়ুষ্মানী হইবেক না । সমুদ্বায়হ
যে কেবল নিজের ভোগের জন্য প্রাপ্ত হইয়াছি, একপ বিবেচনা
করিবেক না ; প্রত্যুত্ত অবশ্য-পোষ্য আশ্রিতগণের অভাব সকল

স্তুতিস্মারে পরিপূর্ণ করিয়া দুঃখভাবে শুক্ষমান্ত দীন দৃঢ়ীদিগকে
দান করিবেক। আপনাকেও ভোগস্থথে বৃক্ষিত করিবেক না;
ক্লিপণতা বিলাসিতা পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম সাধনের উদ্দেশ্যে
আপনার শরীর ও মনকে ধর্মানুমোদিত ভোগ ও স্থথের ঘারা পোষণ
করিতে থাকিবেক। কাহাকেও হিংসা করিবেক না ॥ ১ ॥

৭২

পাত্রস্ত হি বিশেষেণ শ্রদ্ধানতয়েব চ।

অলং বা বহু বা প্রেত্য দানস্তাবাপ্যতে ফলম্ ॥ ২ ॥

‘পাত্রস্ত হি’ ‘বিশেষেণ’ তারতম্যম् অপেক্ষ্য, তথা দাতুঃ
‘শ্রদ্ধানতুয়া’ শ্রদ্ধাবস্তুয়া, ‘এব চ’। ‘দানস্ত অলং বা বহু বা
ফলং’, ‘প্রেত্য’ লোকান্তরে, ‘অবাপ্যতে’ প্রাপ্যতে ॥ ২ ॥

দাতা আপনার শ্রদ্ধা অনুসারে এবং পাত্রের যোগ্যতা
অনুসারে দান-ক্রিয়ার অল বা বহু ফল লোকান্তরে প্রাপ্ত
হয় ॥ ২ ॥

অলই হউক আর অনলই হউক, কাহা দান করিতে সাধ্য
হইবেক, তাহা শ্রদ্ধাপূর্বক সৎপাত্রে দান করিবে। দাতার শ্রদ্ধা
ও পাত্রের উপর্যুক্ততা অনুসারে দানজনিত পুণ্যের তারতম্য হয়।
বাচকৃগণ উভ্যক্ত করিতেছে বলিয়া বিরক্ত চিন্তে দে দান করা
হয়, কেবল বাচকের উভ্যক্তি হইতে মুক্তিলাভ হাজাই তাহার
ফল, তাহা ধর্ম বলিয়া পরিগণিত হয় না। বাহাকে দান করিলে

আলস্তু বা অসৎ কর্ষ্ণে উৎসাহ দেওয়া হইবে, তাদৃশ অসৎ পাত্রে
দানও ধর্মের অনুমোদিত নহে। যে ব্যক্তি বাস্তবিক অভাবে
নিপীড়িত হইতেছে, দাতাগণের অনুগ্রহই যাহার একমাত্র ভরসা
সেই ব্যক্তিই দানের উপবৃক্ত পাত্র। তাদৃশ সৎপাত্রে শুক্র সহকারে
যথাসাধ্য দান করিবেক ॥ ২ ॥

৭৩

দানান্ন দুষ্করং তাত পৃথিব্যামস্তি কিঞ্চন ।

অর্থে চ মহত্তী তৃষ্ণা স চ দুঃখেন লভ্যতে ॥ ৩ ॥

• তাত ইতি শ্লেষসম্বোধনং । তে ‘তাত’, ‘দানাং’ দানম্ অপেক্ষ্য,
‘দুষ্করং’ কর্ম, ‘পৃথিব্যাং ন অস্তি’ ‘কিঞ্চন’ কিঞ্চিদ্ অপি । ‘চ’ শব্দ
হেতো, ষস্মাং : ‘অর্থে’ লোকানাং ‘মহত্তী’ অতীব, ‘তৃষ্ণা’ ; ‘সঃ চ’
অর্থশ্চ ‘দুঃখেন লভ্যতে’ ॥ ৩ ॥

হে তাত ! ভূমগুলে দান অপেক্ষা দুষ্কর কর্ম আর
কিছুই নাই ; যেহেতু অর্থেতে লোকের মহত্তী তৃষ্ণা এবং
সেই অর্থ অতি দুঃখেন্ত লাভ হয় ॥ ৩ ॥

এই পৃথিবীতে লোকে ধনতৃষ্ণায় অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া আছে
ধনসম্পদও অন্যায়স-নভ্য নহে ; বহু আরামে ও ক্লেশে ধন উপার্জন
হয় । সুতরাং যে স্থলে কোন প্রকার বাধাতা নাই ও স্বার্থ নাই, সে
স্থলে অর্থদান কেবল ধর্মার্থী ব্যক্তিকে আর কাহারও সাধ্য হয় না ।
এই জন্তু দান দুষ্কর কর্ম বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে । যিনি পরম বন্ধু

পরমেশ্বরের প্রিয় কার্য সাধনের উদ্দেশে অর্থ উপার্জন করেন, যিনি
কেবল অর্থের জন্তুই অর্থেতে প্রণয়বন্ধন করেন না, তিনি নিঃস্বার্থ
ভাবে দান-ধর্ম অঙ্গুষ্ঠান পূর্বক ক্লতপুণ্য তন ॥ ৩ ॥

৭৪

অন্তায়াৎ সমুপাত্তেন দানধর্মোধনেন যঃ ।

ক্রিয়তে ন স কর্ত্তারং ত্রায়তে মহতোভয়াৎ ॥ ৪ ॥

কিন্তু ‘অন্তায়াৎ’ অন্তায়েন, ‘সমুপাত্তেন’ সংগঃইতেন, ‘ধনেন,
যঃ’ ‘দানধর্মঃ’ দানলক্ষণোধর্মঃ, ‘ক্রিয়তে’ ; ‘ন’ ‘সঃ’ দানধর্মঃ,
‘কর্ত্তারং’ দাতারং, ‘মহতঃ ভয়াৎ’ পাপলক্ষণাং, ‘ত্রায়তে’
রক্ষতি ॥ ৪ ॥

অন্তায়োপার্জিত ধন দ্বারা যে দান-ধর্ম অঙ্গুষ্ঠিত হয়,
তাহা সেই দাতাকে পাপ-জনিত মহৎ ভয় হইতে পরিত্রাণ
করিতে পারে না ॥ ৪ ॥

দানের জন্ত অন্তায় পূর্বক ধনোপার্জন করিবেক না, তাদৃশ
দানে পুণ্য লাভ হয় না ; প্রত্যুত তাহাতে অন্তায়-জনিত মহৎ
পাপে পতিত হইয়া নরকযন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে । অতএব
যদি ধনদানে সামর্থ্য না থাকে, আর আর নানা উপায়ে দৃঃখী-
দিগের দৃঃখ্যমোচন করিবেক ; কদাপি অন্তায় করিয়া ধন আহরণ
করিবেক না ॥ ৪ ॥

৭৫

ନ୍ୟାଯୋପାଞ୍ଜିତ ବିତ୍ତେନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟଂ ଜ୍ଞାନ ରକ୍ଷଣମ୍ ।

ଅନ୍ୟାଯେନ ତୁ ଯୋଜୀବେଣ୍ ସର୍ବଧର୍ମବହିକୃତଃ ॥ ୫ ॥

ସତ ଏବମ୍ ଅତଃ, ‘ନ୍ୟାଯୋପାଞ୍ଜିତ-ବିତ୍ତେନ’ ଶାସ୍ତ୍ରପ୍ରାପ୍ତ-ଧନେନ,
‘ଜ୍ଞାନରକ୍ଷଣଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟଂ’ ଜ୍ଞାନବତ୍ତା । ‘ଅନ୍ୟାଯେନ ତୁ ସଃ’ ଜୀବେଣ୍
ବର୍ତ୍ତେତ, ସଃ ‘ସର୍ବଧର୍ମବହିକୃତଃ’ ॥ ୫ ॥

କର୍ତ୍ତବ୍ୟ-ଜ୍ଞାନକେ ଶ୍ରାୟ-ଉପାଞ୍ଜିତ ଧନ ଦ୍ଵାରା ରକ୍ଷା
କରିବେକ । ଅନ୍ୟାୟ ଆଚରଣ କରିଯା ଯେ ଜୀବିକା ଲାଭ
କରେ, ସେ ସର୍ବ ଧର୍ମ ହିତେ ବହିକୃତ ହୟ ॥ ୫ ॥

ଆପନାର ଜୀବିକା ଓ ଅବଶ୍ରୀଳି-ପୋଷ୍ୟ ପରିବାରଗଣେର ପ୍ରତିପାଳନେର
ଜନ୍ୟା ଅନ୍ତାମପୂର୍ବକ ଧନୋପାଞ୍ଜିନ କରିବେକ ନା । ଶ୍ରାୟଶ୍ରାୟ
ବିବେଚନା କରିବାର ନିମିତ୍ତ ଈଥର ଯେ ଧର୍ମଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିଯାଛେନ,
ତାହାର ଆଦେଶ ପ୍ରତିପାଳନ କରା ଏ କଣଭ୍ରମଜୀବିମନ୍ଦରୁ ରକ୍ଷା କରା
ଅପେକ୍ଷା ଓ ଗରୀମାନ୍ । ସଦି ଅନ୍ତାମ ପଥେ ଥାକ୍ରମଜୀବିନ ଧାରଣ
କରିଲେହୟ, ତାହା ହଇଲେ ସେ ଜୀବିନ ବାନ୍ଧବିକ ମୃତ୍ୟୁ ; ଏବଂ ସଦି
ଶ୍ରାୟରକ୍ଷାର ଅନୁରୋଧେ ଅଧିକାରୀ ମୃତ୍ୟୁ ଉପାସିତ ହୟ, ତବେ ମେହି ମୃତ୍ୟୁରୁ
ଆମାଦିଗେର ଜୀବନ ॥ ୬ ॥

৭৬

ଶର୍ତ୍ତ୍ୟାମର୍ଦ୍ଦମ୍ ସତତଂ ତିତିକ୍ଷା ଧର୍ମବିତ୍ୟତା ।

ସଥାର୍ହିଂ ପ୍ରତିପୂଜା ଚ ସର୍ବଭୂତେଷୁ ବୈ ସଦୋ ॥ ୬ ॥

‘ଶକ୍ତ୍ୟ’ ଆୟନେ ସଥାଶକ୍ତ୍ୟ, ‘ଅନ୍ନଦାନଂ ସତତଂ’ ; ‘ତିତକ୍ଷା’ ଅନ୍ତମହନଂ ; ‘ଧର୍ମନିଷ୍ଠ୍ୟତା, ଧର୍ମ ନିତ୍ୟମୁଖ୍ୟାନ-ଭାବः । ‘ସଥାର୍ଥ’ ସଥାଯୋଗ୍ୟ, ‘ବୈ’ ଏବ ‘ସର୍ବଭୂତେଷୁ ସଦା ପ୍ରତିପୂଜା ଚ’ । ଏତଂ ସର୍ବଂ କାର୍ଯ୍ୟମ୍ ଇତ୍ୟର୍ଥଃ ॥ ୬ ॥

ସଥାଶକ୍ତି ସତତ ଅନ୍ନ ଦାନ କରିବେକ, ତିତକ୍ଷା କରିବେକ, ଓ ନିତ୍ୟ ଧର୍ମମୁଖ୍ୟାନ କରିବେକ, ଏବଂ ସର୍ବଦା ସକଳେର ପ୍ରତି ସଥୋଚିତ ସମାଦର କରିବେକ ॥ ୬ ॥

କୁଧାର କ୍ଲେଶେ ମନୁଷ୍ୟ ଆଶ୍ଚ ଅସହିତ୍ୟ ହିଁଲ୍ଲା ପଡ଼େ । ସଂସାରେର ନାମାବିଧ ଜାଲା ସହ କରିଯାଉ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ଧାରଣ କରିଯା ଥାକେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ନଭାବେ ଅବିଲମ୍ବେଇ ମୃତ୍ୟୁମୁଖେ ନିପତିତ ହୁଯ ; ଅତଏବ ଅଗ୍ରେ କୁଧାର୍ତ୍ତଗଣଙ୍କେ ଅନ୍ନଦାନ କରିବେକ । ଈଶର ସେ ଉଦ୍ଦେଶେ ପରମ୍ପର-ବିକ୍ରକ୍ଷଣୀୟ ଓ ଗ୍ରୌଚ ହଣ୍ଡି କରିଯାଛେନ, ମେଇ ଉଦ୍ଦେଶେଇ ଶୁଖ ଓ ଛୁଥ, ସମ୍ପଦ ଓ ବିପଦ ପ୍ରେରଣ କରିତେଛେନ, ଅତଏବ ତିତକ୍ଷା ଅଭ୍ୟାସ କରିବେକ । ସହିତ୍ୟତା ଅଭ୍ୟାସ କରିଲେ ଯାହା ସେବ୍ୟ ଓ ଯାହା ତ୍ୟାଜ୍ୟ, ତାହା ପୃଥକ କରିତେ ପାରିବେ ; ଯାହା ପ୍ରତିବିଧେୟ, ତାହାର ପ୍ରତିବିଧାନେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଜ୍ଞାନିବେ ; ଯାହା ଅପ୍ରତିବିଧେୟ, ତାହାତେ ଅତିକ୍ଲେଶ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହଇବେ ନା । ଅହରହୁଃ ଈଶରେର ଆରାଧନା କରିବେ ଓ କଳ୍ୟାଣକର ଧର୍ମ ନିତ୍ୟ ସଂକ୍ଷମ କରିବେ । ଶ୍ରୁତିନଦିଗଙ୍କେ ମେହେର ବିନିମୟେ ଭକ୍ତି କରିବେ, ବକ୍ତୁଙ୍ଗନଦିଗଙ୍କେ ଶ୍ରୀତିର ବିନିମୟେ ଶ୍ରୀତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ, ମେହାନ୍ତମଦିଗଙ୍କେ ଭକ୍ତିର ବିନିମୟେ ମେହଦାନ କରିବେ । କି ଆୟୀମ, କି ଉଦ୍‌ଦୀନ, ମକଳକେଇ ଭଦ୍ରତା ମହକାରେ ସଥାଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରତିପୂଜା କରିବେ ॥ ୬ ॥

୭୭

ଦେୟମାର୍ତ୍ତସ୍ତ ଶୟନଂ ପରିଶ୍ରାନ୍ତମ୍ ଚାସନମ୍ ।
ତୃଷିତମ୍ ଚ ପାନୌଯଂ କ୍ଷୁଧିତମ୍ ଚ ଭୋଜନମ୍ ॥ ୭ ॥

ଦାନବିଶେଷମ୍ ଆତ । ‘ଆର୍ଦ୍ରସ୍ତ’ ଗୀଡ଼ିତନ୍ତ୍ର, ‘ଶୟନଂ’ ଶୟା,
‘ଦେୟଂ’ । ତଥା, ‘ପରିଶ୍ରାନ୍ତମ୍ ଚ ଆସନଂ, ତୃଷିତମ୍ ଚ’ ‘ପାନୌଯଂ’
ଅଳଂ, ‘କ୍ଷୁଧିତମ୍ ଚ ଭୋଜନମ୍’ !! ୭ !!

ରୋଗୀକେ ଶୟା, ଶ୍ରାନ୍ତକେ ଆସନ, ତୃଷାର୍ତ୍ତକେ ପାନୌଯ
ଏବଂ କ୍ଷୁଧିତକେ ଭୋଜ୍ୟ ବନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରିବେକ ॥ ୭ ॥

ସାହାର ପକ୍ଷେ ସାହା ଆବଶ୍ୟକ, ତାହାକେ ତାହାଇ ଦାନ କରିବେକ ।
ଏଇକ୍ରପ ସମୟୋଚିତ ଦାନେଇ ଗୃହୀତା ଯଥାର୍ଥ ଉପକୃତ ହୟ, ଏବଂ ଦାତା
ଦ୍ଵିତୀୟ ଫଳ ଲାଭ କରେନ । ଅତଏବ ସାହାର ଯେଇପ ଅଭାବ ତାହାକେ
ସେଇକ୍ରପ ଦାନ କରିବେକ । ଈଶ୍ଵର ଆମାଦିଗଙ୍କେ ଏଇକ୍ରପ ଦାନ
କରିତେଛେନ ॥ ୭ ॥

୭୮

ଅନ୍ନଦଃ ସୁଖମାପୋତି ସୁତୃପ୍ତଃ ସର୍ବବନ୍ତସ୍ତୟ ।
ଭୂମିଦାନାଂ ପରଂ ନାସ୍ତି ବିଦ୍ୟାଦାନଂ ତତୋହଧିକମ୍ ॥ ୮ ॥

‘ସର୍ବବନ୍ତସ୍ତୟ’ ମଧ୍ୟେ, ‘ଅନ୍ନଦଃ’ ଅନ୍ନସ୍ତ ଦାତା, ‘ସୁତୃପ୍ତଃ’ ସନୁ, ‘ସୁଖମ୍
ଆପୋତି’ । ‘ଭୂମିଦାନାଂ ପରଂ ନ ଅନ୍ତି; ବିଦ୍ୟାଦାନଂ’ ତୁ ‘ତତଃ
ଅଧିକମ୍’ ॥ ୮ ॥

যিনি অস্ত্রান করেন, তিনি অন্য বস্ত্র সকলের দাতা
অপেক্ষা সুতপ্ত হইয়া সুখ লাভ করেন। ভূমিদানের
পর আর নাই ; বিদ্যাদান তাহা হইতেও উৎকৃষ্ট ॥ ৮ ॥

কেবল অর্থই যে দানের বস্ত্র, একপ মনে করিবেক না।
অস্ত্রান দাতাকে তৎক্ষণাত সুতপ্ত করে। ভূমিদান অতি মহৎ,
কেন ন। চিরকাল সেই দান অক্ষয় হইয়া থাকে। বিদ্যাদান
সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তাহাতে গৃহীতার ঐতিক ও পারত্তিক মঙ্গল
হয় ॥ ৮ ॥

৭৯

ঔষধং পথ্যমাহারং স্নেহাভ্যঙ্গং প্রতিশ্রয়ম্ ।
দানান্যেতানি দেয়ানি হন্যানি চ বিশেষতঃ ।
দীনাঙ্ককৃপণাদিভ্যঃ শ্রেয়স্কামেন ধীমতা ॥ ৯ ॥

‘ঔষধং পথ্যম্ আহারং’, ‘স্নেহাভ্যঙ্গং’ তৈলাভ্যঙ্গং, ‘প্রতিশ্রয়ম্’
আশ্রয়ং, ‘দানানি এতানি হি, অগ্নানি চ বিশেষতঃ’, ‘শ্রেয়স্কামেন’
শ্রেয়োভিকাঞ্জিণী, ‘ধীমতা দীনাঙ্ককৃপণাদিভ্যঃ দেয়ানি’ ॥ ৯ ॥

শ্রেয়োভিলাষী ধীমান् দীন অঙ্গ প্রভৃতি কৃপা-
পাত্রদিগকে ঔষধ, পথা, আহার, অক্ষণীয় স্নেহ-স্তব্য ও
স্থান,—এই সকল দান এবং অন্য অন্য দানও দিবেন ॥ ৯ ॥

অসৎ পাত্রে দান করিবেক না। ষাহারা দান লইয়া অসৎ
কর্ষে ব্যয় করে, তাহাদিগকে দান করিবেক না। যাহারা পরিশ্রমে

ଅନୁର୍ଥ, ଦାନଗ୍ରହଣ ବ୍ୟକ୍ତିତ ସାହାଦିଗେର ଅନ୍ତ ଉପାର୍ଥକୀୟାଇ, ଯାହାରୀ
ଆପନାର ଶକ୍ତିତେ ବିପଦ୍ଧତିତେ ଉକାର୍କ ପାଇତେ ପାରେ ନା, ତାହା-
ଦିଗକେ ସଥାଧୋଗ୍ୟ ଦାନ କରିଯାଇଲେନେର ସାର୍ଥକତା କରିବେକ ॥ ୨ ॥

୮୦

ଶକ୍ତଃ ପରଜନେ ଦାତା ସ୍ଵଜନେ ଦୁଃଖଜୀବିନି ।

ମଧ୍ୟାପାତୋବିଷାସ୍ଵାଦଃ ସ ଧର୍ମପ୍ରତିରୂପକଃ ॥ ୧୦ ॥

‘ସ୍ଵଜନେ’ ଅବଶ୍ୟ-ପିତୃମତ୍ତ୍ଵାଦୀ-ଜନେ, ‘ଦୁଃଖଜୀବିନି’ ଦୁଃଖେନ
ଜୀବନଧାରିଣି ସତ୍ୟମି, ‘ସଃ-ଶକ୍ତଃ’ ଦାନକ୍ଷମଃ, ‘ପରଜନେ’ ଇତରପରିମିଳିତ
ଅନୁଷ୍ଠାନିକେ ଜନେ, ‘ଦାତା’ ଦଦାତି । ତଥ୍ ‘ସଃ’ ଦାନବିଶେଷଃ, ‘ଧର୍ମ-
ପ୍ରତିରୂପକଃ’, ନ ତୁ ଧର୍ମ ଏବ । ଯତେ, ‘ମଧ୍ୟାପାତଃ’ ମଧୁରୋପକ୍ରମଃ,
ପ୍ରଥମଃ ଯଶସ୍ଵରତ୍ତାଂ ; ‘ବିଷାସ୍ଵାଦଃ’ ବିଷୋତ୍ତର-ଫଳଃ । ତ୍ରୟାନ୍ ଏତମ୍
କାର୍ଯ୍ୟମ୍ ॥ ୧୦ ॥

ଯେ ଦାନ-କ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୁଃଖ-ଜୀବୀ ଶ୍ରୀ ପୁତ୍ର ସ୍ଵଜନକେ
ଅବହେଲା କରିଯା ପରଜନକେ ଦାନ କରେ, ତାହାର ମେ ଦାନ-
କ୍ରିୟା ଧର୍ମର ପ୍ରତିରୂପ ମାତ୍ର ; ବାସ୍ତବ ମେ ଧର୍ମ ନହେ ।
ତାହା ଆପାତତ ମଧୁ-ସମାନ ସୁସ୍ଵାଦ ହୟ ବଟେ, କିନ୍ତୁ
ପରିଣାମେ ତାହାର ଗରଳ-ସମାନ ଆସ୍ଵାଦ ହୟ ॥ ୧୦ ॥

ବୃଦ୍ଧ ପିତା ମାତା ଶ୍ରୀ ପୁତ୍ର ପ୍ରତି ଅବଶ୍ୟ-ପୋଷ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ମରିଲେଇ
ଅଭାବ ଓ ଦୁଃଖ ଅଗ୍ରେ ଦୂର କରିବେକ । ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାହାଦିଗକେ କଷ୍ଟ
ଦିଲା, ଅଥବା କଷ୍ଟ ହଇତେ ମୁକ୍ତ ନା କରିଯା, ଅନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିକେ ଦାନ କରିଲେ
ଅବୁଦ୍ଧ ହୟ, ମେ ବ୍ୟକ୍ତିର ସଥାଧୋଗ୍ୟ ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ ହୟ ନା ॥ ୧୦ ॥

ଦଶମୋହିଧ୍ୟାୟ

୮୧

ପ୍ରଜୟା ମାନସଂ ଦୁଃଖଂ ହତ୍ୟାଂ ଶାରୀରମୌଷଦୈଃ ।

ନ ଶୋଚନ୍ତି କୃତପ୍ରଜ୍ଞାଃ ପଶ୍ୱନ୍ତଃ ପରମାଂ ଗତିମୃ ॥ ୧ ॥

‘ପ୍ରଜୟା’ ବୁନ୍ଦ୍ୟା, ‘ମାନସ’ ମନୋଭବ, ‘ଦୁଃଖ’ ହତ୍ୟା; ତଥା ‘ଶାରୀରମ୍ ଓସଦୈଃ’ । ‘କୃତପ୍ରଜ୍ଞା’ କୃତବୁନ୍ଦ୍ୟ, ‘ପରମାଂ ଗତି’ ‘ପଶ୍ୱନ୍ତ’ ଅନୁଭବନ୍ତଃ ସନ୍ତଃ, ‘ନ ଶୋଚନ୍ତି’ ॥ ୧ ॥

ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ମାନସିକ ଦୁଃଖ ଏବଂ ଔଷଧ ଦ୍ୱାରା ଶାରୀରିକ ଦୁଃଖ ହନନ କରିବେକ । କୃତବୁନ୍ଦ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିରା ପରମ ଗତିକେ ପ୍ରତୀତି କରିଯା ଆର ଶୋକ କରେନ ନା ॥ ୧ ॥

ଯେମନ ଶାରୀରିକ ରୋଗ ଉପମ ହଇଲେ ଔଷଧ ଦ୍ୱାରା ତାହାର ପ୍ରତିକାର କରିତେ ହୟ, ମେଇଙ୍କଳ ମାନସିକ ଦୁଃଖ ଉପହିତ ହଇଲେ ପରମ ଗତି ଶୁଣ କରିଯା ତାହାର ପ୍ରତିବିଧାନ କରିବେକ । ସର୍ବଦ୍ଵା ବିବେକ ସହକାରେ ବନ୍ଧୁବିଚାରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ଥାକିବେକ । ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବହ୍ଲାର ମଧ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧ ଓ ଶାନ୍ତିର ଆଶା ବନ୍ଧ କରିଯା ରାଧିବେକ ନା । ପୃଥିବୀ ଆମାଦିଗେର ଶିକ୍ଷାସ୍ଥାନ, ନିତ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧ ଭୋଗ କରିବାର ଆୟତନ ନହେ । ଏକମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ନିତ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧ ଓ ନିତ୍ୟ ଶାନ୍ତିର ଆଲୟ ; ତିନି ଆମାଦିଗେର ପରମ ଲୋକ, ତିନିଇ ଆମାଦିଗେର ପରମ ଗତି । ତିନି ଆମାଦିଗେର ନିକଟେ ଥାକିଯା ଆମାଦିଗେର ସମୁଦ୍ରାୟ ଅବହ୍ଲା ଦେଖିତେଛେନ । ଆମାଦିଗେର ମଙ୍ଗଳ ହଟକ, ଇହାଇ

ତୋହାର ଏକ ଶାତ୍ର ଇଚ୍ଛା । କି ଉପାରେ ଆମାଦିଗେର ସଂଗତି ହିବେ, ତିନି ତାହା ଜୀବିତେହେନ । ଆମାଦିଗେର ମଙ୍ଗଲେର ଅନ୍ତିମି ବିଧାନ କରିବେନ, ତାହାର ଅନ୍ତଥା କରିତେ କେହି ନାହିଁ । ପୁତ୍ରଗଣକେ ଦୁଃଖଭାବେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଦେଖିଯା ପିତା କି ଉଦ୍‌ଦୀନ ଆହେନ ? ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବଶ୍ଯା କି ତୋହାର ଅଞ୍ଜାତସାରେ ଆମାଦିଗେର ଉପରେ ନିପତିତ ହିବାରେ ? ତୋହାର ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ମଙ୍ଗଲକାମନା କି କ୍ଷୁଦ୍ର ହିବା ଆହେ ? ତାହା କଥନିହି ନହେ । କେବଳ ମୋହାକ୍ରାନ୍ତ ହିବାଇ ଆମରା ଶୋକ ଦୁଃଖେ ଅଭିଭୂତ ହିଇ । ଅତିଏବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବଶ୍ୟାତେହି ସମ୍ମାନ ଦୃଷ୍ଟି ବକ୍ତ କରିଯା ରାଖିବେକ ନା ; ସେଇ ପରମ ଗତି ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରିଯା ମାନସିକ ଦୁଃଖ ବିନାଶ କରିବେକ ॥ ୧ ॥

୮୨

ମାନଂ ହିତ୍ତା ପ୍ରିୟୋଭବତି କ୍ରୋଧଂ ହିତ୍ତା ନ ଶୋଚତି ।
କାମଂ ହିତ୍ତାର୍ଥବାନ୍ ଭବତି ଲୋଭଂ ହିତ୍ତା ସ୍ଵର୍ଥୀ ଭବେ ॥ ୨ ॥

‘ମାନମ्’ ଅଭିମାନଂ, ‘ହିତ୍ତା’ ତ୍ୟକ୍ତି, ‘ପ୍ରିୟः’ ସର୍ବେଷାଂ ‘ଭବତି’ ;
‘କ୍ରୋଧଂ ହିତ୍ତା ନ ଶୋଚତି’ । ‘କାମଂ’ ବାସନାଂ, ‘ହିତ୍ତା ଅର୍ଥବାନ୍ ଭବତି’ । ‘ଲୋଭଂ ହିତ୍ତା ସ୍ଵର୍ଥୀ ଭବେ’ ॥ ୨ ॥

ଅଭିମାନ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଯା ପ୍ରିୟ ହିବେକ ; କ୍ରୋଧ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଯା ଶୋଚନାଶୂନ୍ୟ ହିବେକ ; କାମନୀ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଯା ଅର୍ଥବାନ୍ ହିବେକ ; ଏବଂ ଲୋଭ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଯା ସ୍ଵର୍ଥୀ ହିବେକ ॥ ୨ ॥

অহঙ্কার পরিত্যাগ করিবেক ; ঈশ্বরের অনুগ্রহই মহুয়ের
সর্বত্ত্ব, তথ্যতীত মহুয়ের আর কিছুই নাই। কি ধন বান
সৌন্দর্য, কি জ্ঞান ও ধৰ্ম, কিছুর নিমিত্তই লোকের নিকট গর্ব
প্রকাশ করিবেক না, মনকেও গর্বিত হইতে দিবেক ন।। গর্বের
উপকৰণ দেখিলেই নিজের পতন সন্ধিকট জানিয়া ঈশ্বরের শরণাপন্ন
হইবেক। অঙ্গলমন্ত্র ঈশ্বর গর্বিত পুত্রকে বিনীত করিবার নিমিত্ত
অহঙ্কার চূর্ণ করিয়া দেন, এবং মহুয়েরাও তাহার প্রতি স্থুল
করিতে থাকে ।

ক্রোধে অধীর হইয়া অন্তের প্রতিহিংসাতে প্রবৃত্ত হইলে,
পরে অমুশোচনাতে দম্পত্তি হইতে হয় ; অতএব ক্রোধ পরিত্যাক
করিয়া শোচনাশূন্ত হইবেক ।

বাসনা ষত বৃক্ষি পাও, ততই আমাদিগের অভাব বোধ হয় ।
যিনি অর্থোপার্জনের উদ্দেশ্য বিশ্বৃত হইয়া কেবল ধনস্পৃহা পরিতৃপ্ত
করিবার নিমিত্তই ধনোপার্জনে প্রবৃত্ত হন, তিনি চিরকালই হঃধী,
চিরকালই দরিদ্র । অতএব যিনি বাসনাকে দমন করিতে পারেন,
তিনিই ঐশ্বর্যবান्, এবং যিনি লোভকে পরিত্যাগ করিতে পারেন,
তিনিই যথার্থ স্ফুর্ধী ॥ ২ ॥

৮৩

ক্রোধং স্ফুর্ভজ্জয়ঃ শক্রলো'ভোব্যাধিরনন্তকঃ
সর্ববৃত্তহিতঃ সাধুরসাধুর্নির্দয় স্ফুতঃ ॥ ৩ ॥

‘କ୍ରୋଧः’ ; ଅତିକୁଞ୍ଜେଣ ଜୀଯତେହସାବିତି ‘ସୁଦୁର୍ଜୟଃ’ ;
‘ଶକ୍ରଃ’ । ‘ଲୋଭः ଅନ୍ତକଃ ବ୍ୟାଧି’ । ‘ସର୍ବଭୂତହିତଃ ସାଧୁଃ’ ;
ଅସାଧୁଃ ନିର୍ଦ୍ଦୟଃ ଶୃତଃ’ ॥ ୩ ॥

କ୍ରୋଧ ଅତି ଦୁର୍ଜ୍ୟ ଶକ୍ର ; ଲୋଭ ଅନ୍ତ ବ୍ୟାଧି ।
ଯିନି ସର୍ବ ଜୀବେର ହିତୈଷୀ ତିନି ସାଧୁ । ଆର ସେ ନିର୍ଦ୍ଦୟ,
ମେଇ ଅସାଧୁ ବଲିଯା ଉଚ୍ଚ ହଇଯାଛେ ॥ ୩ ॥

କ୍ରୋଧେର ତୁଳ୍ୟ ଅନିଷ୍ଟକାରୀ ଶକ୍ର ଆର କେହି ନାହିଁ ; ଏବଂ
ଲୋଭେର ତୁଳ୍ୟ ସ୍ଵର୍ଗାଦାୟକ ବ୍ୟାଧିଓ ଆର କିଛୁହି ନାହିଁ । କ୍ରୋଧ ଓ
ଲୋଭ ହିତେହି ନିଷ୍ଠୁରତା ଉପର ହୟ ; ନିଷ୍ଠୁରତା ମହୁସ୍ୟକେ ସାଧୁତା
ହିତେ ପରିବ୍ରଷ୍ଟ କରେ । କ୍ରୋଧ କେବଳ ଅନ୍ତକେ ସମ୍ମାନ ଦାନେ
ଉତ୍ସାହିତ କରେ ; ଲୋଭ ଆହୁତିରିତାର ନିକଟ ସମ୍ମାନ ସାଧୁଗୁଣକେ
ବଲିଦାନ ଦିତେ ବଲେ । ନରହତ୍ୟା ଓ ଚୌର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୃତି ପାପକର୍ମ
ସକଳ କ୍ରୋଧ ଓ ଲୋଭ ହିତେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୟ । ଅତ ଏବ କ୍ରୋଧ
ଓ ଲୋଭ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବେକ, ଏବଂ ସକଳେର ପ୍ରତି ଦୟାବାନ
ଥାକିବେକ ॥ ୩ ॥

•

୩ ୮୪

ଦାନ୍ତଃ ଶମପରଃ ଶଶ୍ଵତ୍ ପରିକ୍ଲେଶଃ ନ ବିନ୍ଦତି ।

ନ ଚ ତପ୍ୟତି ଦାନ୍ତାଙ୍ଗୀ ଦୃଷ୍ଟି । ପରଗତାଂ ଶ୍ରିୟମ୍ ॥ ୪ ॥

ସେ ହି ‘ଦାନ୍ତଃ’ ନିୟତେଜ୍ଞିଯଃ, ‘ଶମପରଃ’ ସଂସାରକରଣଃ, ସ
‘ଶଶ୍ଵତ୍’ ବାରଂବାରଂ, ‘ପରିକ୍ଲେଶଃ’ ‘ନ ବିନ୍ଦତି’ ନ ଲଭତେ । ‘ନ ଚ

দাস্তাভ্রা' বশীকৃতাভ্রা, 'পরগতাং' 'শ্রিয়ৎ' সম্পত্তি, 'দৃষ্টা' 'তপ্যতি' পরিতপ্তে ভবতি ॥ ৪ ॥

যিনি ইন্দ্রিয় ও মন সংযম করিয়াছেন, তিনি আর বারংবার ক্লেশ প্রাপ্ত হন না। শান্তচিন্ত ব্যক্তি পরত্বা দেখিয়া আর কাতর হন না ॥ ৪ ॥

অহরহ আপনাকে শিক্ষা দান করিবে, আপনাকে শাসন করিবে ও আপনাকে ধর্মপরায়ণ করিবে। যিনি আপনার ইন্দ্রিয়গণ ও অস্তঃকরণ বশীভৃত করিতে পারেন, তাঁহার ক্লেশ ভোগ করিবার কোন কারণ থাকে না। যিনি আপনাকে দমন করিতে না পারেন, তাঁহার চতুর্দিকেই যন্ত্রণ।। তিনি যে কেবল নিজের বিপদেই যন্ত্রণা ভোগ করেন এমন নহে, অন্ত্যের সৌভাগ্যও তাঁহার হৃদয়কে ব্যথিত করিয়া তুলে ॥ ৪ ॥

৮৫

য ঈষুঃ পরবিত্তেষু রূপে বীর্যে কুলাষ্টয়ে ।
স্তুথসৌভাগ্যসংকারে তস্ত ব্যাধিরনন্তকঃ ॥ ৫ ॥

'যঃ' 'ঈষুঃ' মৎসরী, 'পরবিত্তেষু' পরধনেষু, তথা 'রূপে বীর্যে', 'কুলাষ্টয়ে' কুলসন্ততো, 'স্তুথ-সৌভাগ্য-সংকারে' স্তুথে সৌভাগ্য সংকারে চ, 'তস্ত ব্যাধিঃ' 'অনন্তকঃ' অনন্তঃ ॥ ৫ ॥

অন্ত্যের ধনে, রূপে, বীর্যে, কুলে, সন্তানে, স্তুথে

ଶୌଭାଗ୍ୟ, ସଂକ୍ରିଯାତେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଈର୍ଷା କରେ, ତାହାର ବ୍ୟାଧିର ଆର ଅନ୍ତ ନାହିଁ ॥ ୫ ॥

ପରାତ୍ରୀକାତରଜାର ତୁଳ୍ୟ କୁଂସିତ ବ୍ୟାଧି ଆର କିଛୁଇ ନାହିଁ । ଅନ୍ତେର ମଙ୍ଗଲେର ପ୍ରତି ଯାହାର ବିଦେଶ ହୟ, ତାହାର ଆର ମନେର ଆରାମ ଥାକେ ନା, ତାହାର ଆର ଶାନ୍ତି ଥାକେ ନା । ଏହି ସଂସାରେ ସେ ସତ ଉନ୍ନତ ହିଁଯା ଶୁଭ ଫଳ ଭୋଗ କରିତେ ଥାକେ, ସେ ଅଜ୍ଞାତମାରେ ଈର୍ଷାକାରୀର ମନେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଦ୍ୱାତ ଦିତେ ଥାକେ । ସକଳ ପ୍ରକାର ଉନ୍ନତ ଲୋକକେ ତାହାର ଶକ୍ତତୁଳ୍ୟ ବୋଧ ହୟ । ଅତ୍ୟବ ବିଶୁଦ୍ଧ ପ୍ରେମ ହାରା ମହାମୁଖାବତ୍ତା ବୁନ୍ଦି କରିଯା ଈର୍ଷାକେ ଜୟ କରିବେକ । ସକଳେର ମଙ୍ଗଲେର ମଧ୍ୟେ ଆପନାର ମଙ୍ଗଲ ସମ୍ପର୍କିତ ଜ୍ଞାନିଯା କୁନ୍ଦତା ପରିତ୍ୟାଗ କରିବେକ ॥ ୫ ॥

୮୬

ମିତ୍ରକ୍ରମ୍ମ ଦୁଷ୍ଟଭାବଶ୍ଚ ନାନ୍ତିକୋହଥାନୃଜ୍ଞୁଃ ଶଠଃ ।
ଶୁଣବନ୍ତକୁ ଘୋରେଷ୍ଟି ତମାହଃ ପୁରୁଷାଧମମ୍ ॥ ୬ ॥

‘ମିତ୍ରକ୍ରମ୍ମ’ ମିତ୍ରଃ ଦ୍ରହତୌତି ; ‘ଦୁଷ୍ଟଭାବଃ ଚ’ ; ‘ନାନ୍ତିକଃ’—ନାନ୍ତି ଜଗତୋ ମୂଳମ୍ ଆଉଁବା, ନାନ୍ତି ପରଲୋକ, ଇତ୍ୟେବଂବାଦୀ ; ‘ଅପ’ ‘ଅନୃଜ୍ଞଃ’ ଅସରଳଃ ; ‘ଶଠଃ’ । , ‘ଶୁଣବନ୍ତଃ ଚ ବଃ ଷ୍ଟି ; ତଃ’ ପଣ୍ଡିତାଃ ‘ପୁରୁଷାଧମମ୍’ ‘ଆହଃ’ କଥମୟନ୍ତି ॥ ୬ ॥

ମିତ୍ରଦ୍ରୋହୀ, ଦୁଷ୍ଟଭାବ, ନାନ୍ତିକ, କୁଟିଲ, ଶଠ. ଏବଂ ଶୁଣବାନେର ଦ୍ଵେଷୀ, ତାହାକେ ଜ୍ଞାନୀରା ନରାଧମ କରିଯା ବଲିଯାଛେନ ॥ ୬ ॥

মিত্রের বিশ্বাসযাতী হওয়া, তাহার মুক্ত হস্তে প্রবেশ করিয়া আপনার দুরভিসঙ্গি সাধন করা, সাক্ষাৎ সহকে বা প্রস্পরার তাহার অনিষ্ট চেষ্টা করা, মিত্রদ্রোহ বলিয়া পরিগণিত হয়। মিত্রদ্রোহ-ক্রম মহাপাতক হইতে সর্বদা দূরে অবস্থান করিবেক।

মনের মধ্যে ষদি অসৎ অভিসঙ্গি থাকে, তবে তাহাই দৃষ্টভাব। দৃষ্টভাব ও অসৎ ইচ্ছা হইতে কখনো সৎকর্ম অনুষ্ঠিত হয় না।

ঈশ্বরের প্রতি কদাপি শ্রদ্ধাগৃহ হইবেক না। তাহার প্রতি অবিশ্বাস ও সংশয় পাপ অপেক্ষা অধিকতর ভয়ানক। যিনি পাপ পুণ্যের দণ্ড পুরস্কার বিধান করিয়া মুক্তির পথে আজ্ঞার নেতা হইয়াছেন, তাহার প্রতি অশ্রদ্ধা ও সংশয় সাংঘাতিক রোগ বলিয়া বিবেচনা করিবেক; এবং বিনীত হইয়া শুক্র ও সাধুগণের সাহায্যে এই রোগ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবেক।

সর্বদা সরল ভাবে অবস্থান করিবেক। সরলতা নিজেই একটি অসামাজিক সাধুতা। অধিকাংশ সাধু-গুণ সরলতার নিত্য সহচর। সরলতা স্বরক্ষিত হইলে তৎসমূদায় স্বরক্ষিত হয়, এবং সরলতা বিনষ্ট হইলেই তৎসমূদায় বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

যে ব্যক্তি সম্মুখে প্রিয় বাবহার করে, কিন্তু গৃঢ় ক্লপে অনিষ্ট-চরণে প্রবৃত্ত থাকে, তাহাকে শঠ কহে। শঠতা সম্পূর্ণ ক্লপে পরিত্যাগ করিয়া সর্বদা সকলের হিতানুষ্ঠান ও শুভানুধ্যান করিবেক।

ঈশ্বরের পরিপূর্ণ মঙ্গলভাব হইতে সদ্গুণ উৎপন্ন হইয়াছে; সদ্গুণের প্রতি বিদ্বেষ করিলে ঈশ্বরের প্রতি বিদ্বেষ করা হয়। যাহারা সদ্গুণসংপন্ন হইয়া জগতের উপকার করিতেছেন, তাহা-

ଦିଗେର ପ୍ରତି ସମାଦର କରିବେ, ଏବଂ ମହୁୟ ନିଶ୍ଚର୍ଣ୍ଣ ହଇଲେଣ୍ଡ ତାହାର
ବିରୋଧ କରିବେକ ନା ॥ ୬ ॥

୮୭

ଅନର୍ଥମର୍ଥତଃ ପଣ୍ଡମର୍ଥକୈବାପ୍ୟନର୍ଥତଃ ।

ଇନ୍ଦ୍ରିୟେରଜିତେବାଲଃ ସୁଦୁଃଖଃ ମନ୍ତ୍ରତେ ସୁଖମ୍ ॥ ୭ ॥

‘ଅନର୍ଥମ’ ଅକାର୍ଯ୍ୟମ, ‘ଅର୍ଥତଃ ପଣ୍ଡମ, ଅର୍ଥଃ ଚ ଏବ ଅପି ଅନର୍ଥତଃ,
ଇନ୍ଦ୍ରିୟେଃ ଅଜିତେଃ’, ‘ବାଲଃ’ ଅନ୍ତପ୍ରକ୍ଷଣଃ, ‘ସୁଦୁଃଖଃ ମନ୍ତ୍ରତେ ସୁଖମ୍’ ॥ ୭ ॥

• ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ଉତ୍ସିଯ-ସଂସମ-ଶୂନ୍ୟ ବାଲକେର ଶ୍ଵାସ
ଅକାର୍ଯ୍ୟକେ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକେ ଅକାର୍ଯ୍ୟରୂପେ ଜ୍ଞାନ କରେ,
ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖକେ ସୁଖ ବୋଧ କରେ ॥ ୭ ॥

ସେମନ ବାଲକେରା ତୀଙ୍କୁ ବିଷ କାଳମର୍ପକେ ଓ ଧରିବାର ନିମିତ୍ତ ଉଦ୍‌ୟତ
ହୁଏ, ମେଇକୁଳ ଅଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ ଅନ୍ତପ୍ରକ୍ଷଣ ଲୋକେ ବିପଦ୍କେ ସମ୍ପଦ୍ ବଲିଯା
ବୋଧ କରେ । ତାହାରା ପରିଣାମ ଦର୍ଶନ କରେ ନା ; ଯାହା ଆପାତତଃ
ତାହାଦେର ପ୍ରୟକ୍ଷିମକଲେର ତୃପ୍ତିକର, ତାହାତେଇ ସର୍ବାନ୍ତଃକରଣେ ଆସନ୍ତ
ହୁଏ । ଅତେବ ସର୍ବଦା ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ ଓ କୁତ୍ପଳ ହଇଯା ପରିଣାମ ଦର୍ଶନ
କରିବେକ । ଆମାଦିଗେର ଜୀବନେର ଶେଷ ନାହିଁ ; ଅନ୍ତ କାଳ
ଆମାଦିଗେର ଈଶ୍ଵରେର ସହିତ ଯୋଗ । ଏଇ ଚିରଶ୍ଵାସୀ ଜୀବନେର ପ୍ରତି
ସର୍ବଦା ଦୃଷ୍ଟି ରାଖିଯା ଚଲିବେକ ॥ ୭ ॥

একাদশৈষ্ঠ্যায়ঃ

৮৮

ধূতিঃ ক্ষমা দমোহন্তেয়ঃ শৌচমিস্ত্রিযনিগ্রহঃ ।

ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধোদশকং ধর্ম্মলক্ষণম् ॥ ১ ॥

‘ধূতিঃ’ ধৈর্য্যম্ । পরেণাপকারে ক্রতেহপি তন্ত্র প্রত্যপকারান-
চরণং ‘ক্ষমা’ । বিকারহেতু-বিষয়-সন্নিধানেহপ্যবিক্রিয়তঃ মনসঃ
‘দমঃ’ । অন্তায়েন পরধনাদেরগ্রহণম् ‘অন্তেয়ম্’ । ‘শৌচঃ’
বিবিধং ; মৃজ্জলাভ্যাঃ দেহশোধনং, জ্ঞান-তপোভ্যাম্ অন্তঃ-
শোধনঞ্চ । ‘ইস্ত্রিয়নিগ্রহঃ’ ইস্ত্রিয়-সৎসমঃ । শাস্ত্রাদি-তত্ত্ব-জ্ঞানং
‘ধীঃ’ । পরমাত্ম-জ্ঞানং ‘বিদ্যা’ । ব্যার্থাভিধানং ‘সত্যম্’ ।
ক্রোধহেতো সত্যপি ক্রোধালুৎপত্তিঃ ‘অক্রোধঃ’ । এতঃ ‘দশকং’
দশবিধং, ‘ধর্ম্মলক্ষণম্’ ॥ ১ ॥

ধৈর্য্য, ক্ষমা, মনঃ-সংযম, অচৌর্য্য, দেহ ও অন্তর-
শুক্তি, ইস্ত্রিয়-নিগ্রহ, শাস্ত্র-জ্ঞান ব্রহ্ম-বিদ্যা, সত্য-
কথন ও অক্রোধ,—ধর্ম্মের এই দশ প্রকার লক্ষণ ॥ ১ ॥

সম্পদে বিপদে ধৈর্য্যাবলম্বন করিবে । যে ব্যক্তি মনের সহিত
ক্ষমা প্রার্থনা করে, সহস্র দোষে দোষী হইলেও তাহাকে ক্ষমা
করিবে । বিকারজনক প্রণোভনে পরিবেষ্টিত থাকিলেও অন্তঃ-
করণ ঘাহাতে বিকার প্রাপ্ত না হয়, এইরূপে তাহাকে বশীভূত
করিবে । শ্বামীর অজ্ঞাতসারে বা প্রতারণা পূর্বক, অথবা বলপূর্বক

অঙ্গের দ্রব্য গ্রহণ করিবে না। কার্যক বাচনিক ও মানসিক লোৰ সকল অক্ষালন করিয়া সর্ব প্রকারে শুচি হইয়া থাকিবে। ইন্দ্ৰিয়গণকে শাসন করিবে। বুদ্ধিকে মার্জিত করিবে। জ্ঞান অভ্যাস করিবে। সত্য কথা কহিবে। এবং ক্রোধ সংবরণ করিবে ॥ ১ ॥

৮৯

হীমান् হি পাপং প্ৰেষ্টি তন্তু শ্ৰীৱিভিবৰ্ধতে ।

হীহৃতা বাধতে ধৰ্মং ধৰ্মোহস্তি হতঃ শ্ৰিয়ম্ ॥ ২ ॥

‘হীমান্’ লজ্জাবান्, ‘হি পাপং প্ৰেষ্টি’। ‘তন্তু’ হীমতঃ, ‘শ্ৰীঃ অভিবৰ্ধতে’। ‘হীঃ হতা ধৰ্মং’ ‘বাধতে’ পীড়ৱতি। ‘ধৰ্মঃ হতঃ’ সন्, ‘শ্ৰিয়ং হস্তি’ ॥ ২ ॥

হী-বিশিষ্ট ব্যক্তি পাপের দ্বেষ করেন, তাহার শীৱদ্বি হয়। হী নষ্ট হইলে ধৰ্মে বাধা জন্মে, এবং ধৰ্মহানি হইলে শ্ৰীব্ৰংশ হয় ॥ ২ ॥

অঙ্গের মুখ হইতেও একটি অশ্লীল বাক্য শুনিলে যাহার লজ্জা বোধ হয়, সেই হীমান্ত। হীমান্ বাক্তি পাপকে অভিমান স্থপনা করে, এবং তাহার সম্পর্ক হইতে দূরে গাকিতে স্বভাবতই ইচ্ছা করে; তাহার শ্ৰী বৰ্কিত হয়। যাহার হী নষ্ট হয়, তাহার পক্ষে ঘৃণিত পাপ-পথ সহজ হয়; কল্যাণকর ধৰ্মপথে তাহার বাধা জন্মে, এবং সে অধৰ্মে পতিত হইয়া শ্ৰীহীন ও মলিন হয়। অতএব কথাতে, ভাবেতে, বেশবিন্যাসে, যত্পূর্বক হীকে রক্ষা করিবেক ॥ ২ ॥

৯০

অনসূয়ুঃ কৃতজ্ঞশ কল্যাণানি চ সেবতে ।
সুখানি ধর্মমর্থঞ্চ স্বর্গঞ্চ লভতে নরঃ ॥ ৩ ॥

গুণেহপি দোষাবিক্ষারবান् অসূয়ুঃ । ন অসূয়ুঃ ‘অনসূয়ুঃ’ ।
‘কৃতজ্ঞঃ’ কৃতোপকার-স্তুতি-ধর্ম। ‘চ’ । ‘কল্যাণানি চ’ শ্রেষ্ঠস্তুতানি
চ কর্মাণি, যঃ ‘সেবতে’ করোতি । সঃ ‘নরঃ সুখানি ধর্মম্ অর্থৎ
চ স্বর্গং চ লভতে’ ॥ ৩ ॥

যিনি অসূয়া-শূন্ত ও কৃতজ্ঞ হয়েন, এবং শুভ কর্মের
অঙ্গুষ্ঠান করেন, তিনি সুখ, ধর্ম, অর্থ ও স্বর্গ লাভ
করেন ॥ ৩ ॥

কাহারও শুণের উপর দোষারোপ করিবে না, এবং উপকারীর
প্রতি হৃদয়ের সহিত কৃতজ্ঞ হইবে । শুভ কর্মের অঙ্গুষ্ঠানে তৎপর
ধাকিবে । তাহা ব্যক্তিরেকে ধর্মভাব বৃক্ষি পাও না, হৃদয় পবিত্র
হয় না, এবং জীবনকে লাভ করা যায় না । মনের সুখ, সৎসারের
উপলব্ধি, আচ্ছাদন ধর্ম, ও অনন্ত কালের সদগতি, এই চতুর্বর্গ মহুষের
প্রার্থনীয় পুরুষার্থ ॥ ৩ ॥

৯১

সর্বেদংগজিতোলোকেছুল্লভোহি শুচিন্তরঃ ।
দণ্ডশু হি ভয়াৎ সর্ববং জগন্তোগায় কল্পতে ॥ ৪ ॥

‘ମର୍ବଃ ଲୋକଃ’, ‘ଦଗ୍ଧଜିତଃ’, ଦଶେନ ନିଷ୍ଠମିତଃ ସନ୍ ସହ୍ୟନି
ବର୍ତ୍ତତେ । ‘ଶୁଚିଃ’ ଅଭାବବିଶୁଦ୍ଧଃ ‘ହି ନରଃ ହୁମ୍ଭତଃ’ । ‘ହି’
ଅବଧାରଣେ, ‘ଦଗ୍ଧତ୍ୱ’ ଏବ ‘ଭୟାଂ, ମର୍ବଃ ଜଗଃ’ ‘ଭୋଗାଯ’ ଭୋଗାର୍ଥଃ
‘କଲ୍ପତେ’ ସମର୍ଥୀ ଭବତି ॥ ୪ ॥

সକଳ ଲୋକଙ୍କ ଦଗ୍ଧ ଦ୍ଵାରା ଶାସିତ ହୟ : ଶୁଦ୍ଧ-ଚରିତ
ମହୁଷ୍ୟ ଅତି ହୁମ୍ଭତ । ଦଶେର ଭୟେଇ ସକଳ ଭୁବନ
ପ୍ରତିପାଲିତ ହଇତେଛେ ॥ ୪ ॥

ସଥନ ସକଳେ ଦଗ୍ଧଭୟେ ନୟ, କିନ୍ତୁ ସମବେତ ହଇଯା ହଦ୍ସେର ପ୍ରେମେ,
ସାଧୁଭାବେ, ଧର୍ମର ଆଦେଶେ, ଉତ୍ସରେର ଉଦ୍ଦେଶେ, ସଂସାରେର ତାବଂ
କାର୍ଯ୍ୟ କରିତେ ଥାକିବେ, ତଥନ ଏଇ ପୃଥିବୀତେ ମହୁଷ୍ୟେର ଉତ୍ସତି
ପରାକାର୍ତ୍ତା ଧାରଣ କରିବେ । ମେ ଦିନ ଆସିତେ ଏଥିନେ ଅନେକ ବିଳବ ;
ଏଥିନେ ସାଧୁ ଲୋକ ଅପେକ୍ଷା ଅସାଧୁ ଲୋକଙ୍କ ଅଧିକ ; ସାଧୁ ବ୍ୟବହାର
ଅପେକ୍ଷା ଅସାଧୁ ବ୍ୟବହାରଇ ବିନ୍ଦୁ । ଅତଏବ ପ୍ରକାରା ରାଜଦଶେରଙ୍କ
ଶାସନେ ଅଦ୍ୟାପି ଏଇ ପୃଥିବୀତେ କଥକିଂ ଧର୍ମ ଅର୍ଥ ସୁଖ ଭୋଗ
କରିତେ ପାଇତେଛି ॥ ୫ ॥

,

୯୨

ଅଧର୍ମଦଗ୍ଧନଂ ଲୋକେ ସଶୋଭନଂ କୌତ୍ତିନାଶନଂ ।

ଅସ୍ଵର୍ଗ୍ୟକୁ ପରତ୍ରାପି ତ୍ୱାତ୍ତେ ପରିବର୍ଜଯେଣ ॥ ୫ ॥

ସମ୍ମାଂ ‘ଲୋକେ ଅଧର୍ମଦଗ୍ଧନଂ’, ‘ସଶୋଭନଂ’ ସଶୋଭନଂ, ‘କୌତ୍ତିନାଶନଂ’
ଚ । ଜୀବତଃ ଧ୍ୟାତିର୍ଯ୍ୟଃ, ମୃତ୍ସ୍ତ ଧ୍ୟାତଃ କୌତ୍ତିରିତ୍ୟତ୍ୟଃ

পৃথঙ্গনিদিশঃ । ‘পরত্র অপি’ পরলোকেইপি, ‘অস্তর্গ্যৎ চ’
স্বর্গপ্রতিবন্ধকঞ্চ । ‘তত্ত্বাং তৎ পরিবর্জয়েৎ’ ॥ ৫ ॥

অস্তায় দণ্ড করিলে ইহলোকে যশ বা কৌত্তি নাশ
হয়, এবং পরলোকে স্বর্গ-হানি হয়; অতএব তাহা
পরিত্যাগ করিবেক ॥ ৫ ॥

অস্তায় দণ্ড করিবেক না। মঙ্গলস্বরূপ ঈশ্বরের শায়রাজ্য
বিস্তার করা দণ্ডধারণের উদ্দেশ্য । ক্রোধের বশীভৃত হইয়া তাহার
অন্তর্থাচরণ করিবেক না ॥ ৫ ॥

৯৩

ক্ষমা বশীকৃতিলোকে ক্ষমা হি পরমং ধনং ।

ক্ষমা গুণেহশক্তানাং শক্তানাং ভূষণং ক্ষমা ॥ ৬ ॥

‘লোকে’ ভুবনে, ‘ক্ষমা’ ‘বশীকৃতিঃ’ বশীকরণম्; অবশং বশঃ
করোত্যনয়া । ‘ক্ষমা হি পরমং ধনম্। ক্ষমা হি অশক্তানাং গুণঃ,
শক্তানাং ভূষণং ক্ষমা’ ॥ ৬ ॥

ক্ষমা দ্বারা লোক বশীভৃত হয়; ক্ষমা পরম ধন;
ক্ষমা অশক্তদিগের গুণ, শক্তদিগের ভূষণ ॥ ৬ ॥

সর্বদা ক্ষমাবান् থাকিবে; বৈরনির্যাতনের সংকল্প একবারে
পরিত্যাগ করিবে । অত্যপকার করিবার সামর্থ্য সর্বেও
অগ্রহৃত অপকারে সহিষ্ণুতা অবলম্বন করাই যথার্থ ক্ষমার কার্য্য ।

আমার অপকার হয় ইউক, কিন্তু যেন আমাদ্বাৰা অন্তের
অপকার না হয়, এইক্ষণ কামনা স্বীকৃত কৰা গুণ হইতে উৎপন্ন
হয় ॥ ৬ ॥

১৪

যদৈবাঞ্চা পরস্তবৎ দ্রষ্টব্যঃ শুভমিছতা ।
সুখদুঃখানি তুল্যানি যথাঞ্চানি তথা পরে ॥ ৭ ॥

‘শুভম্ ইছতা’ জনেন, ‘যথা এব আঞ্চা, পরঃ’ ‘তবৎ’ তথা,
‘দ্রষ্টব্যঃ’ । তস্মাং আঞ্চানঃ পরস্ত চ, ‘সুখদুঃখানি’ সুখানি দুঃখানি
চ, ‘তুল্যানি, যথা আঞ্চানি তথা পরে’ ॥ ৭ ॥

শুভাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি যেমন আপনাকে তদ্রূপ পরকে
দেখিবেন ; কারণ আঞ্চাপর সকলেতেই সুখ দুঃখ
সমান ॥ ৭ ॥

আপনার পক্ষে সুখ দুঃখ যেক্ষণ, অন্তের পক্ষেও সুখ দুঃখ
সেইক্ষণ ! অতএব আপনি যাহা প্রার্থনা কর, তাহা অন্তের
নিকট হইতে অপহৃণ করিও না ; এবং যাহা আপনার নিকট
হইতে দূর করিবার জন্ত ইচ্ছা করিতেছ, তাহা অন্তের নিকট
নিক্ষেপ করিও না । যেমন আপনাকে অন্তের শ্রীতিভাজন
দেখিলে সুধী হও, সেইক্ষণ অন্তের প্রতি প্রীতি করিয়া তাহাকে
সুধী কর । তুমি বেমন অন্তের বিষ্঵েষে কষ্ট বোধ কর, সেইক্ষণ
অন্তকেও বিষ্঵েষ করিয়া কষ্ট প্রদান করিও না । এইক্ষণ সকল

বিষয়ে আপনার সহিত তুলনা করিয়া অঙ্গের সহিত ব্যবহার করিবে ;
কেন না, স্থুৎ ছুৎ আপনাতেও ঘেঁকপ, অগ্নতেও সেইঁকপ । এইঁকপ
আচরণই কল্যাণলাভের উপায় ॥ ৭ ॥

৯৫

মাতৃবৎ পরদারাংশ্চ পরদ্রব্যাণি লোষ্টবৎ,
আত্মবৎ সর্বভূতানি ষৎ পশ্চতি সপশ্চতি ॥ ৮ ॥

‘পরদারান’ পরকলাত্মাণি, ‘মাতৃবৎ’ মাতেব ; ‘পরদ্রব্যাণি’ ‘চ’
‘লোষ্টবৎ’ মৃৎপিণ্ডসমানি । ‘আত্মবৎ’ স্বোপমানি, ‘সর্বভূতানি’
সর্বপ্রাণিনঃ, ‘ষৎ পশ্চতি, ‘সৎ’ এব ‘পশ্চতি’ ষাঠাতথ্যেনেভি
ষ্ঠাবৎ ॥ ৮ ॥

যিনি পরস্তীকে মাতৃবৎ, পরদ্রব্যকে লোষ্টবৎ ও
সর্বপ্রাণীকে আত্মবৎ দেখেন, তিনিই যথার্থ দেখেন ॥ ৮ ॥

পরস্তীকে মাতার ভায় দেখিবে ; এবং মূল্যহীন মৃৎপিণ্ডের প্রতি
চিত্ত যেমন নিলোভ থাকে, সেইঁকপ পরদ্রব্যে নিলোভ হইয়া
থাকিবে ; এবং আপনাকে যেমন প্রীতির সহিত দেখ, সেইঁকপ আর
সকলকে প্রীতির সহিত দেখিবে ॥ ৮ ॥

দ্বাদশোইধ্যায়ঃ

৯৬

অন্তান् পরিবদন্ম সাধুর্যথা হি পরিতপ্যতে ।

তথা পরিবদন্মন্ত্রাংস্তুষ্টোভবতি দুর্জনঃ ॥ ১ ॥

‘যথা হি অন্তান্’, ‘পরিবদন্ম’ পরীবাদেন অধিক্ষিপন्, ‘সাধুঃ’
‘পরিতপ্যতে’ পরিতাপান্বিতে। ভবতি। ‘তথা পরিবদন্ম অন্তান্
তুষ্টঃ ভবতি দুর্জনঃ’ ॥ ১ ॥

অন্তের পরিবাদ দিয়া সাধু ব্যক্তি যেমন সন্তুষ্ট
হয়েন, দুর্জন ব্যক্তি তদ্রূপ অন্তের পরিবাদ দিয়া তুষ্ট
হয় ॥ ১ ॥

যিনি ঈশ্বরকে ভক্তি করেন ও মনুষ্যকে প্রীতি করেন, তিনিই
সাধু। তিনি কখন মনুষ্যকে অপবাদ প্রদান করিয়া আনন্দিত
হন না ; কেন না মনুষ্য তাহার প্রিয়। তিনি কাহারও দোষ
দেখিলে দৃঃখিত হন, এবং প্রীতির সহিত তাহা সংশোধন করিতে
চেষ্টা করেন। তিনি মনুষ্যকে মনুষ্য বলিয়াই প্রীতি করেন।
এই জন্ত তিনি কাহারও সদ্গুণ দেখিলে আনন্দিত হন, এবং
কাহারও দোষ দেখিলে দৃঃখিত হন ; তাহার সুখ ও দৃঃখ উভয়ই
প্রীতি হইতে উৎপন্ন হয়। স্বতরাং তিনি আহ্লাদের সহিত
কাহারও দোষ ঘোষণা করিতে পারেন না। পিতা মাতা যেমন
পুত্রকে পুত্র বলিয়াই প্রীতি করেন, এই জন্ত পুত্রের গুণ দেখিলে

সুখী হন ও দোষ দেখিলে হৃদয়ে আর্থাত পান,—সেইক্রম মহুষকে কেবল মহুষ্য বলিয়াই প্রীতি করিতে শিক্ষা করিবে; তাহা হইলে অঙ্গের অপবাদে হৃদয় আর আনন্দিত হইবে না। যে ব্যক্তি অঙ্গের দোষ দেখিয়া ও অঙ্গের দোষ ঘোষণা করিয়া হৃদয়ে সুখ অনুভব করে, তাহার হৃদয় অত্যন্ত শুদ্ধ। তাদৃশ শুদ্ধতার সংশোধন করিতে সর্বদা যত্নবান্ম থাকিবে ॥ ১ ॥

৯৭

বিপত্তিষ্঵ব্যথোদক্ষেনিত্যমুখানবান্মরঃ ।

অপ্রমত্তোবিনীতাত্মা নিত্যং ভজ্ঞাণি পশ্চতি ॥ ২ ॥ ০

যঃ ‘বিপত্তিষ্঵’ ‘অব্যথঃ’ ব্যথারহিতঃ, ‘দক্ষঃ’ কুশলঃ, ‘নিত্যং’ সদা, ‘উখানবান্’ উচ্ছোগী, ‘নরঃ’। ‘অপ্রমত্তঃ’ প্রমাদরহিতঃ, ‘বিনীতাত্মা’ বিনীতস্তত্ত্বাবঃ, সঃ ‘নিত্যং’ ‘ভজ্ঞাণি’ কুশলানি, ‘পশ্চতি’ ॥ ২ ॥

যিনি বিপৎকালে ব্যথিত হয়েন না, যিনি কৃশ্মদক্ষ, সদা উচ্ছোগী, প্রমাদ-রহিত ও বিনীত-স্তত্ত্বাব, তিনি সর্বদা কুশল দর্শন করেন ॥ ২ ॥

যাহার ধৈর্য ও সহিষ্ঠুতা নাই, সেই ব্যক্তি বিপৎকালে অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া পড়ে। অতএব যোক্তারা ষেমন সংকট-সংকুল যুক্তক্ষেত্রে অব্যাকুল চিন্তে দণ্ডায়মান থাকিবার নিমিত্ত পূর্বাবধি শিক্ষা করে, সেইক্রম ধৈর্য ও সহিষ্ঠুতা অভ্যাস করিতে থাকিবে। তাহা হইলে

মতই বিপদ উপস্থিত হউক, একবারে হতবুদ্ধি করিতে পারিবে না। ঈশ্বর যে ক্ষমতা দিয়াছেন, দিন দিন তাহার বৃদ্ধি করিয়া অধিকাধিক দক্ষতা উপার্জন করিতে থাকিবে। আলস্ত পরিত্যাগ করিয়া প্রতিনিয়ত উত্তমশীল থাকিবে। মত্ততা ও অন্তমনস্ততা পরিত্যাগ করিয়া অভিনিবিষ্ট চিত্তে লক্ষ্য সাধনে প্রযুক্ত থাকিবে। ইহা সর্বদা স্মরণ করিয়া রাখিবে যে, ঈশ্বরের অনুগ্রহ ব্যতিরেকে তুমি একটি পদও নিক্ষেপ করিতে পার না; শরীর মন আত্মা বল বুদ্ধি সমুদায়ই তাহার অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিতেছে; অতএব তাহাকে সকলের মূল জানিয়া অহঙ্কার ও গুরুত্ব পরিত্যাগ করিয়া বিনীত হইবে ॥ ২ ॥

• ৯৮ •

বহবেহবিনয়ামষ্টারাজানঃ সপরিচ্ছদাঃ ।

বনস্থা অপি রাজ্যানি বিনয়াৎ প্রতিপেদিরে ॥ ৩ ॥

‘বহবঃ রাজানঃ’, ‘অবিনয়াৎ’ অবিনয়বশাঃ, ‘সপরিচ্ছদাঃ’ হস্ত্যাখ-রথ-পাদাত-কোষাদি-পরিচ্ছদ-যুক্ত। অপি, ‘নষ্টাঃ’ প্রাণেভ্যে বিযুক্তাঃ। কিন্তু ‘বনস্থাঃ অপি’ সত্ত্বায়মাত্রহীন। অপি, বহবঃ ‘বিনয়াৎ রাজ্যানি’ সাঙ্গানি, ‘প্রতিপেদিরে’ প্রাপ্তবস্তঃ। তত্ত্বাং সর্বেণ বিনয়িন। ভাব্যম্ ইত্যপদেশ-রহস্যম् ॥ ৩ ॥

অবিনয়-দোষে অশ্ব রথাদি বহু-পরিচ্ছদ-বিশিষ্ট
অনেক রাজা ও নষ্ট হইয়াছেন। অনেকে বনবাসী
হইয়াও বিনয়গুণে রাজ্য লাভ করিয়াছেন ॥ ৩ ॥

বিনয়ী ব্যক্তিই ধর্মলাভ করিতে সমর্থ হন, এবং বিনয়ী ব্যক্তিই সৎসারে উন্নতি লাভ করিতে পারেন। বিনয়হীন ব্যক্তি সকলেরই বিদ্বিষ্ট হয়। যদি সম্পত্তি থাকে, বিনয়ী হইলে তাহার শোভা বৃদ্ধি হইবে; যদি বিপত্তি হয়, বিনয়গুণে তাহা হইতে মুক্তিলাভ হইবে। অতএব ঈশ্বর অন্তরে যে সকল সদ্গুণ প্রদান করিবেন, এবং বাহিরে যে সকল মৌভাগ্য প্রদান করিবেন, তাহার নিমিত্ত এক দিনও অহংকার করিবে না ॥ ৩ ॥

৯৯

যৎকর্ম কুর্বতোহ্স্ত স্যাঃ পরিতোষোহ্স্তরাত্মনঃ । ০

তৎ প্রয়ত্নেন কুবীত বিপরীতস্ত বজ্জয়েৎ ॥ ৪ ॥

‘যৎ কর্ম কুর্বতঃ,’ ‘অস্ত’ কর্মানুষ্ঠাতুঃ, ‘অস্তরাত্মনঃ’ ক্ষেত্রজ্ঞস্ত, ‘পরিতোষঃ স্যাঃ তৎ’ কর্ম ‘প্রয়ত্নেন’ যত্নাতিশয়েন, ‘কুবীত’ কুর্য্যাঃ। ‘বিপরীতঃ তু’ এতস্ত ‘বজ্জয়েৎ’ শ্রেয়োহথী চেৎ ॥ ৪ ॥

যে কর্ম করিলে আত্ম-প্রসাদ হয়, অতি যত্ন পূর্বক তাহা করিবেক; তদ্বিপরীত কর্ম পরিত্যাগ করিবেক ॥ ৪ ॥

অস্তরাত্মার পরিতোষ, আত্ম-প্রসাদ, ধর্মানুষ্ঠানের অব্যর্থ ফল। আত্ম-প্রসূদেই ঈশ্বরের প্রসাদ অনুভূত হয়; আত্মা প্রসন্ন থাকিলে আর সকল দুঃখ বিনষ্ট হয়। ধর্মের অনুষ্ঠান ব্যক্তীত আত্মা পরিতৃষ্ণ হয় না। বিষয়-স্বর্থে মন সুখী হইতে পারে; কিন্তু আত্মাতে যদি

ग्नानि थाके, ताहा हइले राशीकृत विषय स्वरूप व्यर्थ हइया याए ।
अतএব ধৰ্মানুষ্ঠান ঘাৱা আজ্ঞাকে পরিতৃষ্টি রাখিবে, এবং যাহাতে
আত্ম-প্ৰসাদেৰ হানি হয়, তাহা পরিত্যাগ কৰিবে ॥ ৪ ॥

१००

ধৰ্মকাৰ্যং যতন् শক্ত্যা নোচেৎ প্ৰাপ্নোতি মানবঃ ।
প্ৰাপ্নোভবতি তৎপুণ্যমত্ত্ব মে নাস্তি সংশয়ঃ ॥ ৫ ॥

অপি চ ‘ধৰ্মকাৰ্যং’ সম্পাদয়িতুং ‘শক্ত্যা যতন্’ অৰ্থতঃ
কুৰ্বন, ‘চেৎ’ যদি, ‘মানবঃ’ ‘নো’ ন, ‘প্ৰাপ্নোতি’ । তদা ‘তৎ-
পুণ্যং’ তত্ত্ব ধৰ্মস্ত ফলং ‘প্ৰাপ্তঃ ভবতি’ । ‘অত্ত’ ‘মে’ মম
‘সংশয়ঃ ন অস্তি’ ॥ ৫ ॥

মহুষ্য স্বসাধ্যমত কোন ধৰ্মকাৰ্য সাধনে যত্ত
কৰিয়াও যদি কৃতকাৰ্য না হন, তথাপি তিনি তজ্জগা
পুণ্য লাভ কৰেন ; ইহাতে আমাৰ সংশয় নাই ॥ ৫ ॥

ধৰ্মকাৰ্যেৰ অনুষ্ঠানেৰ নিগিত্ত সাধ্যামুসারে যত্ত কৰিবে ।
সমুদায় শক্তি নিয়োগ কৰিয়া কৃতকাৰ্য হইতে না পারিলেও
পুণ্যলাভ হইবে । ঈশ্বৱেৰ অশেষ কাৰ্য কে কত্তুৱ সম্পন্ন কৰিল,
ঈশ্বৱ তাহা গণনা কৰেন না ; তিনি যাহাকে যে শক্তি প্ৰদান
কৰিবাছেন, সে তাহা অকপটে নিয়োগ কৰিব, ইহাটু তাহাৰ
অভিপ্ৰায় । তাহা হইলেই তিনি তাহাকে কৃতকৃত্য কৰেন ॥ ৫ ॥

ত্রয়োদশোহধ্যায়

১০১

ইন্দ্ৰিয়াণাং বিচৱতাং বিষয়েষপহারিষু ।

সংযমে যত্নমাতিষ্ঠে বিষ্঵ান् যন্তেব বাজিনাং ॥ ১ ॥

‘ইন্দ্ৰিয়াণাং ; বিষয়েষু’ ‘অপহারিষু’ অপহৃণশীলেষু, ‘বিচৱতাং’
বর্তমানানাং ; ‘সংযমে, বিষ্঵ান् যত্নম্’ ‘আতিষ্ঠে’ কুৰ্য্যাং । ‘যন্তা
ইব, সারথিৰিব, ‘বাজিনাং’ রথনিযুক্তানাম্ অশ্বানাম্ ॥ ১ ॥

সারথি যেমন অশ্ব সকলেৰ সংযম কৱেন, তজ্জপ
মোহময় বিষয়ে প্ৰবৃত্ত ইন্দ্ৰিয় সকলেৰ সংযমে জ্ঞানৈ
ব্যক্তি যত্ন কৱিবেন ॥ ১ ॥

যে সকল বিষম টক্কিয়গোচৱে উপস্থিত হইলে অস্তঃকৱণে
অসদ্ভাবেৰ উদয় হয়, ইন্দ্ৰিয়গণকে তাদৃশ অপবিত্র বিষয়ে বিনিয়োগ
কৱিবেক না । পবিত্ৰ বিষয় উপভোগ দ্বাৰা ইন্দ্ৰিয়গণকে পৱিত্ৰণ
কৱিয়া অহৰহঃ জীবনেৰ উদ্দেশ্য সাধনে প্ৰবৃত্ত থাকিবেক ॥ ১ ॥

১০২

ইন্দ্ৰিয়াণাং হি চৱতাং যন্মনোহনুবিধীয়তে ।

তদন্ত হৱতি প্ৰজ্ঞাং বাযুৰ্বমিবান্তসি ॥ ২ ॥

যত্নাং ‘ইন্দ্ৰিয়াণাম্’ অবশীকৃতানাং, ‘হি’, ‘চৱতাং’ স্বচ্ছন্দঃ
বিষয়ে যুগচ্ছত্তাং, ‘যৎ’ যদি, ‘মনঃ’ ‘অনুবিধীয়তে’ অনুকূলঃ ভৱতি ;

তদা ‘তৎ’ ঘনঃ, ‘অস্ত’ পুরুষস্ত, ‘প্রজ্ঞাং’ জ্ঞানঃ, ‘হরতি’। কথম্ ইব ? ‘অস্তসি’ সমুদ্রাদিজলে ; প্রমত্তস্ত কর্ণধারস্ত ‘নাবঃ’ নৌকাং, ‘বায়ুঃ ইব’ ॥ ২ ॥

মন যদি স্বেচ্ছাচারী ইন্দ্রিয় সকলের অশুগামী হয়, তবে বায়ু যেমন নৌকাকে জলেতে মগ্ন করে, এই মনও তদ্বপ্ন পুরুষের বুদ্ধিকে নষ্ট করে ॥ ২ ॥

যখন যে প্রবৃত্তি উঠে, তাহাতেই ইন্দ্রিয়দিগকে বিচরণ করিতে দিবে না ; কিন্তু আধ্যাত্মিক ধর্মের আদেশে মনকে শুশ্রিত্বিত ও বশীভৃত করিয়া ইন্দ্রিয়দিগকে দমন করিবেক। যদি মন বশীভৃত থাকে তাহা হইলে অপবিত্র বিষয় সকল ইন্দ্রিয়-পথে উপস্থিত হইলেও মহুষকে পবিত্রতা হট্টতে ভ্রষ্ট করিতে পারে না। যখন প্রলোভন-সংকুল সংসারে অবস্থান করিয়াই ধর্ম সাধন করিতে হইবে, তখন মনকে দমন করিতে না পারিলে পদে পদেই বিপদ ঘটিয়া উঠিবে। মন ইন্দ্রিয়গণের অশুকুল তটলে মহুষ হতচেতন হইয়া পাপমোহে নিমগ্ন হয় ॥ ২ ॥

•
১০৩

ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি ।
হবিষা কৃষ্ণবত্ত্বে'ব ভূয়এবাভিবর্দ্ধতে ॥ ৩ ॥

কিম্ ইন্দ্রিয়সংবয়েন ? বিষয়োপভোগাদ্ এব লক্ষকামো নির্বৎ-
স্ততি, ইত্যাশক্যাহ । ‘জাতু’ কদাচিদ্ব অপি, ‘কামানাং’ বিষয়াণাম্,

‘উপভোগেন’, ‘কামঃ’ অভিলাষঃ, ‘ন শাম্যতি’ শমৎ নোটৈপতি। কিন্তু ‘ভূয় এব’ অধিকাধিকম্ এব, ‘অভিবৰ্দ্ধিতে’ বৃদ্ধিম্ এতি। ‘হবিষা’ ঘৃতেন, ‘কুরুবঅর্পা’ অগ্নিঃ, ‘ইব’। আপ্তভোগস্থাপি প্রতিদিনৎ তদধিক-ভোগ-বাঞ্ছা-দর্শনাং ॥ ৩ ॥

কাম্য বস্ত্রের উপভোগ দ্বারা কামনার কথন নিবৃত্তি হয় না ; প্রত্যুত ঘৃত-প্রাপ্ত অগ্নির গ্রায় আরও বৃদ্ধিই হইতে থাকে ॥ ৩ ॥

“বিষয়ভোগ পরিত্তপ্ত হইলেই ইঙ্গিয়গণ আপনা হইতে সংযত হইয়া আসিবে, অতএব যত্পূর্বক ইঙ্গিয়সংযমে প্রয়োজন নাই”— একপ মনে করিবেক না। যতই বিষয়ভোগ করিবে, বিষয়ভোগের কামনা ততই বৃদ্ধি পাঠিতে থাকিবে ; অস্তঃকরণ ততই দুর্দান্ত হইয়া উঠিবে। অতএব কদাপি ইঙ্গিয়-দমনে ও মনঃসংযমে শৈথিল্য করিবেক না ॥ ৩ ॥

১০৪

ইঙ্গিয়াণান্ত সর্বেষাং যদ্যেকং ক্ষরতীঙ্গিয়ম্ ।
তেনাস্ত ক্ষরতি প্রজ্ঞা দৃতেঃ পাত্রাদিবোদকম্ ॥ ৪ ॥

একেঙ্গিয়াসংযমোহপি মহাম্ বাতিকর ইত্যাহ। সর্বেষাম্ ইঙ্গিয়াণাং তু’ মধ্যে, ‘যদি একম্ ইঙ্গিয়ং,’ ‘ক্ষরতি’ বিষয়-প্রবণৎ ভবতি। ‘তেন’ দ্বারভূতেন, ‘অস্ত’ বিষয়-পরস্ত মানবস্ত, ‘প্রজ্ঞা’ বৃদ্ধিঃ, ‘ক্ষরতি’ ইঙ্গিয়ান্তরৈন্বিভিষ্ঠতে। অত দৃষ্টান্তঃ, ‘দৃতেঃ

পাত্রাং' চর্মনির্বিতোদকভাজনাং, 'উদকম্ ইব'। যথেকদেশস্থিতেন
ছিদ্রেণ সর্বস্থম্ এব শ্রবতি, এবম্ একেন্দ্রিয়াসংযমবিবরেণ সমস্তম্
এব হস্তাগুষ্ঠং জ্ঞানামৃতং ক্ষরতৌতি সাম্যম্ ॥ ৪ ॥

সকল ইঙ্গিয়ের মধ্যে যদি এক ইঙ্গিয়ের স্থলন হয়,
তবে তাহাতেই লোকের বুদ্ধিভূংশ হয় ; যেমন চর্মময়
পাত্রের একমাত্র ছিদ্র দ্বারা সমুদায় জল নিঃস্ফুত হইয়া
যায় ॥ ৪ ॥

অপবিত্র বিষয়, অনেক ইঙ্গিয়ারাই হউক, আর এক ইঙ্গিয়-
দ্বারাই হউক, অস্তঃকরণে প্রবেশ করিয়া অপবিত্র কামনা উৎপন্ন
করিলেই মহুয়ের পতন হয় । অতএব কোন ইঙ্গিয়কেই যথেচ্ছ
রূপে বিষয় ভোগ করিতে অবসর প্রদান করিবেক না ॥ ৫ ॥

১০৫

ন তৈতোনি শক্যস্তে সংনিয়ন্ত্রমসেবয়া
বিষয়েষু প্রজুষ্টানি যথা জ্ঞানেন নিত্যশঃ ॥ ৫ ॥

ইদ্যনৌম্ ইঙ্গিয়সংযমোপায়ম্ আহ । 'এতানি' ইঙ্গিয়ানি,
'বিষয়েষু' 'প্রজুষ্টানি' প্রসক্তানি, 'অসেবয়া' নিত্যান্তবিষয়সেবনেন,
'নিত্যশঃ' সর্বদা, 'সংনিয়ন্ত্রং তথা ন শক্যস্তে, যথা জ্ঞানেন' । তস্মাদ্ব
উক্তোপায়েন বিবেকিভিরিঙ্গিয়-মনসাং সংযমঃ কর্তব্য, ইতি
বাক্যার্থঃ ॥ ৫ ॥

যেমন জ্ঞানের আদেশে যথাযোগ্য ব্যবহার দ্বারা

বিষয়াসক্ত ইত্তিয়-সকলকে নিত্য বশে রাখা যায়, নিতাস্ত
ভোগ পরিত্যাগ দ্বারা সেক্ষেপ পারা যায় না ॥ ৫ ॥

বিষয় স্মথের আস্থাদন একেবারে পরিত্যাগ করিলেই ইত্তিয়গণ
বশীভূত হয় না। বিবেক সহকারে হেয়োপাদেয় পৃথক করিয়া, হেয়
বিষয় পরিত্যাগ ও উপাদেয় বিষয় গ্রহণ পূর্বক ক্রমে ক্রমে সিদ্ধি
লাভ করিবেক ॥ ৫ ॥

১০৬

অবিদ্বাংসমলং লোকে বিদ্বাংসমপি বা পুনঃ ।

প্রমদাহ্যৎপথং নেতৃং কামক্রোধবশানুগম্ ॥ ৬ ॥

প্রমদযন্তি পুরুষান् ইতি ‘প্রমদাঃ’ স্ত্রিয়, স্ত্রাঃ ; ‘লোকে
অবিদ্বাংসং, পুনঃ বিদ্বাংসম্ অপি বা’ ; ‘হি’ কামক্রোধবশানুগং’
কামক্রোধবশানুষায়িনং পুরুষং, ‘উৎপথম্’ উচ্ছৃঙ্খলতাৎ, ‘নেতৃং’
প্রাপয়িতুম্, ‘অলং’ সমর্থঃ ॥ ৬ ॥

এ সংসারে কাম-ক্রোধের বশীভূত ব্যক্তি অবিদ্বান্
হউক, বা বিদ্বানই হউক, কামিনীগণ তাহাকে বিপথ-
গামী করিতে সমর্থ হয় ॥ ৬ ॥

কেবল বিদ্বা থাকিলেই জিতেজিয় হওয়া যায় না। যিনি কাম
ক্রোধ প্রভৃতি রিপু সকলের অধীন হইয়া চলেন, তিনি বিদ্বানই হউন,
বা মুর্ধই হউন, তাহাকে ধর্মপথ হইতে পরিভ্রষ্ট হইতে হস্ত । অতএব
সর্বপ্রথমে আন্তরিক রিপুগণকে স্ববশে আনয়ন করিবেক ॥ ৬ ॥

১০৭

বশে কৃত্তেজ্জিয়গ্রামং সংযম্য চ মনস্তথা ।
সর্বানু সংসাধয়েদর্থানক্ষিগ্নি যোগতস্তনুম্ ॥ ৭ ॥

অতএব ‘ইজ্জিয়গ্রামং’ বহিরিজ্জিয়গণং, ‘বশে কৃত্তা ; তথা মনঃ চ সংযম্য, সর্বান् ‘অর্থান্’ পুরুষার্থান্, ‘সংসাধয়েৎ’; ‘যোগতঃ’ উপায়েন, ‘তনুং’ স্বদেহঞ্চ, ‘অক্ষিগ্নি’ অপীড়য়ন সন্ ॥ ৭ ॥

যাহাতে শরীর ক্ষীণ না হয়, এমত উপায় দ্বারা মন ও ইজ্জিয়-সকলকে বশীভূত করিয়া সর্বার্থ সাধন করিবেক ॥ ৭ ॥

উপবাসাদি দ্বারা শরীরকে ক্ষীণ করা পুরুষার্থ সাধনের প্রকৃত উপায় নহে । তাহাতে মনুষ্য নিষ্ঠেজ হইয়া যেমন পাপাচরণে নিবৃত্ত হয়, সেইরূপ পুণ্যাচরণেও অসমর্থ হইয়া পড়ে । অতএব মন ও ইজ্জিয় সকল যাত্তাতে অপবিত্র বিষয় ভোগে উশুখ না হয়, এইরূপে বশীভূত করিয়া উপব্রূত উপায় দ্বারা পুরুষার্থসাধনে প্রবৃত্ত থাকিবেক । চক্ষু কর্ণ প্রচ্ছতি জ্ঞানেজ্জিয় দ্বারা জ্ঞানোপার্জন, ও হস্ত পদ প্রচ্ছতি কর্মেজ্জিয় দ্বারা কর্মানুষ্ঠান করিয়া, লোকলোকান্তরগামী আহ্বা জ্ঞান ও ধর্মে উন্নত হইতে থাকিবে, এইজন্ত পরমেশ্বর মনুষ্যকে দৃষ্টি প্রকার ইজ্জিয় প্রদান করিয়াছেন । কিন্তু ক্ষাত্তাব এগনি করুণায়ে, তাহার সঙ্গে বিষয় স্থু আস্থাদন করিয়াও তৃপ্তিলাভ করিতে অনুমতি দিধা রাখিয়াছেন । কিন্তু যে ব্যক্তি ইজ্জিয় লাভের প্রধান উদ্দেশ্য বিশ্বৃত হইয়া, কেবল তাহার আনুষঙ্গিক কলস্বরূপ বিষয়ী-স্থুথের উপভোগেই নির্বৃত হইয়া থাকে, সেই ব্যক্তিই অবনতি প্রাপ্ত হয় ॥ ৭ ॥

চতুর্দিশেষাধ্যায়ঃ

১০৮

যদা ন কুরুতে পাপং সর্বভূতেষু কর্হিচিৎ ।
কর্মণা মনসা বাচা ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা ॥ ১ ॥

‘যদা’ যশ্চিন্ কালে, মহুষ্যঃ ‘কর্মণা মনসা বাচা, সর্বভূতেষু’
‘কর্হিচিৎ’ কদাপি, ‘পাপং ন কুরুতে, তদা ব্রহ্ম’ ‘সম্পদ্যতে’
প্রাপ্নোতি ॥ ১ ॥

যখন মনুষ্য কোন প্রাণীর প্রতি কর্ম, কি মন, কি
বাক্য দ্বারা কদাপি পাপাচরণ না করেন, তখন তিনি
ব্রহ্ম লাভ করেন ॥ ১ ॥

কাহারও অনিষ্টাচরণ করিবেক না ; কাহারও অনিষ্ট চিন্তা
করিবেক না ; অঙ্গের অনিষ্টাচরণের বাক্যও পরিত্যাগ করিবেক ।
অঙ্গের প্রতি পাপাচরণ করিলে আপনাকেই পাপপক্ষে নিমগ্ন করা
হয় । অতএব কায়মনোবাক্যে পরিশুল্ক থাকিয়া সকলের প্রতি
সন্তাব প্রকাশ করিবেক । তাহাতে পুণ্যবান् হইয়া পবিত্রিস্বরূপ
ঈশ্বরকে লাভ করিতে সমর্থ হইবেক ॥ ১ ॥

১০৯

পুণ্যং কুর্বন্ পুণ্যকীর্তিঃ পুণ্যস্থানং স্ম গচ্ছতি ।
পুণ্যং প্রাণান্ ধারয়তি পুণ্যং প্রাণদমুচ্যতে ॥ ২ ॥

‘পুণ্যং কুর্বন् পুণ্যকীর্তিঃ’ সন্ত সঃ, ‘পুণ্যস্থানং’ গচ্ছতি স্ম’।
ধতঃ, ‘পুণ্যং প্রাণান্ত ধারয়তি’ লোকানাম্ ; অতঃ ‘পুণ্যং’ ‘প্রাণদৎ’
প্রাণস্ত দাতৃ ‘উচ্যতে’ ॥ ২ ॥

মহুষ্য পুণ্য কর্ম করিলে পবিত্র কীর্তি লাভ করেন,
এবং পুণ্য লোকে গমন করেন। পুণ্য জীবের প্রাণ
ধারণ করেন ; পুণ্য প্রাণ-দাতা বলিয়া উক্ত হইয়াছেন ॥ ২ ॥

অন্নপান ঘেমন দৈহিক জীবনকে পোষণ করে, সেইরূপ পুণ্যস্থারা
আত্মার জীবন রক্ষিত হয়। অতএব যে সকল কর্মে পুণ্য লাভ
হইবে, তাহার অমুর্ত্তানে সর্বদা যত্নশীল থাকিবেক। ঘেমন নিষিদ্ধ
কর্ম পরিত্যাগ করিয়া নিষ্পাপ হইবেক, সেইরূপ বিহিত কর্ম
অমুর্ত্তান করিয়া পুণ্য উপার্জন করিবেক। পুণ্যবান् মহুষ্য ইহকালে
পবিত্র কীর্তি লাভ ও পরকালে উন্নত লোকে গমন করেন ॥ ২ ॥

১১০

পাপং চিন্তয়তে চৈব ব্রবীতি চ করোতি চ ।
তস্মাধর্মে প্রবিষ্টস্ত গুণা নশ্যন্তি সাধবঃ ॥ ৩ ॥

যৌঁ হি ‘পাপং চ এব’ ‘চিন্তয়তে সঙ্কলয়তি, ‘ব্রবীতি চ, করোতি
চ, তস্ম অধর্মে প্রবিষ্টস্ত সাধবঃ গুণাঃ নশ্যন্তি’ ॥ ৩ ॥

যে ব্যক্তি অধর্মে প্রবৃত্ত হইয়া পাপ চিন্তা করে,
পাপ আলাপ করে, পাপ অমুর্ত্তান করে তাহার সদ্গুণ
সকল নষ্ট হয় ॥ ৩ ॥

চিন্তাশ্রেত কোন না কোন বিষয়ে প্রবাহিত না হইয়া
নিরবলস্থ থাকে না। মহুষ্য শখন সম্বিষয়ের চিন্তাতে প্রবৃত্ত হন,
তখন তাহার সন্তাব সকল স্ফুরিযুক্ত হইয়া সৎকর্ম সাধনে তাহার
প্রবৃত্তি উৎপাদন করে। কিন্তু যখন তিনি অসদ্বিষয়ের চিন্তা
করিতে থাকেন, তখন তাহার অসন্তাব সকল উদ্বীপ্ত হইয়া তাহাকে
পাপালাপ ও পাপ কর্ষে উৎসাহিত করে। অতএব পাপচিন্তা
উদ্বিত হইবামাত্র তাহার উন্মূলন করিবেক। পাপচিন্তা প্রবল
হইলে মহুষ্য ধৈর্য্যবলস্থনে অসমর্থ হইয়া পাপাচরণে প্রবৃত্ত হয়।
এইরূপে ক্রমে ক্রমে পাপেতে নিমগ্ন হইয়া পড়ে। যে ব্যক্তি
ক্রমাগত পাপাচরণ করিয়া পাপেতে প্রবিষ্ট হইয়া পড়ে, তাহার
আর সমুদায় সাধু-গুণ তিরোহিত হইয়া যায়। চিন্তাকে সর্বদা
সাধু বিষয়ে নিয়োগ করিয়া রাখিবেক, এবং পাপালাপ ও পাপকর্ম
সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিবেক ॥ ৩ ॥

১১১

যে পাপানি ন কুর্বন্তি মনো বাক কর্ম বুদ্ধিভিঃ ।
তে তপস্তি মহাঞ্চানোন শরীরস্য শোষণম্ ॥ ৪ ॥

‘যে’ ‘মহাঞ্চানঃ’ অঙ্গুদ্বুদ্ধয়ঃ, ‘মনো-বাক-কর্ম-বুদ্ধিভিঃ’ করণ-
ভূতৈঃ, ‘পাপানি ন কুর্বন্তি’। ‘তে’ এব ‘তপস্তি’ তপঃ কুর্বন্তি।
অপি তু যে ‘শরীরস্ত শোষণঃ’ সাধযন্তি তে ‘ন’ তপস্তি ॥ ৪ ॥

যাহারা মন ও বাক্য ও কর্ম ও বুদ্ধি দ্বারা

পাপাচরণ না করেন, সেই মহাআরাই তপস্থা করেন।
ঝাহারা শরীর শোষণ করেন, ঝাহারা তপস্থা করেন
না ॥ ৪ ॥

পাপকামনা, পাপবুদ্ধি, এবং পাপজনক বাক্য ও কর্ম পরিত্যাগ
করিবে। সর্বপ্রকারে নিষ্পাপ থাকিবার জন্য যত্ন ও চেষ্টা করাই
তপস্থা। উপবাসাদি দ্বারা শরীরকে পরিশুষ্ক করিলে তপশ্চর্যা
হয় না ॥ ৪ ॥

১১২

• প্রাঞ্জেধর্মেণ রমতে ধর্মঈক্ষবোপজীবতি ।

ধর্মাত্মা ভবতি হেবং চিত্তঞ্চাস্ত প্রসীদতি ॥ ৫ ॥

‘প্রাঞ্জঃ’ বিবেকী, ‘ধর্মেণ সহ’ ‘রমতে’ বিহৱতি। ‘ধর্মং চ
এব উপজীবতি’ ধর্মেণেব ক্ষতেন জীবনোপায়-ক্রপেণ আণান্
ধারয়তি, ন অধর্মেণ। ‘এবং হি’ জিদ্বশেনেব প্রকারেন, ‘ধর্মাত্মা’
ধর্মস্বভাবঃ ‘ভবতি’। ‘চিত্তং চ অস্ত’ ধর্মপরস্ত, ‘প্রসীদতি’
প্রসংগে ভবতি ॥ ৫ ॥

প্রাঞ্জ ব্যক্তি ধর্মেতে রমণ করেন, এবং ধর্মপথে
জীবিকা লাভ করেন। এই প্রকারেই মমুষ্য ধর্মাত্মা
হন, এবং ইহার চিত্ত প্রসাদ লাভ করে ॥ ৫ ॥ . .

প্রজাবান্ময় বিবেক সহকারে পাপের মিলনতা ও ধর্মের
সৌন্দর্য দর্শন করিয়া পাপ পরিত্যাগ পূর্বক ধর্মাচরণে প্রবৃত্ত

থাকেন, এবং ধর্মপথে থাকিয়া আপনার জীবিকা নির্বাহ করেন। তিনি পাপাচার জনিত পরিণামে ক্লেশজনক ক্ষণভঙ্গের স্মৃথ পরিত্যাগ করিয়া অমৃল্য আত্মপ্রসাদ ভোগ করিতে থাকেন। অতএব ধর্মানুষ্ঠানে যদি আপাততঃ কোন প্রকার কষ্ট উপস্থিত হয়, তখাপি ভীত হইয়া তাহা হইতে পরাত্মুথ হইবেক না; ও পাপ কর্ষে আপাততঃ স্মৃথ লাভের সম্ভাবনা দেখিলেও লুক হইয়া তাহাতে প্রবৃত্ত হইবেক না। অত্যুত অজ্ঞা সহকারে পাপ ও পুণ্যের ভবিষ্যৎ ফলাফল সর্বদা পর্য্যালোচনা করিবেক ॥ ৫ ॥

১১৩

যস্ত্বাত্মা বিরতঃ পাপাং কল্যাণে চ নিবেশিতঃ ।
তেন সর্বমিদং বুদ্ধং প্রকৃতিবিকৃতিশ্চ যা ॥ ৬ ॥

তথা হি, ‘যস্ত্ব আত্মা পাপাং’ ‘বিরতঃ’ নিবৃত্তঃ ‘কল্যাণে’ শব্দে, ‘চ’ ‘নিবেশিতঃ’ প্রবেশিতঃ; ‘তেন’ বিবেকিনা, ‘সর্বং’ বিশ্বম् ‘ইদং’ ‘বুদ্ধং’ জ্ঞাতম্। তৎ বোধনম্ আহ, ‘যা’ ‘প্রকৃতিঃ’ যাথাত্ম্যকৃপা, যা ‘চ’ ‘বিকৃতিঃ’ বিপরীতা ॥ ৬ ॥

যাহার আত্মা পাপ হইতে বিরত হইয়াছে এবং শুভ কার্য্যে রত হইয়াছে, তিনি জানেন যে কি স্বভাব-সিদ্ধ আর কি স্বভাব-বিরুদ্ধ ॥ ৬ ॥

আত্মা যাবৎ পাপেতে প্রবৃত্ত থাকে, তাবৎ তাহার বুদ্ধি বিপরীত দর্শন করে। তখন পাপাচারণকেই স্মৃথ লাভের হেতু

বলিয়া বোধ হইতে থাকে ; ধর্মের সুমধুর আন্তরাদন তিক্ত বোধ হয় ; পাপাচারের প্রতিপোষক অসাধুগণই প্রণয়ভাজন হয় ; সাধুগণের সৎসর্গ বিরক্তি উৎপাদন করে ; ঈশ্বর ছায়ার গ্রাহ ও ধর্ম শূন্তবৎ প্রতীয়মান হইতে থাকে ; বর্তমান স্থুথী সর্বস্ব বোধ হয় ; অনন্ত জীবনের প্রতি দৃষ্টি অন্ন হইয়া উঠে। আত্মা এইরূপ বিকারগ্রস্ত হইলে, কি স্বভাব-সিদ্ধ আর কি স্বভাব-বিকুঠ, তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ না হইয়া শোচনীয় অবস্থা প্রাপ্ত হয়। অতএব পাপ হইতে নিবৃত্ত হইয়া কল্যাণেতে আপনাকে নিয়োজিত করিবে ; তাহা হইলে প্রজ্ঞা স্ফূর্তি লাভ করিয়া সৎ পথ ও অসৎ পথ সহজে প্রদর্শন করিতে থাকিবে ॥ ৬ ॥

১১৪

প্রজ্ঞাচক্ষুর ইহ দোষান্তেবানুরুধ্যতে ।
বিরজ্যতে যথাকামং ন চ ধর্মং বিমুঞ্চতি ॥ ৭ ॥

‘প্রজ্ঞাচক্ষুঃ’ জ্ঞাননেত্রঃ, ‘নরঃ’, ‘ইহ’ লোকে, ‘দোষান্ ন এব অনুরুধ্যতে’ দোষানুরুক্তে ন ভবতীত্যর্থঃ। ‘যথাকামং’ তথা, ‘বিরজ্যতে’ বৌত্রাণ্গে ভবতি । ‘ন চ ধর্মং’ ‘বিমুঞ্চতি’ ত্যজতি ॥ ৭ ॥

যে মনুষ্য জ্ঞান-নেত্র লাভ করিয়াছেন, তিনি আর ইহলোকে দোষেতে আবক্ষ হয়েন না । তিনি স্বেচ্ছা-মুসারে রাগ পরিত্যাগ করেন, কিন্তু ধর্ম পরিত্যাগ করেন না ॥ ৭ ॥

অধর্মের প্রতি বৈরাগ্য ও ধর্মের প্রতি অনুরাগ কল্যাণ লাভের উপায়। যিনি জ্ঞান-চক্ষু লাভ করিয়াছেন, তিনি ধর্ম ও অধর্মের প্রকৃতি ও পরিণাম যথার্থক্রমে উপলব্ধি করিয়া ধর্মের প্রতি জাতরাগ ও অধর্মের প্রতি বীতরাগ হন; স্মৃতরাগ তিনি আর কোন দোষে আবক্ষ হন না। অতএব জ্ঞান দ্বারা পাপবিরাগ ও ধর্মানুরাগ পরিবর্কিত করিবেক। ধর্মাধর্ম বিচার করিয়া জ্ঞানী ব্যক্তি ধর্মের অননুমোদিত বিষয়-রাগ ও বিষয়-সেবা স্বেচ্ছানুসারে পরিত্যাগ করেন, কিন্তু ধর্মের প্রতি অনুরাগ ও ধর্মানুষ্ঠান কদাপি পরিত্যাগ করেন না ॥ ৭ ॥

১১৫

বার্যমাণেহপি পাপেভ্যঃ পাপাত্মা পাপমিছতি ।
চোদ্যমানোহপি পাপেন শুভাত্মা শুভমিছতি ॥৮॥

যো বৈ ‘পাপাত্মা’ পাপাচরণশীলঃ সঃ ‘পাপেভ্যঃ’ ‘বার্যমাণঃ’ নিষিধ্যমানঃ, ‘অপি’ বহুতিঃ, ‘পাপম্’ এব ‘ইচ্ছতি’ কন্তু ম্ ইতি শেষঃ। যশ ‘শুভাত্মা’ ধর্মানুষ্ঠানশীলঃ, সঃ ‘পাপেন’ ‘চোদ্যমানঃ’ প্রের্যমাণঃ, ‘অপি’ লোকৈকঃ, ‘শুভম্ ইচ্ছতি’ ॥ ৮ ॥

পাপাত্মা ব্যক্তি পাপ হইতে নিবারিত হইলেও পাপ ইচ্ছা করে। ধর্মশীল শুভাত্মাকে পাপ কর্মে প্রবৃত্তি দিলেও তিনি কল্যাণ ইচ্ছা করেন ॥ ৮ ॥

পাপাচরণ অভ্যাস হইয়া গেলে তাহা হইতে নিবৃত্ত হওয়া

ଅନାୟାସ-ସାଧ୍ୟ ନହେ ; ଏବଂ ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ କରା ଯାହାର ଅଭ୍ୟାସ ହିୟା
ସାମ୍ବ, ପାପ କର୍ମେ ସହସା ତାହାର ଅବୃତ୍ତି ଉତ୍ତପ୍ତ ହୟ ନା । ଅତଏବ
ଦିନ ଦିନ ଧର୍ମଶୁଲ୍ଷାନ ଅଭ୍ୟାସ କରାଇ ଧର୍ମପଥେ ଅଗ୍ରସର ହଇବାର ଉତ୍କଳ
ଉପାୟ । ପ୍ରଥମେ ସଦି କଟ୍ଟ ହୟ, ତାହା ସହ କରିଯାଓ ଧର୍ମାଚରଣ ଅଭ୍ୟାସ
କରିବେକ, ପରିଶେଷେ ତାହା ଅତି ସହଜ ହିୟା ଉଠିବେ ॥ ୮ ॥

୧୧୬

ଧର୍ମ ଏବ ହତୋହନ୍ତି ଧର୍ମୋରକ୍ଷତି ରକ୍ଷିତଃ ।

ତ୍ୱାନ୍ତର୍ମୋନ ହନ୍ତବ୍ୟୋ ମା ନୋଧର୍ମୋହତୋବଧୀୟ ॥ ୯ ॥

‘ଧର୍ମଃ’ ‘ହତଃ’ ଅତିକ୍ରାନ୍ତଃ ସନ୍, ‘ହନ୍ତି ଏବ’ ଅତିକ୍ରାନ୍ତାରମ୍ । ‘ଧର୍ମଃ
ରକ୍ଷିତଃ’ ସନ୍ ‘ରକ୍ଷତି’ । ‘ତ୍ୱାନ୍ ଧର୍ମଃ’ ‘ନ ହନ୍ତବ୍ୟଃ’ ନାତିକ୍ରମଣୀୟଃ
ସବେଳଃ । ‘ଧର୍ମଃ ହତଃ’ ସନ୍, ‘ନଃ ଅସ୍ମାନ୍, ‘ମା ବଧୀୟ’ ନ ହନ୍ତିତ୍ୟର୍ଥଃ ॥ ୯ ॥

ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ଧର୍ମକେ ନଷ୍ଟ କରେ, ଧର୍ମ-ତାହାକେ ନଷ୍ଟ କରେନ ;
ଆର ସିନି ଧର୍ମକେ ରକ୍ଷା କରେନ, ଧର୍ମ ତାହାକେ ରକ୍ଷା କରେନ ।
ଅତଏବୁ ଧର୍ମକେ ନାଶ କରିବେକ ନା । ଧର୍ମ ହତ ହିୟା
ଆମାରଦିଗକେ ନଷ୍ଟ ନା କରୁନ ॥ ୯ ॥

ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ଧର୍ମକେ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରେ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୁର୍ଗତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୟ,
ଏବଂ ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ଧର୍ମ ପାଲନ କରେ, ମେହି ଉତ୍ସତି ଲାଭ କରେ ; ଈଶ୍ଵର
ଆମାଦିଗେର କମ୍ଯାଣେର ନିମିତ୍ତ ଏଇକ୍ରପ ନିୟମ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିଯାଛେନ ।
ଅତଏବ ତୀହାର ଶୁଭ ଅଭିପ୍ରାୟ ଓ ଅପରିହାର୍ୟ ନିୟମେର ପ୍ରତି
ଶ୍ରଦ୍ଧାବାନ୍ ହିୟା ପ୍ରାଣପଣେ ଧର୍ମକେ ପ୍ରତିପାଲନ ପୂର୍ବକ ତୀହାର ଅଭିପ୍ରେତ

কল্যাণমূল পথে অগ্রসর হইবেক। অধঃপথে নিপত্তিত হইবার
অন্ত ধর্মকে উপ্লব্ধন করিবেক না ॥ ৯ ॥

১১৭

এক এব সুহৃদৰ্শোনিধনেহ্প্যনুষ্ঠাতি ষঃ ।
শরীরেণ সমং নাশং সর্বমন্ত্রাঙ্গি গচ্ছতি ॥ ১০ ॥

‘একঃ’ কেবলঃ, ‘ধর্মঃ এব’ ‘সুহৃৎ’ মিত্রঃ, ‘ষঃ’ ‘নিধনে অপি
মরণে চ সতি, ‘অনুষ্ঠাতি’ অভীষ্টফলদানার্থম্ অনুগচ্ছতি। ‘হি’
প্রসিদ্ধৌ ; ‘অন্তঃ সর্বং’ ভার্যাপুত্রধনাদি, ‘শরীরেণ সমং’ শরীরেণ
সহ, ‘নাশং গচ্ছতি’। অতঃ পুত্রাদিস্ত্রেহাপেক্ষয়া ধর্মো ন
হস্তব্যঃ ॥ ১০ ॥

ধর্ম কেবল একই মিত্র, যিনি মরণকালেও অনুগামী
হয়েন ; আর সমুদায়ই শরীরের সহিত বিনাশ পায় ॥ ১০ ॥

মৃত্যুর পর যে সকল বিঘ্নের সহিত মনুষ্যের সম্বন্ধ বিনাশ প্রাপ্ত
হয়, তাহার প্রতি অর্তান্ত আসক্ত হইবেক না, এবং ধর্মের অনুরোধে
তৎসমুদায় পরিত্যাগ করিতেও কুণ্ঠিত হইবেক না। এখানকার
আর কিন্তুই সঙ্গে ষাইবে না, কেবল আমাদের পুণ্য ও পাপ
সহগামী হইবে। পুণ্য বন্ধুর গ্রাম সহায় হইয়া উপ্লব্ধিতে লইয়া ষায়,
পাপ শক্তির গ্রাম ভয়ঙ্কর হইয়া দুঃখানলে দণ্ড করে। অতএব
চিরজীবন ধর্মকে আশ্রম করিয়া থাকিবেক, এবং আর সমুদায়
অপেক্ষণ ধর্মের প্রতি অধিক তর অনুরক্ত হইবেক ॥ ১০ ॥

ନ ଧର୍ମୋତ୍ସ୍ତୀତି ମସ୍ତାନାଃ ଶୁଚୀନବହସନ୍ତି ଯେ ।

ଅଶ୍ରୁଦଧାନାଧର୍ମସ୍ତ ତେ ନଶ୍ତୁତି ନ ସଂଶୟଃ ॥ ୧୧ ॥

‘ନ ଧର୍ମଃ ଅନ୍ତି ଇତି’ ‘ମସ୍ତାନାଃ’ ମଞ୍ଜମାନାଃ, ‘ଶୁଚୀନ’ ଶୁକାନ୍ ଧର୍ମିଷ୍ଠାନ୍, ‘ଯେ’ ‘ଅବହସନ୍ତି’ ଉପହସନ୍ତି ; ଯେହିପି ‘ଧର୍ମସ୍ତ’ ‘ଅଶ୍ରୁଦଧାନାଃ’ ଅଶ୍ରୁଦଧାନାଃ, ‘ତେ ନଶ୍ତୁତି ନ ସଂଶୟଃ’ ॥ ୧୧ ॥

ଧର୍ମ ନାହିଁ ମନେ କରିଯା ଯାହାରା ସାଧୁ ବ୍ୟକ୍ତିଦିଗଙ୍କେ
ଉପହାସ କରେ ଏବଂ ଧର୍ମରେ ଅଶ୍ରୁ କରେ, ତାହାରା
ନିଃମନ୍ଦେହ ବିନାଶ ପାଇ ॥ ୧୧ ॥

କଥନ “ଧର୍ମ ନାହିଁ” ଏକପ ମନେ କରିବେକ ନା, ଏବଂ ଧାର୍ମିକଦିଗେର
ପ୍ରତି ଉପହାସ କରିବେକ ନା । ଯଦି ଧର୍ମର ପ୍ରତି ଅବିଶ୍ଵାସ ଉତ୍ସମ୍ଭବ
ହୁଁ, ତାହା ହିଁଲେ ଆପନାକେ ପ୍ରକୃତି-ଭଣ୍ଡ ଓ ବିପଦେର ସମ୍ମିଳିତ
ଜୀବିତୀୟ ସାବଧାନ ହିଁବେକ । ଯେମନ ଜଡ଼ରାଜ୍ୟ ପ୍ରାକୃତିକ ନିୟମ
ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଆଛେ, ସେଇକ୍ରପ ଧର୍ମରାଜ୍ୟ ଧର୍ମନିୟମ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ରହିଯାଇଛେ ;
ଇହାତେ କିଛୁମାତ୍ର ସଂଶୟ ନାହିଁ । ଈଥର ଘେମନ ପ୍ରକୃତିର ନିୟମାବଳୀ,
ସେଇକ୍ରପ ଆଜ୍ଞା ମନ୍ତ୍ରର ନିୟମାବଳୀ ; ଇହାର କୁତ୍ରାପି ଅରାଜକତା ନାହିଁ ।
ପାପୀ ଅବଶ୍ୱି ଦଶ ପାଇବେ, ପୁଣ୍ୟବାନ୍ ଅବଶ୍ୱି ପୁରସ୍କତ ହିଁବେନ ॥ ୧୧ ॥

ସୁଥଂ ହବମତଃ ଶେତେ ସୁଥକୁ ପ୍ରତିବୁଧ୍ୟତେ ।

ସୁଥଂ ଚରତି ଲୋକେହଶ୍ଵିନ୍ ଅବମନ୍ତା ବିନଶ୍ତି ॥ ୧୨ ॥

‘সুখং হি’ বৰা কৰতি তথা, ‘অবস্থাৎঃ’ অবস্থাতঃ ‘শেতে’ নিজাতি। ‘সুখং চ’ ‘প্রতিবুধ্যতে’ জাগতি। ‘সুখং চরতি লোকে অশ্বিন্’। ‘অবস্থাৎঃ’ অবস্থাতা তু ‘বিনগ্নতি’। তথ্মাং তন্ম কার্যম ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ১২ ॥

অপমানিত ব্যক্তি সুখে নিজা যায়, সুখেতে জ্ঞানত হয়, এবং সুখেতে লোকযাত্রা নির্বাহ করে; কিন্তু যে অপমান করে, সেই বিনাশ পায় ॥ ১২ ॥

কাহাকেও অবমাননা করিবেক না; যে ব্যক্তি অবস্থাত হয়, তাহার বাস্তুদিক কোন অনিষ্ট হয় না; কিন্তু যে ব্যক্তি অবমাননা করে সেই অপরাধী হয় ॥ ১২ ॥

১২০

পাপং কুর্বন् পাপকীর্তিঃ পাপমেবাশুতে ফলম্ ।

পুণ্যং কুর্বন্ পুণ্যকীর্তিঃ পুণ্যমত্যন্তমশুতে ॥ ১৩ ॥

‘পাপং কুর্বন্ পাপকীর্তি’ সন् ‘পাপম্ এব ফলম্’ ‘অশুতে’ ভুত্তজ্ঞে। ‘পুণ্যং কুর্বন্ পুণ্যকীর্তিঃ’ সন্, ‘অত্যন্তং পুণ্যম্ অশুতে’ ॥ ১৩ ॥

মমুষ্য পাপাচরণ করিলে অপকীর্তি প্রাপ্ত হয়, এবং অশুভ ফল ভোগ করে; পুণ্যার্থাত্বান করিলে সংকীর্তি প্রাপ্ত হয়, এবং অত্যন্ত শুভ ফল ভোগ করে ॥ ১৩ ॥

পাপ কর্ম করিলে মনুষ্যেরাও অসন্তুষ্ট হইয়া পাপকারীর অপকীর্তি ঘোষণা করে, সর্বসাক্ষী ঈশ্঵রও তাহাকে দণ্ড দান করেন ; এবং পুণ্য কর্ম করিলে মনুষ্যেরা পরিতৃষ্ট হইয়া পবিত্র কীর্তি প্রচার করে, ও ঈশ্বর তাহাকে পুরস্কার করেন। অতএব মনে করিও নাযে, পাপ কর্ম করিয়া পৃথিবীতে স্থুৎ-স্বচ্ছল ভোগ করিতে পারিবে ; এবং ইহাও মনে করিও নাযে ধর্মপথে থাকিলে পৃথিবীতে কেবল কষ্ট ভোগই করিতে হয়। ঈশ্বর অধর্মের প্রতিকূল ও ধর্মের প্রতি অনুকূল ; এবং তিনি মনুষ্যজাতিকে ও স্বভাবতঃ পাপের বিপক্ষ ও পুণ্যের স্বপক্ষ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। কেহ পাপাচরণ করিলে ঈশ্বর অন্তরে তাহাকে দণ্ড দান করেন, ও মনুষ্য বাহির হইতে তাহাকে দণ্ডিত করিতে থাকে। এবং কেহ পুণ্যাচরণ করিলে ঈশ্বর অন্তরে তাহাকে পুরস্কৃত করেন, মনুষ্যেরা বাহির হইতে পুরস্কার প্রদান করিতে থাকে। মনুষ্যজাতির বিচারদোষে সময়ে সময়ে ইহার ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু ত্রায়স্তরূপ ঈশ্বর-প্রসাদে ক্ষণকাল পরেই পুণ্য কর্ম দ্বিগুণ তেজে দীপ্তি পাইতে থাকে, পাপকর্ম দ্বিগুণ ঘৃণার সহিত পদতলে দলিত হইয়া যায়। কুজ্ঞাটিকা কতক্ষণ দিবাকরকে লুকায়িত রাখিতে পারে ? অতএব পাপকর্ম পরিত্যাগ ও পুণ্য কর্মের অনুষ্ঠান পূর্বক উভয় লোকে দীপ্তি লাভ করিবেক ॥ ১৩ ॥

‘তন্মাৎ, পুরুষঃ’ ‘শংসিতব্রতঃ’ কৃতপ্রতিজ্ঞঃ সন्, ‘পাপং ন
কুর্বাত’। কিঞ্চি, ‘পাপং পুনঃ পুনঃ ক্রিয়মাণং’ সৎ, ‘প্রজ্ঞাং’
বুদ্ধিং, ‘নাশয়তি’। বুদ্ধিনাশাং স চৈব প্রণগ্নতি পাপবান्।
অত এবোজ্জিত্ব পাপসমৰ্পকং ধর্মাচরণম্ এব শ্রেয়োহর্থিভিঃ কার্য্যম্
ইত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

অতএব পুরুষ দৃঢ়ব্রত হইয়া পাপ করিবেক না।
পুনঃ পুনঃ পাপ করিলে বুদ্ধি নাশ হয় ॥ ১৪ ॥

দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া পাপ কর্ম পরিত্যাগ করিবেক। প্রতিজ্ঞার
দৃঢ়তা না থাকিলে পাপের উপর জয় লাভ করা হঃসাধ্য হইবে।
পাপের মোহিনী শক্তি মনুষ্যকে সহসা বিমোহিত করে, পাপত্যাগেরே
কঠোর প্রতিজ্ঞাও শিথিল করিয়া দেয়, এবং বলপূর্বক মনুষ্যের
হৃদয়কে আকর্ষণ করে। পাপানন্দ হৃদয়ে প্রজলিত হইলে, তাহাতে
বুদ্ধি বিবেক সকলই দগ্ধ হইয়া যায়। অতএব ঈশ্বরকে হৃদয়ে
রাখিয়া দৃঢ়ব্রত হইবেক, তন্ম্যতৌত পাপত্যাগের প্রতিজ্ঞা কিছুতেই
পরিপূর্ণ হইবে না ॥ ১৪ ॥

পঞ্চদশোইধ্যায়ঃ

১২২

নিষেবতে প্রশস্তানি নিন্দিতানি ন সেবতে ।
অনাস্তিকঃ অদ্ধানএতৎ পণ্ডিত লক্ষণম् ॥ ১ ॥

যো হি ‘প্রশস্তানি’ স্মতিযোগ্যানি শুভানি কর্মানি,
‘নিষেবতে’ করোতি, ‘নিন্দিতানি’ পুনঃ ন ‘সেবতে’ ; যোহপি
‘অনাস্তিকঃ’ নাস্তিক্যারহিতঃ, ‘অদ্ধানঃ’ শুদ্ধাবান्, তন্ম ‘এতৎ
পণ্ডিত-লক্ষণম্’ ॥ ১ ॥

যিনি প্রশস্ত কর্মের অর্জুষ্ঠান করেন, এবং গর্হিত কর্ম
পরিত্যাগ করেন, এবং শুদ্ধাবান् ও অনাস্তিক হয়েন ;
তিনি জ্ঞান লাভ করিয়াছেন ॥ ১ ॥

যেন্নপ জ্ঞান শিক্ষা করিলে হৃদয় প্রশস্ত হয়, এবং সৎকর্মে
স্ফূর্তি ও অসৎকর্মে ঘৃণা, ধর্মের প্রতি আস্থা ও উৎসরের প্রতি শ্রদ্ধা
ও ভক্তি-উৎপন্ন হয়, সেই জ্ঞান উপার্জন করিবা জ্ঞানবান्
হইবেক ॥ ১ ॥

১২৩

একোধর্মঃ পরং শ্রেয়ঃ ক্ষমেকা শাস্তিরুক্তমা ।
বিদ্যেকা পরমা তপ্তিরহিংসেকা স্থাবহা ॥ ২ ॥

‘একঃ ধর্মঃ’ এব ‘পরং’ ‘শ্রেষ্ঠঃ’ কল্যাণসাধনঃ । তথা, ‘একা
ক্ষমা উত্তমা শাস্তিঃ; একা বিশ্বা’ ‘পরমা তৃপ্তিঃ’ উত্তমতৃপ্তিহেতুঃ ।
‘একা অহিংসা’ ‘সুখাবহা’ সুখম্ আবহতি ॥ ২ ॥

ধর্মই এক মঙ্গল-সাধন, ক্ষমাই এক উত্তম শাস্তি,
বিদ্যাই এক পরম তৃপ্তি, এবং অহিংসাই এক সুখের
কারণ ॥ ২ ॥

ধর্ম ব্যতীত কল্যাণ লাভের দ্বিতীয় উপায় নাই; অতএব
ধর্মপরায়ণ হইবেক । ক্ষমা ও সহিষ্ণুতা অভ্যাস করিয়া শাস্তি লাভ
করিবেক । বিশ্বাতে অহুরক্ত হইয়া তৃপ্তিসুখ উপভোগ করিবেক ।
কাহাকেও হিংসা না করিয়া সুখী হইবেক ॥ ২ ॥

১২৪

শুভাশুভফলং কর্ম মনোবাগ্দেহসন্তুব্য ।

কর্মজা গতযোনৃণামুত্তমাধমমধ্যমাঃ ॥ ৩ ॥

‘শুভাশুভফলং’ সুখদঃখফলকং, ‘মনো-বাগ্দেহসন্তুব্যং’, মনো-
বাগ্দেহসন্তুতং, ‘কর্ম’ । তথা হি ‘নৃণাং’ মনুষ্যাণাম্ ‘উত্তমাধম-
মধ্যমাঃ গতয়ঃ’ ‘কর্মজাঃ’ কর্মজতা এব ভবস্তি ॥ ৩ ॥

মানসিক, বাচনিক, এবং শারীরিক এই তিনি প্রকার
কর্মেই শুভ এবং অশুভ ফল জন্মে । মনুষ্যদিগের উত্তম,
মধ্যম, অধম, তিনি প্রকার কর্মজনিত গতি হয় ॥ ৩ ॥

চিন্তা প্রভৃতি মানসিক ব্যাপার, বাক্যেচ্ছারণ, ও শরীর দ্বারা অনুষ্ঠিত কর্ম সকল, এই তিনি হইতেই শুভ বা অশুভ ফল উৎপন্ন হয়। মন দ্বারাই হউক, বাক্য দ্বারাই হউক, আর শরীর দ্বারাই হউক, মুম্য যাহা কিছু করিবে, তাহার এক বিলুপ্ত বিফল হইবে না। একটা চিন্তাও বিফল হয় না, একটি বাক্যেচ্ছারণও বিফল হয় না, একটি কর্মও বিফল হয় না। সকল হইতেই কিছু না কিছু শুভ বা অশুভ উৎপন্ন হইয়া আস্তাতে প্রবেশ করে; আস্তা তদহুসারে উত্তম বা মধ্যম বা অধম গতি প্রাপ্ত হয়। চিন্তাতে, বাক্যেতে বা কর্মেতে যে পরিমাণে পুন্যাচরণ করিবে, সেই পরিমাণে আস্তাতে পবিত্রতা সঞ্চিত হইবে; এবং যে পরিমাণে পাপ করিবে, সেই পরিমাণে মিলনতা উৎপন্ন হইবে। অতএব কায়গনোবাক্য শুভ কর্মে প্রবৃত্ত থাকিবেক ॥ ৩ ॥

১২৫

পরদ্রব্যেষ্টভিধ্যানং মনসাহনিষ্ঠচিন্তনম্ ।
বিতথাভিনিবেশং ত্রিবিধং কর্ম মানসম্ ॥ ৪ ॥

‘পরদ্রব্যেষ্ট অভিধানং’,—কথং পরধনম্ অঙ্গায়েন গৃহামীত্যেবং সঙ্কলনম্। ‘মনসা অনিষ্ঠচিন্তনং’ লোকানাঃ; ‘বিতথাভিনিবেশঃ’,—নাস্তি পরলোকে, নাস্তি জগতো মুলম্ আস্তা, এবম্ অসম্মননং ‘চ’ সমুচ্ছয়ার্থঃ। এতদ্রুং ‘ত্রিবিধং’ ত্রিপ্রকারং অশুভফলং, ‘মানসং’ মনোভবং, ‘কর্ম’ ॥ ৪ ॥

পরদ্রব্য লাভের আলোচনা, লোকের অনিষ্ট-চিন্তন, এবং ঈশ্বরেতে ও পরকালেতে অবিশ্বাস, এই তিনি প্রকার মানসিক কুকর্ম ॥ ৪ ॥

যে ব্যক্তি পরদ্রব্য অপহরণের কল্পনা করে, লোকের অনিষ্ট চিন্তা করে, এবং “ঈশ্বর নাই”, “পরলোক নাই”, “ধর্ম নাই”, এইরূপ মনন করিতে থাকে, সে ব্যক্তি মনে মনে পাপকর্ম করে। মনে মনে পাপের সংকল্প ও আলোচনা করিলে তাহা মানসিক কুকর্ম বলিয়া পরিগণিত হয় ; কেন ন। তাহা কার্য্যেতে প্রকাশিত ন হইলেও আল্পাকে কলুষিত করিয়া থাকে। যিনি পাপের দণ্ডাতা, তিনি বাহিরের কার্য্যাও দেখেন, অন্তরের ভাবও দেখেন ॥ ৪ ॥

১২৬

পারুষ্যমনৃতক্ষেব পৈশুন্ত্যঞ্চাপি সর্বশঃ ।
অসম্বন্ধপ্রলাপশ্চ বাজ্য়ং স্থাচ্ছতুবিধম্ ॥ ৫ ॥

‘পারুষ্যম্’ অগ্রিয়াভিধানম্, ‘অনৃতম্’ অসত্যভাষণং, ‘চ এব’, ‘পৈশুন্তং চ অপি’ পরোক্ষে পরদূষণকথনঞ্চাপি। ‘অসম্বন্ধ-প্রলাপঃ চ’ নিষ্ঠায়োজন-বাণিজ্ঞাসশ্চ। ‘সর্বশঃ’ এতদ্ব এতৎ সর্বং, ‘চতুবিধং’ ‘বাজ্য়ং’ বাচিকম্, অশুভফলং কর্ম ‘স্থান’ ॥ ৫ ॥

নির্ণূর বাক্য, মিথ্যা কথা, পরোক্ষে পর-নিন্দা এবং অসম্বন্ধ প্রলাপ-বাক্য। এই চারি প্রকার বাচনিক কুকর্ম ॥ ৫ ॥

মানসিক দোষের স্তান্ত বাক্যের দোষ হইতেও নানাৰ্থিধ অনিষ্ট উৎপন্ন হয়, এবং সেই অনিষ্ট মহুষ্যের আত্মাতেও সংক্রামিত হইয়া থাকে ॥ ৫

১২৭

অদ্ভানামুপাদানং হিংসা চৈবাবিধানতঃ ।

পরদারোপসেবা চ শারীরং ত্রিবিধং স্মৃতম् ॥ ৬ ॥

‘অদ্ভানাম্ উপাদানম্’ অন্তায়েন পরম্প্রগ্রহণং । ‘হিংসা চ এব’ ‘অবিধানতঃ’ অবিধিনা । ‘পরদারোপসেবা চ’ পরপত্নীগমনঞ্চ । হৃত্যোবং ‘ত্রিবিধং’ ‘শারীরং’ শরীরভবম্, অশুভফলং কৰ্ম্ম ‘স্মৃতম্’ ভূতম্ ॥ ৬ ॥

অদ্ভুত ধন গ্রহণ, অবিহিত হিংসা, পরদার সেবা, এই তিনি প্রকার শারীরিক কুকৰ্ম্ম ॥ ৬ ॥

শারীরিক কুকৰ্ম্ম-সকল সর্বাপেক্ষা অধিক অনিষ্ট উৎপন্ন করে । মানসিক কুকৰ্ম্ম কেবল কুকৰ্ম্মীর বন্ধনার কারণ হয়, শারীরিক কুকৰ্ম্ম অন্তর্গত ব্যক্তির ও ঘোরতর অপকার করিয়া থাকে ॥ ৬ ॥

১২৮

ত্রিদণ্ডমেতমিক্ষিপ্য সর্বভূতেষু মানবঃ ।

কামক্রোধো তু সংযম্য ততঃ সিদ্ধিং নিযচ্ছতি ॥ ৭ ॥

‘এতৎ ত্রিদণ্ডং পূর্বোক্তানাম্ এতেষাং শরীরবাসনসাং

দমনত্বং । ‘মানবঃ সর্বভূতেষু’ ‘নিক্ষিপ্য’ কৃত্বা ; আত্মনঃ ‘কামক্রোধৈ তু সংযম্য’ । ‘ততঃ’ তদন্তরং, ‘সিদ্ধিঃ’ মোক্ষ-প্রাপ্তিলক্ষণাং, ‘নিষচ্ছতি’ লভতে ॥ ৭ ॥

সকল প্রাণীর হিতার্থে আপনার মন ও বাক্য ও শরীর এই তিনকে দমন করিয়া, এবং কাম ক্রোধকে সংযম করিয়া, মনুষ্য সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়েন ॥ ৭ ॥

মন হইতে দোষ উৎপন্ন না হয়, এই জন্ত মনকে দমন করিবেক । যে সকল চিন্তা, কল্পনা ও কামনা দ্বারা মন কল্পিত হয়, তাহা উদিত হইবামাত্রই ঈশ্বর-চিন্তা ও সাধুসঙ্গ প্রভৃতি উপায় সকল অবলম্বন করিয়া যত্ন পূর্বক উন্মূলিত করিবেক । বাক্যদোষ উৎপন্ন না হয়, এই জন্ত বাক্সংযম অভ্যাস করিবেক, হস্তপদার্দি অঙ্গ সকলকে মানসিক অসন্তাবের অনুসরণ করিতে দিবেক না । ॥ ৭ ॥

১২৯

কৃত্বা পাপং হি সন্তপ্য তস্মাং পাপাং প্রমুচ্যতে ।
নৈবং কুর্য্যাং পুনরিতি নিরুত্যা পূর্যতে তু সঃ ॥ ৮ ॥

পাপস্ত প্রায়শিক্তম্ আহ । ‘পাপং হি কৃত্বা’ অজ্ঞানবশাং মোহাদ্বা ; পশ্চাং ‘সন্তপ্য’ তৎকরণেন হেতুনা সন্তাপং কৃত্বা ; ‘তস্মাং পাপাং প্রমুচ্যতে’ । ‘ন এবং পুনঃ’ অহং ‘কুর্য্যাং’ করিয়ামি, ‘ইতি নিরুত্যা তু সঃ’ ‘পূর্যতে’ পৃত্তো ভবতি ॥ ৮ ॥

পাপ করিয়া তন্নিমিত্ত সন্তাপ করিলে সেই পাপ হইতে সে মুক্ত ইয় । “এমত কর্ম আর করিব না”, এই

প্রতিজ্ঞা করিয়া তাহা হইতে নিবৃত্ত হইলে সে পবিত্র হয় ॥ ৮ ॥

মহুষ্য পাপেতে ক্রমে ক্রমে নিমগ্ন হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত না হয়, এই জন্তু করুণাময় পরমেশ্বর পাপের সহিত যন্ত্রণাকে সংযুক্ত করিয়া দিয়াছেন। যেমন শরীরে রোগ উৎপন্ন হইলেই শারীরিক যন্ত্রণা উপস্থিত হয়, সেইরূপ আত্মাতে পাপ উৎপন্ন হইলেই আত্মার আনন্দ বা শান্তি ত্বরণাত্মিত হয়, এবং গ্রানি ও অশান্তি আত্মাকে ক্ষতবিক্ষত করে। ইহাই পাপানুষ্ঠানের দণ্ড। মহুষ্য এইরূপ আনন্দরিক দণ্ড ভোগ করিয়া অনুশোচনা করে, এবং পাপ হইতে নিবৃত্ত হইয়া পুণ্যপথে গমন করিতে উৎসুক হয়। পাপকারী মহুষ্য যাহাতে আপনার বিকৃত অবস্থা জানিতে পারে, ঈশ্বর সেইরূপ চৈতন্ত্য উদয় করিয়া দিবার নিমিত্ত দণ্ড দান করেন। দণ্ডাঘাতে চৈতন্ত্যেদয় হইলেই অনুশোচনা, উপস্থিত হয়; অহুতপ্ত হইলেই দণ্ড দানের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল দেখিয়া ঈশ্বর তাহার পূর্বাপরাধ ক্ষমা করেন। তখন মহুষ্য যদি আর পাপাচরণ না করিয়া সৎপথ অবলম্বন করে, তাহা হইলে পুনর্বার তাহার আত্মাতে পবিত্রতা ও শান্তি বর্ধিত হইতে থাকে। অনুশোচনা এবং পাপ হইতে নিবৃত্ত হইয়া পুণ্যপথে গমন, প্রায়শিচ্ছের এই দ্রষ্ট অঙ্গ। অনুশোচনা ঈশ্বরের নিয়মানুসারে উপস্থিত হয়; অপর অঙ্গ মহুষ্যকে যত্নপূর্বক সম্পাদন করিতে হইবে। সর্বদা আপনাকে পরীক্ষা করিবেক, এবং পাপ হইতে নিবৃত্ত হইবেক, ও পাপদ্বারা আপনার যাহা কিছু অনিষ্ট হইয়াছে, পুণ্য কর্ম ধারা তাহার পরিহার করিবেক ॥ ৮ ॥

ଶୋଭାହିତ୍ୟାଯ়।

୧୩୦

ଅଧାର୍ମିକୋ ନରୋ ଯୋ ହି ସଞ୍ଚ ଚାପ୍ୟନୃତଂ ଧନୟ ।
ହିଂସାରତଶ୍ଚ ଯୋନିତ୍ୟଂ ନେହାସୌ ସୁଖମେଧତେ ॥ ୧ ॥

‘ସଃ ହି ନରଃ ‘ଅଧାର୍ମିକ’ ଅଧର୍ମେଣ ବ୍ୟବହରତୀତି । ‘ସଞ୍ଚ ଚ
ଅପି’ ‘ଅନୃତ’ ମିଥ୍ୟାଭିଧାନଂ, ‘ଧନ’ ଧନୋପାରଃ । ‘ସଃ ଚ ନିତ୍ୟ
ହିଂସାରତ’ ପରେଷାମ । ‘ନ ଅସୌ ହେ’ ଲୋକେ, ‘ସୁଖମ୍ ଏଧତେ’ ସୁଖଂ
ଯଥା ଭବତି ତଥା ବନ୍ଧିତେ । ତୁମ୍ଭା ଏତଙ୍ଗ କର୍ତ୍ତବ୍ୟମ୍, ଇତି ନିନ୍ଦ୍ୟା
ନିଷେଧଃ କଲ୍ପ୍ୟତେ ॥ ୧ ॥

ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଅଧାର୍ମିକ, ଓ ମିଥ୍ୟାକଥନ ଯାହାର ଧନ
ଲାଭେର ଉପାୟ, ଏବଂ ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ସର୍ବଦା ପରହିଂସାୟ ରତ,
ମେ ବ୍ୟକ୍ତି ଇହଲୋକେ ସୁଖେ ବନ୍ଧିତ ହୟ ନା ॥ ୧ ॥

ଅଧର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହିତ ସୁଖ-ସ୍ଵଚ୍ଛଳତାଓ ଲାଭ କରିବାର କାମନା
କରିବେକ ନା । ଅଧର୍ମ କରିଯା କେହ ଇହଲୋକେଓ ସୁଖେ ଥାକିତେ
ପାରେ ନା । ଇହଲୋକଓ ଉତ୍ସରେର ରାଜ୍ୟ । ତୋହାର ଶାୟ ଦଣ୍ଡ
ଇହଲୋକେଓ ସଙ୍ଗରଣ କରିତେଛେ ॥ ୧ ॥

୧୩୧

ନ ସୌନ୍ଦର୍ମପିଂ ଧର୍ମେଣ ମନୋହରମ୍ଭେ ନିବେଶାୟେ ।
ଅଧାର୍ମିକାଣଂ ପାପାନାମାଶୁ ପଶ୍ୟନ୍ ବିପର୍ଯ୍ୟଯମ୍ ॥ ୨ ॥

‘ধর্মেণ’ ‘সীদন্ত অপি’ অবসমোহপি সন्, ‘মনঃ’ কদাপি ‘অধর্মে’
‘ন নিবেশয়ে’ ন সংযোজয়ে। ‘অধাৰ্মিকাণাং’ ‘পাপানাং’
পাপিনাম, ‘আশু’ শীঘ্ৰং, ‘বিপর্যয়ং পশ্চন্ম’ ॥ ২ ॥

ধর্ম-পথে থাকিয়া নিতান্ত অবসন্ন হইলেও অধাৰ্মিক
পাপীদিগের আশু বিপর্যয় দৃষ্টে অধর্মে মনোনিবেশ
কৱিবেক না ॥ ২ ॥

ধর্মপথে থাকিয়া কষ্ট ভোগ হইতেছে, শরীৰ ও মন অবসন্ন
হইতেছে; এবং পাপকারী ব্যক্তি সহসা সুখসম্পদে ক্ষীত হইয়া
উঠিতেছে; ইহা দেখিয়া কদাপি ধর্মকে নিষ্ফল বলিয়া বিবেচনা
কৱিবেক না, ও অধর্মাচরণে প্রবৃত্ত হইবেক না। ধাৰ্মিকেৰ
দৌনহীন অবস্থার মধ্যে অমৃত ফল, ও পাপকারীৰ ক্ষীত ভাবেৰ
মধ্যে সাংঘাতিক অগ্নি প্রচল হইয়া থাকে। যথাযোগ্য কালে
ধর্মপরায়ণ আনন্দনীৱে অভিষিক্ত হইবেন, ও পাপী হাহাকার
কৱিবে। অতত্ব প্রাণ পর্যন্ত পণ কৱিয়া ধর্মপথে দণ্ডায়মান
থাকিবেক; এক পদ ও অধর্মপথে নিষ্পগামী হইবেক না ॥ ২ ॥

অধর্মেণৈধতে তাৰৎ ততো ভদ্রাণি পশ্যতি ।
ততঃ সপত্নান् জয়তি সমূলস্ত্ব বিনশ্যতি ॥ ৩ ॥

তদ্ এব বাক্যান্তরেণ দৃঢ়যতি। ‘অধর্মেণ’ পঞ্চেণাদিনা,
‘তাৰৎ’ আপাততঃ; গ্রামধনাদিন। ‘এধতে’ বৰ্ণতে। ‘ততঃ’

তেনেব, ‘ভদ্রাণি’ বচ্ছত্যগবাধাদীনি, ‘পশ্চতি’ লভতে। ‘ততঃ’
তদনস্তরৎ, ‘সপত্নাম্ জয়তি’। পশ্চাং কিয়তা কালেনাধর্মপরিপাক-
বশাং ‘সমূলঃ তু’ মুলেন সহ, ধনাদিসহিতঃ ; ‘বিনশ্যতি’ ॥ ৩ ॥

অধর্ম দ্বারা আপাততঃ বর্দ্ধিত হয় ও কুশল লাভ
করে, এবং শক্রদিগকে জয় করে; পরে সমূলে বিনাশ
পায় ॥ ৩ ॥

পাপীকে পাপের ফল এক দিন অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে।
পাপ দ্বারা মহুষ্য যে পরিমাণে উন্নতি লাভ করে, সেই পরিমাণে
হর্গতি ভোগ করিবে। যে যত উচ্চ স্থানে উত্থিত হইতেছে,
পতনের সময়ে তাহাকে তত আবাত সহ করিতে হইবে। যেমন
স্থানবিশেষের বায়ু সূর্য্যোত্তাপে উত্পন্ন হইয়া উর্জে উত্থিত হইলে
চতুর্দিকের বায়ুরাশি আন্দোলিত হইয়া সেই স্থান পূর্ণ করিতে
আইসে, সেইরূপ ঈশ্বরের ধর্মরাজ্য এইরূপ শূঙ্খলাবজ্ঞ হইয়া আছে
যে, কেহ তাহার কোন স্থানে কিছুমাত্র ব্যক্তিক্রম করিলেই
চতুর্দিকে আন্দোলিত হইয়া তাহার প্রতিবিধান করিতে প্রয়ুক্ত হয়।
এই জন্ত পাপী পাপাচার করিয়া চিরদিন জয় লাভ করিতে পারে
না; আপাততঃ তাহার যতই শ্রীবৃক্ষ হউক, এক সময়ে তাহা
সমূলে বিনাশ প্রাপ্ত হয়, ও তাহার ঐশ্বর্য্যই কালকণ্ঠ হইয়া তাহাকে
দংশন করিতে থাকে। অতএব কদাপি সাংসারিক স্থখলোভে
পাপপথে অংশ্রয় করিবেক না; পরিপূর্ণ আয়ুষক্রম ঈশ্বরের প্রতি
নির্ভর করিয়া তাহার প্রতিষ্ঠিত ধর্মকে প্রতিপালন করিবেক ॥ ৩ ॥

133

ধର୍ମଂ ଶନେଃ ସକଳମୁହଁାଂ ବଲ୍ମୀକମିବ ପୁତ୍ରିକାଃ ।
ପରଲୋକସହାୟାର୍ଥଂ ସର୍ବଭୂତାନ୍ତପୀଡ଼ଯନ୍ ॥ ୪ ॥

‘ଧର୍ମଂ’ ‘ଶନେଃ’ ଅନ୍ତେନାନ୍ତେନ, ‘ସକଳମୁହଁାଂ’ ସକଳତଃ କୁର୍ଯ୍ୟାଂ ।
ତତ୍ତ୍ଵ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତଃ । ‘ପୁତ୍ରିକାଃ’ ପିପାଳିକା-ପ୍ରଭେଦାଃ, ‘ବଲ୍ମୀକମ୍ ଇବ’
ମହାନ୍ତଃ ମୃଦୁକୁଟମ୍ ଇବ । କିମର୍ଥଂ ? ‘ପରଲୋକ-ସହାୟାର୍ଥ’ ପରଲୋକେ
ସାହାୟନିମିତ୍ତମ୍ । କୀଦୃଶେନୋପାୟେନ ? ‘ସର୍ବଭୂତାନି ଅପୀଡ଼ଯନ୍’ ॥ ୪ ॥

କୋନ ପ୍ରାଣୀକେ ପୀଡ଼ା ନା ଦିଯା, ପରଲୋକେ ସାହାୟ-
.ଲାଭାର୍ଥେ, ପୁତ୍ରିକେରା ଯେତ୍ରପ ବଲ୍ମୀକ ପ୍ରକ୍ଷତ କରେ, ତତ୍ରପ
— ତ୍ରମେ ତ୍ରମେ ଧର୍ମମଞ୍ଚ କରିବେକ ॥ ୪ ॥

ପୁତ୍ରିକାଦିଗେର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଅନୁମାରେ ଧର୍ମ ସଙ୍ଗ୍ୟ କରିବେକ । ତାହାରୀ
କୁଦ୍ର ଜୀବ ହଇଯା କେମନ ଅନ୍ତେ ଅନ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବଲ୍ମୀକ ନିର୍ମାଣ କରିଯା
ଥାକେ । ମେହିତ୍ରପ ଅନ୍ତେ ଅନ୍ତେ ଧର୍ମକର୍ଷେର ଅନୁର୍ଣ୍ଣାନପୂର୍ବକ ପୂଣ୍ୟ ଉପାର୍ଜନ
କରିଯା ପରଲୋକେର ସମ୍ବଲ ଆହରଣ କରିବେକ ॥ ୫ ॥

134

ନାମୁତ୍ର ହି ସହାୟାର୍ଥଂ ପିତା ମାତା ଚ ତିଷ୍ଠତଃ ।
ନ ପୁତ୍ରଦାରଂ ନ ଜ୍ଞାତି ଧର୍ମସ୍ତିଷ୍ଠତି କେବଳଃ ॥ ୫ ॥

‘ହି’ ସମ୍ମାଂ, ‘ଅମୁତ୍ର’ ପରଲୋକେ, ‘ସହାୟାର୍ଥ’ ସାହାୟ-କାର୍ଯ୍ୟ
ସିଦ୍ଧ୍ୟାର୍ଥ । ‘ପିତା ମାତା ଚ’ ତୋ, ‘ନ ତିଷ୍ଠତଃ’ । ତଥା ‘ପୁତ୍ରଦାରଂ’

ପୁତ୍ରାଶ୍ଚ ଦାରାଶ୍ଚ ତ୍ୱ ; ‘ନ’ ତିଷ୍ଠତି, ‘ନ ଜ୍ଞାତିଃ’ । ‘ଧର୍ମଃ’ ତୁ, ‘କେବଳଃ’ ଏକଃ, ‘ତିଷ୍ଠତି’ । ଅତସ୍ତ୍ଵସଂଖ୍ୟନେ ମହାନ୍ ସତଃ କର୍ତ୍ତବ୍ୟଃ ॥ ୫ ॥

ପରଲୋକେ ସହାୟେର ନିମିତ୍ତେ ପିତା ମାତା, ଶ୍ରୀ, ପୁତ୍ର ଜ୍ଞାତି ବନ୍ଦୁ କେହିଁ ଥାକେନ ନା ; କେବଳ ଧର୍ମାଇ ଥାକେନ ॥ ୫ ॥

ସଥନ ମୃତ୍ୟୁ ଆସିଯା ଆଆକେ ଦେହ ହିତେ ପୃଥକ କରିବେ, ତଥନ ପୃଥିବୀର କୋନ ବନ୍ଦୁ ଆର କିଛୁମାତ୍ର ସହାୟତା କରିତେ ସମର୍ଥ ହିବେନ ନା । ତଥନ କେବଳ ଧର୍ମାଇ ସାତ୍ତ୍ଵନା ଓ ଆରାମେର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ । ଅତ ଏବ ପିତା ମାତା ପ୍ରତ୍ତି ସମୁଦ୍ରାୟ ବନ୍ଦୁ ବାନ୍ଦୁବ ଅପେକ୍ଷା ଧର୍ମକେ ଅଧିକ ବଲିଯା ଜାନିବେକ ॥ ୫ ॥

୧୩୫

ଏକଃ ପ୍ରଜ୍ଞାୟତେ ଜନ୍ମତରେକ ଏବ ପ୍ରଲୀୟତେ ।

ଏକୋହମୁଭୁଙ୍ଗେ ସୁକୃତମୈକ ଏବ ତୁ ଦୁକ୍ଷତମ୍ ॥ ୬ ॥

ଅପି ଚ, ‘ଜନ୍ମଃ’ ଆଣି, ‘ଏକଃ’ ଏବ ‘ପ୍ରଜ୍ଞାୟତେ’ ଉତ୍ପଦ୍ଧତେ ; ନ ବାନ୍ଦୁବୈଃ ସହ । ‘ଏକଃ ଏବ’ ଚ ‘ପ୍ରଲୀୟତେ’ ବ୍ରିଯତେ । ତଥା, ‘ଏକଃ’ ‘ସୁକୃତଃ’ ପୁଣ୍ୟଫଳମ୍ ‘ଅମୁଭୁଙ୍ଗେ’ । ‘ଦୁକ୍ଷତଃ’ ଦୁରିତଫଳକ୍ଷ, ‘ଏକ ଏବ ତୁ’ ଭୁଙ୍ଗେ ; ନ କେନାପି ସହ । ତ୍ୱାଂ ଧର୍ମଜ୍ଞେନ ତୁ କେନାପି ହେତୁନା ଧର୍ମୋ ନ ହାତବ୍ୟଃ ॥ ୬ ॥

ଏକାକୀ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରେ, ଏକାକୀଇ ମୃତ ହୟ ; ଏକାକୀଇ ସୌଯ ପୁଣ୍ୟ-ଫଳ ଭୋଗ କରେ, ଏବଂ ଏକାକୀଇ ସୌଯ ଦୁକ୍ଷତି-ଫଳ ଭୋଗ କରେ ॥ ୬ ॥

কাহারও অনুরোধে ধর্মকে পরিত্যাগ করিবেক না ; কেন কারণেই পাপাচরণ করিবেক না । যদি সমুদায় পরিত্যাগ করিয়া ধর্মকে রক্ষা করিতে হয়, তাহা হইলে সমুদায়ই পরিত্যাগ করিবেক । কেন না, ধর্মহীন হইলে যে নরক-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে, তাহা হইতে উদ্ধার করিতে আর কেহই থাকিবে না, এবং তাহার সহভাগীও আর কেহই হইবে না । পাপপুণ্যের ফল মমুক্ষু একাকীই ভোগ করিতে থাকিবেন ॥ ৬ ॥

১৩৬

- মৃতং শরীরমুৎসজ্য কাঞ্চলোষ্টসমং ক্ষিতোঁ ।
- বিমুখাবাঙ্কবাযাস্তি ধর্মস্তমনুগচ্ছতি ॥ ৭ ॥

ব্যতোচ, ‘মৃতং’ মনঃপ্রাণাদিরহিতং, ‘শরীরং’, ‘কাঞ্চলোষ্টসমং’ কাঞ্চলোষ্টবৎ, ‘ক্ষিতোঁ’ ভূমো, ‘উৎসজ্য’ ভ্যক্তা ; ‘বিমুখাঃ’ পরামুখাঃ সন্তঃ, ‘বাঙ্কবাঃ’ ‘যাস্তি’ গৃহান্ত প্রতিগচ্ছস্তি । ‘ধর্মঃ’ তু ‘তম্’ ‘অনু’ সহ ‘গচ্ছতি’ ॥ ৭ ॥

বাঙ্কবেরা ভূমিতলে মৃত শরীরকে কাঞ্চলোষ্টবৎ পরিত্যাগ করিয়া বিমুখ হইয়া গমন করেন । ধর্ম তাহার অনুগামী হয়েন ॥ ৭ ॥

ধর্মের তুল্য বক্তু আর কেহই নাই । মৃত্যু হইলে পৃথিবীর সমুদায় বন্ধুগণ মৃত শরীর শুশানে পরিত্যাগ করিয়া নিযুক্ত হইবেন, আজ্ঞা একাকী লোকাস্ত্রে উপনীত হইয়া কেবল সক্ষিপ্ত

ଧର୍ମ-ବଳେ ସମ୍ପତ୍ତି ଲାଭ କରିବେ । ଏମନ ବରୁକେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବେକ ନା ॥ ୭ ॥

୧୩୭

ତସ୍ମାଦ୍ଵର୍ମଂ ସହାୟାର୍ଥଂ ନିତ୍ୟଂ ସଞ୍ଚିତ୍ୱାତ୍ ଶନୈଃ ।
ଧର୍ମେଣ ହି ସହାୟେନ ତମତ୍ତରତି ଦୁଷ୍ଟରମ୍ ॥ ୮ ॥

‘ତସ୍ମାତ୍’ ଆଜ୍ଞାନଃ ‘ସହାୟାର୍ଥଃ, ଧର୍ମଃ ନିତ୍ୟଃ ଶନୈଃ ସଞ୍ଚିତ୍ୱାତ୍’ । ‘ହି’ ଅବଧାରଣେ ; ‘ଧର୍ମେଣ’ ଏବ ‘ସହାୟେନ ଦୁଷ୍ଟରମ୍’ ‘ତମଃ’ ଆଜ୍ଞାନଃ, ‘ତରତି’ ଅତିକ୍ରାମତି । ଅତିକ୍ରମ୍ୟ ଚ ତତ୍ତ୍ଵ ଅଭ୍ୟମ୍ ଅଭ୍ୟମ୍ ଅଶୋକମ୍ ଅନାଦ୍ୟନତ୍ତ୍ଵଂ ନିତ୍ୟଶୁଦ୍ଧବୁଦ୍ଧମୁକ୍ତସ୍ଵରୂପଃ ପରମାନନ୍ଦଃ ବ୍ରଦ୍ଧ ଆପ୍ନୋତୀ-
ତ୍ୟର୍ଥଃ ॥ ୮ ॥

ଅତେବ ଆପନାର ସାହାୟ୍ୟାର୍ଥେ କ୍ରମେ କ୍ରମେ ଧର୍ମ ନିତ୍ୟ
ସଞ୍ଚିତ୍ୱ କରିବେକ । ଜୀବ ଧର୍ମର ସହାୟତାଯ ଦୁଷ୍ଟର ସଂସାର-
ଅନ୍ଧକାର ହଇତେ ଉତ୍ୱିର୍ଣ୍ଣ ହୁଯ ॥ ୮ ॥

ଇହଲୋକେ ଧର୍ମ-ବ୍ୟାତିରେକେ କେ ଶୁଖୀ ହଇତେ ପାରେ ? ପରଲୋକେ
ଧର୍ମ ବ୍ୟାତିରେକେ ଆର କିମେର ଦ୍ୱାରା ଜୀବ ସାନ୍ତ୍ଵନା ଲାଭ କରିବେ ?
ଧର୍ମ ବ୍ୟାତିରେକେ ମହୁୟଦିଗେର ମହୁୟତ୍ୱ ଆର କି ଏକାରେ ଉପାର୍ଜିତ
ହଇବେ, ଏବଂ ଦେବଗଣେର ଦେବତାହି ବା ଆର କି ଏକାରେ ରକ୍ଷା ପାଇତେ
ପାରେ ? ଧର୍ମହି ଧାର୍ମିକେର ବଳ । ଧର୍ମହି ପୁରୁଷଦିଗେର ପୌରସ, ଧର୍ମହି
ନାରୀଗଣେର ଅନକାର । ଧର୍ମହି ଶୁଖ ଲାଭେର ଉପାୟ, ଧର୍ମହି ଆଜ୍ଞା-
ପ୍ରସାଦେର ଆକର, ଧର୍ମହି ବ୍ରଦ୍ଧାନନ୍ଦ ଲାଭେର ହେତୁ । ମହୁୟ କେବଳ

ধর্মের সহায়তায় হস্তর তিমিররাশি উভীর হইয়া, শুক বুক মুক্ত
স্বত্বাব পরমানন্দ স্বরূপ পরত্বক্ষের সহিত সমাগত হয়েন ॥ ৮ ॥

১৩৮

এষ আদেশ এষ উপদেশ এতদনুশাসনম্ ।
এবমুপাসিতব্যমেবমুপাসিতব্যম্ ॥ ৯ ॥

‘এষঃ’ ‘আদেশঃ’ কর্তব্যবিধিঃ ; ‘এষঃ উপদেশঃ’ শিক্ষাদানং ;
‘এতৎ’ ‘অনুশাসনং’ প্রমাণ-বচনম্ । ‘এবং’ যগোক্তুম् ‘উপাসিত-
ব্যম্’ । ‘এবম् উপাসিতব্যং পুনর্বচনং সমাপ্ত্যথম্ ॥ ৯ ॥

এই আদেশ, এই উপদেশ, এই শাস্ত্র । এই প্রকারে
তাহার উপাসনা করিবেক, এই প্রকারে তাহার উপাসনা
করিবেক ॥ ৯ ॥

মনের সহিত পরমেশ্বরকে শ্রীতি করিবেক, এবং সৎসারে
থাকিয়া তাহার প্রিয় কার্য্য সাধন করিবেক । ইহাই তাহার পূজা ।
ইহাই মনুষ্যের কৃতার্থ হইবার উপায় । ইহা দ্বারাই পারতিক ও
ঐতিক মঙ্গল লাভ হুইবেক । ইহাই ত্রাঙ্কধর্মের অনুজ্ঞা, ইহাই
ত্রাঙ্কধর্মের শিক্ষাদান, ইহাই ত্রাঙ্কধর্মের প্রমাণ । তাহাতে শ্রীতি ও
তাহার প্রিয় কার্য্য সাধন ব্যতিরেকে জীবের গত্যস্তর নাই ॥ ৯ ॥

ওঁ ঋতং বদিষ্যামি সত্যং বদিষ্যামি তম্মামবতু
তম্ভারমবত্বতু মামবতু বন্ধারমবতু বন্ধারম ।

আমি ধৰ্ম বলিব, আমি সত্য বলিব। সত্য আমাকে রক্ষা
করুন, সত্য বক্তাকে রক্ষা করুন, সত্য আমাকে রক্ষা করুন; সত্য
বক্তাকে রক্ষা করুন, সত্য বক্তাকে রক্ষা করুন।

ॐ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরিঃ ॐ

সমাপ্তিচায়ং ত্রান্তাধর্মঃ

পরিশিষ্ট

গ্রহ নির্দেশ প্রাভৃতির জন্য ব্যবহৃত সংক্ষেপ

[দ্বিতীয় পরিশিষ্টে অতি, আপন্তৰ, দক্ষ, যাজ্ঞবক্ষ্য, বসিষ্ঠ, বিকুণ্ঠ, ব্যাস, শঙ্খ, সংবর্ণ ও হারীত সংহিতার অধ্যায়-সংখ্যা ও শ্লোক-সংখ্যা, বঙ্গবাসী টীম মেশিন প্রেসে ১৩১০ বঙ্গাব্দে মুদ্রিত ‘উনবিংশতি সংহিতা’ পুস্তকের সংখ্যা অনুসারে প্রদত্ত হইয়াছে।]

অত্রি	= অত্রিসংহিতা। সংখ্যা = শ্লোক।
আম্বজী	= শ্রীমদ্ভাব্রি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আম্বজীবনী। তৃতীয় সংস্করণ। শ্রীসতীশচন্দ্র চক্রবর্ণী কর্তৃক সম্পাদিত। বিষ্ণুভারতী গ্রন্থালয়, ১০নং কর্ণওয়ালিস ট্রাইট, কলিকাতা, ১৯২৭। সংখ্যা = পৃষ্ঠা।
আপ	= আপস্তমসংহিতা। সংখ্যা = অধ্যায়, শ্লোক।
ঈশা	= ঈশোপনিষদ্দ। সংখ্যা = মন্ত্র।
ঝ	= ঝঘেদসংহিতা। সংখ্যা = মণ্ডল, সূক্ষ্ম, ঝক্ক।
ঐত	= ঐতৱ্যোপনিষদ্দ। সংখ্যা = অধ্যায়, খণ্ড, মন্ত্র।
কঠ	= কঠোপনিষদ্দ। সংখ্যা = বলী, মন্ত্র।
কেন	= কেনোপনিষদ্দ সংখ্যা = খণ্ড, মন্ত্র।
কুলা	= কুলার্ণব তত্ত্ব। সংখ্যা = খণ্ড, উল্লাস, শ্লোক।
গীতা	= শ্রীমদ্বগবদ্গীতা। সংখ্যা = অধ্যায়, শ্লোক।
ছান্দো	= ছান্দোগ্যোপনিষদ্দ। সংখ্যা = প্রপাঠক, খণ্ড, মন্ত্র।
তুঃ	= তুলনীয়।
ত্রৈতি	= ত্রৈত্রীয়োপনিষদ্দ। সংখ্যা = বলী, অমুবাক, মন্ত্র।
দক্ষ	= দক্ষসংহিতা। সংখ্যা = অধ্যায়, শ্লোক।

- ধর্মজী** - ধর্মজীবন (.শিবলাল শাস্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত উপদেশাবলী) ।
 সাধারণ আঙ্গসমাজ, ২১১ কর্ণফুলালিস ট্রুট, কলিকাতা ।
 প্রথম থঙ্গ, তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৩৩ । দ্বিতীয় থঙ্গ, দ্বিতীয়
 সংস্করণ, ১৩২১ বাং । তৃতীয় থঙ্গ, দ্বিতীয় সংস্করণ,
 ১৩২২ বাং । সংখ্যা = থঙ্গ, পৃষ্ঠা ।
- প্রশ্ন** - প্রশ্নোপনিষদ্ । সংখ্যা = প্রশ্ন, মন্ত্র ।
- বৃহ** - বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ । সংখ্যা = অধ্যায়, আঙ্গণ, মন্ত্র ।
- ভবা** - “প্রধান আচার্যের (১৭৮৫ ও ১৭৮৬ শকের) উপদেশ,
 ভবানীপুর ব্রহ্মবিদ্যালয়ে প্রকাশিত” । কলিকাতা আদি
 আঙ্গসমাজ দ্বারা মুদ্রিত । ১৮০৮ শক । সংখ্যা = পৃষ্ঠা ।
- মত** - “আঙ্গধর্মের মত ও বিদ্বাস ।” (প্রধান আচার্যের ১৭৮১
 ও ১৭৮২ শকের উপদেশ, ভবানীপুর ব্রহ্মবিদ্যালয়ে
 প্রদত্ত) কলিকাতা আদি আঙ্গসমাজ দ্বারা মুদ্রিত ।
 ১৮০৮ শক । - সংখ্যা = পৃষ্ঠা
- মহু** = মহুসংহিতা । সংখ্যা = অধ্যায়, মোক ।
- মহানি** = মহানির্কাণ তত্ত্ব । সংখ্যা = উল্লাস, মোক ।
- মহাভা** = মহাভারত, বঙ্গদেশে প্রচলিত পাঠ, প্রতাপচন্ত্র রায়ের
 সংস্করণ । পর্বের নাম সংক্ষিপ্তাকারে লিপিত । তাহার
 পরের সংখ্যা = অধ্যায়, মোক ।
- মাতৃ** - = মাতৃকোপনিষদ্ । সংখ্যা = মন্ত্র ।
- মুণ্ডক** = মুণ্ডকোপনিষদ্ । সংখ্যা = মুণ্ডক, থঙ্গ, মন্ত্র ।
- যজু তৈ** = যজুর্বেদ, তৈত্তিরীয় সংহিতা । সংখ্যা = কাও, অপাঠক,
 অমুবাক, মন্ত্র ।
- যজু বা মা** = যজুর্বেদ, বাজসনেয়ী সংহিতা, মাধ্যমিনী শাখা । সংখ্যা
 = অধ্যায়, মন্ত্র ।
- ষাত্ত্ব** = ষাত্ত্ববক্ষসংহিতা । সংখ্যা = অধ্যায়, মোক ।
- বসিষ্ঠ** - বসিষ্ঠসংহিতা । সংখ্যা = অধ্যায়, মোক ।

- বিক্রু সংহিতা। সংখ্যা — অধ্যায়, শ্লোক।
- ভাঙ্কখর্মের ব্যাখ্যান। প্রথম ও দ্বিতীয় প্রকরণ, মাসিক
ভাঙ্কসমাজের উপদেশ, ও ব্যাখ্যামের পরিশিষ্ট,—এই
অংশগুলির জন্য যথাক্রমে ১প্র, ২প্র, মাসিক, ও পরি,
এই সকল সংক্ষেত ব্যবহৃত হইয়াছে। তাহার পরের
সংখ্যা — উপদেশের সংখ্যা, পত্রাক নহে।
- ব্যাসসংহিতা। সংখ্যা — অধ্যায়, শ্লোক।
- শঙ্খসংহিতা। সংখ্যা — অধ্যায়, শ্লোক।
- শাস্ত্রনিকেতন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিষ্ণুবারতী প্রস্তাবনা,
২১০ নং কর্ণওয়ালিস ট্রাই কলিকাতা। বিষ্ণুবারতী
সংস্করণ। ১ম খণ্ড, মাঘ ১৩৪১। দ্বিতীয় খণ্ড, বৈশাখ
১৩৪২।—সংখ্যা — খণ্ড, পৃষ্ঠা।
- শ্বেতাহসত্ত্বোপনিষদ। সংখ্যা — অধ্যায়, মন্ত্র।
- সংখ্যক।
- সংবর্তসংহিতা। সংখ্যা — শ্লোক।
- হারীতসংহিতা। সংখ্যা — অধ্যায়, শ্লোক।
- "Personality." Lectures delivered in America
by Rabindranath' Tagore. Macmillan &
Co. Indian Edition, 1926. সংখ্যা — পৃষ্ঠা।
- "Sadhana." The Realisation of Life.
Rabindranath Tagore. Macmillan & Co.
Indian Edition, 1920. সংখ্যা — পৃষ্ঠা।

প্রথম পরিশিষ্ট, ব্রাহ্মধর্ম গ্রন্থ রচনা

দেবেন্দ্রনাথ এই গ্রন্থে নিজ নাম যুক্ত করেন নাই

এই পবিত্র গ্রন্থের রচনা বিষয়ক কিঞ্চিৎ বিবরণ এই পরিশিষ্টে
প্রদান করিতে চেষ্টা করা হইবে। এই কার্যে “শ্রীমন্মহার্ষি
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী” আমাদিগের প্রধান সম্বল।

‘ব্রাহ্মধর্ম’ গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের বচনগুলি যে দিন দেবেন্দ্রনাথ
বলিয়া গেলেন ও অক্ষয়কুমার দক্ষ লিখিয়া লইলেন, (আত্মজীবনী,
১৭৬ পৃষ্ঠা), তখন ১৮৪৮ সাল ; দেবেন্দ্রনাথের বয়স তখন
৩১ বৎসর। যখন তৎপর্যাদির দ্বারা গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ হইল, তখন
১৮৬১ সাল ; দেবেন্দ্রনাথের বয়স ৪৪ বৎসর। এ উভয় ঘটনা
পরম্পর হইতে ১৩ বৎসর ব্যবহিত। দেবেন্দ্রনাথের প্রথম হিমালয়
বাস (১৮৫৭, ১৮৫৮) এই কাল-ব্যবধানের অন্তর্গত।

আমরা ক্ষণপরেই দেখিতে পাইব যে, ১৮৪৮ সালে এই গ্রন্থ
আরম্ভ করিবার পূর্বে দেবেন্দ্রনাথ ১১ বৎসরে (১৮৩৭—১৮৪৮)
তজ্জন্ম প্রস্তুত হইয়াছিলেন। গ্রন্থ সমাপ্ত করিতেও তাহার ১৩ বৎসর
ব্যয়িত হইল। একপ দৌর্বকালব্যাপী পরম শ্রদ্ধাসমবিক্ষিপ্ত সাধনা ও
পরিশ্রমের দ্বারা যে গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইল, দেখা যায় যে তাহাতে তিনি
কুআপি আপনার নাম যুক্ত করেন নাই। রচনিতা সঙ্কলনিতা
কিছী সম্পোদনক, কোন ভাবেই ইহাতে তিনি আপনার নামের
উল্লেখ করেন নাই।

এই গ্রন্থ সম্বন্ধে দেবেন্দ্রনাথের চিত্তে স্বীয় চিন্তা ও পরিশ্রমের

শূতিকে বহু পশ্চাতে রাখিয়া এই পবিত্র অনুভূতিটিই সর্বদা জাগক থাকিত যে, “ত্রাঙ্কধর্মের শাখত সত্যসকল জীবের করণ। করিয়া আমার হৃদয়ে উচ্ছ্বসিত করিয়াছেন, ও তাহাই এ গ্রন্থে ধৃত হইয়াছে।” (আজুজী ১৭৬—১৭৯)। তিনি এ গ্রন্থে আপনার ইন্দ্র অপেক্ষা জীবের প্রেরণ। এত অধিক অনুভব করিতেন, এবং সেই কারণে এ গ্রন্থানিকে একপ সন্ত্বের চক্ষে দর্শন করিতেন যে, ইহাতে নিজ নাম ঘোজন। করিতে তাহার চিন্ত সঙ্কুচিত হইত। এমন কি, আজীবন যত বার তিনি এই গ্রন্থের কোন স্থান উচ্ছ্বসিত করিয়াছেন, প্রত্যেক বারই লিখিয়াছেন, “ত্রাঙ্কধর্ম গ্রন্থে একপ আছে”; কখনও লিখেন নাই, “ত্রাঙ্কধর্ম গ্রন্থে আমি একপ বলিয়াছি।”

এ সংস্করণে তাহার এই ভাব অনুসরণ করা হইল; আধ্যাপক প্রভৃতিতে তাহার নাম যুক্ত করা হইল না।

দেবেন্দ্রনাথের অন্তরে এই গ্রন্থ রচনার প্রয়োজন অনুভূতি

- দেবেন্দ্রনাথের মুক্তাজীবনীতে দেখিতে পাই যে, ১৮৪৩ সালে ত্রাঙ্কধর্ম গ্রন্থ করিবার পর হইতেই তাহার হৃদয়ে এই ধর্ম প্রচার করিবার জন্য ও এই ধর্মাণ্বিত লোকদিগকে মণ্ডলীবদ্ধ করিবার জন্য একটি প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগরিত হইল। তাহার ফলে, তিনি (১) নানা স্থানে ত্রাঙ্কসমাজ স্থাপনের উদ্যোগ করিলেন; (২) তাহাদিগের মধ্যে ধোগস্তুত স্বরূপ হইবে ও তাহাদিগকে

নিত্য উৎসাহিত রাখিবে বলিয়া ‘তত্ত্ববোধিনী’ পত্রিকা প্রকাশিত করিলেন ; (৩) ব্যক্তিগত ও সামাজিক উপাসনার পদ্ধতি রচনা করিয়া দিলেন ; এবং (৪) সকল আঙ্ক ও সকল আঙ্কসমাজ বাহা শ্রকার সহিত পাঠ করিবেন, এমন একখানি গ্রন্থের প্রয়োজন অনুভব করিতে লাগিলেন ।

প্রথমে তাহার আশা হইয়াছিল যে উপনিষদই এইরূপ গ্রন্থ হইবে । কিন্তু ১৮৪৭ সালে কাশীতে গমন করিয়া ও বেদজ্ঞ পণ্ডিতগণের সহিত আলোচনা করিয়া দেবেন্দ্রনাথের মনে দৃঢ় প্রতীতি হইল যে, যে-উপনিষদকে অনেক বিশুদ্ধ তত্ত্ব ও উচ্চ উপদেশের আধার বলিয়া তিনি এত শ্রদ্ধা করেন, তাহার সর্বাংশ একরূপ নহে ; তাহাতে বিশ্বাসের অযোগ্য কথা এবং অসার জন্মনাও অনেক আছে ।

ইহাতে প্রথমে তাহার মনে বড় দুঃখ হইল । পরে নিজেই চিন্তা করিয়া দেখিলেন, দুঃখ করা উচিত নয় । তিনি লিখিতেছেন, “এই উপনিষদ হইতেই প্রথমে আমার হৃদয়ে আধ্যাত্মিক ভাবের প্রতিধৰনি পাইয়াই আমি সমগ্র বেদ এবং সমগ্র উপনিষদকে আঙ্ক-ধৰ্মের প্রতিষ্ঠা করিতে ষষ্ঠ পাইয়াছিলাম ; কিন্তু তাহা করিতে পারিলাম না, ইহাতেই আমার দুঃখ । কিন্তু এ দুঃখ কোন কার্য্যের নহে, যেহেতুক সমস্ত ধনি কিছু স্বর্ণ হয় না ; ধনির অসার প্রস্তরথঙ্গ-সকল চূর্ণ করিয়াই তাহা হইতে স্বর্ণ নির্গত করিয়া লইতে হয় ।” (আঘৰ্জী ১৮^০) ।

দেবেন্দ্রনাথ লিখিতেছেন, “আমার এখন ভাবনা হইল যে,

ত্রাঙ্কদের ঐক্যস্থল তবে কোথায় হইবে ? তত্ত্ব পুরাণ বেদান্ত উপনিষদ্ কোথাও ত্রাঙ্কদিগের ঐক্যস্থল, ত্রাঙ্কধর্মের পত্তনভূমি দেখী যাব না। আমি মনে করিলাম যে, ত্রাঙ্কধর্মের এমন একটি বৌজমন্ত্র চাই যে, সেই বৌজমন্ত্র ত্রাঙ্কদিগের ঐক্যস্থল হইবে” ; এবং “ত্রাঙ্ক-দিগের জন্ত একটা ধর্মগ্রন্থ চাই ।” (আজ্ঞাঞ্জী ১৭১)।

‘বৌজমন্ত্র’ অর্থে দেবেন্দ্রনাথ বুঝিয়াছিলেন, ত্রাঙ্কধর্মের মূল সত্য প্রকাশক সংক্ষিপ্ত অথচ সরল বাক্য। ঈশ্বরের আলোকে একপ বৌজমন্ত্র তিনি যাহা অনুভব করিলেন, ১৮৪৮ সালে তাহা সংকৃত ভাষায় সরল ও স্থুললিত বাক্যে নিবন্ধ করিয়া রাখিলেন ; তাহাই প্রথমে ‘ধর্মবৌজ’ ও পরে ‘ত্রাঙ্কধর্মবৌজ’ নামে পরিচিত হইল। এবং সেই বৎসরই তিনি একখানি ধর্মগ্রন্থ প্রণয়নে প্রবৃত্ত হইলেন ; ক্রমে তাহাই ‘ত্রাঙ্কধর্ম’ গ্রন্থ নামে প্রসিদ্ধ হইল।

এই ধর্মগ্রন্থে কি কি থাকিবে ? প্রথমতঃ, সাহা সকল ত্রাঙ্কই আপনাদের ধর্মের মূল সত্য বলিয়া প্রদার সহিত স্বীকার করিবেন, এবং যাহার সহিত যিনাইয়া ধর্মসম্বন্ধীয় অবাস্তৱ প্রস্তুতকলের মীমাংসা করিবেন, এমন সকল মূল সত্য। দ্বিতীয়তঃ, যাহা উপাসনাকালে নিষ্পত্তি ক্লাপে শ্রদ্ধাপূর্বক পাঠ ও মনন করিয়া ত্রাঙ্কদিগের চিত্তে বিষ্ণ জ্ঞান, ঈশ্বরভক্তি ও সাধুত্বাব উজ্জ্বল থাকিবে, এমন সকল তত্ত্ব ও উপদেশ। ‘ত্রাঙ্কধর্ম’ গ্রন্থের অঙ্গর্গত ‘ত্রাঙ্কধর্মবৌজে’ সেই মূল সত্য, এবং প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে সেই তত্ত্ব ও উপদেশ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

ব্রাহ্ম ধর্মের ভিত্তি উপনিষদ নহে,

— সহজ জ্ঞান ও আত্ম প্রভ্যয়

দেবেন্দ্রনাথ ১৮৬৪ সালে “ব্রাহ্মসমাজের পক্ষবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত” নামক বক্তৃতায় ব্রাহ্মধর্মের প্রকৃতি, রাজা রামমোহন রায় কর্তৃক অবলম্বিত ধর্মপ্রচারের প্রণালী, এবং অ-সম্পাদিত ‘ব্রাহ্মধর্ম’ গ্রন্থ বিষয়ে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা এই অসঙ্গে অণিধান-যোগ্য। এই বক্তৃতা দানের সময়ে ‘ব্রাহ্মধর্ম’ গ্রন্থের সমুদয় অংশ রচিত ও সংশোধিত হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু সম্পূর্ণ গ্রন্থ (বর্তমান আকারে) তখনও মুদ্রিত হয় নাই। দেবেন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন,—“যদিও তিনি [রামমোহন রায়] জানিতেন, ধর্ম প্রচার ও রক্ষার জন্য এক এক আপ্ত পুস্তকের অবলম্বন চাই, কিন্তু তাহার বিশ্বাসের ভূমি সহজ জ্ঞান ছিল; তাহা না হইলে সকল ধর্মের মধ্য হইতে তিনি সার মত্য কেমন করিয়া সংকলন করিলেন? যদিও তিনি ভুবনা করিয়া আত্ম-প্রত্যয়ের উপর লোকদিগকে নির্ভর করিতে বলিতে পারেন নাই, কিন্তু তিনি নিজে আত্মপ্রত্যয় ধারা চালিত হইতেন। ... রামমোহন রায় মনে করিয়াছিলেন, যাহারা বেদ মানে, তাহাদের মধ্যে বেদ রক্ষণ করিয়া পরব্রহ্মের উপাসনা প্রচলিত করা। কিন্তু যাহারা জ্ঞানবিজ্ঞানে উপ্রত হইয়া বেদকে আপ্তবাক্য বলিয়া না মানিবে, তাহাদের মধ্যে কি করা, ইহা তাহার তখন বিবেচনাক্ষেত্রে আইসে নাই। ক্রমে সেই কাল উপস্থিত হইল; ক্রমে বেদের দোষসকল পরিষ্কৃটিত হইয়া পড়িল। তখন আয়োজনে করিলাক

যେ, ବେଦେର ମଧ୍ୟେ ସେ ସତ୍ୟ ଆଛେ, ତାହାଇ ସଂକଳନ କରା । ଏହି ଜଗ୍ତ ହିଁ ବୃଦ୍ଧିର ଲହିଯା ଶ୍ରତି ଶୁଣି ହିଁତେ ଟୌକାର ସହିତ ‘ଆକ୍ଷଦର୍ଶ’ ଗ୍ରହ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଯା ଆକ୍ଷଦର୍ଶେର ବୀଜ ତାହାତେ ଅଞ୍ଚନିବେଶିତ କରା ହିଁଲ । .. ସେ ଧର୍ମ ସହଜ ଜ୍ଞାନ ଓ ଆତ୍ମପ୍ରତ୍ୟୋଗିର ଉପର ନିର୍ଭର କରେ, ମେ ଧର୍ମ ହିଁତେ ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନପଦ୍ଧତି ନିବନ୍ଧ ହୋଯା, ଓ କାର୍ଯ୍ୟତେ ତାହା ପରିଣତ ହୋଯା, ଇହା ପୃଥିବୀର କୋନ ପୂରାବୁନ୍ଦେ ନାହିଁ । ଭାରତବର୍ଷେ କେବଳ ଏହି ନୂତନ ଶୃଷ୍ଟି । ଭାରତବର୍ଷ ବ୍ୟତୀତ ଏମମ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଆର ପୃଥିବୀତେ ନାହିଁ ।”

ଏହି ଗ୍ରହେର ଓ ଭିତ୍ତି ଉପନିଷଦ ନହେ,—ଦେବେନ୍ଦ୍ରନାଥେର ସ୍ଵାମୁଭୂତି । ତବେ ତିନି ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ଡେ ଉପନିଷଦେର ମନ୍ତ୍ର କେନ ଗ୍ରହଣ କରିଲେନ ?

ଉପରେ ଉତ୍ତରିତ ଉତ୍ତି ହିଁତେ ପାଠକ ସ୍ପୃଷ୍ଟଇ ବୁଝିତେ ପାରିବେନ ସେ ଦେବେନ୍ଦ୍ରନାଥେର ଧର୍ମଚିନ୍ତାର ଭିତ୍ତି ଉପନିଷଦ ନହେ ; ତାହା ସହଜ ଜ୍ଞାନ ଓ ଆତ୍ମପ୍ରତ୍ୟୋଗି । ‘ଆକ୍ଷଦର୍ଶ’ ଗ୍ରହ ରଚନାର ପୂର୍ବେ ଆମୁମାନିକ ଏଗାରୋବୃଦ୍ଧିର କାଳ (୧୮୩୭—୧୮୪୮) ଦେବେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଏହି ଭିତ୍ତିତେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଥାକିଯା ସ୍ଵାଯମ ଧର୍ମଚିନ୍ତାମକଳକେ ଏକଟି ଶୃଙ୍ଖଳାଯ ସଜ୍ଜିତ କରିଯା ଲହିତେଛିଲେନ । ମେହି ଚିନ୍ତା-କ୍ରମଇ ‘ଆକ୍ଷଦର୍ଶ’, ଗ୍ରହେ ଅନୁମୂଳିତ ହେଇଥାଇଁଛେ । ଅର୍ଥଚ ଦେଖିତେ ପାଇ, ‘ଆକ୍ଷଦର୍ଶ’ ଗ୍ରହେର ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ଡେ ଉପନିଷଦେର ବଚନମକଳଇ ସଙ୍କଳିତ ; ଦେବେନ୍ଦ୍ରନାଥ ମେ ଥଣ୍ଡେର ନାମଓ ଦିଯାଇଛେ ‘ଉପନିଷଠ’ । ଇହାର କାରଣ କି ? ଇହାର ଏକମାତ୍ର କାରଣ କି ଦେବେନ୍ଦ୍ରନାଥେର ସଂକ୍ଳିତ ଭାଷାର ପ୍ରୀତି ? ତାହା ନହେ ।

দেবেন্দ্রনাথের এবং তাহার কোন কোন সহচরের সংস্কৃত ভাষার প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ এবং ঐ ভাষায় রচিত শাস্ত্রগ্রন্থে গভীর ব্যৃৎপর্ণি ছিল। সংস্কৃত ভাষা তাহার। যে কত ভালবাসিতেন, এবং সুলিলিত সংস্কৃত ভাষা তাহাদের লেখনী হইতে যে কত সহজে নিঃস্ত হইত, তাহার বহু প্রমাণ আছে। একবার তাহারা সংস্কৃত ভাষায় ত্রাঙ্কসমাজের সমগ্র ইতিবৃত্ত প্রণয়নের কল্পনা করিয়াছিলেন। তদ্দিন, দেবেন্দ্রনাথ-রচিত “তশ্চিন্ত প্রীতিস্তুত্য প্রিয়কার্য্যগাধনঞ্চ তমুপাসনমেব” এবং “ত্রঙ্কক্ষপাহি কেবলম্”, এই প্রসিদ্ধ বাক্যস্বরূপই ইহার জ্ঞান্যমান প্রমাণ। আর একটি পরিচয় সম্পত্তি (১৯৩৬) আমাদের হস্তগত হইয়াছে ; পূর্বোল্লিখিত “ত্রাঙ্কসমাজের পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত” নামক বক্তৃতাটির আগুস্ত সুলিলিত সংস্কৃত ভাষায় অনুবাদ (পাঞ্জলিপি) দেবেন্দ্রনাথের ভবন হইতে আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। অতএব, নিজ মনোমত সহজ জ্ঞান ও আত্মপ্রত্যয়ের ভিত্তি অবলম্বন করিয়া, নিজ চিন্তার পর্যায় অনুসরণ করিয়া, নিজের রচিত সংস্কৃত বাক্যে একথানি ধর্মগ্রন্থ প্রণয়ন করা দেবেন্দ্রনাথের পক্ষে কিছুই কঠিন ছিল না। কিন্তু তাহা তিনি করিলেন না। ‘ত্রাঙ্কধর্ম’ গ্রন্থে তিনি চিন্তা-ক্রম রাখিলেন নিজের, কিন্তু ভাষা ব্যবহার করিলেন উপনিষদের। ইহার কারণ আছে।

ঐ এগারো বৎসর কাল দেবেন্দ্রনাথের ধর্মচিন্তার ভিত্তি ও পর্যায় উপনিষদের সহিত না মিলিলেও, তিনি গভীর শ্রদ্ধা ও অভিনিষেশ সহকারে উপনিষদ সকল অধ্যয়ন করেন। ধর্ম-

ଜୀବନେ ଉଦ୍‌ଦେଶକାଳେ ସଥିନ ତିନି ଧର୍ମଜୀବନ ଲାଭେର ଅନ୍ତ ଅତିଶୟକ କ୍ଷାକୁଳ, ଅଧିଚ କେବଳ ଚିତ୍ତା ଦାରୀ ସଥିନ ତୀହାର ଅନ୍ତରେ ସଂଶୟ ଥିଲୁ ହିଇତେବେ ନା, ମେହି ଅନ୍ଧକାରେର ଭିତରେ ତିନି ଉପନିଷଦ୍ବଳ୍କ ‘ଜୀବା ବାଜ୍ଞାମ୍’ ମଙ୍ଗାଟି ହିଇତେହି ପ୍ରଥମ ଆଲୋକ-ରଖି ଆପଣ ହନ । ଇହା ମସ୍ତବ୍ଧ: ୧୮୩୭ ମାର୍ଚ୍ଚିନେ ଘଟିଲା । କ୍ରମେ ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ଣ୍ଣ ହନ୍ତରେ ଉପନିଷଦ ଅଧ୍ୟୟତ୍ନ କରିତେ କରିତେ କେବଳ ଉପନିଷଦେର ବଚନମକଳେର ସମେତ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଉପନିଷଦକାର ଅଧିଗଣେର ମନେରେ ସେଇ ତୀହାର ହନ୍ତରେ ଗଭୀର ଯୋଗ ହ୍ରାପିତ ହଇଯାଏ । ତୀହାର ଚିତ୍ତା ଓ ଯୁକ୍ତିର କ୍ରମ ଉପନିଷଦେର ମନେ ମିଳିଲି ନା ବଟେ; କିନ୍ତୁ ଚିତ୍ତା ଓ ଯୁକ୍ତିକେବେ ମନ୍ୟଲାଭେ ଏକମାତ୍ର ପଥ ବଲିଯା ତିନି ମନେ କରିଲେନ ନା । ମୁଣ୍ଡକ ଉପନିଷଦେର ସେ ମଙ୍ଗାଟି ‘ଆଜ୍ଞାଧର୍ମ’ ଗ୍ରହେ ପ୍ରଥମ ଥଣ୍ଡେ ୪୭ ସଂଖ୍ୟକ ବଚନମକଳିପି ଧୃତ ହଇଯାଛେ, ତଦଶୁସରଣେ ତିନି ବିଶ୍ୱାସ କରିଲେନ ବେ, ସେ-ମାଧ୍ୟକ ଜ୍ଞାନୋଜ୍ଜ୍ଵଳିତ ବିଶୁଦ୍ଧ ହନ୍ତରେ ଧ୍ୟାନମାନ ହନ, ତୀହାର ଚିତ୍ତେ ଜୀବର ସାକ୍ଷାତ୍ ଭାବେ (ଅର୍ଥାତ୍ ଯୁକ୍ତିର ପଥ ଦିଯା ନା ଗେଲେଓ) ପବିତ୍ର ମନ୍ୟମକଳ ପ୍ରକାଶ କରେନ । ଆଜ୍ଞାଜୀବନୀତେ ତିନି ବଲିତେଛେନ, (୧୪୩ ପୃଃ) “‘ଧ୍ୟିରା...ତୁ ହଇଯା ଏକାଗ୍ରମନେ ଜ୍ଞାନମୟ ତପ:ମାଧ୍ୟନେ ରୁତ ହଇଲେନ । ତଥନ ଦେବ-ଦେବ-ପରମଦେବତା ସେଇ ଏକାଗ୍ରମନୀ ହିନ୍ଦୁ-ବୁଦ୍ଧି ଅଧିଦିଗେର ନିର୍ମଳ ହନ୍ତରେ ଆପନି ଆବିର୍ଭୂତ ହଇଯା, ମନ ଓ ବୁଦ୍ଧିର ଅତୀତ ମନ୍ୟେର ଆଲୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଲେନ ।’’

ପ୍ରଥମ ଜୀବନେ ସଥିନ ଦେବେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଅଧିଦିଗେର ଏହି ଅପରୋକ୍ଷାମୁକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହନ ନାହିଁ, ସଥିନ ତିନି ନିଜ ମହାଜୀବନ ଓ ଆଜ୍ଞାପ୍ରତ୍ୟେର ଭୂମିତେ ଦୀଢ଼ାଇଯା ଯୁକ୍ତ ଦାରୀ ସିଙ୍କାନ୍ତ-ମାଲୀ

গ্রথিত করিতেছিলেন, তখন নিজের এক একটি সিঙ্কান্তের সহিত উপনিষদের খবিবাক্যের খিল দেখিয়া পুলকিণ্ড ও আশ্চর্য হইয়া তিনি বলিতেছিলেন, “এ আমার নিজের দুর্বল বুদ্ধির কথা নহে, এ সেই জীবনের উপদেশ ! সে খবি কি ধর্ম, যাহার হৃদয়ে এই সত্য প্রথমে স্থান পাইয়াছিল !” (আঙ্গুজী ৬১)

এই ভাবে এগারো বৎসর কাল দেবেন্দ্রনাথ চিন্তা ও অধ্যয়নে নিযুক্ত থাকেন। এই এগারো বৎসরে দেবেন্দ্রনাথের অন্তরে যুগপৎ হইতি ধারা প্রবাহিত ছিল। চিন্তা ও যুক্তির ধারায় সহায় ছিলেন যুরোপীয় দার্শনিকগণ ; ধর্মানুভূতির ধারায় সহায় ছিলেন উপনিষদের খবিগণ। যুরোপীয় দার্শনিকগণের খণ্ড দেবেন্দ্রনাথ চিরদিন শুক্রকর্ত্ত্বে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন বটে ; কিন্তু তাহার হৃদয়ের একান্ত শুক্রা ও অমুরাগ আলিঙ্গন করিয়াছিল খবিগণকে। ইহার ফল এই হইল যে, নিজের কোন চিন্তা উপনিষদে প্রতিবিহিত না দেখিলে তিনি স্বীকৃত হইতেন না ; নিজের কোন বাণী উপনিষদের ভাষায় বলিতে না পারিলে তাহার ভূষ্ণি হইত না। এইজন্ত যখন ‘ত্রাক্ষধর্ম’ গ্রন্থ (অর্থাৎ তাহার প্রথম খণ্ড) রচনার সময় তাহার মনে উদিত হইল, তখন সঙ্গে সঙ্গে এই পক্ষতিত্ব তাহার অন্তরে নিরূপিত হইয়া গেল যে এই গ্রন্থে আমার কথা বলিব, এবং তাহা আমার চিন্তা-ক্রম অমুসরণ করিয়াই বলিব ; কিন্তু তাহাঁ উপনিষদের খবিগণের ভাষাতে বলিব, স্ব-রচিত নৃতন ধৰ্মাক্যাবলীয় ধারা নহে। (আঙ্গুজীবনীর অর্থোবিংশ পরিচ্ছেদ প্রষ্ঠা)

‘ত্রাঙ্কধর্ম’ গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে উপনিষদের

বাক্য-সকলের নৃতন বিশ্লাস

কিন্তু দেবেন্দ্রনাথের পক্ষে আপনার চিন্তা ও চিন্তা-পর্যায় অব্যাহত রাখিয়া, তাহা প্রাচীন উপনিষদের ভাষায় প্রকাশ করা সন্তুষ্ট হইয়াছিল ?

পূর্বোল্লিখিত এগারো বৎসর কালের মধ্যে উপনিষদের যে সকল মন্ত্র বা মন্ত্রাংশ তাহার চিন্তাধারার সহিত ঝিক্যহেতু তাহার অতি প্রিয় হইয়া উঠিল, তাহা ক্রমে ক্রমে তাহার অন্তরে তাহার চিন্তা-লক্ষ পর্যায়ে সজ্জিত হইয়া যাইতে লাগিল। ‘ত্রাঙ্কধর্ম’ গ্রন্থ রচনার বহু পূর্ব হইতেই অনেক উপনিষদ-মন্ত্র ও মন্ত্রাংশ তাহার অন্তরে এইরূপ নব শৃঙ্খলায় সজ্জিত হইয়া প্রস্তুত ছিল। সে সকল ঝি শৃঙ্খলায় সজ্জিত হইয়া তাহার নিত্য জপের বস্তু হইয়াছিল। ইহার ফল ‘ত্রাঙ্কধর্ম’ গ্রন্থে সুস্পষ্ট। এই গ্রন্থে কয়েকটি এমন বচন দেখিতে পাওয়া যায়, যাহা বিভিন্ন উপনিষদের বিভিন্ন স্থান হইতে গৃহীত নানা বিচ্ছিন্ন মন্ত্রাংশের সমাবেশ ; কিন্তু সেই বিচ্ছিন্ন অংশসকল ভাবে ও ভাষায় এমন চমৎকার রূপে মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে যে, তাহার্দের সমবায়ে রচিত সমগ্র বচন এখন আমাদের মনের তাবে একটি অখণ্ড বাক্যের গ্রায় এক ভাবে ও এক স্বরেই স্পর্শ করে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ ‘ত্রাঙ্কধর্ম’ গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের এই ভিনটি ‘অংশের উল্লেখ করা যায় :— (১) ১০৯ সংখ্যক বচনের অন্তর্গত “অসভো

ম। সদ্গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মাহমৃতৎ গময়,
আবিরাবির্ম এধি, রূদ্র ষৎ তে দক্ষিণৎ মুখৎ তেন মাঃ পাহি নিত্যম্”
এই প্রার্থনাটি। (২) ১৫৬ সংখ্যক বচন, “যশ্চায়ম্ অশ্মিল্লাকাশে
তেজোময়োহমৃতময়ঃ পুরুষঃ, সর্বাহৃতুঃ ; যশ্চায়ম্ অশ্মিল্লাঞ্ছি
তেজোময়োহমৃতময়ঃ পুরুষঃ সর্বাহৃতুঃ ; তম্ এব বিদিষ্ঠাতিমৃত্যুম্
এতি, নাত্তঃ পন্থা বিদ্যতেয়নায়”। (৩) “ওঁ পিতা নোহসি” প্রভৃতি
ত্রিগন্ত্রাঞ্ছিক অর্চনা। ইহার প্রত্যেকটি এদেশে এখন প্রসিদ্ধ ;
ইহার প্রত্যেকটিকে বর্তমান যুগের মানুষের মন অঙ্গে পূজা-মন্ত্র
বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে। উপনিষদের তত্ত্ব-শৈলমালার কয়েকটি
ভগ্ন খণ্ড যেন দেবেন্দ্রনাথের ব্যাকুলভার ও সাধনার প্রবল প্রবাহে
পতিত হইয়া দীর্ঘকাল তদ্বারা আলোড়িত ও সুবিন্দু হইয়া, তাহার
চিন্তার ও ভাবের রস-সংযোগে একত্র গ্রথিত হইয়া, একটি সুদৃঢ়
ও সুমস্তু অঙ্গে প্রস্তরের আকার ধারণ করিয়াছে। এইরূপে
তাহার দ্বারা নৃতন মন্ত্র সৃষ্টি হইয়াছে। এখন ঐ সকল মন্ত্রকে
পুনরায় খণ্ড খণ্ড করিয়া বিভক্ত করিলেই বর্তমান যুগের মানুষের
কাছে বিসন্দৃশ মনে হয়।

দেবেন্দ্রনাথের অস্তরে উপনিষদ্বাকা সকল এত বৎসর ধরিয়া
সজ্জিত ও গ্রথিত হইয়া বিদ্যমান ছিল বলিয়াই, ‘ত্রাঙ্কধর্ম’ গ্রন্থ
রচনার দিনে “তিনি ঘণ্টার মধ্যে” “নদীর শ্রোতের গ্রাম সহজে
সতেজে” তিনি প্রথম খণ্ডের বচনগুলি বলিতে পারিলেন। (আঞ্জী
১৭৬, ১৭৮)।

ପ୍ରେଥମ ସତ୍ୟ ଦେବେନ୍ଦ୍ରନାଥ-କୃତ ସଙ୍କଳନ-ଗ୍ରହ ଆଜି ଲହେ ;

ଠାହାର ହୃଦୟ-ନିଃଶ୍ଵତ ନୂତନ 'ଆଜ୍ଞା ଉପନିଷତ'

ଏଇକ୍କପେ ଆମରୀ ଦେଖିତେ ପାଇ ଯେ, 'ଆଜ୍ଞାଧର୍ମ' ଗ୍ରହ ରଚନାର ପଞ୍ଚାତ୍ମକ ଦେବେନ୍ଦ୍ରନାଥେର ଜୀବନେର ଏଗାରୋ ବର୍ଷମରେର ଗତୀର ଓ ବ୍ୟାକୁଳ ଧର୍ମସାଧନୀ ବିଭୂତିମାନ । ଏହି ରଚନା କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗେ ଠାହାର ଆଜ୍ଞାବନୀତେ (୧୭୯ ପୃଃ) ଏହି ସକଳ କଥା ଆଛେ :—“କେ ଆମାର ହୃଦୟେ ଏହି ସତ୍ୟ-ସକଳ ପ୍ରେରଣ କରିଲେନ ? ‘ଧିରୋ ଯୋ ନଃ ପ୍ରଚୋଦରୀଃ’...ମେହି ଆଗ୍ରହ ଜୀବତ୍ ଦେବତାଇ ଆମାର ହୃଦୟେ ଏହି ସକଳ ସତ୍ୟ ପ୍ରେରଣ କରିଲେନ । ଇହା ଆମାର ଦୁର୍ବଳ ବୁଝିର ମିଳାନ୍ତ ନହେ, ଇହା ମୋହବାକ୍ୟ ଓ ନହେ, ଅଲାପବାକ୍ୟ ଓ ନହେ । ଇହା ଆମାର ହୃଦୟେ ଉଚ୍ଛ୍ଵସିତ ଠାହାର ଏହି ପ୍ରେରିତ ସତ୍ୟ ।”

ବୁଝିର ମିଳାନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା ଉର୍ଜେ ଶିତ ଯେ-ଅପରୋକ୍ଷାହୃତ୍ତିର ଅତ୍ତ ଦେବେନ୍ଦ୍ରନାଥ ପୂର୍ବାବଧି ଉପନିଷତ୍କାର ଧ୍ୟିଗଣକେ ଏତ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିଲେନ, ମେହି ଅପରୋକ୍ଷାହୃତ୍ତିର ଭୂମିତେ ଏ ମଧ୍ୟେ ତିନି ସ୍ଵର୍ଗ ପଞ୍ଚଛିଯାଛିଲେନ ।

ଏହି କାରଣେ ଦେବେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଉପନିଷଦେର ବଚନସଙ୍କଳକେ ସହାନ ହିତେ ଛିନ୍ନ କରିଯା ଆପନାର ମନୋମତ ଭାବେ ପୁନଗ୍ର୍ରେଧିତ କରିଯା ଏକଥିକରିଯାଛେନ ବଲିଯା ଠାହାକେ ସାହିତ୍ୟକ ବିଚାର-ପକ୍ଷତିର ଧାରୀ ବିଚାର କରା ସମ୍ଭବ ନହେ । ତିନି ଏହିଲେ ଗ୍ରହ-ରଚନିତା ବା ସଙ୍କଳନିତା ମାତ୍ର ନହେନ ; ତିନି ସାଧକ, ତିନି ଧ୍ୟି । ତିନି ଅତ୍ରେ ଏଇକ୍କପ ଏକ ଏକଟି ବିମିଶ୍ର ବଚନକେ ଆପନାର ଚିନ୍ତାଧାରାର ମଧ୍ୟେ ଏକ ଓ ଅଧିକ ବଚନକ୍ରମେ ଦୀର୍ଘକାଳ ଧାରଣ କରିଯାଛେନ ; ଏବଂ ମେହି ଦୀର୍ଘକାଳେର ଅନ୍ତେ ତାହାକେ

ক্ষয়াপন্নাজ্ঞা উক্তি বলিয়া (উপনিষৎকার আবির বচন বলিয়া মূল)
‘আঙ্গাধৰ্ম’ গ্রন্থ নিবন্ধ করিয়াছেন ।

এই কারণেই তিনি এ গ্রন্থের কুআপি কোনও লোকের মূল
নির্দেশ করেন নাই । বচনগুলি এই গ্রন্থে ধৃত হইবার পর আর
আচীন উপনিষদের মন্ত্রক্ষেত্রে পাঠকগণের নিকটে উপস্থিত হইবে না,
তাহার হৃদয়-নিঃস্ফুর্ত নৃতন ‘আঙ্গী উপনিষদের’ বচন ক্ষেত্রেই উপস্থিত
হইবে, ইহাই তাহার অভিপ্রায় ছিল ।

তাহার অভিপ্রায় অঙ্গসরণ করিয়া আমরাও বর্তমান সংস্করণে
বচনাবলীর মূল গ্রন্থমধ্যে নির্দেশ করিলাম না । দ্বিতীয় পরিশিষ্টে
সেই মূল-নির্দেশক যে তালিকা দেওয়া হইল, তাহা দেখিলে পাঠক
বুঝিতে পারিবেন, কত পরিশ্রম পূর্বক, কত গ্রন্থ হইতে দেবেন্দ্রনাথ
বচনসকল সংগ্রহ করিয়াছিলেন ।

আঙ্গসমাজের ইতিহাসে ‘আঙ্গাধৰ্ম’ গ্রন্থের স্থান

এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইলে দেবেন্দ্রনাথের অভিপ্রায় (৩৫১, ৩৫২
পৃঃ প্রষ্ঠব্য) আশাতীত ক্ষেত্রে পূর্ণ হইল । সমুদয় আঙ্গসমাজে
উপাসনা-কালে ইহা পঠিত হইতে লাগিল । আঙ্গসমাজের সঙ্গে
যাহাদের যোগ ছিল, তাহাদের নিকটে, এবং তুষ্ণিভূত অন্ত অনেক
লোকের নিকটে, ইহা পরম সমাদরের সামগ্ৰী হইয়া দাঢ়াইল ।
আঙ্গ হইতে হইলে কিঙ্কপ মাতৃষ হইতে হয়, তবিষয়ে সাধারণের
মনে যে সংকলন ভিত্তিহীন ও অধোক্ষিক ধারণা ছিল, এই গ্রন্থের
পৰিত্র বচন ও উপনিষৎ সংকলনের দ্বাৰা তাহা দূরীভূত হইয়া

তৎপরিবর্তে অতি উচ্চ ধারণা উৎপন্ন হইতে লাগিল। দেশের শ্রেষ্ঠ লেখকগণ ইহার বচন অবলম্বন করিয়া প্রবন্ধ ও গ্রন্থ রচনা করিতে লাগিলেন। সর্বত্র ত্রাঙ্কসমাজের আচার্যগণ ইহার বাক্য অবলম্বন করিয়া উপদেশ দিতে লাগিলেন। পরম্পরাকে উপহার দিবার জন্ম শুধীসমাজে ইহা আদরণীয় গ্রন্থ হইয়া দাঢ়াইল। স্বয়ং দেবেন্দ্রনাথ এই পুস্তকের বহু খণ্ড বিতরণ করিলেন। পূর্বে বেদ অধ্যয়নের জন্ম ছাত্রবৃত্তি দেওয়া হইত; ১৮৫২ সালের জানুয়ারী মাসে দেখিতে পাঠ, ১২।।। জন ছাত্র দেবেন্দ্রনাথের নিকটে এই গ্রন্থই অধ্যয়ন করিতেছেন; তবাধ্যে কয়েক জন বৃত্তি-প্রাপ্ত ছাত্রও রহিয়াছেন।

ত্রাঙ্কসমাজের ‘উপাচার্য’ প্রস্তুত করিবার জন্ম ও দেবেন্দ্রনাথ ‘কয়েকজন লোককে এই পুস্তকের অন্তর্গত (স্বাধ্যায় সমেত) ‘ত্রঙ্কোপাসনা’ অংশ বিশুদ্ধ স্বরে পাঠ করিবার শিক্ষা দান করিতে লাগিলেন। কষ্টস্বর ও উচ্চারণ তাহার মনোমত না হওয়া পর্যন্ত তিনি কাহাকেও ‘উপাচার্য’ পদে নিযুক্ত করিতেন না।

এইরূপে এই গ্রন্থ প্রচারের ফলে সে যুগে ত্রাঙ্কসমাজের জীবন অনেক অধিক সতেজ তৈয়া উঠিল। উৎসবাদি সরস হইতে লাগিল এবং ত্রাঙ্কসমাজের সংগ্রাম ও ত্রাঙ্কের সংখ্যা ক্রমশঃ বৰ্কিত হইতে লাগিল।

১৮৬২ সালে কেশবচন্দ্র মেন গহাণায়কে আচার্যাপদে বরণ করিবার সময় দেবেন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন,—“এই ‘ত্রাঙ্কধর্ম’ গ্রন্থ গ্রহণ কর। যদিও হিমালয় চূর্ণ হইয়া ভূমিসাংহয়, তথাপি ইহার

একটি মাত্র সত্য বিনষ্ট হইবে না। যদি দক্ষিণ সাগর শুষ্ক হইয়া
যায়, তথাপি ইহার একটি সত্ত্বেও অন্তথা হইবে না।”

সে যুগে অক্ষয়কুমার দত্ত, অযোধ্যানাথ পাকড়াশী, বেচারাম
চট্টোপাধ্যায়, রাজনারায়ণ বসু প্রভৃতি যাহারা ত্রাঙ্কসমাজে উপদেশ
দান করিতেন, সকলেই এই গ্রন্থের বচন অবলম্বনে তাহা করিতেন।
ত্রঙ্কানন্দ কেশবচন্দ্রও এক সময়ে সেকল করিয়াছিলেন।

স্বয়ং দেবেন্দ্রনাথ ১৮৬০ সালের ২৫শে জুলাই হইতে আরম্ভ
করিয়া কিছুকাল পর্যন্ত কলিকাতা ত্রাঙ্কসমাজের বেদী হইতে এই
গ্রন্থের বচন অবলম্বনে কয়েকটি অমৃতময় ব্যাখ্যান দান করেন;
তাহাই পরে ‘ত্রাঙ্কধর্মের ব্যাখ্যান’ নামে গ্রন্থাকারে নিবন্ধ হইয়া
প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। কলিকাতা ত্রাঙ্কসমাজ ব্যতীত অন্তর্গত
স্থানে যখন তিনি উপদেশ দান করিতেন, তখনও অধিকাংশ সময়ে,
হয় এই গ্রন্থের বচন, নয় উপনিষদের অন্ত কোন বচন অবলম্বনে
তাহা করিতেন। ভবানীপুর ত্রঙ্কবিহালয়ে তাহার প্রদত্ত উপদেশা-
বলৌতেও এই গ্রন্থের বচনের ব্যাখ্যা আছে।

পরবর্তী কালে আচার্য শিবনাথ শাস্ত্রী অনেক সময়ে এই গ্রন্থের
এক একটি বচন বিশদ ভাবে বিশ্লেষণ করিয়া সাধারণ ত্রাঙ্কসমাজে
উপদেশ দান করিয়াছেন। তাহার ১৮৯৫ হইতে ১৯০০ সাল
পর্যন্ত পাঁচ বৎসরে প্রদত্ত যে সকল উপদেশ ‘ধর্মজ্ঞীবন’ নামক তিনি
খণ্ড গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার অনেকগুলি ‘ত্রাঙ্কধর্ম’ গ্রন্থের
কোন নই কোন বচনের ব্যাখ্যা।

কবি রবীন্দ্রনাথ তাহার ‘শাস্ত্রনিকেতন’ নামে প্রকাশিত

ଉପଦେଶାବଳୀତେ, ଏবଂ 'Sadhana' ଓ 'Personality' ଆମେ ଅକାଶିତ ଇଂରେଜୀ ଅବକ୍ଷମାଳାଯା ଏ ଗ୍ରହେର ଅନେକ ସଚିତ୍ରର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଯାଇଛେ ।

ଯହିରି, ଆଚାର୍ୟ ଶିଧନାଥେର ଓ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥେର ଐ ସକଳ ପୁନ୍ତକେ ସେ ସେ ହାନେ ଏହି ଗ୍ରହେର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଅଭ୍ୟାସ ଆଛେ, ତାହା ଏହି ସଂକ୍ଷରଣେର 'ବ୍ୟାଖ୍ୟା-ଶ୍ଳୋଟୀ' ନାମକ ତୃତୀୟ ପରିଶିଷ୍ଟେ ଅନୁର୍ଦ୍ଧିତ ହିଲ । ଏହି ସଂକ୍ଷରଣେର 'ବ୍ୟାଖ୍ୟା-ଶ୍ଳୋଟୀ' ନାମକ ତୃତୀୟ ପରିଶିଷ୍ଟେ ଅନୁର୍ଦ୍ଧିତ ହିଲ ।

ଏଇରୂପେ ଏହି ଗ୍ରହେର ଅମୃତୋପଥ ବଚନସକଳେର ଅଧ୍ୟବନ ଓ ଅନନ୍ତରେ ଧାରାଟି ଏ ଦେଶେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବାହିତ ହିଲା ଆସିଯାଇଛେ । ଭବିଷ୍ୟତେଭେ ବହୁକାଳ ପ୍ରବାହିତ ଥାକିବେ ।

ଆଚୀନ ଉପନିଷତ୍କାର ଧ୍ୟାନଗଣେର ଭାବଧାରା ଏବଂ ଏ ଯୁଗେର ପରମ-ଧ୍ୟାନ ଦେବେନ୍ଦ୍ରନାଥେର ଭାବଧାରା, ଉତ୍ୟେର ସଞ୍ଚିତ ହେତୁ ଏ ଗ୍ରହ ଆମାଦେର କାହେ ଅତି ପବିତ୍ର । ହିମାଲୟେର ସେ-ପ୍ରଦେଶ ହିତେ ସମଭୂମିର ଓସଧି ଓ ଗିରିପୃଷ୍ଠର ସନ୍ତ୍ଵନ୍ତ ଯୁଗପୁଣ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହସ୍ତ, ଏବଂ ଅପର ସେ-ପ୍ରଦେଶ ହିତେ ଦୃଷ୍ଟି ହସ୍ତ ସେ ତୁର୍ମାରମୟ ଶ୍ଵେତ ପର୍ବତ ସକଳ ହିତେ ନିଃନୃତ ହିଲା ଏକଦିକେ ପୂର୍ବଗାମିନୀ ବ୍ରଜପୁତ୍ର-ଧାରା ଓ ଅପର ଦିକେ ପଶ୍ଚିମଗାମିନୀ ସିଙ୍କ-ଧାରା ପ୍ରବାହିତ ହିଲା ଚଲିଲ, ସେଇ ସକଳ ହାନେର ଛବି, ଏବଂ ତଥାର ସେଇ ଅକ୍ଷର ପୁରୁଷେର ମନନେ ନିମିଶ ଧ୍ୟାନିଗେର ଛବି, ଏହି ଗ୍ରହ ପାଠ କାଳେ ଆମାଦେର ମନଶ୍ଚକ୍ଷେ ଉତ୍ୱାନିତ ହିଲା ଉଠେ; ଆବାର, ସେଇ ପୁଣ୍ୟ-ଭୂମି ଧ୍ୟ-ଭୂମି ହିମାଲୟେ ବିଚରଣଶୀଳ ମହି ଦେବେନ୍ଦ୍ରନାଥେର ବ୍ରଜାକୁତ୍ୱତିତେ ଦୀପ-ମୁଖତ୍ରୀର ଆମାଦେଶ ମନଶ୍ଚକ୍ଷେ ଉଚ୍ଚଳ ହିଲା ଉଠେ । ଏ ଗ୍ରହ ଆମାଦେଶ ଅନ୍ତରେ

কিন্তু এবিত্ত অত্য সকলেরই স্পর্শ দান করে না ; ধর্মাধিতে গুণীয় এক অন্ম মানুষের আশের তত্ত্ব স্পর্শও যেন অমান করে। সেই স্পর্শের দ্বারা অসুস্থাপিত হইয়া পাঠ করিলেই ইহার পাঠ সার্থক হয়।

এ গ্রন্থের ছিলো খণ্ডের কোন কোন বচনে যেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের চরিত্রের ছবি দেখিতে পাওয়া যায়। ৪৯ সংখ্যক বচনের সীমা বশ ও পৌরুষ গোপনে রাখা ; ৭৬ সংখ্যক বচনের তিতিক্ষা, ধর্মে নিষ্ঠা দৃঢ়তা ও সকল মানুষের 'যথাৰ্থ প্রতিপূজা' ; ৯৭ সংখ্যক বচনের বিপদে অবাধিত, নিষ্ঠ্য উদ্দ্যোগী ও অপ্রমত্ত প্রকৃতি,—এ সকল যেন দেবেন্দ্রনাথেরই চরিত্রের ছবি।

বর্ণমান সংস্করণে বচনাবলীর মূল নির্দেশের উদ্দেশ্য

দেবেন্দ্রনাথ সঙ্কলিত 'ত্রাঙ্কধর্ম' গ্রন্থানি টীকা, বঙামুবাদ ও তাৎপর্য দ্বারা অলঙ্কৃত হইবার পর একাপ হৃদয়গ্রাহী হইল যে, সে যুগে বঙাদেশের বহু লোক ইহারই সাহায্যে উপনিষদের স্বার গ্রহণে প্রবৃত্ত হইলেন। মূল উপনিষদ তখন হস্তাপ্য ছিল। যাহাদের কোনও প্রসঙ্গক্রমে উপনিষদ-বচন উন্নত করিবার প্রয়োজন হইত, তাহারা দেবেন্দ্রনাথের অভিপ্রায়ের বিস্তৃকাচরণ করিয়া (৩৩১ পৃষ্ঠা জষ্ঠব্য) এই গ্রহ হইতেই তাহা উন্নত করিতেন। ইহার ফলে কখনও কখনও এমন হইত যে, 'ত্রাঙ্কধর্ম' গ্রন্থের বিষিঞ্চ বচন সকলকে মূল উপনিষদের অবিকল বচন বলিয়া লোকে তুল করিত।

কিন্তু এখন দেশে উপনিষদ-চর্চা ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইয়া চলিয়াছে। মূল উপনিষদ সকলকে টীকা ও অনুবাদের সাহায্যে সহজেরোধ্য করিবার

অনেকে প্রকাশ করিতেছেন। বিশেষতঃ পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বজ্ঞ
সম্পাদিত সংস্করণ হইতে অনেক পাঠক মূল উপনিষদের স্বাদ গ্রহণ
করিয়া তৃপ্তি হইতেছেন। বর্তমান কালে ‘ত্রাক্ষধর্ম’ গ্রন্থ পাঠ
করিবার সময়ে আনুষঙ্গিক রূপে মূল উপনিষদের স্বাদ গ্রহণ
করা সন্তুষ্টব*। এই ভাবে পাঠ করিলে এ গ্রন্থ অধ্যয়নের বিমল
আনন্দ যে কত বৰ্দ্ধিত হয়, পূর্বেই তাহা উল্লেখ করা হইয়াছে।
এই ভাবে পাঠ করিবার কিঞ্চিং সহায়তা হইবে বলিয়া বর্তমান
সংস্করণের দ্বিতীয় পরিশিষ্টে ‘ত্রাক্ষধর্ম’ গ্রন্থে ধৃত বচনাবলীর মূল
নির্দেশ করিয়া দেওয়া হইল। ‘উপনিষৎ’ নামক প্রথম খণ্ডের
সমস্ত বচনের মূল, এবং ‘অনুশাসন’ নামক দ্বিতীয় খণ্ডের কয়েকটি
ব্যতৌত সমুদয় বচনের মূল তথায় নির্দেশ করা হইয়াছে।

এই গ্রন্থের বিভিন্ন অংশের রচনা ও ঘোজনা

এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ড (‘উপনিষৎ’) ১৮৪৮ সালে নামা
উপনিষদ হইতে, এবং দ্বিতীয় খণ্ড (‘অনুশাসন’) ১৮৪৯ সালে
মহাভারত, মুসুমি সংহিতা ও অগ্নাত্ম শাস্ত্রগ্রন্থ হইতে সংকলিত হয়।

* এই ভাবে মূল উপনিষদের সহিত যোগ রক্ষা করিয়া সমগ্র ‘ত্রাক্ষধর্ম’
এই কলিকাতা সাধারণ ত্রাক্ষসমাজ-সংস্কৃত সাধনাশ্রমের একটি পাঠ গোষ্ঠীতে
একবার পাঠ করা হইয়াছিল। তথ্যে ‘ত্রাক্ষধর্মবোজ’ হইতে আরম্ভ করিয়া
প্রথম খণ্ডের অগ্নাত্মের পঞ্চদশ বচন পর্যন্ত, মেই পাঠের তাবৎ অসঙ্গ ও
ব্যাখ্যা প্রভৃতি, সাধারণ ত্রাক্ষসমাজ কর্তৃক প্রকাশিত ‘তত্ত্বকৌমুদী’ পত্রিকার
এই কয় সংখ্যায় মুক্তি আছে:— ১৮৪৫ শকের ১লা অগ্রহায়ণ, ১৬ই অগ্রহায়ণ,
১লা পৌষ, ১৬ই পৌষ; ১৮৪৬ শকের ১লা বৈশাখ, ১৬ই জৈষ্ঠ, ১লা আবাঢ়,
১৬ই আবাঢ়, ১৬ই আবণ, ১৬ই তাত্র; ১৮৪৭ শকের ১লা তাত্র, ১৬ই তাত্র,
১লা আবিন, ১৬ই আবিন, ও ১লা অগ্রহায়ণ।

প্রথম পরিশিষ্ট, ‘ত্রাঙ্কাধর্ম’ গ্রন্থ রচনা ৩৬৭

১৮৫০ সালে সংস্কৃত অস্বয়মুখীন টীকা সহ এই গ্রন্থ প্রথম প্রকাশিত হয়। টীকা সম্ভবতঃ কোনও পণ্ডিত কর্তৃক দেবেন্দ্রনাথের অভিপ্রায় অনুসারে লিখিত।

অতঃপর দেবেন্দ্রনাথ প্রত্যেক শ্লোকের বঙ্গানুবাদ ও তৎসহ একটি শুদ্ধ ব্যাখ্যান (‘তাৎপর্য’) প্রকাশিত করা আবশ্যিক বোধ করিলেন। এ কার্যে তিনি প্রথমে অক্ষয়কুমার দভের কিছু কিছু সাহায্য ও পরে রাজনারায়ণ বস্তুর প্রচুর সাহায্য প্রাপ্ত হন। ১৮৫২ সালের মে মাসের একখানি পত্রে দেবেন্দ্রনাথ প্রথম খণ্ডের প্রথম অধ্যায়ের শ্লোকগুলির নীচে বঙ্গানুবাদ ও তাৎপর্য লিখিয়া মেদিনীপুরে রাজনারায়ণ বস্তুর নিকটে তাঁহার “অবলোকন ও সংশোধনের” নিমিত্ত প্রেরণ করেন। এই পত্রে প্রথম উত্তমে লিখিত যে ‘ব্যাখ্যান’ (পরে ‘তাৎপর্য’ নামে পরিচিত) দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা অনেক বৰ্কিত ও সংশোধিত হইয়া বর্তমান আকার ধারণ করিয়াছে। রাজনারায়ণ বস্তু-কৃত সংশোধনে দেবেন্দ্রনাথ এত প্রীত হন যে, অতঃপর প্রধানতঃ তাঁহারই সাহায্য লইয়া প্রথম খণ্ডের তাৎপর্য সম্পূর্ণ করা হয়।

দ্বিতীয় খণ্ডের বচনসকলের সঙ্কলনে ও তাহার তাৎপর্য রচনায় প্রধানতঃ পণ্ডিত অযোধ্যানাথ পাকড়াশী দেবেন্দ্রনাথকে সাহায্য করেন।

কিন্তু কি সংস্কৃত টীকা, কি বঙ্গানুবাদ, কি তাৎপর্য, সবই দেবেন্দ্রনাথ স্বয়ং পুনঃ পুনঃ সংশোধন, পরিবর্তন ও পরিবর্দ্ধন করিয়া সম্পূর্ণ নিজের মনোমত করিয়া লইতেন; নতুবা তাঁহার তৃপ্তি হইত

वा। ‘आकृद्धर्म’ ग्रंथे अस्तेर हास्त आहे वटे, किंतु इहार वडवा, शूभ्रला, भाव, व्याख्या ओ अधिकांश झाले तावा पर्याप्त, अस॒ देवेन्नाथेरहे।

१८५४ सालेर मार्च (१७७५ शकेर चैत्र) मासे उत्तरोधिनी पत्रिकाऱ्य ‘आकृद्धर्म’ ग्रंथेर प्लोक ओ ज्ञ॒मह वङ्गामुवाद मूल्यित हइते आरम्भ हऱ्य। १८६१ साले मे (१७८३ शकेर जैष्ठ) मासे त्र॒ पत्रिकाऱ्य धारावाहिक क्रपे ‘तांपर्य’ अकाशित हइते आरम्भ हऱ्य। ‘तांपर्य’-युक्त ‘आकृद्धर्म’ ग्रंथ इतःपूर्वेहि मूल्यित हइलाहिल। (एই परिलिप्तेर ३७१, ३७२ पृः जृष्टव्य)। किंतु एथन सेहि ‘तांपर्य’ पूनः संशोधित हऱ्याअकाशित हऱ्यल।

इहार पर वह्दिन पर्याप्त ए ग्रंथे कोन परिवर्त्तन वा परिवर्द्धन हऱ्य नाहे। १८८३ साले गच्छ्री पर्वते वासकाले देवेन्नाथ अथम थंडे (वर्तमान १३८ संख्यक) “तद्विषेणः परमः, पदः” अङ्गति वचनटि युक्त करेन। (एই परिलिप्तेर ३७०, ३७४, ३७५ पृष्ठा एवं आश्वज्जीवनीर १७९ पृष्ठा जृष्टव्य)। इहाई देवेन्नाथेर हंडे ए ग्रंथेर शेष संक्षार।

देवेन्नाथ कळूमन धीरे धीरे, एवं अङ्गोकटि वक्तु केमन निखूँत करिऱ्या, ताहार एक एकटि कार्य समाप्त करितेन, ‘आकृद्धर्म’ ग्रंथ ताहार अङ्गूष्ठ निर्दर्शन।

‘आकृद्धर्म’ ग्रंथेर विभिन्न संस्करण

१। एই ग्रंथेर आचीनतम ये संस्करण आमादेर दृष्टिपথे आसिवाहे ताहा बेहाला-निवासी यगीर वेचाराम चट्टोपाध्याय

প্রথম পরিশিষ্ট ‘ত্রাঙ্গন্ধর্ম’ প্রস্তু রচনা ৩৬৯

মহাশয়ের প্রস্তাবনারে রক্ষিত। কিন্তু মেটি সর্বপ্রথম সংস্কৃত
কি না, তাহা বলা কঠিন; কারণ, তাহার আধ্যাপত্রে বেচারাম
বাবুর পুত্র অগোয় চিন্তামণি বাবু লিখিয়া রাখিয়াছেন, “First
Edition, Bengali and Sanskrit, 1849—50”। এই
পুস্তকখনির কাগজ ও ছাপা অতি পুরাতন। কিন্তু ইহার মুদ্রণাব্দ
১৯০৭ সংবৎ (= ১৪ মার্চ ১৮৫০ হইতে ১ এপ্রিল ১৮৫১),
এবং ইহা কেবল সংস্কৃত ভাষায় ও দেবনাগর অক্ষরে মুদ্রিত;
“Bengali and Sanskrit” নয়। এজন্য এটি প্রথম সংস্কৃত
না হইতেও পারে।* এখন এই পুস্তকের বিবরণ লিখিত হইতেছে।

ইহাতে কেবল মূল ও সংস্কৃত টৌকা আছে। ইহার আকার
৭"× ৪"; পত্রসংখ্যা ১২৬+১২। আধ্যাপত্রে আছে, “কলিকাতা
সংস্কৃত যন্ত্রে মুদ্রিতঃ সংবৎ ১৯০৭।”

ইহার বিষয়-সম্বিবেশ এইরূপ :— প্রথম খণ্ড ও দ্বিতীয় খণ্ড
(১—১২৬ পৃঃ)। ইহার পর ধর্মবীজম্ ; ‘ত্রাঙ্গন্ধপ্রতিজ্ঞা’ ;
‘প্রতিজ্ঞাস্তুরণার্থ-শ্লোকাঃ’ ; ‘অথ সংজ্ঞপত্রক্ষোপাসনা-প্রকরণম্’ ;
‘প্রাতঃস্মর্ত্তব্যম্’। (এ সকলের পত্রাঙ্ক, পুনরায় ১ হইতে গণনা
করিয়া ১২ পর্যন্ত)।

* ইহা যে সর্বপ্রথম সংস্কৃত নয়, তাহা ১৩৫৫ সালের উক্তকৌমুদীতে
বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে। ঐ সালের ১লা বৈশাখের, ১৬ই দৈক্ষেণ্ড, ১লা
আষাঢ়ের, ১লা ও ১৬ই আবণ্ণের ১লা ও ১৬ই তাজের উক্তকৌমুদী ছাটুবা।

সর্বপ্রথম সংস্কৃত ভাষায় কিন্তু বাংলা অক্ষরে। ১৭৭২ সালের ১লা
আবিন অকালিত হয়। তার বিবরণ পরিশিষ্টের শেষে অভিরিক্ষ পরিশিষ্টকণ
দেয়া গেল।

অত্তেক অধ্যায়ের পুনৰুৎসূক বচন একটোনা তাহাকে শুন্ধিত ; সংবল
করা নাই। টোকাতে মুলের শব্দ ও ব্যাখ্যার শব্দ কোনও রূপে
পুনৰুৎসূক করা নাই। বর্তমান ‘শাস্তিপাঠ’ শব্দ যোগ্যিত হয় নাই।
অথব খণ্ডে (বর্তমান ১৩৮ সংখ্যক) ‘ত্বিষ্ফোঃ পরমৎ পদ্মৎ’
ইত্যাদি বচনটি উপরে ধোঁজিত হয় নাই। অথব খণ্ডের সমাপ্তি-
সূচক ‘উত্তা ত উপনিষৎ’ ইত্যাদি (বর্তমান ১৩৭ সংখ্যক)
বচনের পরিবর্তে, অথব দ্বিতীয় খণ্ড উভয়ের সমাপ্তিসূচক
অকহ বচন (‘এব আদেশঃ’ ইত্যাদি, বর্তমান দ্বিতীয় খণ্ডের
১৩৮ সংখ্যক) বচন রহিয়াছে।

দ্বিতীয় খণ্ডে অথবে ১৭টি অধ্যায় ছিল। অথবে বে চতুর্থ
অধ্যায় ছিল, তাহা পরে বর্জিত হয় (আঙ্গুষ্ঠী ১৮১ পৃঃ প্রষ্ঠব্য)।
সেই অধ্যায়ে ৬টি শ্লোক ছিল ; তাহার বিষয় ছিল, আহার পান
(অভূতিতে সংবর্মণ)। আমাদের দৃষ্ট পুস্তকখানিতে তৃতীয় অধ্যায়ের
শরবর্তী অভ্যোক অধ্যায়ের শেষে “ইতি দ্বিতীয় খণ্ড [অসুকঃ]
অধ্যায়ঃ” অভূতি কথাগুলির উপরে এক সংখ্যা কমাইয়া মৃত্যন
শুন্ধিত কাগজ সঁটিয়া দিয়া অধ্যায়-সংখ্যা ১৬ করা হইয়াছে।

দ্বিতীয় খণ্ডে (বর্তমান ৬৪ সংখ্যক) ‘অক্রোধেন অরেং
ক্রোক্রম’ ইত্যাদি বচনটি এই গ্রন্থে নাই ; এটি ইহার পরে
যোজিত হয়।

এই পুস্তকে যাহা ‘ধৰ্মবৌজম্’, তাহাই পরে ‘ত্রাঙ্গধৰ্মবৌজম্,
ক্ষাত্রে অসিক্ষ হইয়াছে। ইহার বর্তমান দ্বিতীয় বচনের ‘স্বত্ত্বম্’
হালে এই পুস্তকে ‘আনন্দম্’ ও ‘সর্বশক্তিমৎ’ হালে ‘বিচিত্-

प्रतिष्ठेः' पाठ आहे; एवं 'सर्वब्यापी', 'सर्वात्मम्', 'अद्यम्';
'पूर्णम्', 'अप्रतिष्ठम्' शब्दांशुलि नाही।

‘आक्षयप्रतिज्ञा’ वर्तमान काले ‘आक्षयर्थप्रहगम्’ नामे असिला। एই ग्रन्थेर 'आक्षयप्रतिज्ञार' प्रथमे आहे, “तु अमूक-शके,
अमूक-मासि, अमूक-दिवसे, आक्षयर्थं गृह्णामि”। १३ अतिज्ञाते
वर्तमान 'उपासिष्ये' इताने 'उपास्तामि', ओ ३५ अतिज्ञाते
'समाधान्ते' इताने 'समाधान्तामि' आहे; एवं ७५ अतिज्ञाते
'वथाशक्ति किञ्चित्' ए छृष्टि शब्द नाही।

‘अथ सज्जेप-त्रिकोपासनाप्रकरणम्’ अंशे एहे सकले विवर
आहे:—‘तु वो देवोहम्पो’ मन्त्रिति; ‘तु सत्यं तानम्’ अत्तिति
तितिति मन्त्रांश; ‘स पर्यगाऽ’ हइते ‘मृत्युर्धावति पक्षमः’ पर्यात्ति
तितिति मन्त्र; तेपरे, ‘उक्तत्रितिनिष्पत्तार्थः’ नामे आठ पंक्ति
संख्यत गढत; त्रोत्रम् (‘तु नमस्ते’ अत्तिति); ‘प्रार्थना’,
केवल ‘असत्तो मा...पाहि नित्यम्’ एहे संख्यत प्रार्थनाति);
‘गायत्री’ ओ ताहार संख्यत टौका; ‘पाठात्रितिः’, अर्थात् वर्तमान
'साध्यामेर' प्रथम हइते 'न वित्तेति कदाचन, तु शास्तिः शास्तिः
शास्तिः हरिः तु' पर्याप्त वाक्यावली; उहा उदात्तादि श्वरचिह्नयुक्त।

‘प्रतिज्ञाप्तर्णार्थलोकाः’ ओ ‘आतःस्तुव्यम्’ ए छृष्टि अंश
अ पृष्ठके वर्तमान संख्यणेर सम्पूर्ण अजूनप।

२। प्रथम ठांडला सूत्रकल्पे। (प्रथम खण्ड मात्र)।
आमादेर मृष्ट पुस्तकानिंते आख्यापत्र नाही; सन्तवतः १८५४
साले मूलित। अंतोपाप्त वांडला अकर्त्रे। संख्यत दूल वचनांशुलि

সংখ্যা-যুক্ত । তাঁর নীচে সংস্কৃত ঢীকা । তাঁর পর বঙ্গামুবাদ । তাঁর পর বাংলা তাংপর্য । সুতরাং ‘তাংপর্য’ সমেত সম্পূর্ণ গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ইহা প্রথম সংস্করণ । ৬½"× ৪"; ২২৬ পৃষ্ঠা ।

বিষয়-সংলিপ্তি,—ইহাতে কেবল প্রথম খণ্ড আছে ; অন্ত কিছুই নাই ।

এই পুস্তকে যে ‘তাংপর্য’ মুদ্রিত আছে, তাহা ১৮৯২ সালে রাজনারায়ণ বাবুকে লিখিত পত্রের (এই পত্রিশিষ্টের ৩৩৩, ৩৩৪ পৃঃ দ্রষ্টব্য) অন্তর্গত ‘তাংপর্য’ অপেক্ষা অধিক বিস্তৃত বটে ; কিন্তু এই ‘তাংপর্যও’ পরে আবার দেবেন্দ্রনাথ কর্তৃক ‘সংশোধিত হয় ।

৩। হিন্দী সংস্কৃতণ । মুদ্রণকাল, ১৯১৬ সংবৎ (= ৪ এপ্রিল ১৮৯৯ হইতে ২২ মার্চ ১৮৬০) । আকার, ৭"× ৪"; ২+৬৩+৪ পৃষ্ঠা । আধ্যাপত্রে আছে, “কুলিকাতা সংস্কৃত ব্রহ্ম, সংবৎ ১৯১৬।” আগ্নোপাস্ত দেবনাগর অক্ষরে । ‘ত্রাঙ্কধর্মবীজম্’ ভিন্ন অন্ত কিছুরই সংস্কৃত বচন নাই ; কেবল হিন্দী অমুবাদ আছে । ।

বিষয়-সংলিপ্তি,—ত্রাঙ্কধর্মবীজম্ (সংস্কৃত), ত্রাঙ্কধর্মবীজ (হিন্দী),—১, ২ পৃঃ । প্রথম খণ্ড ও দ্বিতীয় খণ্ড, হিন্দী অমুবাদ, (১—৬৩ পৃঃ) । ‘ত্রাঙ্কপ্রতিজ্ঞা’, ‘সংক্ষেপ ত্রঙ্কোপাসনা ও ‘প্রাতঃস্মরণীয়’ ; এই তিনটি কেবল হিন্দীতে (১—৪ পৃঃ) ।

এই পুস্তকে ‘ধর্মবীজম্’ স্থানে ‘ত্রাঙ্কধর্মবীজম্’ নাম, এবং তাহার

সংস্কৃত বচনগুলিতে বর্তমান সংস্করণের পাঠ আছে। দ্বিতীয় খণ্ডে কেবল ১১০টি বচন আছে।

৪। বাংলা অক্ষরে সংস্কৃত সংস্করণ।
মুদ্রণকাল, ১৯১৮ সংবৎ (= ১১ এপ্রিল ১৮৬১ হইতে ৩০ মার্চ
১৮৬২)। আকার $6\frac{1}{2} \times 8"$; ১৫১+১২ পৃঃ। “কলিকাতা,
প্রেসিডেন্সি যন্ত্র, সংবৎ ১৯১৮।” কেবল বাংলা অক্ষরে, কিন্তু
আন্তর্ন্ত সংস্কৃত ভাষা মাত্র; কিছুরই বঙ্গাশুব্দ নাই। প্রথম ও
দ্বিতীয় খণ্ডে মূলের নৌচে সংস্কৃত টীকা আছে। সেই টীকাতে মূলের
শব্দগুলিতে কোটেশন চিহ্ন দেওয়া হইয়াছে। বচনগুলিতে সংখ্যা
দেওয়া হইয়াছে।

বিষয়-সন্ধিবেশ,— প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড (১—১৫১ পৃঃ);
'ধর্মবীজং'; 'ত্রাঙ্কপ্রতিজ্ঞা'; 'প্রতিজ্ঞাস্মরণার্থঘোকাঃ'; অথ
সজ্জেপ-ত্রক্ষোপাসনাপ্রকরণং ; 'প্রাতঃস্মর্তব্যম্',—১—১২ পৃঃ)।

প্রথম খণ্ড সম্পূর্ণরূপে ১৯০৭ সংবতের দেবনাগর অক্ষরযুক্ত
সংস্করণের অনুকরণ। দ্বিতীয় খণ্ডে 'অক্রোধেন জয়েৎ ক্রোধং' (৬৪
সংখ্যক) বচনটি ঘোষিত হইয়াছে; অন্তর্ন্ত সমুদ্র বিষয় ১৯০৭
সংবতের সংস্করণের অনুকরণ।

'ধর্মবীজং' অংশের বচনগুলিতে বর্তমান সংস্করণের পাঠ আছে।
'ত্রাঙ্কপ্রতিজ্ঞা', 'প্রতিজ্ঞাস্মরণার্থঘোকাঃ', 'অথ সজ্জেপ
ত্রক্ষোপাসনাপ্রকরণং' ও 'প্রাতঃস্মর্তব্যম্' সম্পূর্ণরূপে ১৯০৭ সংবতের
সংস্করণের অনুকরণ; কেবল সেই সংস্করণের 'পাঠ্যশ্রতিঃ' নামের
পরিবর্তে ইহাতে 'প্রতিপাঠঃ' নাম আছে।

৩। ‘তৃতীয় সংস্করণ’। (১৯ই জানুয়ারি, ১৮৭৯)।
 ৮½”×৬”; কাপড়ে বাঁধাই। ৮+৭+২৬০ পৃঃ। “কলিকাতা,
 শিল্প। কৰ্তব্যালিস্ টুট ১৬৮নং জবনে কাব্যপ্রকাশ ষষ্ঠে
 শৈশগঘোহন তর্কালকার কর্তৃক মুদ্রিত। ১৭১১ খক। ১৫৩
 অঞ্চলামণি।”

আধ্যাপত্রে লিখিত ‘তৃতীয় সংস্করণ’ কথার অর্থ বোধ হয়,
 ‘তৃতীয়’ সংবলিত সম্পূর্ণ গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণ। যদি তাহা
 টিক হয়, তবে ‘তৃতীয়’ সংস্করণ আমরা দেখিতে পাই নাই।

এই সংস্করণের সমুদয় সংস্কৃত অংশ বাঁলা লাল অক্ষরে মুদ্রিত।
 বিষয় সম্বিশ,— আঙ্গধর্মবীজম্, আঙ্গধর্মবীজ, আঙ্গধর্মগ্রহণম্,
 আঙ্গধর্মগ্রহণ, প্রতিজ্ঞাস্তরণার্থঘোকাঃ, প্রাতঃস্মর্তব্যম্ (৮ পৃঃ);
 অঙ্গোপাসনা (৭ পৃঃ); প্রথম খণ্ড ও দ্বিতীয় খণ্ড (২৬০ পৃঃ)।

৪। ‘চতুর্থ সংস্করণ’। (আগষ্ট ও ডিসেম্বর,
 ১৮৭৯)। ৭½”×৫; কাপড়ে বাঁধাই। ৪৭-৯+৩৪৮+৮ পৃঃ।
 দুই খণ্ডের মুদ্র টাইটেল পেজ ও হাফ-টাইটেল পেজ আছে, কিন্তু
 প্রতিটি ধারাবাহিক। প্রথম খণ্ডের টাইটেল পেজের নিরাংশে
 আছে—“কলিকাতা ব্যুক্তিক ষষ্ঠে শ্রীকালীকিঙ্কুর চক্রবর্তী কর্তৃক
 অক্ষয়িত। ১৭১৮ খক। ২২ ভাস্তু।” দ্বিতীয় খণ্ডের টাইটেল
 পেজে ‘২২ ভাস্তু’ হালে ‘পৌষ’। সমুদয় সংস্কৃত অংশ লাল দেব-
 রাগের অক্ষরে। টাইটেল পেজে এবং প্রতিটী পৃষ্ঠার নাম
 জয়ামেৰ নাম ‘এবং প্রজাত, কালো মেৰনাগৱ অক্ষরে। বিষয়-
 সম্বিশ,— আঙ্গধর্মবীজম্, আঙ্গধর্মবীজ (৭ পৃঃ); অঙ্গোপাসনা

(২ পৃঃ) ; প্রথম খণ্ড ও দ্বিতীয় খণ্ড (১৯৮ পৃঃ) ; আঙ্গুলীর গ্রন্থ, আঙ্গুলীর গ্রন্থগ্রন্থেকাঃ, প্রাতঃস্মর্তব্যম্ (৬ পৃঃ) ।

৭। ‘শঙ্কু সংস্কুলন’। (১৮৮৩)। ৬½"×৪½"; ১+১+১১+৩১+৬ পৃঃ। “কলিকাতা আদি আঙ্গুলীর বচন শ্রীকালিনাস চক্রবর্তী রাজা মুক্তিত ও প্রকাশিত। ১৮০৫ খ্রি।” সমস্ত বাংলা অভরে। বিষয়-সন্ধিবেশ,—আঙ্গুলীবীজম্, আঙ্গুলী-ধীজ (৪ পৃঃ) ; ব্রহ্মোপাসনা (১৫ পৃঃ) ; প্রথম খণ্ড ও দ্বিতীয় খণ্ড (৩১ পৃঃ) ; আঙ্গুলীর গ্রন্থ, আঙ্গুলীর গ্রন্থগ্রন্থেকাঃ, প্রাতঃস্মর্তব্যম্ (৬ পৃঃ) ।

এই সংস্কুলনে মেবেজনাথ প্রথম খণ্ডের পঞ্চদশ অধ্যায়ে নূতন একটি (বর্তমান ১৩৮ সংখ্যক) বচন, “তছিকোঃ পুরুষং পদং” ইত্যাদি ঘোগ করেন। তদৰ্থি সমুদ্র সংস্কুলনেই ঈ বচনটি মুক্তিত হইতেছে।

৮। ‘ষষ্ঠি সংস্কুলন’। (১৮৯২)। ৬½"×৪½"; ১+১+১+৩+৩১ পৃঃ। “কলিকাতা আদি আঙ্গুলীর বচন শ্রীকালিনাস চক্রবর্তী কর্তৃক মুক্তিত ও প্রকাশিত। অপার চিংপুর রোড় ১৫ নং। ১৮১৪ খ্রি।” সমস্ত বাংলা অভরে। বিষয়-সন্ধিবেশ,—সূচীপত্র (১ পৃঃ) ; প্রাতঃস্মর্তব্যম্, আঙ্গুলীবীজম্, আঙ্গুলীবীজ, আঙ্গুলীর গ্রন্থ, আঙ্গুলীর গ্রন্থগ্রন্থেকাঃ (১১ পৃঃ) ; ব্রহ্মোপাসনা (১ পৃঃ) ; প্রথম খণ্ড ও দ্বিতীয় খণ্ড (৩১ পৃঃ) ।

(এই সংস্কুলনই বর্তমান নবম সংস্কুলনে অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।)

৯। সম্পূর্ণ পুস্তকের সংস্কৃত ভাষার
সংস্করণ। (১৮৯৫)। ৮½''×৫'' ; কাপড়ে বাধাই।
১০+১২৪ পৃঃ। সম্পূর্ণ আখ্যাপত্র এই :—“ত্রাঙ্কধর্মঃ। সুগৃহীত-
নামধেয়শ্চ। মহর্ষের্দেবেছনাথস্তাৰ্যহুজ্জৱা। তদীয়সভাধ্যক্ষ-
শ্চিহেমচক্ষ বিদ্যারভ্রেন। সংস্কৃতেন সংকলিতয়া বিবৃত্যা সহিতঃ।
কলিকাতারাজধান্তাঃ। বাল্মীকি-যজ্ঞালয়ে। শ্রিবিশ্বনাথ নন্দিনা
মুদ্রিতঃ প্রকাশিতঃ। আদিত্রাঙ্কসমাজকার্যালয়ে প্রাপ্তব্যশ্চ।
শকাব্দাঃ : ৮১৭।” আঙ্গোপাস্ত সংস্কৃত ভাষায় ও দেবনাগর
অক্ষরে মুদ্রিত। সংস্কৃত মূল ও টীকার পর বাংলা অনুবাদ ও
বাংলা তাংপর্যের পরিবর্ত্তেসে সকলের স্মৃতিপত্র সংস্কৃত ভাষায়
অনুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে।

বিষয়-সংলিপ্ত,—প্রাতঃস্মর্তব্যম্ ; ত্রাঙ্কধর্মবীজম্ ; ত্রাঙ্কধর্ম-
গ্রহণম্ ; প্রতিজ্ঞাস্তরণার্থঘোকাঃ (১—১০ পৃঃ) এগুলির
পাঠ বর্তমান সংস্করণের অনুক্রম। তৎপরে প্রথম খণ্ড ও দ্বিতীয়
খণ্ড (১—১২৪ পৃঃ)।*

১০। সম্পূর্ণ সংস্করণ। (১৯০৭ ; মহর্ষির দেহ-
ত্যাগের পর)। ৬৩''×৪৩'' ; ৯০+১৮+১১+১১+৩৫১ পৃঃ।
“কলিকাতা আদি ত্রাঙ্কসমাজ বল্লে শ্রীরংগোপাল চক্রবর্তী কর্তৃক
মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ১৫ নং অপার চিংপুর রোড। ১৮২৯
শক।” সমস্ত বাংলা অক্ষরে। বিষয়-সংলিপ্ত,—শুল্কপত্র
(৯০ পৃঃ); সূচীপত্র, অকারান্তি বর্ণালুক্রমে (১ পৃঃ);

* দ্বিতীয় খণ্ড এই পুস্তকে নাই।

আত্মস্তুব্যম্, ত্রাঙ্কধর্মবীজম্, ত্রাঙ্কধর্মবীজ, ত্রাঙ্কধর্মগ্রহণম্, ত্রাঙ্কধর্মগ্রহণ, প্রতিজ্ঞাস্তুরণার্থশ্লোকাঃ (১১ পৃঃ)। ব্রহ্মোপাসনা, ইহাতে স্বাধ্যায়ের শ্লোকগুলির বঙ্গানুবাদ যোগ করা হইয়াছে, (১১ পৃঃ) ; প্রথম থণ্ড ও দ্বিতীয় থণ্ড (৩৫১ পৃঃ)।

১১। অষ্টম সংস্করণ। ('পকেট সংস্করণ, ২৫শে জানুয়ারী, ১৯২০)। ৫''×৪'', কাপড়ে বাধাই। ৪+১১০+৪০৫ পৃঃ। “কলিকাতা ৫৫ নং অপার চিংপুর রোড। শ্রীরংগোপাল চক্রবর্তী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ১১ই মাঘ, ১৮৪১ শক।” সমস্ত বাংলা অক্ষরে। বিষয়-সংলিখে,— টাইটেল পেজ, প্রকাশকের নিবেদন, গ্রন্থনির্দেশ, অধ্যায়-সূচী— (৪ পৃঃ) ; সূচীপত্র (১১০ পৃঃ) ; আত্মস্তুব্যম্, ত্রাঙ্কধর্ম-বীজম্, ত্রাঙ্কধর্মবীজ, ত্রাঙ্কধর্মগ্রহণম্' ত্রাঙ্কধর্মগ্রহণ, প্রতিজ্ঞা-স্তুরণার্থ শ্লোকাঃ (১—৮ পৃঃ) ; আত্মকালের প্রার্থনা, সাম্রাজ্য-কালের প্রার্থনা, (ন্যূন যোজিত)—৯, ১০, পৃঃ ; ব্রহ্মোপাসনা ১১—২২ পৃঃ ; (ইহাতে সপ্তম সংস্করণের গ্রাম স্বাধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ আছে) ; ১ম থণ্ড ও ২য় থণ্ড. (২৩—৪০৫ পৃঃ)। —১৮৪৬ শকের ৪ঠা মাঘ ইহার পুনর্মুদ্রণ হয় ; তাহা ছবহ (টাইপ পর্যন্ত) ইহার অনুকরণ ; তাহা স্বতন্ত্র সংস্করণ বলিয়া গণনা করা হইল না।

এই সংস্করণে টীকার নাম ‘সুবোধিনী’ বলিয়া লিখিত হইয়াছে। ‘অধ্যায়-সূচীতে’ প্রত্যেক অধ্যায়ের একটি নাম প্রদত্ত হইয়াছে।

ও কৃতি পূর্বক আঙ্গধর্ম গ্রহণের উত্তীর্ণের

ক্রমিক সংস্কার

‘ব্রাহ্মধর্ম’ গ্রন্থের আদিতে ‘ব্রাহ্মধর্মগ্রহণম’ ও ‘ব্রহ্মোপাসনা’ নামে বে হই অংশ আছে, তাহা দেবেন্দ্রনাথের হস্তে বহু বার সংশোধিত হইয়া বর্তমান আকার ধারণ করিয়াছে। এই উভয়ের পূর্ব পূর্ব আকারের কিঞ্চিৎ বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

১। ১৮৪৩ সালের ২১শে ডিসেম্বর (১৭৬৫ শকের ৭ই পৌষ) দেবেন্দ্রনাথ ও তাহার ২০ জন বন্ধু রামচন্দ্র বিহ্নাবাণীশের নিকটে প্রতিজ্ঞাপত্র পাঠ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন। সে প্রতিজ্ঞাপত্রের বিষয়ে এইটুকু মাত্র জানা যায় যে তাহাতে প্রাতঃকালে অকৃত অবস্থায় “প্রতিদিবস শ্রদ্ধা ও শ্রীতিপূর্বক মশ বার গায়ত্রী জপের ছান্না পরুব্রহ্মের উপাসনা করিব,” এইরূপ কথা ছিল। (আঘৰী ৮৪, ৮৯)। এই প্রতিজ্ঞাপত্র দেবেন্দ্রনাথেরই রচিত ; সন্তবত্তঃ ইহা মুদ্রিত হয় নাই।

২। ‘ইহার পরে ১৮৪৫ সাল পর্যন্ত মহানির্বাণ তত্ত্বের বিষি আচ্ছাদনে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণের অনুষ্ঠান হইত ; ব্রাহ্ম দীক্ষার্থিমণ এই দীক্ষাকালে এবং ব্যক্তিগত ও সামাজিক উপাসনার সময়ে, শুজোপবীত স্ন্যান করিতেন ; উপাসনার পরে তাহা পুনর্গ্রহণ করিতেন। এই সময়ে ব্যবহৃত প্রতিজ্ঞাপত্র মুদ্রিত হইয়াছিল, তাহার প্রতিলিপি নিম্নে দেওয়া হইল :—

পাঁচ তৎসূচনা

অঙ্গ সপ্তদশশত — খকে,— দিবসে,— বাসরে, আঝেল
সম্মুখে, উপরকে হৃদয়ে সাক্ষাৎ জানিয়া একাঞ্চিত্তে অভিজ্ঞ
করিতেছি,

১। বেদাঞ্জলি-অতিপাদ্য সত্তা ধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করিলাম।

২। শৃষ্টি-হিতি-অলয়কর্ত্তা সর্বব্যাপী আনন্দস্ফুরণপ পরমেশ্বর-
রূপে অভিযাদি কোন উদ্ভিদগোচর বস্তুর আরাধনা করিব না।

৩। প্রণব-ব্যাঙ্গতি-গায়ত্রীর অবলম্বন দ্বারা, এবং তত্ত্বজ্ঞানের
আবৃত্তি দ্বারা, পরত্রকের উপাসনাতে নিষ্পুর্ণ থাকিব।

৪। রোগ বা বিপদের দিবস ভিন্ন, অতিদিবস শূর্যোদয়ে
পরে, মধ্যাহ্ন কালের মধ্যে, কোন বর্ণের চিহ্ন বিধিপূর্বক ধারণ
না করিয়া, পরিত্রয়নে পরত্রকের স্ফুরণ ভাবনা পূর্বক, ন্যূন সংখ্যা
দশ বার প্রণব-ব্যাঙ্গতি সহিত গায়ত্রী জপ করিব।

৫। অতি বুধবারে, অতি যামের প্রথম রবিবারে, এবং
অতি বৎসরের ১১ মাঘ দিবসে, দৈনিক উপাসনাতে শূর্য্যাঞ্জলি প্রতি
অর্দ্ধাব্দি মধ্যে, রোগ বা বিপদগ্রস্ত না হইলে, কোন বর্ণের চিহ্ন
বিধিপূর্বক ধারণ না করিয়া, একাত্তী বা বহুজন সঙ্গে তত্ত্বজ্ঞানের
আবৃত্তি দ্বারা পরত্রকের উপাসনা করিব।

৬। সত্য কথা কহিব, এবং সত্য ব্যবহার করিব।

৭। লোকের অপকার ঘাহাতে হয়, এমত সকল কর্তা
করিয়া না।

৮। মৃকর্ণ সকল হইতে দিয়ে থাকিব।

৯। যদি যোহন্তারা কোন কুকৰ্ম্ম দৈবাং করি, তবে একান্তে তাহা হইতে মুক্তি ইচ্ছা করিয়া, পুনর্বার সে কৰ্ম্ম করিব না ।

১০। কোন ত্রাঙ্ক বিপদ্গ্রস্ত হইলে যথাসাধ্য তাহাকে সাহায্য করিব ।

১১। আমার বংশে এই সন্মান ধর্মের উপদেশ করিব ।

১২। আমার সাংসারিক তাবৎ শুভ কৰ্ম্ম ত্রাঙ্কসমাজে দান করিব ।

হে পরমেশ্বর, এই সকল প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন করিবার ক্ষমতা আমার প্রতি অর্পণ কর ।

ওঁ একমেবংবিত্তীয়ং

সাক্ষী শ্রী—

ত্রাঙ্ক শ্রী —”

এই প্রতিজ্ঞাপত্রে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, তখনও ‘ত্রাঙ্কধর্ম’ নাম প্রচলিত হয় নাই, ‘বেদান্ত-প্রতিপাদ্য সত্য ধর্ম’ নাম প্রচলিত ছিল । কিন্তু ‘ত্রাঙ্কসমাজ’ নামটি সমাজ সংস্থাপন (১৮২৮) হইতে এ পর্যন্ত কখনও পরিবর্ত্তিত হয় নাই ।

৩। ১৮৪৫ সালে দেবেন্দ্রনাথ অনুভব করিলেন যে গায়ত্রী মন্ত্রের অর্থ বুঝিয়া তাহার দ্বারা উপাসনা করা সাধারণের পক্ষে কঠিন । অতএব তিনি প্রতিজ্ঞাপত্রের তৃতীয় ও চতুর্থ প্রতিজ্ঞাতে গায়ত্রী পরিত্যাগ করিয়া তৎপরিবর্ত্তে এই বাক্য ঘোষণা করিলেন :—“প্রতিদিবস শ্রদ্ধা ও শ্রীতি পূর্বক পরব্রহ্মে আছা-

সমাধান করিব।” (আঘুজী ৮৮, ৮৯)। এই পদ্ধতি ১৮৫০
সাল পর্যন্ত চলিল।

৪। ‘ত্রাঙ্কধর্ম’ গ্রন্থের পুরোভাগে যে অতিজ্ঞাপন্ত এখন
মুদ্রিত হইতেছে, তাহার প্রথম আকার সম্ভবতঃ ১৮৫০ সালে
রচিত হয়। “ত্রাঙ্কধর্ম গ্রন্থের বিভিন্ন সংস্করণ” শীর্ষক অন্তাবে
তৎপরবর্তী পরিবর্তন সকল বিবৃত হইয়াছে।

দেবেন্দ্রনাথ-রচিত ত্রঙ্কোপাসনা-প্রণালীর ক্রমিক সংস্কার

১। দেবেন্দ্রনাথ-রচিত “উপাসনা প্রণালী ত্রাঙ্কসমাজে
প্রবর্তিত হইবার পূর্বে, সেখানে কেবল বেদপাঠ, অর্থের সহিত
উপনিষদের শ্লোকপাঠ, শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বিদ্যাবাণীশের বক্তৃতা পাঠ,
এবং ত্রঙ্কসঙ্গীত হইত।” (আঘুজী ৯৪)। এ স্থলে ‘বক্তৃতা’
শব্দের অর্থ উপদেশ।

২। ১৮৪৩ সালে ত্রাঙ্কধর্মগ্রহণের সময় দেবেন্দ্রনাথ যে
অতিজ্ঞাপন্ত রচনা করেন, তাহাতে ত্রঙ্কোপাসনার প্রণালী এইরূপ
নির্দিষ্ট ছিল,—“প্রতিদিবস শ্রদ্ধা ও প্রীতিপূর্বক দশ বার গায়ত্রী
জপের দ্বারা পরত্রঙ্কের উপাসনা করিব।” ইহা ব্যক্তিগত
উপাসনা। (আঘুজী ৮৯)।

৩। ১৮৪৫ সালে ঐ প্রতিজ্ঞা পরিবর্তন করিয়া এইরূপ স্থির
করা হইল যে, “প্রতিদিবস শ্রদ্ধা ও প্রীতিপূর্বক পরত্রঙ্কে আঘা
সমাধান” করিতে হইবে। তাহার প্রণালী, একাকী নির্জনে

বসিলା ‘সত্যং জ্ঞানমনস্তং শ্রদ্ধ’ ও ‘আনন্দক্ষেপমযৃত্যং ধৰিত্বাতি’,
এই হই উপনিষদ্-বাক্য শ্রীপূর্বক উচ্চারণ ও চিন্তা। ইহার
ম্যান্তিগত উপাসনা। (আজ্ঞাঁ ৮৯)

১৮৪৫ সালে দেবেশ্বনাথ ব্রাহ্মসমাজের উপাসনার অঙ্গে
শ্রদ্ধাতি পক্ষতি রচনা করেন, (আজ্ঞাঁ ১০—১৪পৃঃ)। তাহার
অঙ্গসকল এইরূপ ছিল,—

(ক) সমাধান। সমাধানের হই অংশ। প্রথম অংশে ঈশ্বর
আছেন, এই কথা চিন্তা করিতে হইবে। এই চিন্তার অবলম্বন
ঐ হই উপনিষদ্-বাক্য। আস্থাতে তিনি ‘সত্যং জ্ঞানমনস্তং
শ্রদ্ধ’ কল্পে, ও অগতে তিনি ‘আনন্দক্ষেপমযৃত্যং’ কল্পে প্রকাশিত
আছেন, এই চিন্তা করিতে হইবে। (আজ্ঞাঁ ১৫৬ পৃঃ)।

(খ) সমাধানের দ্বিতীয় অংশে ভাবিতে হইবে, ঈশ্বর
ক্রিয়াবান् পুরুষ; তিনি বিশ্বের বিধাতা, শ্রষ্টা ও শাসনকর্তা।
এই অংশের অবলম্বন তিনটি উপনিষদ্-মন্ত্র,—(১) ‘স পর্যাপ্তাং
শুক্রম্’ ইত্যাদি, (ঈশ্বর বিধাতা); (২) ‘এতস্মাজ্জ্ঞায়তে’
ইত্যাদি, (ঈশ্বর শ্রষ্টা); (৩) ‘ভৱাদস্তাপ্রিণ্ডপতি’ ইত্যাদি,
(ঈশ্বর শাসনকর্তা)।

(গ) সমাধানের হই অংশে বে-ঈশ্বরকে সাধক বর্ত্তমান ও
ক্রিয়াবান् বলিয়া অচুভব করিলেন, ধ্যানে (গারুজী মন্ত্রের সাহাব্যে)
আহাকে নিজ জীবনের নিরস্তা ও চালক কল্পে দর্শন করিবেন।

[ঈশ্বর আচ্ছেদ, ঈশ্বর ক্রিয়াবান্, ঈশ্বর
আচার জীবনের চালক, এই তিনি

**উপলক্ষ্য উচ্ছ্বাস দেহে অস্ত্রায়-কৃতিত্ব
অস্ত্রাপাসন্বা সম্পূর্ণ হই।]**

(ব) স্তোত্র। মহানির্বাচন ত্বরের ব্রহ্মস্তোত্র সংশোধন করিয়া
‘নমস্তে সতে তে জগৎ কারণার,’ অভূতি চারিটি শ্লোক অন্তর্ভুক্ত
হইল। উপাসনাস্তে তাহা পাঠ হইত।

(গ) আর্থনা। ‘হে পরমায়ান्, মৌহক্ত পাপ হইতে’
ইত্যাদি বাংলা আর্থনাতি মাত্র পাঠ করা হইত।

(ঘ) বেদপাঠ ও অর্থের সহিত উপনিষদের শ্লোক পাঠ
হইত।

[‘বক্তা’ (অর্থাৎ উপদেশ দান) এ সকলের অতিরিক্ত;
কিন্তু তাহা বোধ হয় সর্বদা করা হইত না।]

৩। ১৮৪৮ সালে একটি শুল্কতর পরিবর্তন সংবর্চিত হইল।—
সমাধানের প্রথম অংশে তৃতীয় একটি বাক্য ‘শান্তং শিবমদ্বৈতম্’
যোগ করা হইল। (আজুজী ১৫৬, ১৫৭ পৃঃ)। ইহা দ্বারা
উপাসক পরমেশ্বরকে ‘আপনাতে-আপনি-স্থিত অবস্থার বর্তমান
বলিয়া উপলক্ষ্য করিবেন।

৪। সন্তুষ্টিঃ ১৮৫০ সালে ‘আঙ্গধর্ম’ এষ্ট প্রকাশের পরে,
এই সকল পরিবর্তন করা হইল:—

(ক) ওঁ যো দেবোহশ্মো এই প্রণাম-মন্ত্রটি প্রথমে রাখা
হইল।

(খ) ‘নমস্তে সতে তে,’ এই স্তোত্রের পরে তাহার বাংলা
অনুবাদ যোগ করা হইল। (আজুজী ১৪)।

(ଗ) ବାଂଲା ଆର୍ଥନାର ପରେ ‘ଅସତୋ ମା ସଦ୍ଗମୟ’ ଅଭ୍ୟତି ମଂକୁତ ଆର୍ଥନାଟି ସୋଗ କରା ହିଲ (ଆୟୁଜୀ ୧୮୬)।

(ଘ) ବେଦପାଠେର ପରିବର୍ତ୍ତେ ‘ଆଜ୍ଞାଧର୍ମ’ ଗ୍ରହେର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟେର ମସ୍ତମକଳ ପାଠ କରା ହିବେ, ଏହିକ୍ରମ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହିଲ । (ଆୟୁଜୀ ୧୮୬)। ଏହି ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟେର ମସ୍ତମକଳ ଏହି ଜଗ୍ତ ଅତଃପର ଉଦ୍‌ଦ୍ଦୀନ ଅନୁମାନାଦି ସ୍ଵରଚିହ୍ନ-ୟୁକ୍ତ ହିଲା ‘ଆଜ୍ଞାଧର୍ମ’ ଗ୍ରହେର ପୁରୋତ୍ତାଗେ ଭକ୍ତୋପାଦନ-ପ୍ରଣାଲୀର ମଧ୍ୟେ ‘ସ୍ଵାଧ୍ୟାମ୍ବ’ ନାମେ ମୁଦ୍ରିତ ହିତେଛେ ।

୬। ଅର୍ଚନା (‘ଶୁଣି ନୋହସି’ ଅଭ୍ୟତି ତିନଟି ମସ୍ତ), ଏবଂ ଉପମଂହାର (‘ସ ଏକୋହବର୍ଣ୍ଣଃ’),—ଏହି ହିନ୍ଦୁ ଅଂଶ ଦେବେଶ୍ଵରନାଥ ହିମାଲୟ ହିତେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନେର ପରେ ଯୋଗ କରେନ । ଏ ଜଗ୍ତ ଆୟୁଜୀବନୀତେ ଏ ସକଳେର ଉଲ୍ଲେଖ ନାହିଁ । ୧୮୫୯ ମାର୍ଚ୍ଚ (୧୯୮୧ ଖକେ) ଓ ତାହାର ପରେ ଏହି ସକଳ ଅଂଶ କ୍ରମେ କ୍ରମେ ଯୁକ୍ତ ହସ୍ତ ।

ଦ୍ୱିତୀୟ ପରିଶିଷ୍ଟ, ବଚନାବଲୀର ମୁଲ

ଆତଃସ୍ଵାର୍ତ୍ତବ୍ୟମ୍

ଲୋକେଶ...ଅହୁବର୍ତ୍ତ୍ୟଗ୍ରିହ୍ୟ,—ରଘୁନନ୍ଦ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ୟ କ୍ରତ ‘ଆତିକ-
ତ୍ତ୍ୱମ୍’ ଗ୍ରହେର ଅଭାବେ ପାଠ୍ୟ ଏକଟି ମଞ୍ଚ । ସେଥାନେ ‘ମଞ୍ଜଳ୍ୟ’ ଥାନେ
‘ଆକାଶ’ ଏବଂ ‘ହିତାଯ ଲୋକଶ’ ଥାନେ ‘ଆତଃ ସମୁଖ୍ୟାୟ’ ଆଛେ ।

ଆଜ୍ଞାଧର୍ମବୀଜ୍ଞମ୍

୧। ଓ ବ୍ରଙ୍ଗ ବା ଏକମ୍ ଇଦମ୍ ଅଗ୍ର ଆସୀଏ,—ବୃଦ୍ଧ ୧୫।୧୧ ।
ନାନ୍ତଃ କିଞ୍ଚନାସୀଏ, ତଦିଦିନ ସର୍ବମ୍ ଅହଜ୍ୟ—କ୍ରତ ୧୧ ଏବଂ ୨ ଏବଂ
ଅନୁରୂପ ।

[୨, ୩, ୪ ଦେବେନ୍ଦ୍ରନାଥେର ସ୍ଵ-ରଚିତ ।]

ବ୍ରଙ୍ଗୋପାସନା

ଓ ପିତା ନୋହସି...ହିଂସୀଃ,—ସଜ୍ଜୁ ବା ମା ୩୭।୨୦ ।

ବିଶ୍ଵାନି ଦେବ.. ଆଶୁବ,—ଖ ୫।୮।୨।୫ ; ସଜ୍ଜୁ ବା ମା ୩୦।୩।

ନମଃ ଶଙ୍କବାୟ...ଶିବତରାୟ ଚ,—ସଜ୍ଜୁ ବା ମା ୧୬।୪।

ଓ ଯୋ ଦେବୋହପୌ...ନମୋନମଃ,—ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ଡେର ୨୫ ସଂଖ୍ୟକ
ବଚନ ଜ୍ଞାତବ୍ୟ ।

ଓ ସତ୍ୟଃ ଜ୍ଞାନଃ...ଅଦୈତମ୍.—ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ଡେର ୪୧, ୪୨, ୭୭
ସଂଖ୍ୟକ ବୁଚନ ଜ୍ଞାତବ୍ୟ ।

ଓ ସପର୍ଯ୍ୟଗାଃ...ସମାତ୍ୟଃ,—ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ଡେର ୩୯ ସଂଖ୍ୟକ ବଚନ
ଜ୍ଞାତବ୍ୟ ।

ଏତପ୍ରାତ୍...ଧାରିଣୀ,—ମୁଣ୍ଡ ୨୧୧୩ । (ଏହି ଗ୍ରହେର ୧୨ ସଂଖ୍ୟକ ବଚନ ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ) ।

ଭୟାତ୍...ପଞ୍ଚମଃ,—କଠ ୬୩ । (ଏହି ଗ୍ରହେର ୧୩ ସଂଖ୍ୟକ) ।

ତ୍ୟ ସବିତ୍ରୁଃ...ଅଚୋଦଯାତ୍,—ଷା ୩୬୨୧୧୦ । (ଏହି ଗ୍ରହେର ୯୨ ସଂ) ।

ଓ ନମଶ୍ତେ ସତେ...ବ୍ରଜାମଃ,—ମହାନି ୩୫୯—୬୭ (ପରିବର୍ତ୍ତିତ) ।

ଅମତୋ ମା...ନିତ୍ୟମ୍,—ଏହି ଗ୍ରହେର ୧୦୯ ସଂ ବଚନ ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ।

ସ୍ଵାଧ୍ୟାୟ = ଏହି ଗ୍ରହେର ପ୍ରଥମ ଥଣ୍ଡେର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ।

ସ ଏକୋହବର୍ଣ୍ଣ...ସଂୟୁନତ୍ତ, —ଶେତା ୪୧ (ଏହି ଗ୍ରହେର ୧୨୦ ସଂ) ।

ପ୍ରଥମଥଣ୍ଡ, ଉପନିଷତ୍

ପ୍ରଥମୋହିଧ୍ୟାୟଃ

୧ । ଶେତା, ଆରଣ୍ୟ । ୨ । ତୈତ୍ତି ୩୧ । ୩ । ତୈତ୍ତି ୩୬ ।

୪ । ତୈତ୍ତି ୨୧ । ୫ । ତୈତ୍ତି ୨୭ । ୬ । ତୈତ୍ତି ୨୭ ।

୭ । ତୈତ୍ତି ୨୭ । ୮ । ତୈତ୍ତି ୨୪ । ୯ । ବୃହ ୪୩୩୨ ।

ଦ୍ୱିତୀୟୋହିଧ୍ୟାୟଃ

. ୧୦ । ଇଦଂବା ... ଆମୀନ୍,—ବୃହ ୧୨୧୧୯ ସନ୍ ଏବ ...

ଅଦ୍ୱିତୀୟମ୍,—ଛାନ୍ଦୋ ୬୨୧୧ । ସବା ଏବ...ଅଭୟଃ,—ବୃହ ୪୪୧୨୫ ।

୧୧ । ତୈତ୍ତି ୨୬ । ୧୨ । ମୁଣ୍ଡ ୨୧୧୩ । ୧୩ । କଠ ୬୩ ।

ତୃତୀୟୋହିଧ୍ୟାୟଃ

. ୧୪ । ତରିଜ୍ଞାନାର୍ଥ...ଗଛ୍ରେ,—ମୁଣ୍ଡ ୧୨୧୧୨ । ତାମ୍ର...
ବ୍ରକ୍ଷବିଦ୍ୟାମ୍—ମୁଣ୍ଡ ୧୨୧୩ । ୧୫ । ମୁଣ୍ଡ ୧୧୧୯ । ୧୬ । ମୁଣ୍ଡ

ଦ୍ଵିତୀୟ ପରିଶିଳ୍ପ, ବଚନାବଲୀର ମୂଲ ୩୮୭

୧୧୬। ୧୭। ସୁହ ୩୮୯। ୧୮। ସୁହ ୩୮୧। ୧୯। ସୁହ
୩୮୨। ୨୦। ସୁହ ୩୮୩। ୨୧। ସୁହ ୩୮୪। ୨୨। ସୁହ
୩୮୧୦। ୨୩। ସୁହ ୩୮୧୦। ୨୪। ସୁହ ୩୮୧୧।
୨୫। ତୈତି ୨୭। ୨୬। କର୍ତ୍ତ ୬୨।

ଚତୁର୍ଦ୍ଦେଶ୍ୟାୟଃ

୨୭। କେନ ୧୨। ୨୮। କେନ ୧୩। ୨୯। କେନ
୧୪। ୩୦। କେନ ୧୫। ୩୧। କେନ ୨୧। ୩୨। କେନ
୨୨। ୩୩। କେନ ୨୩। ୩୪। କେନ ୨୪

ପଞ୍ଚମୋହିଧ୍ୟାୟଃ

୩୫। ଈଶା ୧। ୩୬। ଈଶା ୪। ୩୭। ଈଶା ୫।
୩୮। ଈଶା ୬। ୩୯। ଈଶା ୯।

ସର୍ଷ୍ଠୋହିଧ୍ୟାୟଃ

୪୦। ତପସା ବ୍ରଙ୍ଗ ବିଜିଜ୍ଞାସସ,—ତୈତି ୩୨—୫। ବ୍ରଙ୍ଗ-
ବିଦ୍ ଆପ୍ନୋତି ପରମ,—ତୈତି ୨୧। ୪୧। ତୈତି ୨୧
୪୨। ମୁଣ୍ଡ ୨୨୭। ୪୩। ମୁଣ୍ଡ ୨୨୯। ୪୪। କର୍ତ୍ତ ୫୧୯;
ମୁଣ୍ଡ ୨୧୦; ଖେତା ୬୧୪। ୪୫। ମୁଣ୍ଡ ୩୧୪। ୪୬। ମୁଣ୍ଡ
୩୧୭। ୪୭। ମୁଣ୍ଡ ୩୧୮।

ସଞ୍ଚମୋହିଧ୍ୟାୟଃ

୪୮। ଖେତା ୬୨। ୪୯। ଖେତା ୬୪। ୫୦। ଖେତା
୬୯। ୫୧। ଖେତା ୬୧୭। ୫୨। କର୍ତ୍ତ ୨୧୨। ୫୩। ସୁହ

୪୧୪। ୫୪। ବୁଦ୍ଧ ୪୧୪। ୨୦। ବୁଦ୍ଧ ୪୧୪।
 ୫୬। ବୁଦ୍ଧ ୪୧୪। ୫୭। ବୁଦ୍ଧ ୪୧୪। ୫୮। ମୁଣ୍ଡ ୨। ୧।
 ୫୯। କଠ ୨। ୧। ୬୦। ମୁଣ୍ଡ ୨। ୨। (କିମ୍ବନ୍ଦିଶ ବଜ୍ଜିତ)।
 ୬୧। ମୁଣ୍ଡ ୨। ୨। ୬୨। ଖେତା ୨। ୧। ୬୩। ଖେତା ୨।

ଅଷ୍ଟମୋଈଧ୍ୟାୟଃ

୬୪। ଆ ୧୦। ୮। ୧୦। ୮। ; ଯଜୁ ବା ମା ୧୭। ୧୯ ; ଖେତା ୩। ୩।
 ୬୫। ଖେତା ୩। ୧୬ ; ଗୀତା ୧୩। ୧୩। ୬୬। ଖେତା ୩। ୧୧।
 ୬୭। ଖେତା ୩। ୧୯। ୬୮। କଠ ୫। ୮। ଶେଷାଂଶ କଠ ୬। ୧୫। ତେବେ
 ଆଛେ। ୬୯। ଖେତା ୩। ୨୦। କଠ ୨। ୨୦। ସାମାନ୍ୟ ପୃଥକ।
 ୭୦। କଠ ୫। ୧୨। ଖେତା ୬। ୧୨, ସାମାନ୍ୟ ପୃଥକ। ୭୧। କଠ
 ୫। ୧୩। ଅର୍ଥମାର୍କ ଖେତା ୬। ୧୩ ତେବେ ଆଛେ। ୭୨। କଠ ୬। ୧୫।

ନବମୋଈଧ୍ୟାୟଃ

୭୩। ଆ ୧। ୧୬। ୪। ୧୦। ; ମୁଣ୍ଡ ୩। ୧। ୧। ; ଖେତା ୪। ୬।
 ୭୪। ମୁଣ୍ଡ ୩। ୧। ୨ ; ଖେତା ୪। ୭। ୭୫। ସଦା ପଣ୍ଡ.. ଉତୈପତି,—
 ମୁଣ୍ଡ ୩। ୧। ୩। ମହାସ୍ତୁ...ଶୋଚତି,—କଠ ୨। ୨୨। ୭୬। ଅର୍ଥ
 ୪। ୧। ୭। ମାଣ୍ୟ ୭। ୭୮। ବୁଦ୍ଧ ୧। ୪। ୧। ୭୯। ବୁଦ୍ଧ
 ୧। ୪। ୧। ୮୦। ବୁଦ୍ଧ ୧। ୪। ୮। ୮। ୧। ବୁଦ୍ଧ ୨। ୪। ୧। ୪। ୮।
 ୮୨। ବୁଦ୍ଧ ୨। ୧। ୫। ୮୩। ବୁଦ୍ଧ ୨। ୧। ୫। ୮। ୮୪। ଅର୍ଥମାଂଶ
 ଆଥେଦେର (୧୦। ୧। ୩। ୧) ଏହି ଶୂନ୍ୟଟି ହଇଲେ ଗୃହୀତ :—

ଯୁଜେ ବାଂ ଭକ୍ତ ପୂର୍ବ୍ୟଃ ନମୋଭିଃ, ବି ଶ୍ଲୋକ ଏତୁ ପଥ୍ୟେବ ସୂରେଃ।
 ଶୃଗୁଷ ବିଶେଷବୃତ୍ତ ପୁତ୍ରା, ଆ ସେ ଧାରାନି ଦିବ୍ୟାନି ତତ୍ତ୍ଵଃ ॥

एहे सूक्ताति खेताखतर उपनिषदेऽ (२१५) आছे। अनादिमः... विश्वा,—खेता ४१४ । ८५ । वृह ४१४।१४ । ८६ । खेता ३।१० । ८७ । खेता ३।७ । ८८ । खेता ३।१७ ; किञ्च तथार 'स्वहृष्ट' श्वाने 'वृहृष्ट' पाठ आছे। प्रथम पंक्ति—गीता १३।१४, प्रथमार्क । ८९ । खेता ३।१२ ; किञ्च तथार 'शास्त्रिम्' श्वाने 'प्राप्तिम्' आছे।

दशमोऽध्यायः

९० । ओमिति,—तैत्ति १।८ । ऋक्ष सर्वे ... आह्रस्ति,—तैत्ति १५ ; किञ्च तथार 'आह्रस्ति' श्वाने 'आवहस्ति' पाठ आছे। मध्ये वामनम् उपासते, कठ ५३ । ९१ । ओमित्येवं...परस्ताऽ—मुण्ड २।२।६ । ऊँकारेण ...परस्त,—अश्व ५।७ । ९२ । (गायत्री-अस्त्र) थ ३।६।२।१० । ९३ । छान्दो एवं केन, शास्त्रिपाठ + एहे ग्रन्थेर प्रथम थंडेर अस्त्रिम शास्त्रिपाठ दृष्टव्य । ९४ । अश्व ५।६ । ९५ । यजू तै ५।५।१३ ; खेता २।१।७ । एहे श्लोकाच यजू काठक संहितातेऽ (४।०।५) आছे ; किञ्च तथार 'देवो' श्वाने 'क्लद्वो' पाठ आছे।

एकादशोऽध्यायः

९६ । कठ ३।१५ । ९७ । कठ ३।१२ । एटि महाभारत शास्त्र २।४।५।५तेऽ आছे। ९८ । कठ २।२।३ ; मुण्ड ३।२।३ । ९९ । कठ ३।१।४ । १०० । तदेतद् ऋक्षापूर्वं,—वृह २।५।१९ । एतद् अमृतम् अभवं,—छान्दो १।४।४ एवं ५ ; ८।३।४ । शास्त्र उपासीत,—छान्दो ३।१।४।१ ।

ଦ୍ୱାଦଶୋହିଧ୍ୟାୟଃ

୧୦୧। ସେତୀ ୩୯। ୧୦୨। ପ୍ରେସ ୪୧। ୧୦୩। ସେତୀ ୬୧। ୧୦୪। ସେତୀ ୫୪। ୧୦୫। ଅଥମାର୍କି=ସଜ୍ଜ ବା ମା ୩୨୧୨, ବିତୌମାର୍କି। ବିତୌମାର୍କି=ସଜ୍ଜ ବା ମା ୩୨୧୩, ଅଥମାର୍କି। ସମଗ୍ର ଶ୍ଲୋକ=ସେତୀ ୪୧୯। ୧୦୬। କଠ ୬୯; ସେତୀ ୪୧୨୦। ତୁଃ ଯହାତା ଉଦ୍‌ୟୋଗ ୪୧୬। ୧୦୭। କଠ ୨୧। ୧୦୮। କଠ ୪୧୨। ୧୦୯। ଯେନାହ୍ୟ ... କୁର୍ଯ୍ୟାମ—ବୃହ ୨୧୪୧୩; ୪୧୪୧୩। ଅସତୋ ... ଇମୃତଂ ଗମୟ,—ବୃହ ୧୩୧୨୮। ଆବିରାବୀର୍ମ ଏଧି,—ଗ୍ରିତ, ଶାନ୍ତିପାଠ। କୁଦ୍ର ... ପାହି ନିତ୍ୟମ,—ସେତୀ ୪୧୨୧।

ତ୍ରୈଯୋଦଶୋହିଧ୍ୟାୟଃ

୧୧୦। ସତ୍ୟମେବ ... ନାନୃତମ,—ମୁଣ୍ଡ ୩୧୧୬। ସତ୍ୟେନ ... ଜ୍ଞାନେନ,—ମୁଣ୍ଡ ୩୧୧୫। ଯେନାକ୍ରମକ୍ଷଣି ... ନିଧାନମ,—ମୁଣ୍ଡ ୩୧୧୬। ୧୧୧। ଦିବ୍ୟ ... ହମନାଃ,—ମୁଣ୍ଡ ୨୧୧୨ ଯଂ ପଞ୍ଚକ୍ଷଣି ... କ୍ଷୀଣ-ଦୋଷାଃ,—ମୁଣ୍ଡ ୩୧୧୫। ୧୧୨। ଯୋ ଦେଵାନାମ୍ ... ଚତୁର୍ପଦଃ,—ସେତୀ ୪୧୧୩। ସ ବା ଏବ ଯହାନ୍ ଅଜ ଆଆ,—ବୃହ ୪୧୪୧୨୫। ୧୧୩। ବୃହ ୩୧୧୨୩। ୧୧୪। ବୃହ ୩୧୧୨୬; ୪୧୨୧୪; ୪୧୪୧୨୨; ୪୧୫୧୯। ୧୧୫। ବୃହ ୫୧୬୧। ତୁଃ ୪୧୪୧୨। ୧୧୬। କଠ ୩୧।

ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୋହିଧ୍ୟାୟଃ

୧୧୭। ଛାନ୍ଦୋ ୭୧୨୩୧ ୧୧୮। ଛାନ୍ଦୋ ୭୧୨୪୧। ତୁଃ, ବୃହ ୩୧୧୨୦—୨୬। ୧୧୯। ସ ଏବାଧକ୍ଷାନ୍ ... ଉତ୍ତରଙ୍ଗଃ,—ଛାନ୍ଦୋ ୭୧୨୫୧। ଈଶାନଃ ... ଶଃ,—କଠ ୪୧୧୩। ୧୨୦। ସେତୀ

୫୧୧ । ୧୨୧ । ସ ବୁକ୍ ... ବିଖ୍ୟାମ,—ଶେତା ୬୧୬ । ବିଖ୍ୟତେକ୍ ...
 ... ଅତ୍ୟନ୍ତମ् ଏତି,—ଶେତା ୬୧୪ । ୧୨୨ । ଶେତା ୬୧୬ ।
 ୧୨୩ । ସ ତମୟଃ ... ଈଶନାୟ,—ଶେତା ୬୧୭ । ତଃ ହ...ଅପଦ୍ୟେ,
 —ଶେତା ୬୧୮ । ୧୨୪ । ତତ୍ତ ହ... ସତ୍ୟମ,—ଛାନ୍ଦୋ ୮୧୩୪ ।
 ନିକଳ...ଇବାନଳମ,—ଶେତା ୬୧୯ । ୧୨୫ । ଛାନ୍ଦୋ ୮୧୪୧ ।
 ତୁଃ, ବୁହ ୫୧୪୧୨୨, (ଏହି ଗ୍ରହେର ପ୍ରଥମ ଥଣ୍ଡେର ୫୭ ସଂଖ୍ୟକ ବଚନ) ।
 ୧୨୬ । ଛାନ୍ଦୋ ୮୧୭୧ । ୧୨୭ । ଛାନ୍ଦୋ ୮୧୪୧ । ୧୨୮ ।
 କଠ ୬୧୨ । ୧୨୯ । ବୁହ ୫୧୪୧୫ । *ଦ୍ଵିତୀୟାଙ୍କ କଠ ୫୧୫ତେବେ
 ଆଛେ ; କଠ ୫୧୨, ୧୩ତେ ସାମାଜିକ ପୃଥକ୍ ।

ପଞ୍ଚଦଶୋଇଧ୍ୟାୟଃ

୧୩୦ । କଠ ୨୧୨୪ । ୧୩୧ । ଶ୍ରେଷ୍ଠ...ଧୀରଃ,—କଠ ୨୧୨
 ତମୋଃ...ବୃଣୀତେ,—କଠ ୨୧ । ୧୩୨ । ବୁହ ୫୧୪୧୯ । ୧୩୩ ।
 କଠ ୩୧ । ୧୩୪ । କଠ ୩୧୬ । ୧୩୫ । କଠ ୩୧୭ । ୧୩୬ ।
 କଠ ୩୧୮ । ୧୩୭ । କୃଠ ୩୧୯ । ୧୩୮ । ଖ ୧୨୨୧୨୦ । ନୁସିଂହ
 ପୂର୍ବ ତାପନୀ ଉପନିଷଦେ ଇହା ୫ୟ ଅଧ୍ୟାତ୍ମର ୧୭ଶ ଶୋକ ।
 ୧୩୯ । ବୁହ ୫୧୪୧୧ । ତୁଃ, ଈଶା ୯—୧୪ ।

ଷୋଡ଼ଶୋଇଧ୍ୟାୟଃ

୧୪୦ । ବୁହ ୫୧୪୧୨୩ । ୧୪୧ । ବୁହ ୫୧୪୧୨୩ । ୧୪୨ । ସ
 ମୋଦତେ ମୋଦନୀୟଃ ହି ଲବ୍ଧ୍ୟା,—କଠ ୨୧୩ । ତରତି ଶୋକ...
 ଅମୃତୋ ଭବତି,—ମୁଣ୍ଡ ୩୨୧୯ । ୧୪୩ । ତୈତ୍ତି ୧୧୧ ।
 ୧୪୪ । *ସତ୍ୱ ବନ,—ତୈତ୍ତି ୧୧୧ । ସମୁଲୋ ବା . ଅଭିବଦତି,—
 ଅନ୍ନ ୬୧ । ୧୪୫ । ଧର୍ମଃ ଚର,—ତୈତ୍ତି ୧୧୧ । ଧର୍ମାଃ ପର୍ବ

ନାତି,—ବୁଝ ୧୫୧୪ । ଧର୍ମ: ସର୍ବସାଂ ଭୂତାନାଂ ମଧୁ,—ବୁଝ
୨୫୧୧ । ୧୪୬ । ତୈତ୍ତି ୧୧୧ । ୧୪୭ । ତୈତ୍ତି ୧୧୧ ।
୧୪୮ । ତୈତ୍ତି ୧୧୧ । ୧୪୯ । ତୈତ୍ତି ୧୧୧ । ୧୫୦ । ମୁଣ୍ଡ
୨୨୧୪ ସଂଖ୍ୟକ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମତ୍ତେର ହିତୀଗାର୍ଦ୍ଦ,—“ନାୟମ୍ ଆଜ୍ଞା
ବଳହୀନେନ ଲଭ୍ୟୋ, ନ ଚ ଅମାଦାଂ, ତପସୋବାପ୍ୟଲିଙ୍ଗାଂ, ଏତେ-
କ୍ଷପାଇସେଯତତେ ସଞ୍ଚ ବିଦ୍ଵାନ୍, ତମେୟ ସ ଆଜ୍ଞା ବିଶତେ ବ୍ରଦ୍ଧାମ ।”
୧୫୧ । ଏହି ବଚନ ସହକ୍ରେ ୮୫ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ । ୧୫୨ । ଶେତ୍ର
୩୮ । ହିତୀଗାର୍ଦ୍ଦ ୬୧୫ତେও ଆଛେ । ୧୫୩ । ଶେତ୍ର ୧୧୨ ।
୧୫୪ । ମୁଣ୍ଡ ୩୨୧୫ । ୧୫୫ । ଅନ୍ତ ୪୧୧ । ୧୫୬ । ସଂଚାରମ୍
ଅଞ୍ଚିନ୍ନାକାଶେ ତେଜୋମଯୋହମୃତମଯଃ ପୁରୁଷ:,—ବୁଝ ୨୫୧୦ ।
‘ସର୍ବାହୁତ୍ୱ:,—ବୁଝ ୨୫୧୯ । ସଂଚାରମ୍ ଅଞ୍ଚିନ୍ନାଜୁନି...ପୁରୁଷ:,—
ବୁଝ ୨୫୧୪ । ସର୍ବାହୁତ୍ୱ:,—ବୁଝ ୨୫୧୯ । ତମ୍ ଏବ ବିଦିତ୍ବା...
ଅୟନାଯ୍,—ଶେତ୍ର ୩୮ ; ୬୧୫ । ୧୫୭ । କେନ ୪୧୭ ।

(শান্তিপাঠ) ও অপ্যায়স্ত...ওঁ শান্তি: শান্তি:
শান্তি:—ছান্দো এবং কেন, শান্তিপাঠ। হরি: ও,—অশ এবং
ঐত, আরস্ত ; ছান্দো, ৬ এবং ৮ প্রপাঠকের আরস্ত।

ପିତୀୟଥର୍ମ୍ୟ, ଅନୁଶାସନମ୍

अथवोऽध्यायः

[‘କ’ – ମୋତେର ଅଥିର୍କ ; ‘ଧ’ ମୋତେର ବିଭିନ୍ନିର୍କ୍ଷାକ ।]

୧। ତୈଲି ୨୧୧। ୨। ଯଶନି ୮୧୨୩। ୩। ଯଶନି
୮୧୫। ୪। ଯଶନି ୮୧୨୯। ୫। ଅଥର୍ଵା—ଯଶଭା ଆଦି,

१९७१६ थ। द्वितीयार्क,—महाभा बन ३१२४८ क। ६। महू २१२२७। ७। महाभा शास्ति २४२, २०+२१। अथग पंक्ति अहु ४१८४ थ-ते, एवं द्वितीय ओ तृतीय पंक्ति अहु ४१८४, १८५ते आছे। ८। महू ६४७।

द्वितीयोऽध्यायः

९। अथमार्क—व्यास २१४ थ। द्वितीयार्क,—अत्रि ३०६ थ। १०। महू ९। २६। ११। अथमार्क, हारीत ४१२ क। द्वितीयार्क,—अत्रि ३८० क। १२। महू ९। १०। १३। महू ९। १०२। १४। महू ६। ६०। १५। अथमार्क, शज्ज ४। १५ थ। द्वितीयार्क, व्यास २। २६ थ। १६। अथमार्क, व्यास २। २७ क। द्वितीयार्क, महू ६। १५० क। १७। अथमार्क, व्यास २। ३३ थ। द्वितीयार्क, व्यास २। ३४ क। १८। वाङ्म १। १८७। द्वितीयार्क महाभा अनुशा १३८। ६ क-तेऽ आছे। १९। अथमार्क, वाङ्म १। ७७ क। द्वितीयार्क, व्यास २। ४७ थ। २०। महू ९। ५। २१। महू ९। १२। २२। महू ९। ५७।

तृतीयोऽध्यायः

२३। महानि ८। ३०। २४। महानि ८। ४७। २५। महू ९। २२। २६। महानि ८। १०। २७। महू ३। ५।

चतुर्थोऽध्यायः

२८। महू २। १५६। २९। महाभा उत्तोग ४। २१९। ३०। महू ४। १३७। ३१। महू ४। १६०। ३२। अथमार्क,

৩৫৪

আঙ্গাধর্মঃ

মহাভা শাস্তি ৮৭।১৬ ক । দ্বিতীয়ার্দ্ধ, মহু ৭। ১৩৯ । ৩৩ ।
 মহাভা শাস্তি ১৭৫।১৬ ; ২৭৬।১৫,১৪ । ৩৪ । মহাভা শাস্তি
 ১৬০।২৩ । ৩৫ । মহাভা শাস্তি ১৭৫।৩৪ ; ২৭৬।৩৪ । ৩৬ ।
 মহাভা উদ্ঘোগ ৭।১৩৭ । ৩৭ । মহাভা উদ্দেয়োগ ৩৩।৬১ ।
 ৩৮ । মহাভা উদ্দেয়োগ ৩৩।৬৪ । ৩৯ । কুলা ১।১।১ ।। মূলে
 ‘আপ্য’ স্থানে ‘ততঃ’ আছে । ৪০ । মহাভা উদ্দেয়োগ ৩৪।৬৯ ।
 ৪১ । মহু ৬।৪৫ ; মহাভা শাস্তি ২৪৪।১৫তেও আছে, কিন্তু
 সামান্য পৃথক ।

পঞ্চমোইধ্যায়ঃ

৪২ । মহু ৪।১২ । ৪৩ । প্রথমার্দ্ধ মহাভা বন ২।৪৪থ ।
 দ্বিতীয়ার্দ্ধ, মহাভা বন ২।৪৫ক । সমগ্র শ্লোক মহাভা বন
 ২।৫।২২তেও আছে, কিন্তু তাহার দ্বিতীয়ার্দ্ধ সামান্য পৃথক ।
 দ্বিতীয়ার্দ্ধ অন্ন পরিবর্ত্তিকারে মহাভা শাস্তি ৩৩।১।১ক-তে আছে ।
 ৪৪ । প্রথমার্দ্ধ, মহাভা বন ২।৫।৮।১৩থ । দ্বিতীয়ার্দ্ধ, মহাভা বন
 ২।৫।৮।১৫থ । ৪৫ । মহাভা শাস্তি ১।৭।৪।২। । প্রথমার্দ্ধ মহাভা
 শাস্তি ২।৫।২৩থ-তেও আছে । ৪৬ । মহাভা শাস্তি ২।৫।২৬ ;
 ১।৭।৪।১ । ৪৭ । প্রথমার্দ্ধ, মহাভা বন ২।০।৬।৪।২থ । দ্বিতীয়ার্দ্ধ,
 ২।০।৬।৪।৩ক । ৪৮ । মহাভা উদ্দেয়োগ ৩।৫।৪।৪ ।

ষষ্ঠোইধ্যায়ঃ

৪৯ । মহানি ৮।৫৬ । ৫০ । মহানি ৮।৬।২ । ৫১ । মহানি
 ৮।৬।১ । ৫২ । মহানি ৮।৬।৬ । ৫৩ । মহানি ৮।৬।১ । ৫৪ ।

ଦ୍ଵିତୀୟ ପ୍ରିଣିଷ୍ଟ, ସଚନାବଲୀର ମୂଳ ୩୯୫

ମନୁ ୪୧୩୮ । ୫୫ । ମନୁ ୫୧୦୯ । ବର୍ସିଠ ୩ । ବିକୁ ୨୨୯୧,
କିନ୍ତୁ ତଥାଯେ ‘ଅନ୍ତିଃ’ ହାନେ ‘ଅନ୍ତିଃ’ ଆଛେ । ୫୬ । ମହାଭା ଆଦି
୭୪୧୨୫ : ଉଦ୍‌ୟୋଗ ୪୧୩୫ । ତୁଃ ମନୁ ୪୧୨୯୯ । ୫୭ । ମହାଭା
ଆଦି ୭୪୧୧୦୪ । ୫୮ । ପ୍ରଥମାର୍କ, ମହାଭା ଉଦ୍‌ୟୋଗ ୩୮୩ କ ;
ଶାନ୍ତି ୧୨୮୧୫୨ କ । ଦ୍ଵିତୀୟାର୍କ, ଉଦ୍‌ୟୋଗ ୩୬୧୫ ଥ ।

ସପ୍ତମୋଇଧ୍ୟାୟଃ

୫୯ । ମନୁ ୮୧୭୪ । ୬୦ । ମନୁ ୦୮୧୧୦୧ ଥ ; ୮୧୮୩ କ ।
୬୧ । ମନୁ ୮୧୯୬ । ୬୨ । ମନୁ ୮୧୯୧ । ତୁଃ ମନୁ ୮୧୮୪, ୮୯ ;
ମହାଭା ଆଦି ୭୪୧୨୬ ।

ଅଷ୍ଟମୋଇଧ୍ୟାୟଃ

୬୩ । ମହାଭା ବନ ୨୦୬୧୪୪ । ପ୍ରଥମାର୍କ ମହାଭା ଶାନ୍ତି ୧୪୧୦
ଥ-ତେବେ ଆଛେ । ୬୪ । ମହାଭା ଉଦ୍‌ୟୋଗ ୩୮୧୭୩ । ୬୫ ।
ମହାଭା ବନ ୨୦୯୧୧୨ । ୬୬ । ମହାଭା ବନ ୧୧୨୪ । ୬୭ ।
ମହାଭା ଉଦ୍‌ୟୋଗ ୧୨୩୧୨୩ । ୬୮ । ମହାଭା ଉଦ୍‌ୟୋଗ ୧୨୩୧୨୬ ।
୬୯ । ପ୍ରଥମାର୍କ, ମହାଭା ଉଦ୍‌ୟୋଗ ୩୭୧୩୭ କ । ଦ୍ଵିତୀୟାର୍କ, ୩୭୧୩୧ ଥ ।
୭୦ । ମହାଭା ଉଦ୍‌ୟୋଗ ୧୦୬୧୧୦ ; ଶାନ୍ତି ୧୭୩୧୯ ।

ନବମୋଇଧ୍ୟାୟଃ

୭୧ । ମହାଭା ବନ ୧୫୮୧୨୪ । ୭୨ । ମନୁ ୨୧୮୬୧
୭୩ । ମହାଭା ବନ ୨୫୮୧୨୮ । ୭୪ । ମହାଭା ବନ ୨୫୮୧୦୩ ।
୭୬ । ମହାଭା ବନ ୨୦୬୧୪୦ । ୭୭ । ମହାଭା ବନ ୨୫୮୧୧୯ ।

৭৮। অথমার্ক, সংব ৮০খ। ৭৯। অথম পংক্তি, সংব ৮৭ক।
বিতীয় ও তৃতীয় পংক্তি, সংব ১১। ৮০। মহু ১১১।

দশমোইধ্যায়ঃ

৮১। অথমার্ক, মহাভা বন ২১৫।১৬ক; দ্বৌ ২১৩।৬খ;
শাস্তি ২০৫।৩ক; শাস্তি ৩৩০।১৩ক; বিতীয়ার্ক, বন ২১৫।২৭খ;
শাস্তি ৩৩০।২৩খ। ৮২। মহাভা বন ৩১২।৭৬। ৮৩। মহাভা
বন ৩১২।৯০। ৮৪। মহাভা বন ৩৫৮।২৩। ৮৫। মহাভা
উদ্ঘোগ ৩৬।৭। ৮৬। অথমার্ক, মহাভা উদ্ঘোগ ১৩৮।৭ক।
৮৭। মহাভা উদ্ঘোগ ৩৬।৬০।

একাদশোইধ্যায়ঃ

৮৮। মহু ৬।৯২। ৮৯। অথমার্ক, মহাভা উদ্ঘোগ
৭।১।৩৬ক। বিতীয়ার্ক, উদ্ঘোগ ৭।১।৯ক। ৯০। মহাভা বন
২০৮।৪। ৯১। মহু ৭।২। তুঃ মহাভা শাস্তি ১৫।৩৪।
৯২। মহু ৮।১।২। ৯৩। মহাভা উদ্ঘোগ ৩২।৫।৪'র অথম
চরণ+৫।'র ২য়, তৃতীয় ও ৪র্থ চরণ। ৯৪। দক্ষ ৩।২০।
৯৫। আপ ১।০।৩।

দ্বাদশোইধ্যায়ঃ

৯৬। মহাভা আদি ৭।৪।৯। ৯৭। মহাভা সভা ৫।৪।৮।
৯৮। মহু ৭।৪। ৯৯। মহু ৪।১।৬। ১০০। মহাভা
উদ্ঘোগ ৯।২।৬।

ज्ञानोदयशोधकालः

१०१। यशु २१८८। १०२। गीता २१६७। शूः यशाभा
 वन २१०१२७। १०३। यशु २१९४; यशाभा आदि १५४९।
 यशाभा आदि ८५१२। १०४। यशु २१९९। १०५। यशु
 २१९६। १०६। यशु २१२१४। १०७। यशु २११००।

ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଶୋଇଧ୍ୟାଯ়ঃ

১০৮। মহাভা আদি ৭৫১৯। শাস্তি ১৭৪। ২৫০। ৬,
২৬। ১১৭, ৩২৬। ৩৪ প্রায় অনুকরণ। ১০৯। প্রথমার্ক্ষ, মহাভা
উদ্দেয়গ ৩৪। ৬৪ ক। বিত্তীয়ার্ক্ষ, মহাভা আদি ১৫৭। ১৫ ক।
১১০। মহাভা বন ২০৯। ১১১। মহাভা বন ১৯৯। ১৯৮।
১১২। মহাভা বন ২০৮। ৪৫। ১১৩। মহাভা উদ্দেয়গ ৩৬। ৪৯।
১১৪। মহাভা বন ২০৮। ৫০। ১১৫। মহাভা উদ্দেয়গ ১৭৮। ৮।
১১৬। মহু ৮। ১৫। তুঃ মহাভা বন ৩১২। ১২৬। ১১৭। মহু
৮। ১৭। ১১৮। মহাভা বন ২০৬। ৪৬। তুঃ মহাভা শাস্তি ৯৫। ১৯।
১১৯। মহু ২। ১৬৩। তুঃ মহাভা শাস্তি ২৯৯। ২৬ খ।
১২০। মহাভা উদ্দেয়গ ৩৪। ৬১। ১২১। মহাভা উদ্দেয়গ
৩৪। ৬২।

পঞ্চদশোইধ্যায়ঃ

১২২। মহাভা উদ্যোগ ৩২১২৩। ১২৩। মহাভা উদ্যোগ
৩২১৯৬। ১২৪। মহু ১২১৩। ১২৫। মহু ১২১৫। ১২৬। মহু

୧୨୬ । ୧୨୭ । ମହୁ ୧୨୧ । ୧୨୮ । ମହୁ ୧୨୧୧ । ୧୨୯ ।
ମହୁ ୧୧୨୩ ।

ସୋଡଶୋଇଧ୍ୟାୟଃ

୧୩୦ । ମହୁ ୪୧୭୦ । ୧୩୧ । ମହୁ ୪୧୭୧ । ୧୩୨ । ମହୁ
୪୧୭୪ । ୧୩୩ । ମହୁ ୪୧୨୩୮ । ୧୩୪ । ମହୁ ୪୧୨୩୯
୧୩୫ । ମହୁ ୪୧୨୪୦ । ୧୩୬ । ମହୁ ୪୧୨୪୧ । ୧୩୭ । ମହୁ ୪୧୨୪୨
୧୩୮ । ତୈତ୍ତି ୧୧୧ ।

ଶାସ୍ତ୍ରପାଠ,—ତୈତ୍ତି ୧୧ ; ଗ୍ରିତ ଶାସ୍ତ୍ରପାଠ ।

ଦ୍ଵିତୀୟ ଖଣ୍ଡର ଏହି କଯ ସ୍ଥାନେର ମୂଳ ନିର୍ଣ୍ୟ ହୟ ନାହିଁ :—

(୭୫) ଶ୍ରାଵୋପାର୍ଜିତବିତ୍ତେନ...ସର୍ବଧର୍ମବହିକୃତଃ ॥

(୭୮, ଥ) ଭୂମିଦାନାଂ ପରଃ ନାନ୍ତି, ବିଦ୍ୟାଦାନାଂ ତତୋହଧିକମ् ।

(୮୬, ଥ) ଗୁଣବନ୍ତକ ଯୋଦ୍ଧେଷ୍ଟି, ତମାହଃ ପୁରୁଷାଧମମ

তৃতীয় পরিশিষ্ট, ব্যাখ্যা-সূচী

ত্রিকোপাসনা

পিতা মোহিসি,—শাস্তিনি ১১২০৪, ১১৩০৬—৩০৮,
৩০৯—৩২৩, ৩৫৮, ৪২৫—৪২৯, ৪৯৮—৫০১ ; মা মা হিংসীঃ,—
৫৫১—৫৫৫, ৫৬২। Pers. 155—166. Sadh. 119.
পিতা নো বোধি,—ধর্মজী ২১৩৩০—৩৪২।

বিশ্বালি,—শাস্তিনি ১১৩, ২১৫৫৫—৫৫৭। Sadh. 38, 39.

অঘঃ শস্ত্রবায়,—শাস্তিনি ১১৪। Sadh. 40.

অঘস্তে সতে (ভয়ানাং ভয়ং),—শাস্তিনি ১১৬।

[ত্রিকোপাসনার অন্তর্গত অংশ প্রথম খণ্ডের বচনাবলীর অন্তর্গত]

প্রথমখণ্ড, উপনিষৎ

। প্রথমোইধ্যায়ঃ

২। যতো বা ইআলি,—ব্যাখ্যান ১ প্র ১২, ১৩।
মত ১০—১৫। ভবা ৫, ৬। শাস্তিনি ১১২৭, ২১৭২৪।
৩। আনন্দাজ্ঞেব,—শাস্তিনি ১১২৬, ১১৪, ১২৭, ১২৮,
২৯৮ ; ২১৭৪৯, ৪১৭। ৪। যতো বাচো,—ব্যাখ্যান
মাসিক ৪। মত ১৫—২৪। ধর্মজী ১১২৭০—২৮১। শাস্তিনি
১১৩০, ১৬২, ১৮৪, ১৮৯ ; ২১৭১, ৪৬১, ৬৪১। Sadh. 159.
Pers. 62. ৫। অসো বৈ,—ব্যাখ্যান ১ প্র ৪ ; মাসিক
৪। শাস্তিনি ১১২৫, ১০৬, ১৬৯। ৬। কো হে বান্যাঁ,

—व्याख्यान १ प्र १। शास्त्रिनि १८२, १०७, १३० ; २१३१३।
 Pers. 27. 133. Sadh. 107—149 ७। अना हे
 बैषः,—धर्मजी ११७०—१८९ ; ३१४७—१५३। ९। एषात्,
 —व्याख्यान २ प्र ४। अत ७५। आच्छाजी १७३। धर्मजी
 १२१६—२२६ (एषात् परम सम्पद)। शास्त्रिनि १८१—८३,
 १८९ ; २१५३०। Pers. 85, 107. Sadh. 161.

द्वितीयोऽध्यायः

१०। ईदं वा अत्रे,—व्याख्यान १ प्र १७। शास्त्रिनि
 ११४६, १६७, १६२ (एकमेवाद्वितीयम्)। ११। स उपो
 इत्पत्ति,—व्याख्यान १ प्र १३। १३। उमादस्ताग्निः,
 —शास्त्रिनि २१५२०, ६००। Sadh. 127.

तृतीयोऽध्यायः

१४। उत्तिष्ठतानार्थः,—उवा २। १५। अपरा
 अथेदो,—आच्छाजी १३१। उवा २१—२७। धर्मजी २१२८
 —७। २२। यो वा एतदक्षरः,—व्याख्यान १ प्र १।
 धर्मजी १३०५ ; २१२९—२२४। २६। यदिदम् किञ्च,—
 व्याख्यान १ प्र २३। आच्छाजी २२६—२७। अत १८। शास्त्रिनि
 १६७ ; २१३११, ६१५, ३१७, ४४४ (महदत्तम्)। Sadh. 21.

चतुर्थोऽध्यायः

३२। नाहं अन्ये,—शास्त्रिनि २१३१०। Sadh. 158.
 ३३। वस्त्रामतः,—शास्त्रिनि २१३७२। ३४। हैह चदबेदाः,

—ব্যাখ্যান ২ অ ৪। শাস্তিরি ১১৬৪। Sadh. 20,
147, 154.

পঞ্চমোইধ্যায়ঃ

৩৫। ঈশ্বারাশ্রম,— ব্যাখ্যান ১ অ ২১। আর্থজী
৬০, ২৭৩। শাস্তিরি ২১৩৭। Pers. ৬১ ৬৮—৭২. ৯৭.
Sadh. 17, 19, 148. ৩৬। অনেকদেকঁ—
Pers. ৬৬. ৩৭। তদেক্তি,—শাস্তিরি ১১২৮৫।
Pers. ৪৪, ৬৬. ৩৮। যত্ন সর্বাণি,—শাস্তিরি ১১৯৯;
২১৩২। Pers. ৬৭. ৩৯। স পর্যগাঁ,—ব্যাখ্যান
১ অ ১৪। শাস্তিরি ১১২৯, ১০৯, ১১৫, ১৬০—১৫৪, ২৫৯।
Pers. ৬২.

ষষ্ঠোইধ্যায়ঃ

৪০। তপসা দ্রুক্ষ,—ধৰ্মজী ১১২৯২—৩০।
৪১। সত্যঁ জ্ঞানসম্ভুতঁ,—ব্যাখ্যান ২ অ ১৯। ধৰ্মজী
১১৯০—১০২। শাস্তিরি ১১৯৯—১৮, ৬৩, ১৮৩, ১৮৮, ২০৯,
২৩৬, ২৩৮; ২১৩৮, ৯৩, ৯৪১, ৯৪৭, ৯৪৯, ৯৭২। Sadh.
160. ৪২। যঃ সর্বজ্ঞঁ,—ব্যাখ্যান পরি ১। আনন্দ-
কল্পসমূহভঁ,—ব্যাখ্যান ২ অ ২। শাস্তিরি ১১১১, ১৭, ৯০,
১০২, ১০৪, ১১৪, ১৩৪, ১৮৯, ২০৬, ২১১; ২১৩৮—৩৪১।
Pers. ৯৯. Sadh. ৮০, ১০৪. ৪৩। হিরণ্যসে পরে
কোষে,—কাখ্যান ১ অ ৪। ভবা ৯৮। ধৰ্মজী ১১৬২—
১৭৩। শাস্তিরি ১১৯২, ২০৯। ৪৪। স তত্ত্ব কুর্বেত্য।

ଭାତ,—ବ୍ୟାଧ୍ୟାନ । ଅ ୬। ଶାସ୍ତ୍ରିନି ୧୨୬୫। ୪୫।
ଆଗେ। ହେଷ ସଂ,—ବ୍ୟାଧ୍ୟାନ । ଅ ୭। ଧର୍ମଜୀ ୧୧୮୫—
୧୯୫; ୪୦୫—୪୧୩। ଶାସ୍ତ୍ରିନି ୧୧୩୩; ୨୧୪୫—୪୫୫। Sadh.
131. ୪୬। ଦୂରାଃ ଶୁଦୂରେ ତଦିହାସ୍ତିକେ ଚ,—ଧର୍ମଜୀ
୧୧୩୩—୧୪୨। ୪୭। ନ ଚକ୍ରବା ଗୃହତେ,—ବ୍ୟାଧ୍ୟାନ । ଅ ୫।
ଆଜ୍ଞାଜୀ ୧୬୭, ୧୬୮। ଭବ. ୫୮—୬୪। ଧର୍ମଜୀ ୧୧୫୦; ୨୧୬।

ସୁପ୍ରମୋଇଧ୍ୟାୟଃ

୪୯। ନ ତତ୍ତ୍ଵ କାର୍ଯ୍ୟଃ,—ଶାସ୍ତ୍ରିନି ୧୧୩୧, ୧୯୬;
୨୧୪୫ ୫୪୭। Sadh. 78, 133. ୫୧। ଏବ ଦେବୋ
ବିଶ୍ଵକର୍ମା,—ଆଜ୍ଞା ୨୧। ଶାସ୍ତ୍ରିନି ୧୧୬୬, ୧୬୭, ୨୨୩,
୨୩୯। Sadh. 37. ୫୨। ତତ୍ତ୍ଵଦର୍ଶଃ,—ଧର୍ମଜୀ ୧୩୭୪—
୬୯୯। ଶାସ୍ତ୍ରିନି ୨୧୦୯୬—୪୦୩। ୫୪। ଏକଦୈବ,—
ବ୍ୟାଧ୍ୟାନ । ଅ ୨୧। ୫୭। ଏବ ସର୍ବେଶ୍ୱରଃ—ବ୍ୟାଧ୍ୟାନ । ଅ
୧୫। ୫୮। ଅଞ୍ଚିନ୍ତ୍ଯୋଃ,—Sadh. 35. ୫୯। ନ
ଆୟତେ ଆୟତେ,—ଆଜ୍ଞା ୧୮୫। ୬୧। ପ୍ରଗବୋ
ଧକୁଃ,—ଶାସ୍ତ୍ରିନି ୧୧୯୧; ୨୬୪୧। Sadh. 149.

ଅଷ୍ଟମୋଇଧ୍ୟାୟଃ

୬୪। ବିଶ୍ଵତତ୍ତ୍ଵଚକୁଃ—ବ୍ୟାଧ୍ୟାନ । ଅ ୭, ୧୧। ୬୬।
ସର୍ବାନ-ନଶିରୋ,—Sadh. 22. ୬୭। ଅପାଣିପାଦଃ,—
ବ୍ୟାଧ୍ୟାନ । ଅ ୧୨। ୬୮। ସ ଏବ ଶୁଣ୍ଠେମୁ,—ଶାସ୍ତ୍ରିନି ୧୮୭।
୭୦। ଏକୋ ବଶୀ,—ବ୍ୟାଧ୍ୟାନ । ଅ ୩। ଆଜ୍ଞା ୭୪। ଶାସ୍ତ୍ରିନି
୧୧୬୬। Sadh. 36. ୭୧। ନିତ୍ୟୋହନିତ୍ୟାନାଃ,—ବ୍ୟାଧ୍ୟାନ,

২। প্র ৩। ৭২। যদা সকের অভিভূতে,—ব্যাখ্যান,
মাসিক ৩। মত ৯৪। ধর্মজী ১২৬১ ৩১০৭।

নবমোইধ্যায়ঃ

৭৩। দ্বা সুপূর্ণি সযুক্তা,—ব্যাখ্যান ১ প্র ৮; মাসিক
১৮। ভবা ৫৭। ধর্মজী ১৫৩, ২৪৮—২৬০। শাস্তিনি ২১৪০৩।
৭৭। একাঞ্চ্ছপ্রত্যয়সংবলং। শাস্ত্রঃ শিবঘৰ্ত্বত্বঃ,—ব্যাখ্যান
২ প্র ৩। আত্মজী ১৬৭। ভবা ৫৫—৬৩। শাস্তিনি ১১১১—
১১৩, ১৩৪, ১৯৯, ২৮৫, ২৯৭; ২১৩৫৭, ৩৬৫, ৩৬৮, ৩৬৯।
৭৮। তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাঃ,—আত্মজী ৭৪। ভবা ৬৫।
শাস্তিনি ১১৯৩, ২৯৭। ৭৯। প্রিয়ং রোগস্তি,—ব্যাখ্যান ১
প্র ১৬। ৮০। আত্মানমেব প্রিয়ং,—ব্যাখ্যান ১ প্র ১৬৩
৮১। আত্মা বা অরে,—ধর্মজী ১১২২—১৩২। ৮৩। তদৃ
ষ্ঠা রথনার্তো,—ব্যাখ্যান ১ প্র ৪। ধর্মজী ৩১২৯১—২৯৯।
৮৫। ইহ সন্তোষৰ্থ,—ব্যাখ্যান ১ প্র ৯; ২ প্র ১১।
৮৯। অহান् প্রভুর্বে পুরুষঃ,—ব্যাখ্যান ১ প্র ১০।
ধর্মজী ৩১২৪।

দশমোইধ্যায়ঃ

৯০। অধেয বাগ্নঘাসীনং,—ব্যাখ্যান ১ প্র ১৫।
৯১। স্বস্তী বঃ পারায়,—আত্মজী ১৭৪। ৯২। তৎ-
সবিভূবরেণ্যং (গোয়ত্রী),—আত্মজী ৮৩, ৯৭—১০০, ১১৯।
ধর্মজী ২১৩৯—১৫০। শাস্তিনি ১৫৩, ২৩৭, ২৬৮; ২১৩০৬।

Pers. 152. ৯৩। মাহে জন লিঙ্গাকুর্যাং,—ব্যাখ্যান ১
প্র ১। ধর্মজী ২১১০৮—১১৮। Sadh. 125. ৯৪। তৎ
বেষ্টং পুরুষং বেদ,—ব্যাখ্যান ১ প্র ১। ৯৫। যো দেবো-
হয়ো,—শাস্তি নি ১১৫০, ১৫৪—১৫৭। Sadh. 17.

একাদশোইধ্যায়ঃ

৯৬। এষ সর্বেষু ভূতেষু,—আত্মজী ২৭২। ৯৮। নাম-
মাত্মা প্রবচনেন,—ব্যাখ্যান পরি ২। ধর্মজী ৩১২৪৯—২৫১।
৯৯। উভিষ্ঠত আগ্রাত,—ধর্মজী ২১৯৯; ৩১২৪২। শাস্তি নি
১১, ২, ৬১।

দ্বাদশোইধ্যায়ঃ

১০১। বৃক্ষ, ইব শুকঃ,—শাস্তি নি ২১৪৮২। ১০২। ষথঃ
সৌম্য বয়াংসি,—ব্যাখ্যান ১ প্র ১৭। ১০৩। কর্ণাধঃকঃ
সর্বভূতাধিবাসঃ,—ধর্মজী ১৪৮—৫৭। ১০৪। শ্রেণামাপি
বছতিঃ,—ধর্মজী ১১৯৬—২০৬। ১০৮। পরাচঃ কামাম,
—ব্যাখ্যান ২ প্র ১০। ধর্মজী ৩১১৯। ১০৯। ঘেনাহং নামতা
স্তাম,—ব্যাখ্যান ২ প্র ৯। ধর্মজী ১১২৩, ২৬০—২৭০।
শাস্তি নি ১১৩—৪১, ১২৩; ২১৭৮৩, ৪৬২, ৪৬৮, ৬০৪। Sadh.
151. অসতো র্মা ইত্যাদি, ব্যাখ্যান মাসিক ১৪। শাস্তি নি
১৪৫, ৪৬, ৫৮, ১০৭, ১০৮, ১১৩, ২৫৭; ২১৩৪৪, ৩৫৮, ৪২৪
৪৩৯, ৯৮—১৮০। Pers. 105. Sadh. 38. আবি ক্রাবীম-
এদি, ব্যাখ্যান ২ প্র ৮। Sadh. 37. 40. ক্লজ কলে কলিণং
চুখ্য, ধর্মজী ১৩২৭; ৩২৯৮। শাস্তি নি ১১৫০। Sadh. 38.

অরোদশোইধ্যায়ঃ

১১০। সভ্যে অক্ষয়,—ব্যাখ্যান ২ প্র ৭। ধর্মজী
২১১৪—১৫০।

চতুর্দশোইধ্যায়ঃ

১১৭। ঘোঁ বৈ কুআ,—ব্যাখ্যান ১ প্র ২০। তবা
৫৫। ধর্মজী ১৩৪১—৩২০। শাস্তি নি ১৮৪; ২১৪০১, ৫৪৯।
১১৯। স এবাধত্তাঃ,—ব্যাখ্যান ১ প্র ২, ১৩। তবা
৫৫। ১২০। য একোবিগং,—শাস্তি নি ১২৯, ৮৭,
১১৫, ১৬৭; ২১৩৮৪, ৪১৩, ৪৫৪। Sadh. 132, 133.
১২১। স বৃক্ককালাকৃতিত্তিঃ,—ব্যাখ্যান ২ প্র ১।
ধর্মাবহং পাপমুদং, ধর্মজী ১৩৬—৪৭। ১২৩।
তঃহ দেবআত্মবৃক্ষিপ্রকাশঃ,—ব্যাখ্যান ১ প্র ১৮।
১২৪। অমৃতস্ত পরং সেন্তুং দক্ষেক্ষণমিবালকঃ—
ব্যাখ্যান ১ প্র ২৬। ধর্মজী ২১২৭। ১২৫। স
সেন্তুবিশ্বত্তিঃ,—ব্যাখ্যান ১ প্র ১৫। তবা ৬৩। ধর্মজী
১৫৭—৭৯; ২১২৩৬; ৩১২৭। ১২৭। তে যদন্তরা,—
ব্যাখ্যান মাসিক ১৪। ১২৮। অস্তীতি ক্রবত্তোল্লত্ত,—
ধর্মজী ১১৪৭—১৫২। ১২৯। ষষ্ঠেতমমুপশৃঙ্গতি,—
শাস্তি নি ২১৩৪৫।

পঞ্চদশোইধ্যায়ঃ

১৩০। মাবিরতো ছুক্তরিত্তাঃ,—ব্যাখ্যান ১ প্র
২২। ১৩১। শ্রেয়শ্চ শ্রেয়শ্চ,—ব্যাখ্যান ১ প্র

‘ ২৪, ২৫। শাস্তিনি ১১১৭। ১৩২। যথাকালী,—ব্যাখ্যান
২ প্র ২। ১৩৪। যন্ত্র বিজ্ঞানবাল,—ধর্মজী ১২২৭।
১৩৭। বিজ্ঞান-সাহিত্যঃ,—ব্যাখ্যান ২ প্র ৭। ১৩৮।
তত্ত্বিক্ষেপঃ পরমং পদং,—ধর্মজী ১৩৯৫—৪০৪।

ষোড়শোইধ্যাযঃ

১৪০। শাস্ত্রোদাস্তঃঃ,—শাস্তিনি ১২৮৪, ২৯৭ ;
২১৩১৬। ১৪২। স . মোদতে,—ব্যাখ্যান ১ প্র ৩।
ধর্মজী ২১৬৮। ১৪৪। সত্যং বদ,—ধর্মজী ২১১০ ;
৩২৩৪। ১৪৬। শ্রুত্যা দেয়ত্ব.—শাস্তিনি ২৪৯৪ ;
১৫১। শৃথস্ত্র বিশ্বে,—ব্যাখ্যান ২ প্র ৮। শাস্তিনি
১১৫৯, ১৬১, ১৬৯ ; ২১৫৬৯, ৫৭৫, ৫৮২। Pers. 331.
Sadh. 17. ১৫২। বেদাহমেতং,—আত্মজী ২৭৩।
শাস্তিনি ১১৫৯, ১৬১, ১৬৭, ১৬৯, ১৮৭, ২০৫ ; ২১৫৫৯, ৬৫১।
১৫৩। এতজ্ঞ জ্ঞেয়ং,—শাস্তিনি ১২৮৪। ১৫৪।
সংপ্রাপ্তেয়নং,—ব্যাখ্যান ১ প্র ৯। শাস্তিনি ১১০, ১৫৯,
২৩৩, ৩০০ ; ২১৭৭৪। ১৫৬। যশ্চায়মশ্চিন্ত,—ধর্মজী
১১—১৩, ২১৬ ; ৩২৭। শাস্তিনি ২১৩৭৬, ৬১৫।

প্রতিরিক্ষ পরিশীলন

আক্ষদর্শ গ্রন্থের সর্বপ্রথম সংস্করণ

১। আক্ষদর্শ গ্রন্থ—সংস্কৃত ভাষায় কিন্তু বাংলা অক্ষরে ॥

‘আক্ষদর্শঃ’ গ্রন্থের প্রাচীনতম এবং প্রথম সংস্করণ—রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটি, বেঙ্গল, ওরিয়েন্টাল লাইব্রেরী, এক নং পার্ক ট্রুট কলিকাতায় আছে ॥ নং বঙ্গ ২১৯ A.

ইহাতে কেবল সংস্কৃত মূল ও সংস্কৃত টীকা বাঙ্গালা অক্ষরে আছে । ইহার আকার $7'' \times 8''$; পত্রসংখ্যা ১১০ + ৬/০ + অশুল্প শোধন এক পৃষ্ঠা । আখ্যাপত্রে আছে, “ওঁ তৎসৎ / আক্ষদর্শঃ / তত্ত্ববোধিনী মুস্তায়ন্ত্রে মুস্ততঃ / ১ আঞ্চিন ১৭৭২ শক /”

ইহার বিষয় সন্নিবেশ এইরূপ :—প্রথম খণ্ড (:-৬৩ পৃঃ), দ্বিতীয় খণ্ড (৬৪- ১০ পৃঃ) । ইহার পর ‘ধৰ্মবীজং’ (পৃঃ ১০), ‘আক্ষ-প্রতিজ্ঞা’ (পৃঃ ৭০-৮০) ; ‘প্রতিজ্ঞাক্ষয়ণার্থঞ্জেকাঃ’ (পৃঃ ১০), ‘অথ সংক্ষেপ ব্রহ্মোপাসনাপ্রকরণং ।’ (১০- ১১০), ‘প্রাতঃস্মৃত্ব্যং’ (পৃঃ ৮/০), ‘অশুল্পশোধন’—এক পৃষ্ঠা । (এ সকলের পত্রাঙ্ক পুনরায় ১/০ হইতে গণনা করিয়া ৬/০ + অশুল্পশোধন পর্যন্ত) ।

প্রতোক অধ্যায়ের সম্মুখ্য বচন একটানা ভাবে মুদ্রিত, সংগ্রহ করা নাই । মূলের নীচে সংস্কৃত টীকা, এই টীকাতে মূলের শব্দগুলিতে কোটেশন চিহ্ন দিয়া বাখ্যার শব্দ পৃথক করা হইয়াছে ।

প্রথম খণ্ডে (বর্তমান ১৩৮ সংখ্যাক) ‘তত্ত্বিষেণঃ পদমংপদং’ ইত্যাদি বচনটি ও ১৫৬ সংগ্রহকের ‘য়েচায়মাস্ত্রিনাস্ত্রনি...সবামুভুঃ’ অংশটি তথনও ঘোজিত হয় নাই । প্রথম খণ্ডের সমাপ্তিশুচক ‘উক্তা ত উপনিষৎ’ ইত্যাদি (বর্তমান ১৫৭ সংখ্যাক) বচনের পরিবর্তে, প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে উভয়ের সমাপ্তিশুচক একই (“এষ আদৈশ” ইত্যাদি, বর্তমান দ্বিতীয় খণ্ডের ১৩৮ সংখ্যাক) বচন রহিয়াছে । বর্তমান ‘শাস্তিপাঠঃগুলি [“ওঁ আপ্রায়ন্ত...তেষয়ি সন্ত ॥” (ব্রাঃ ধঃ ১ম খণ্ড) “ওঁ ঋতং...বজ্ঞারম্ ।” (ব্রাঃ ধঃ ২য় খণ্ড)] প্রথম খণ্ড ও দ্বিতীয় খণ্ডের শেষে ঘোজিত হয় নাই । দ্বিতীয় খণ্ডের শেষে ‘ওঁ শাস্তিঃ শাস্তিঃ শাস্তিঃ । হরি ওঁ ।’ আছে ।

দ্বিতীয় খণ্ডে ১৭টি অধ্যায় আছে । ইহার চতুর্থ অধ্যায় পরে বজ্জিত হয় । (মহৰ্মির আশুজীবনী, তৃতীয় সংস্করণ, ১৮১ পৃঃ দ্রষ্টব্য) । এই অধ্যায়ে ছয়টি শ্লোক আছে, তাহার বিষয়, আহার, পান প্রভৃতির সংযম :—

ଆକ୍ଷମର୍ଶଃ

ନାତା ହୃଦୟାନ୍ତାନ୍ ଆଣିନୋହହୃହୃପି । ଧାତ୍ରେବ ସୁଷ୍ଠାତ୍ରାତ୍ରାଚ ଆଣିସୋହତାର ଏବ ଚ । ଅନାରୋଗ୍ୟମନ୍ୟମର୍ଗ୍ୟାଖାତିଭୋଜନଃ । ଅପୂର୍ବଃ ଲୋକବିହିତେ ତମ୍ଭାତ୍ରଃ ପରିବର୍ଜନେ । ନ ସ୍ଵପ୍ନେନ ଜୟେଷ୍ଠିଜୀଃ ନ କାମେନ ଜୟେ ତ୍ରିସଃ । ନେବାନେନ ଜୟେଦଶିଃ ନ ପାନେନ ଶୁରାଃ ଜୟେ । ଶିଳ୍ପୋଦରକୁତେହପ୍ରାତଃ କରୋତି ବିଷସଃ ବହ । ମୋହରାଗ-ବଶାକ୍ରାନ୍ତିଇତ୍ରିୟାର୍ଥବଶାମୁଗଃ । ତତୋବିହାରୀହାରୈଶ୍ରୋହିତିଶ୍ଚ, ସଥେଷ୍ଠା । ମହାମୋହେ ଶ୍ରଥେ ମଘୋନାଞ୍ଜାନମବୁଧାତେ । ଯୁକ୍ତାହାରବିହାରଶ୍ଚ ଯୁକ୍ତଚେଷ୍ଟନ୍ତ କର୍ମଶ୍ଚ । ଯୁକ୍ତଶ୍ଵପ୍ନୀବୋଧଶ୍ଚ ଯୋଗୋଭବତି ଦୁଃଖଃ ।

ଇତି ସ୍ଥିତୀଯଥତେ ଚତୁର୍ଦ୍ଦୀର୍ଘ୍ୟଃ ।

‘ଅଭି’ ଭକ୍ଷ୍ୟିତା ‘ଆଜାନ’ ‘ଭକ୍ଷଣାହିନ’ ‘ଆଣିନ’ ‘ଅହନି’ ଅହନି ଅପି’ ପ୍ରତିଦିନମପି ‘ଅଦନ’ ଭକ୍ଷ୍ୟନ ‘ନ’ ‘ଦୁଃଖି’ ନ ଦୋଷଭାଗତ୍ବତି । ‘ହି’ ସମ୍ମାଂ ‘ଧାତା’ ବିଧାତା ପରମେତରେ ‘ଏବ’ ଆଜାଃ ଚ’ ଭୋଜାତ୍ର ‘ଅଭାରଃ ଏବ ଚ’ ଭୋଜାରାତ୍ରେବ ‘ଆଣିନ’ ‘ସୁଷ୍ଠା’ ସମ୍ମପାଦିତାଃ । ‘ଅଭିଭୋଜନ’ ‘ଅନାରୋଗଃ’ ରୋଗଭାବ୍ୟ ନ ହିତଃ ‘ଅନାଯୁଜଃ’ ଆସୁବେ ନ ହିତଃ ‘ଅର୍ପଃ ଚ’ ସମୀକ୍ଷା ଚ ନ ହିତଃ । ‘ଅପୂର୍ବ’ ‘ଲୋକବିହିତେ’ ବହଭୋଜିତରୀ ଲୋକେନିଜନାଂ ‘ତମ୍ଭାଂ ତର’ ‘ପରିବର୍ଜନେ’ ନ କୁର୍ଯ୍ୟାଃ । ‘ସ୍ଵପ୍ନେନ’ ନିଜ୍ୟା ‘ନିଜାଃ’ ‘ନ ଭାବେ’ ॥ ‘କାମେନ’ ‘ତ୍ରିସଃ’ ‘ନ’ ‘ଜୟେ’ । ‘ଇତ୍ତମେନ’ କାଟେନ ‘ଅପିଃ’ ‘ନ’ ‘ଜୟେ’ ‘ପାନେନ’ ଶୁରାଃ ‘ନ’ ‘ଜୟେ’ । ‘ଅପ୍ରାତଃ’ ଅବିବେକୌ ‘ଶିଳ୍ପୋଦରକୁତେ’ ଶିଳ୍ପୋଦରମିତିନ୍ ବହ ବିଷସଃ ତଥା ‘ବିଷସଃ’ ତୋଜନଃ ‘କରୋତି’ । ‘ମୋହରାଗବଶାକ୍ରାନ୍ତଃ’ ମୋହେନ ଅଜାନେନ ଯୋରାଗଃ ପ୍ରସକ୍ତିଃ ତଥେନ ଆକ୍ରାନ୍ତଃ ଜନ ‘ଇତ୍ରିୟାର୍ଥବଶାମୁଗଃ’ ଇତ୍ରିୟାର୍ଥାନାଃ ବିଷସାଃ ବଶଭୌ ଚ ଭବତି । ‘ତତ’ ତଦନନ୍ତରଃ ଆଜାନୋଯଥାପୁ ଯିଜ୍ଞା ସଥେଷ୍ଠା ତଥା ‘ସଥେଷ୍ଠା’ ଯୁକ୍ତଃ ‘ବିହାରେ’ ଆହାରେ ମୋହିତଃ ଚ’ । ‘ମହାମୋହେ ଶୁଦ୍ଧ’ ‘ମଗ୍ନ’ ନିଷଫ୍ଟ ସବ୍ ‘ଆଜାନଃ’ ଅପି ‘ନ’ ‘ଅବବୁଧାତେ’ ନ ଜାନାତି କିମୁତାନ୍ତଃ ବକ୍ଷମ୍ୟାମିତି । ଯୁକ୍ତେ ନିତାବାହାରବିହାରେ ସତ ସଃ ଯୁକ୍ତାହାରବିହାରଃ ତଥୁ ‘ଯୁକ୍ତାହାରବିହାରଶ୍ଚ’ ‘କର୍ମଶ୍ଚ’ ଯୁକ୍ତା ନିଯତ ଚଟ୍ଟେ ସତ ତଥା ‘ଯୁକ୍ତଚେଷ୍ଟନ୍ତ’ । ଏବ ‘ଯୁକ୍ତଶ୍ଵପ୍ନୀବୋଧଶ୍ଚ ନିଷତନିଜାଜାଗରଣ୍ଣତ ଦୁଃଖଃ’ ଦୁଃଖନିବର୍ତ୍ତକଃ ‘ଯୋଗ’ ‘ଭବତି’ ।

ଇତି ସ୍ଥିତୀଯଥତେ ଚତୁର୍ଦ୍ଦୀର୍ଘ୍ୟଃ ।

ସ୍ଥିତୀଯ ପତ୍ର (ବର୍ତ୍ତମାନ ୬୪ ସଂଖ୍ୟାକ) ‘ଅକ୍ରୋଧେନ ଜୟେ କ୍ରୋଧମ’ ଇତ୍ୟାଦି ବଚନଟି ଏହି ପ୍ରଶ୍ନେ ବାହି ; ଏହି ଇହାର ପର ବୋଜିତ ହୁଏ ।

ଏହି ପୁତ୍ରକେ ଧାରା ‘ଧର୍ମବୋଜଃ’ ତାହାହି ପରେ ‘ଆକ୍ଷମର୍ଶ୍ୟୋଜନ’ ନାମେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଇହାକେ । ଇହାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତୀଯ ବଚନର ‘ସତସ୍ତମ’ ହାଲେ ଏହି ପୁତ୍ରକେ ‘ଆକ୍ଷମଃ’ ଓ ‘ମର୍ମଶତ୍ରିମ’

হাবে ‘বিচ্ছিন্নিম’ পাঠ আছে ; এবং ‘সর্বকালী’, ‘সর্বাঙ্গম’, ‘শ্রবণ’, ‘পূর্ণম্’, ‘অপ্রতিম’ শব্দগুলি নাই। ইহার পথম ঘজনের পথমে বর্তমানের ‘ও’ শব্দটি নাই।

‘ত্রাক্ষপ্রতিজ্ঞা’ বর্তমানকালে ‘ত্রাক্ষধর্ম অহণম’ নামে প্রসিদ্ধ। এই প্রচ্ছের ‘ত্রাক্ষপ্রতিজ্ঞা’র পথমে আছে—“ও অগ্ন অমৃকশকে অমৃকমাসি অমৃকদিবসে ত্রাক্ষধর্মঃ গৃহামি।” এই প্রচ্ছে, বর্তমানের শাস্ত্র (নবম সংস্করণ) “ও তৎসং ১, ২, ৩, ৪ করিয়া ‘ত্রাক্ষধর্মবীজম্’ এবং তৎপরে ‘অশ্বিন্ত ত্রাক্ষধর্মবীজে বিশ্বত্ত ত্রাক্ষধর্মঃ গৃহামি।’ নাই। পথম ‘প্রতিজ্ঞা’তে গোড়ার “ও” শব্দটি নাই। ‘প্রতিজ্ঞা’গুলির বাকি সব বর্তমান নবম সংস্করণের সম্পূর্ণ অনুলাপ।

‘অথ সংক্ষেপত্রক্ষেপাসনা প্রকরণঃ’ অংশে এই সকল বিষয় আছে :—“ও যো-
দেবোহগ্নৌ...” মন্ত্রটি, ‘ও সত্যঃ জ্ঞানমনস্তঃ ত্রঙ্গঃ। আনন্দরূপময়তঃ যত্প্রভাতি।
শাস্ত্রঃ শিবমহৈতৎঃ ॥’ তিনটি মন্ত্রাংশ। ‘সপর্যাগাচ্ছুক্রমকায়মত্রণমস্ত্রাবিরঃ’.....
হইতে ‘মৃত্যুধ’বতি পঞ্চমঃ।’ পর্যাত্ত তিনটি মন্ত্র (রোক সংখ্যা, ৩৯, ১২ এবং ১৩,
ত্রাক্ষধর্ম, পথম ভাগ), তৎপরে ‘উক্ত প্রতিনিষ্পত্তার্থ’ নামে দশ পংক্তি সংকৃত
গচ্ছ,—‘ঘঃ পরমেষ্ঠঃ পরমাত্মা সর্বত্রবাপী সর্বব্যবহীনঃ সর্বগোপবিবর্জিতোবিষ্ণুঃ
সর্বজ্ঞঃ সর্বান্তর্ধানী পরাংপরোন্নিতাঃ ষ্ঠপ্রকাশঃ সমর্বান্তঃ প্রজাজ্যোষ্ঠোচ্চিতঃ
শুখাশুখঃ চিরঃ বিহিতবান্। তস্মাং পরমেষ্ঠরাং প্রাণমনঃ সর্বেশ্বরাণি আকাশ-
বায়ুজ্যোতিঃ পংঃ পৃথিবীভূতানি চ চলাচলাণি সম্মতপত্রে। তত্ত্ব অশাসনাং অর্পিজ্ঞতি
সূর্যান্তপতি মেঘোবর্বতি বাযুরূহতি মৃত্যুঃ সংক্রতি যশোপযুক্তঃ।’ তৎপরে ‘ত্বোত্রঃ’
(ও নমস্তে সতে তজ্জগৎকারুণ্যায়’ প্রভৃতি), ‘প্রার্থনা’—(কেবল ‘অস্তোমা
সদ্গময়.....পাহি নিত্যম।’ ‘ও একমেষ্ঠবিতীয়ঃ।’ এই সংকৃত প্রার্থনাটি),
‘সায়ত্রী’ ও তাহার সংকৃত টিকা :—‘ও’ ইতি স্ফুটশ্চিত্তিপ্রলয়কর্তা ‘তঃ সবিতৃঃ’ তত্ত্ব
সবিতৃঃ জগৎপ্রসবিতৃঃ প্রেরকসা সর্বকামানাঃ অন্তর্যামিনোবিজ্ঞানানন্দস্থভাবস্য ত্রঙ্গঃ
‘দেবসা’ গোত্রনান্তকসা পরমেষ্ঠসা ‘বরেণ্যঃ’ বরণীয়ঃ ‘ভর্গঃ’ ভর্গঃ ক্ষেত্রঃ জ্ঞানঃ
শক্তিঃ ধীমতি ধ্যায়েম ব্যঃ। ‘ধিযঃ’ বুদ্ধিবৃত্তীঃ যঃ সবিতৃঃ ‘নঃ’ অশ্বাকং ‘প্রচোদয়ঃ’
প্রেরযতি সংকর্মানুষ্ঠানায়। কৌদৃশোভর্গঃ ‘ভূত্র’বঃ ব্রহ্ম ভূত্র’বঃ শ্বরাদিসর্বলোক-
প্রকাশকঃ ॥

‘পাঠাঞ্জলি’, অর্থাৎ বর্তমান ‘শাখাজ্ঞেন’ পথম হইতে ‘ন বিভেদি কদাচন,
ও’ শাস্তি:শাস্তি:শাস্তি: ইরিঃ ও’ পর্যাত্ত বাক্যাবলী, ইহা উদাত্তাদি শ্বরাজ্ঞক মূল।
ইহার পর ‘ও ব একোহর্ষেবহুণ.....সম্যুক্তু’। ‘ইতি সংক্ষেপত্রক্ষেপাসনা
প্রকরণঃ।

‘প্রতিজ্ঞান্মুরগার্থঘোকাঃ’ ও ‘প্রাতঃস্মর্তবাম্’ এ দ্঵টি অংশ এ পুস্তকে বর্তমান নবম সংস্করণের সম্পূর্ণ অনুলিপি। এই গ্রন্থের সর্বশেষ পৃষ্ঠায় আছে :—

অশুল্কশোধন

পৃষ্ঠা	পঃস্তি	অশুল্ক	শুল্ক
৬	২	ভট্টশ্চ	তট্টয়ে
১০	১০	মক্ষমঃ	পক্ষমঃ
১৪	৬	অস্মালোকাঃ	অস্মালোকাঃ
২৭	৬	শ্রোতাংসি	শ্রোতাংসি
১০৩	২	ধর্মত্বেব	ধর্ম এব

২। প্রথম বাংলা সংস্করণ। বাংলা ভাষায়, আগামোড়া বাংলা অক্ষরে লেখা, এবং উপরে বৃণিত প্রাচীনতম পুস্তকের একই সময়ে (১লা আধিন ১৭৭২ শক) মুদ্রিত। ইহাতে সংস্কৃত মূল বচনগুলি নাই, শুধু বঙ্গানুবাদ আছে। এই গ্রন্থ প্রথম বৃণিত ‘বাঙ্গালা অক্ষরে কিন্তু সংস্কৃত ভাষায় লিখিত’ পুস্তকের একসঙ্গে ও পৃথকভাবে—এই উভয় প্রকারেই—প্রকাশিত হইয়াছিল। একত্রে বাঁধানো ও প্রকাশিত একগুচ্ছ পুস্তক
 Royal Asiatic Society, Bengal, Oriental Library, No. 1 Park Street, Calcutta নতে রয়েছে, সং ‘বঙ্গ’ ২১৯৫। আর একগুচ্ছ পুস্তক ডাঃ অনিলকুমার সেনের নিকট আছে। নীচে তাহার বিবরণ দেওয়া হইল।

প্রথম বাংলা সংস্করণ।*

“বাঙ্গালা ভাষায়—আগোপান্ত বাঙ্গালা অক্ষরে, সংস্কৃত মূল বচনগুলি ইহাতে নাই। কেবল মূলের বঙ্গানুবাদ আছে। ইহার আকার ১” × ৪”, পত্রসংখ্যা ৮০ + ১০ + অশুল্কশোধন ১ পৃষ্ঠা। আখ্যাপত্রে আছে,— ওঁ তৎসৎ / ত্রাঙ্কধর্ম / তত্ত্ববোধিনী মুদ্রায়স্থে মুদ্রিত / ১ আধিন ১৭৭২শক /

ইহার বিষয়-সন্নিবেশ এইরূপ :—প্রথম গুচ্ছ (পৃঃ ১-৪৯), দ্বিতীয় গুচ্ছ (পৃঃ ৫০-

*আমাদের নিকট যে গ্রন্থটি আছে তাহার একটি পত্র (চতুর্থ অধ্যায় ৫৭-৫৮ পঃ) কর্তৃন করিয়া পুস্তক হইতে অপস্থিত করা হইয়াছে। কর্তৃত পত্রের গোড়ার অংশ পুস্তকে গ্রাহিত রহিয়াছে। এই পুস্তকগান্তিতে তৃতীয় অধ্যায়ের পরবর্তী প্রত্যেক অধ্যায়ের প্রথমে (অশুল্ক) অধ্যায় প্রভৃতি কথাগুলির উপরে এক সংগ্রহ করাইয়া মুদ্রিত কাগজ সঁটিয়া দিয়া অধ্যায় সংগ্রহ ১৬ করা হইয়াছে।

৮৫), ইহার পর ‘ধৰ্মবৌজ’ (পৃঃ ১০), ‘আঙ্গপ্রতিজ্ঞা’ (পৃঃ ৭০-৮০), ‘সংক্ষেপ অঙ্গোপাসনা’ (পৃঃ ১০-১১), ‘গায়ত্রীর অর্থ’-(পৃঃ ১০-অঙ্ক, শুল্ক-১০), ‘প্রাতঃশুরণীয়’ (পৃঃ দেওয়া নাই-১০ হইবে); অঙ্কশোধন এক পৃষ্ঠা।

প্রত্যেক অধ্যায়ের সমূদয় বচন—বঙ্গামুবাদ—একটানাভাবে মুদ্রিত, সংখ্যা করা নাই। বর্তমান ‘শাস্তিপাঠ’গুলির বঙ্গামুবাদ ঘোজিত হয় নাই। প্রথম খণ্ডে (বর্তমান :৩৮ সংখ্যক) ‘তিনিক্ষেণ পরমং পদং’ ইত্যাদি বচনটির বঙ্গামুবাদ ঘোজিত হয় নাই। প্রথম খণ্ডের সমাপ্তিসূচক ‘উক্তা ত উপনিষৎ’ ইত্যাদি (বর্তমান ১৫৭ সংখ্যক) বচনের বঙ্গামুবাদের পরিবর্তে, প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে উভয়ের সমাপ্তিসূচক একই বচনের (‘এষ আদেশঃ’ ইত্যাদি, বর্তমান দ্বিতীয় খণ্ডের ১৩৮ সংখ্যক) বঙ্গামুবাদ রহিয়াছে।’ দ্বিতীয় খণ্ডের সর্বশেষে ‘ঁ শাস্তিঃ শাস্তিঃ শাস্তিঃ। হরি ওঁ।’ আছে॥

দ্বিতীয় খণ্ডে ১৬টি অধ্যায় আছে। ইহার চতুর্থ অধ্যায় পর্যন্ত বর্জিত হয় (আত্মজী,—১৮১ পৃঃ সুষ্টব্য)। এই অধ্যায়ে ছয়টি শ্লোক আছে, তাহার বিষয় আহার পান প্রভৃতিতে সংযম :-

“চতুর্থ অধ্যায়”

“প্রতিদিন প্রাণিদিগের মাংস ভোজন করিয়াও ভোক্তা দৃঢ় হয় না, কারণ পরমেশ্বর ভক্ষণ ভক্ষক উভয় প্রকার প্রাণিই সৃষ্টি করিয়াছেন।

অতিভোজনে রোগ জন্মে, আয়ুঃক্ষয় হয়, পারলোকিক স্থুতি প্রাপ্তিতে প্রতিবন্ধক ঘটে, সংকর্ষের অনুষ্ঠানে বীঘাত জন্মে এবং লোক নিন্দা হয়, অতএব অপরিমিত ভোজন করিবেক না।

নিজাম্বারা নিজাকে জয় করিবেক না, কাম দ্বারা স্তীকে জয় করিবেক না কাষ্ঠ দ্বারা অগ্নিকে জয় করিবেক না এবং পানব্রারা সুরাকে জয় করিবেক না।

অজ্ঞানী বাস্তি শিশোদরের নিমিত্তে বহু ভোজন করে, আর মোহসন্ত হইয়া ইন্দ্ৰিয়ার্থের বশীভূত হয়।

অনন্তর সে যথেচ্ছা আহার বিহারে মুক্ত হইয়া মহামোহজনক স্থথেতে মগ্ধ থাকে; আজ্ঞাকে জানিতে পায় না।

যে বাস্তি নিয়মিতরূপে আহার বিহার ও কর্মানুষ্ঠান করে এবং নিয়মিতরূপে নিজা যায় ও জ্ঞান্ত থাকে, তাহার এ প্রকার যোগদ্বারা দুঃখ নাশ হয়।”

দ্বিতীয় খণ্ডে বর্তমান ৬৪ সংখ্যক ‘অজ্ঞাধেন জয়েঁ ক্রোধম্’ ইত্যাদি বচনটির বঙ্গামুবাদ নাই।

এই পৃষ্ঠকে যাহা ‘ধর্মবীজ’, তাহাই পরে ‘ত্রাঙ্কধর্মবীজ’ নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে :—
ইহার অথবা বচন : “১ এই জগৎ উৎপত্তির পূর্বে কেবল এক পরমত্রু মাত্র ছিলেন, অঙ্গ পদার্থ মাত্র ছিল না। তিনিই এই সমৃদ্ধায় স্থাটি করিলেন। ২ তিনি জ্ঞানবৰুণ, অনন্তবৰুণ, আবশ্যবৰুণ, নিত্য, নিয়ন্তা, সর্বজ্ঞ, নিরবয়ব, একমাত্র, অবিভীত, বিচ্ছিন্ন শক্তিমান হয়েন। ৩ বর্তমান সংস্করণের সম্পূর্ণ অমূরুপ। ৪ বর্তমান সংস্করণের শাস্ত্র, তবে শেষের লাইনে ‘উপাসনা’র পর ‘হইয়াছে’ বসিবে।

‘ত্রাঙ্কপ্রতিজ্ঞা’, বর্তমান কালে ‘ত্রাঙ্কধর্মগ্রহণ’ নামে প্রসিদ্ধ। এই প্রাচীর ‘ত্রাঙ্ক-প্রতিজ্ঞা’ :— “ওঁ অভি অমূর্কশকে অমূর্কমাসে অমূর্কদিবসে ত্রাঙ্কধর্ম গ্রহণ করিতেছি। ১ স্থিতি প্রলয়কর্তা, মূর্জিত কারণ, সর্বজ্ঞ, সর্বব্যাপী, পূর্ণাবলম্ব, অজ্ঞানবৰুণ, নিরবয়ব, একমাত্র অবিভীত পরত্রুক্তির প্রতি জ্ঞানিত্বার্থা এবং তাহার প্রিয়কার্য সাধন ধারা, তাহার উপাসনাতে নিযুক্ত থাকিব। সর্বব্যাপ্তি পরত্রুক্তিপে স্থট কোন বস্তুর আরাধনা করিব না। ২ রোগ বা বিপদের দিবস ডিল, প্রতিদিবস যে কালে চিন্তের দ্বিরতা হইবেক, সেইকালে শ্রদ্ধা এবং জ্ঞানিত্বপূর্বক পরত্রুক্তি মনকে সমাধান করিব। ৩ বর্তমান সংস্করণের সম্পূর্ণ অমূরুপ। ৪ কুকৰ্ষ হইতে নিরন্ত থাকিতে সচেষ্ট হইব। ৫ যদি মোহৰ্বারা কোন কুকৰ্ষ দৈবাং করি তবে একান্ত তাহা হইতে মুক্তি ইচ্ছ। করিয়া সাবধান হইব। ৬ প্রতি বৎসরে এবং সাংসারিক তাৎক্ষণ্য শুভকর্মে ত্রাঙ্কসমাজে দান করিব। হে পরমেশ্বর ! সম্যকরূপে এই পরম ধর্ম প্রতিপাদন করিবার ক্ষমতা আমার প্রতি অর্পণ কর।

ওঁ একমেবাবিতীয়ং ”

‘সংক্ষেপ ত্রাঙ্কোপাসনা’—অংশটা এইরূপ :—

“ওঁ যে প্রকাশবান্ন পুরুষ অশ্বিতে, যিনি জলেতে, যিনি বিশ্বসংসারে প্রবিষ্ট হইন্ন আছেন, যিনি ওষধিতে, যিনি বনস্পতিতে স্থিতি করিতেছেন, সেই দেবতাকে বার বার নমস্কার কবি।

যিনি এই বিশ্বের স্ফুট-স্থিতি-প্রলয়ের কর্তা, যিনি তাৎক্ষণ্যের + নিয়ন্তা, যিনি আমার দেহের ও আয়ুর এবং সমৃদ্ধায় সৌভাগ্যের কারণ, এবং স্থাবর জগত সমৃদ্ধের অস্তরাজ্ঞা হয়েন, তিনি সত্যবৰুণ, জ্ঞানবৰুণ, অনন্তবৰুণ, পরত্রু; সকল বিষয় হইতে মনকে নিযুক্ত করিয়া একান্তে সেই মঙ্গল পূর্ণ আনন্দে সমাধান করি।

+ আমাদের নিকট যে প্রাচী তাহাতে এই স্থলে ‘শুভক্ষণের’ মুক্তি আছে, কিন্তু কর্তৃ অশিক্ষাত্মক সোসাইটির প্রাচারারের পৃষ্ঠকটীতে ‘স্থুতিঃখের’—মুক্তিত কাগজ সাঁটিয়া দেওয়া আছে।

সর্বব্যাপী নিরবন্ধ, সর্বপাপশূণ্য, বিশুদ্ধস্বভাব, সর্বজ্ঞ, সর্বান্তর্মাণী, পরাপ্রেক্ষিত প্রকাশকরণ, নিত্য পরমেষ্ঠ সর্বকালে প্রজাসকলকে যথোপযুক্ত সুখদুঃখ বিধান করিতেছেন। তাহা হইতে প্রাণ, মন, সমুদয় ইন্দ্রিয়, এবং আকাশ, বায়ু, জ্যোতি, জল, পৃথিবী তাৰং চৰাচৰ সৃষ্টি হইয়াছে। তাহার প্রশাসন হারা উপবৃক্ষত অগ্নি প্ৰহলিত হইতেছে, সূর্য উত্তোলন দিতেছে, মেষ বারি বৰ্ষণ কৱিতেছে, বায়ু সঞ্চালিত হইতেছে এবং সৃত্যু সঞ্চৱণ কৱিতেছে।

প্রার্থনা

হে পরমাত্মা ! মৌহুকৃত পাপ হইতে মুক্ত কৱিয়া এবং দুর্ঘতি হইতে বিৱত রাখিয়া তোমার নিয়মপালনে আমারদিগকে যত্নশীল কৱ, এবং শ্রদ্ধা ও প্ৰীতিপূৰ্বক অহৰহ তোমার অপার মহিমা এবং পৱন মঙ্গল ও নিৰ্মলানন্দস্বরূপ চিন্তনে উৎসাহযুক্ত কৱ, যাহাতে ক্রমে নিত্য পূৰ্ণ সুখলাভ কৱিতে সমৰ্থ হই ।

যিনি এক এবং বৰ্ণহীন এবং যিনি প্ৰজাদিগেৰ প্ৰয়োজন জানিয়া বহুপ্ৰকাৰ শক্তিযোগে বিবিধ কাম্য বন্ধু বিধান কৱিতেছেন সমুদ্বায় ব্ৰহ্মাণ্ড আচ্ছন্নাধ্যে যাহাতে বাপু হইয়া রহিয়াছে তিনি দীপ্যমান পৱনেষ্ঠ ঃ তিনি আমারদিগকে শুভবুদ্ধি প্ৰদান কৱন ।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ঃ ।

ইতি সংক্ষেপ ব্ৰহ্মোপাসনা ।

‘গায়ত্রী’র অর্থ :

সৃষ্টিস্থিতি প্ৰলয়কৰ্ত্তা সর্বলোক প্ৰকাশক সেই জগৎ প্ৰসৱিতা পৱন দেৰতাৰ বৱণীয় জ্ঞান ও শক্তি ধ্যান কৱি, যিনি আমারদিগকে বুদ্ধি-বৃত্তি সকল প্ৰেৱণ কৱিতেছেন।

প্রাতঃস্মৰণীয়

হে পরমাত্মা তোমার আজ্ঞামুসারে লোকেৱ হিতেৰ নিমিত্তে এবং তোমার প্ৰীতিৰ নিমিত্তে সংসাৱ যাত্রা নিৰ্বাহ কৱিতে প্ৰবিত্ত হই ।

অশুক্ষ-শোধন

পত্ৰ	পংক্তি	অশুক্ষ	শুক্ষ
৪৮	৫	অৱমাণা	পৱনাণা
৬৩	৮	বাধিকে	ব্যাধিকে

এই বঙ্গামুবাদ বাংলা অক্ষরে সংস্কৃত ভাষায় লিখিত পুস্তকেৱ একসঙ্গে ও পৃথকভাবে—এই উভয় প্ৰকারেই পুস্তকাকাৱে প্ৰকাশিত হইয়াছিল।

‡ ‘পৱনেষ্ঠ’ হইবে ।

৩। 'ବୟମ ସଂକରଣ'। (୧୯୭୭)। ୭୨"×୫", କାଗଜେ ଓ କାପାଡେ ଉଭୟ ପ୍ରକାରେ ବୀଧାଇ । ଆଚାର୍ୟ ସତୀଶଚନ୍ଦ୍ର ଚନ୍ଦ୍ରଭାଈ କର୍ତ୍ତକ ସମ୍ପାଦିତ । "ମାଧ୍ୟାରଣ ଆନ୍ଦୋଧଶର୍ମଙ୍କ ପାବଲିକେଶନ ସବ୍କମିଟିର ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀଅଶ୍ରୁତନାଥ ନଳୀ କର୍ତ୍ତକ ପ୍ରକାଶିତ । ୨୧୧ ନଂ କର୍ଣ୍ଣଓଲାଲିସ୍ ଟ୍ରୀଟ୍, କଲିକାତା ଆନ୍ଦୋଧଶର୍ମଙ୍କ ପ୍ରେସେ ଶ୍ରୀଦେବେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବାଗ କର୍ତ୍ତକ ମୁଦ୍ରିତ ।" ସମ୍ପଦ ବାଂଲା ଅନ୍ଧରେ । ବିଷୟ ସନ୍ଧିବେଶ,—ଆଥାପତ୍ର (୧ ପୃଃ) ବୟମ ସଂକରଣେର ସମ୍ପାଦକେର ନିବେଦନ (୧ମ ପୃଃ) । ତାରପର 'ଅଧ୍ୟାୟେର ବିଷୟ' ହିଁତେ ତୃତୀୟ ପରିଶିଷ୍ଟା ବ୍ୟାଖ୍ୟା-ସୂଚୀ, ପର୍ଯ୍ୟାନ୍ତ (୧୫ + ୩୬୮ ପୃଃ) ବର୍ତ୍ତମାନ, ଦଶମ ସଂକରଣେ ଅନୁଯୁଦ୍ଧ ହିଁଯାଇଛେ । (ପ୍ରକାଶକେର ନିବେଦନ ଦୃଷ୍ଟବ୍ୟ)

• ସମାପ୍ତ

শুক্রিপত্র

পৃষ্ঠা লাইন	অনুক্তি	শুক্র
২২ ৮	এষহেবানন্দমাতি	এষহেবানন্দযাতি
২৭ ২	সোমোদমগ্র	সৌমোদমগ্র
৪৪ ১৩	ভীষাহস্মাদ্বতঃ	ভীষাহস্মাদ্বাতঃ
৪৫	চতুর্থৈহধায়ঃ	তৃতীয়ৈহধায়ঃ
৭৭ ১৮	বিশুর্দ্ধসত্ত	বিশুক্ষসত্ত
৯৩ ৪	বিক্রি	বিক্রি
১০৬ ১৫	নেতৃরেষাম্	নেতৃরেষাম্
১৪১ ১৪	সোমা	সৌমা
১৬৭ ৬	পবেহষ্টা	পরোহষ্টা
১৬৮ ১৫	আনন্দনীয়	অনিন্দনীয়
২০৫ ১	আচার্যো	আচার্যো
২৫৭ ১৬	মৃহঃ	মৃত্ত
২৭৪ ১৯	মৃটৈরেব	মৃটৈরেব
২৯১ ১৮	ক্রোধঃ	ক্রোধঃ
২৯৪ ১৮	দ্বেষী, তাহাকে	দ্বেষী যে, তাহাকে
৩৩৮ ১১	জ্ঞাতিধর্মস্থিতিং	জ্ঞাতিধর্মস্থিতিং



